স্তালিন রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

রচনাকাল

এপ্রিল ১৯২৯—জুন ১৯৩০

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২



প্রথম প্রকাশ
১৪ই জুন, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায় চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

একে একে 'স্তালিন রচনাবলী'র দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হল। আর মাত্র একটি খণ্ড অর্থাৎ ত্রয়োদশ খণ্ডটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেই প্রকাশক হিসেবে আমার উপর 'স্তালিন রচনাবলী'র অনুরাগীবৃন্দ যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা সুসম্পন্ন হবে। চতুর্দশ খণ্ডটি মূলতঃ স্তালিনের জীবনালেখ্য। স্তালিনের যাবতীয় প্রবন্ধ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র, রিপোর্ট ইত্যাদি প্রথম খণ্ড থেকে ত্রয়োদশ খণ্ডেই সংকলিত হয়েছে। কত রকমের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদের এই প্রকাশনার কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তা হয়তো বহু পাঠক-পাঠিকা এবং অনুরাগীবৃন্দই জানেন না। সুযোগ এলে সে সম্পর্কে রচনাবলীর অনুরাগীবৃন্দকে নিশ্চয়ই অবহিত করবার আশা রাখি। আপাততঃ 'রচনাবলী'র গ্রাহকবৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন খণ্ডগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা সংগ্রহ করে নেন।

পরিশেষে, এই খণ্ডের অনুবাদক শ্রীপ্রমথ চক্রবর্তী তাঁর বার্ধক্যজনিত গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও অনুবাদকার্যে যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

অভিনন্দনসহ।

১৪ই জুন, ১৯৭৫ — মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

স্তালিন রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডটিতে কমরেড স্তালিনের এপ্রিল, ১৯২৯ থেকে জুন, ১৯৩০ পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধ ও প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। রচনাবলীর পাঠকেরা আশা করি এইসব নিবন্ধ ও প্রতিবেদন ইত্যাদির ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সহজেই ওয়াকিবহাল হতে পারবেন।

১৯২৯-৩০ সালে সোভিয়েত অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রায়ণের দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ সূচিত হয়েছিল। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে যৌথীকৃত কৃষির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈজয়ন্তী পরিলক্ষিত হতে চলেছিল।

বর্তমান খণ্ডে এপ্রিল, ১৯২৯-এ সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামে কমরেড স্তালিনের প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ সংকলিত হয়েছে। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টিতে দক্ষিণ বিচ্যুতির ঝোঁক' শীর্ষক এই ভাষণে স্তালিন বলশেভিক পার্টির মধ্যে বুখারিন গোষ্ঠীর সঞ্চারিত দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রতি সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বুখারিন সে-সময় কামেনেভ গোষ্ঠীর সঙ্গে চরম উপদলীয় কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্তালিন পরিষ্কারভাবে এই উপদলীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পার্টির সর্বস্তরের হাতিয়ারগুলির সংগ্রামের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত নিবন্ধ 'বিরাট পরিবর্তনের একটি বছর'-এ স্তালিন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। এই পরিবর্তন শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা, শিল্পক্ষেত্রীয় নির্মাণকার্য, কৃষিজ উৎ-

পদান—সর্বক্ষেত্রে এমনভাবে বিধৃত হয়েছিল যাতে দেশ পশ্চাৎপদতা থেকে যে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে দৃঢ় অভিসারী তা প্রমাণিত হয়। স্তালিনের নিজের ভাষায় যা হল: 'আমাদের দেশ একটি ধাতুর, অটোমোবাইলের, ট্রাক্টরের দেশ হয়ে উঠেছে।'

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিনীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা 'ইউ. এস. এস. আরে কৃষি সংক্রান্ত নীতির প্রশ্নগুলি সম্পর্কে' শীর্ষক ভাষণে কমরেড স্তালিন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'ভারসাম্য', ও 'স্বতঃস্ফূর্ততা'র বুর্জোয়া তত্ত্বের প্রতি কশাঘাত করেন।

'সি. পি. এস. ইউ. (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট'-এ কমরেড স্তালিন বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েতের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করেন এবং একই সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈজয়ন্তীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

এ-সব ছাড়াও বর্তমান খণ্ডে 'প্রতিযোগিতা ও ব্যাপক জনগণের শ্রম উদ্দীপনা', 'সাফল্যে দিশেহারা' ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র সংকলিত হয়েছে।

আশা করি বর্তমান খণ্ডটি পাঠকদের নিকট আদৃত হবে।

অভিনন্দনসহ।

১৪ই জুন, ১৯৭৫ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
কমরেড বেঝিমেন্স্কির কাছে চিঠি	…	১৯১
যৌথ খামারে কমরেডদের কাছে জবাব	…	১৯৫
শিল্প-আকাদেমির প্রথম স্নাতকদের প্রতি	…	২১৭
কমরেড এম. র‍্যাফেলের নিকট চিঠির জবাব (রিজিওনাল ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল, লেনিনগ্রাদ)	…	২১৮
কৃষি-যন্ত্রপাতির কারখানা, রোস্তভ	…	২২০
ট্রাক্টর কারখানা, স্তালিনগ্রাদ	…	২২১
সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট	…	২২২
১। বিশ্ব পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকট এবং ইউ. এস. এস. আরের বহিঃস্থ পরিস্থিতি	…	২২২
(১) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট	…	২২৪
(২) পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বসমূহের তীব্রতাবৃদ্ধি	…	২৩২
(৩) ইউ. এস. এস. আর এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক	…	২৩৮
২। ইউ. এস. এস. আরে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি এবং আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি	…	২৪৪
(১) সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি	…	২৪৫
(২) শিল্পায়নে সাফল্যসমূহ	…	২৪৭
(৩) সমাজতান্ত্রিক শিল্পের মূল অবস্থান ও অগ্রগতির হার	…	২৪৯

বিষয়		পৃষ্ঠা

সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টিতে দক্ষিণ বিচ্যুতির ঝোঁক

(১৯২৯-এর এপ্রিলে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা[১]) (আক্ষরিক রিপোর্ট)

কমরেডগণ, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের ওপর আমি কিছু বলব না, যদিও বুখারিন গোষ্ঠীর কয়েকজন কমরেডের ভাষণে বরং এটা একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। আমি এর ওপর কিছু বলব না কারণ এটা তুচ্ছ ব্যাপার, আর তুচ্ছ বিষয়ের ওপর সময় ব্যয় নিরর্থক। বুখারিন আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পত্রালাপের বিষয় নিয়ে বলেছেন। তিনি কয়েকখানা চিঠি পড়েছেন এবং তা থেকে দেখা যায় যে যদিও আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক সাম্প্রতিক-কালেও বিদ্যমান, তবুও রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে। উগলানভ ও তমস্কির ভাষণের মধ্যেও একই সুর লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বলেন, এটা কী করে সম্ভব হয়: আমরা প্রবীণ বলশেভিক, হঠাৎ আমাদের মতভেদ ঘটেছে এবং সেইজন্যে আমরা পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে অক্ষম।

আমার মনে হয় এইসব শোক ও বিলাপের এক কানাকড়িও মূল্য নেই। আমাদের সংগঠন একটা পারিবারিক চক্র নয় অথবা ব্যক্তিগত বন্ধুদের সমিতিও নয়; এটা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দল। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের স্বার্থকে আমাদের লক্ষ্যের স্বার্থের ওপরে স্থান দিতে পারি না।

কমরেডগণ, এটা দুর্ভাগ্যজনক হবে যদি কেবলমাত্র যেহেতু আমরা বয়সে প্রবীণ, সেইহেতুই আমাদের প্রবীণ বলশেভিক বলা হয়। বয়সে প্রবীণত্বের কারণেই প্রবীণ বলশেভিকরা শ্রদ্ধার্হ নন, বরং তাঁরা চির নতুন, কালবিজয়ী বিপ্লবী বলেই শ্রদ্ধার্হ। যদি কোন প্রবীণ বলশেভিক বিপ্লবের পথ থেকে সরে দাঁড়ান অথবা বিচ্যুত হন বা রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যর্থ হন, তাহলে একশ বছর বয়স হলেও নিজেকে প্রবীণ বলশেভিক হিসেবে পরিচয় দেবার অধিকার তাঁর নেই, এবং পার্টি তাঁকে শ্রদ্ধা করবে সেটা দাবি করার অধিকারও তাঁর নেই।

অধিকন্তু, ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রশ্নকে রাজনৈতিক প্রশ্নের সমান মর্যাদা

দেওয়া যায় না, কারণ কথায় আছে—বন্ধুত্ব সবসময়েই ভাল জিনিস, কিন্তু কর্তব্যই প্রথম। আমরা সবাই শ্রমিকশ্রেণীর সেবা করি, তাই ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের স্বার্থের সঙ্গে যদি বিপ্লবের স্বার্থের সংঘাত ঘটে তবে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের স্থান পেছনে থাকে। বলশেভিক হিসেবে আমাদের অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে না।

বিরোধী বুখারিন গোষ্ঠীর কমরেডদের বক্তৃতার মধ্যে যে ব্যক্তিগত পরোক্ষ কটাক্ষ এবং ছদ্ম অভিযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করব না। স্পষ্টতঃই, দ্ব্যর্থবোধক উক্তি এবং পরোক্ষ ইঙ্গিতের আড়ালে এই বন্ধুগণ চেষ্টা করছেন আমাদের মতবিরোধের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ভিত্তিকে চাপা দিতে। তাঁরা রাজনীতির নামে হীন রাজনৈতিক ফন্দিবাজীকে প্রতিস্থাপিত করতে চান। এ ব্যাপারে তমস্কির বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মামুলী বক্তৃতা ছিল একজন ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতিকের মতো যিনি রাজনীতির নামে হীন রাজনৈতিক ফন্দিবাজীকে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টায় থাকেন। যাই হোক, তাঁদের এই কৌশল ফলপ্রসূ হবে না।

এবার কাজের কথায় আসা যাক।

১। একটি, না দুটি লাইন ?

আমাদের লাইন কি একক, অভিন্ন, সাধারণ লাইন, না কি দুটি লাইন আছে? কমরেডগণ, সেটাই হল মূল প্রশ্ন।

রাইকভ এখানে তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, একটিই সাধারণ লাইন আমাদের আছে; আমাদের মধ্যে যদি 'সামান্য' মতবিরোধ থাকেও, তা হল সাধারণ লাইনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কিছু 'পার্থক্যের ছায়া' মাত্র।

সে কথা কি ঠিক? দুর্ভাগ্যক্রমে, তা ঠিক নয়। এবং এটা শুধুমাত্র ভুলই নয়, সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি বাস্তবিকই আমাদের একটি লাইনই হতো, আমাদের মধ্যে শুধু পার্থক্যের ছায়ামাত্রই থাকত, তাহলে বুখারিন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং এর পলিটব্যুরোর বিরুদ্ধে উপদলীয় জোট গঠন করার জন্য কামেনেভ পরিচালিত গতকালের ট্রট্স্কিপন্থীদের কাছে কেন ছুটেছিলেন? তাহলে, বুখারিন যে কেন্দ্রীয় কমিটির 'মারাত্মক' লাইনের কথা উল্লেখ করেছেন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে বুখারিন, তমস্কি এবং রাইকভের নীতিগত মত-পার্থক্যের কথা বলেছেন, কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো গঠনে কঠোর পরিবর্তনের

প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন—এসব কি ঘটনা নয়?

একটিমাত্র লাইন যদি হতো, কেন তবে বুখারিন গতকালের ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে একত্র হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন, আর কেনই-বা রাইকভ এবং তমস্কি এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন?

একটিমাত্র সাধারণ লাইনই যদি থাকে, তাহলে যারা একক অভিন্ন সাধারণ লাইনের সমর্থক সেই পলিটব্যুরোর একটি অংশকে কিভাবে ঐ একই সাধারণ লাইনের সমর্থনকারী অপর অংশকে অপদস্থ করার ব্যাপারে সমর্থন করা যেতে পারে?

আমাদের একটিমাত্র, একক, সাধারণ লাইন থাকলে এরূপ দোদুল্যমান নীতিকে কি সমর্থন করা যেতে পারে?

একটিমাত্র লাইনই যদি থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং এর সাধারণ লাইনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত বুখারিনের ৩০শে জানুয়ারির ঘোষণার কী কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারি?

একটিমাত্র লাইনই যদি হবে, তাহলে সেই ত্রিমূর্তি (বুখারিন, রাইকভ, তমস্কি) তাঁদের ৯ই ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় যেভাবে নির্লজ্জ, স্থূল, কলংকজনক ভাষায় পার্টিকে অভিযুক্ত করেছেন তার কি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? পার্টির বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ: (ক) কৃষকসমাজকে সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় শোষণের নীতি, (খ) আমলাতন্ত্র তোষণ নীতি, (গ) কমিনটার্ন ভেঙে বিচ্ছিন্ন করে দেবার নীতি।

এই ঘোষণাগুলি সম্ভবতঃ প্রাচীন ইতিহাস মাত্র? সম্ভবতঃ এখন স্বীকার করা হচ্ছে যে এই ঘোষণা ভুলবশতঃই হয়েছিল? হয়তো, রাইকভ, বুখারিন এবং তমস্কি এই নিশ্চিত ভুল এবং পার্টি-বিরোধী ঘোষণাগুলি প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত? তাই যদি হয়, তাহলে তাঁরা সততার সঙ্গে খোলাখুলি বলুন। তাহলেই সবাই বুঝবেন যে, লাইন আমাদের মাত্র একটিই, আমাদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে তা পার্থক্যের ছায়ামাত্র। কিন্তু বুখারিন, রাইকভ এবং তমস্কির বক্তব্য থেকে যা স্পষ্ট বেরিয়ে এসেছে, তা হল তাঁরা তা করবেন না। আর শুধু যে তা করবেন না তা-ই নয়, ভবিষ্যতেও ঐ ঘোষণা পরিত্যাগ করার বাসনা তাঁদের নেই, এবং তাঁরা বলছেন যে ঘোষণাটিতে যে মত তাঁরা প্রকাশ করেছেন তাকেই তাঁরা আঁকড়ে থাকবেন।

তাহলে একক, অভিন্ন, সাধারণ লাইনটি গেল কোথায়?

যদি লাইন একটিমাত্রই হয়, এবং, বুখারিন গোষ্ঠীর মতে, কৃষকসমাজের ওপর সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নীতি অনুসরণ করাই যদি পার্টির নীতি হয়, তাহলে বুখারিন, রাইকভ, তমস্কি বাস্তবিকই কি চান এই মারাত্মক নীতিতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে, না কি তার পরিবর্তে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চান? সেটা অবশ্য অসম্ভব।

যদি লাইন একটিমাত্রই হয়, এবং বিরোধী বুখারিন গোষ্ঠীর মতে পার্টি-নীতি হল আমলাতন্ত্র পোষণ, তাহলে রাইকভ, বুখারিন এবং তমস্কি কি বাস্তবিকই ইচ্ছা করেন পার্টির ভেতরকার আমলাতন্ত্র পোষণে আমাদের সঙ্গে সামিল হতে, না কি এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চান? সেটা অবশ্য অর্থহীন বোকামি।

যদি লাইন একটিমাত্রই হয়, এবং, বিরোধী বুখারিন গোষ্ঠীর মতে কমিনটার্ন টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেওয়াই যদি পার্টির নীতি হয়, তবে কমিনটার্ন ভেঙে দেবার কাজে রাইকভ, বুখারিন এবং তমস্কি কি বাস্তবিকই চান আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে, না কি তার বদলে এই নীতিকে হটিয়ে দিতে? এই অযৌক্তিক মূর্খতাকে কিভাবে আমরা বিশ্বাস করি?

না, কমরেডগণ, আমাদের নীতি একটিমাত্র ও অভিন্ন—রাইকভের এই জোরালো বক্তব্যের মধ্যে অবশ্যই কিছু ভ্রান্তি থেকে থাকবে। যেদিক থেকেই আপনারা দেখুন না কেন, বুখারিন গোষ্ঠীর আচরণ এবং ঘোষণা সম্পর্কিত ঘটনাগুলি যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে সেই একক সাধারণ নীতির ব্যাপারের মধ্যেই কোন গলতি আছে।

যদি লাইন একটিমাত্রই হয়, তাহলে বুখারিন, রাইকভ এবং তমস্কি কর্তৃক গৃহীত নিষ্ক্রিয়তার কি ব্যাখ্যা আমরা দেব? এটা কি চিন্তনীয় যে যেখানে একটি অভিন্ন সাধারণ লাইন রয়েছে, সেখানে পলিটব্যুরোর একটি অংশ নিয়মিতভাবেই কেন্দ্রীয় কমিটির একাধিকবার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করতে রীতিবদ্ধভাবে অস্বীকার করছে এবং ছয় মাস যাবৎ পার্টির অন্তর্ঘাতকের কাজ চালাচ্ছে? বাস্তবিকই আমাদের যদি একটি একক, সাধারণ, অভিন্ন লাইন থেকে থাকে, তবে পলিটব্যুরোর একটি অংশ যে নিষ্ক্রিয়তার ঐক্যনাশক নীতি সুপরিকল্পিতভাবে অনুসরণ করছেন তার ব্যাখ্যা কী হবে?

আমাদের পার্টির ইতিহাসে নিষ্ক্রিয় নীতির অনেক উদাহরণ জানি।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি, অক্টোবর বিপ্লবের পরের দিন কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভের নেতৃত্বে কিছু কমরেড তাঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্য করতে অস্বীকৃত ছিলেন এবং পার্টির নীতির পরিবর্তন করতে হবে বলে দাবি করেছিলেন। আমরা জানি যে সেই সময় আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, যার নীতি ছিল একটি সত্যিকারের বলশেভিক সরকার গঠন করা, তার বিরুদ্ধে তাঁরা মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনের দাবির ভিত্তিতে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার নীতির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় এই নিষ্ক্রিয়তার কৌশলের মধ্যে কিছুটা যুক্তি ছিল, কারণ এর ভিত্তি ছিল দুটি ভিন্ন লাইনের অস্তিত্বের মধ্যে, যার একটির উদ্দেশ্য ছিল একটি অকৃত্রিম বলশেভিক সরকার গঠন করা, অন্যটির উদ্দেশ্য ছিল মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি-দের নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন। সেটা স্পষ্ট এবং বোধগম্য ছিল। কিন্তু যখন বিরোধী বুখারিন গোষ্ঠী একদিকে সাধারণ লাইনের সংহতি ঘোষণা করছে, আর অপরদিকে, অক্টোবর বিপ্লবের সময়কার জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের অনুসৃত নিষ্ক্রিয়তার নীতি অনুসরণ করছে, তখন, আর যাই হোক না কেন, তার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

এটা কি ওটা—হয় একটিমাত্র লাইন, যেখানে বুখারিন এবং তাঁর বন্ধুদের নিষ্ক্রিয়তার নীতির ব্যাপারটি দুর্বোধ্য ও ব্যাখ্যাতীত, নতুবা আমাদের দুটি লাইন আছে যাতে নিষ্ক্রিয়তার নীতি সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য এবং নির্ণয়সাধ্য।

যদি লাইন একটিমাত্রই থেকে থাকে, তাহলে পলিটব্যুরোর ত্রিমূর্তি—রাইকভ, বুখারিন এবং তমস্কি—পলিটব্যুরোতে ভোটদানের সময় তা থেকে বিরত থাকা সম্ভব বলে বিবেচনা করেছিলেন যখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং কৃষক সমস্যার ওপর প্রধান প্রধান তত্ত্বসমূহ গৃহীত হয়েছিল—এ ঘটনার কী ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? এটা কি কখনো ঘটে যে একই সাধারণ লাইন থাকা সত্ত্বেও কমরেডদের একটি অংশ বিরত থাকছেন আমাদের অর্থনৈতিক নীতির প্রধান প্রশ্নগুলির ওপর ভোট দেবার ব্যাপারে? না, কমরেডগণ, এ ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটে না।

অবশেষে, যদি লাইন একটিই মাত্র থেকে থাকে এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে সামান্যই, তবে এই বছরের ৭ই ফেব্রুয়ারি পলিটব্যুরোর কমিশন প্রস্তাবিত আপোষ আলোচনাটি বিরোধী বুখারিন গোষ্ঠীর কমরেডরা—বুখারিন,

রাইকভ আর তমস্কি কেন প্রত্যাখান করেছিলেন? এটা কি সত্য নয় যে তাঁরা যে অচল অবস্থা নিজেরাই সৃষ্টি করেছিলেন তার থেকে মুক্তির একটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য পথ এই আপোষ প্রস্তাব বুখারিন গোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরেছিল?

এই বছরের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যের প্রস্তাবিত আপোষ প্রস্তাবটি হল এইরকম:

'কমিশনে বিভিন্ন মত বিনিময়ের পর স্থিরীকৃত হল যে:

'(১) বুখারিন স্বীকার করছেন যে, কামেনেভের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ একটা রাজনৈতিক ভ্রান্তি;

'(২) বুখারিন স্বীকার করছেন যে, ১৯২৯ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিযুক্ত করে তাঁর দৃঢ় ঘোষিত বক্তব্য "কৃষক-সমাজের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের" নীতি অনুসরণ করছে, কমিনটার্নকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিচ্ছে, পার্টির অভ্যন্তরে আমলাতন্ত্র পোষণ করছে—এইসব কেবল বাদানুবাদের গরম হাওয়ায় উত্তেজিত মুহূর্তের ফল এবং এইসব প্রশ্নের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তাঁর কোন মতবিরোধ নেই বলে বিবেচিত হবে;

'(৩) তাই, বুখারিন স্বীকার করছেন যে, পলিটব্যুরোর মধ্যে কাজের সংহতি সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়;

'(৪) কমিনটার্ন এবং প্রাভদা উভয়ের থেকেই বুখারিন তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেবেন;

'(৫) কাজেকাজেই, বুখারিন তাঁর ৩০শে জানুয়ারির ঘোষণাটি প্রত্যাহার করবেন।

'উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশন বিবেচনা করছে যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী এবং পলিটব্যুরোর যুক্ত সভায় বুখারিনের ভ্রান্তিগুলির রাজনৈতিক মূল্যায়ন সম্বলিত খসড়া প্রস্তাব উপস্থিত করা বিধেয় হবে না এবং পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি-মণ্ডলীর যুক্ত সভার নিকট সমস্ত দলিলপত্রের (বক্তব্যের আক্ষরিক রিপোর্ট ইত্যাদি) প্রচার প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

'কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সম্পাদক এবং প্রাভদার প্রধান সম্পাদক হিসেবে বুখারিনের স্বাভাবিক কাজকর্মের উপযোগী প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর

ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর যুক্ত সভার নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে।'

বাস্তবিকই যদি আমাদের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই হয়, লাইন একই হয়, তবে বুখারিন এবং তাঁর বন্ধুরা এই আপোষ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেন কেন? এটা কি সম্পূর্ণ প্রমাণসাপেক্ষ নয় যে পার্টির অভ্যন্তরে বর্তমানে যে উত্তেজনা রয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে পলিটব্যুরোর কাজে ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বুখারিন ও তাঁর বন্ধুদের উচিত ছিল পলিটব্যুরো প্রস্তাবিত আপোষের শর্ত গ্রহণ করতে আকুলভাবে আগ্রহী হওয়া?

পার্টির ঐক্য, পলিটব্যুরোতে সমষ্টিগত কাজের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে. যিনিই সত্যিকারের ঐক্য চান এবং কাজে যৌথ নীতির মূল্য দেন, তাঁর এই আপোষ প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত ছিল? তাহলে কেন বুখারিন এবং তাঁর বন্ধুরা এই আপোষ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন?

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, আমাদের লাইন যদি একই হতো, তাহলে ৯ই ফেব্রুয়ারির ত্রিমূর্তির ঘোষণা কখনই সম্ভব হতো না অথবা বুখারিন এবং তাঁর বন্ধুরা কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো কর্তৃক প্রস্তাবিত আপোষকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন না?

না, কমরেডগণ, উপরিউক্ত ঘটনাগুলি যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে অবশ্যই আপনাদের একক, অভিন্ন লাইনের ব্যাপারে অবশ্যই কিছু ভ্রান্তি থেকে থাকবে।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, আমাদের একটা নয়, দুটি লাইন আছে; তার একটা হল কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন, আর অপরটা বুখারিন গোষ্ঠীর লাইন।

রাইকভ যখন তাঁর বক্তব্যে ঘোষণা করলেন যে আমাদের একটিমাত্র সাধারণ লাইন আছে, তখন তিনি সত্য ভাষণ দেননি। নিঃশব্দে এবং ছদ্মভাবে পার্টি লাইনের ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পার্টি-বিরোধী লাইনকে গোপন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। সুবিধাবাদের কৌশল হচ্ছে মত-বিরোধের ওপর যথাযথ কলংক লেপন করা, পার্টির অভ্যন্তরের প্রকৃত অবস্থার ওপর পালিশ দেওয়া, নিজের আসল চেহারাটাকে আড়ালে রাখা এবং এই-ভাবে পার্টির পক্ষে তার সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে অসম্ভব করে তোলে।

সুবিধাবাদের কেন এই কৌশলের প্রয়োজন হয়? কারণ এতে সুবিধাবাদীরা পথের ঐক্য সম্বন্ধীয় কথার ধোঁয়াটে পর্দার আড়ালে তাদের নিজস্ব লাইন, যে লাইন পার্টি-লাইন থেকে ভিন্ন, তা কার্যকরী করতে সমর্থ হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে রাইকভ এই সুবিধা-বাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন।

কমরেড লেনিন তাঁর একটি প্রবন্ধে সাধারণভাবে সুবিধাবাদীদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন সেটি আপনারা শুনতে আগ্রহী কী? সাধারণভাবে এর গুরুত্ব আছে বলেই এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আমাদের পক্ষে জরুরী নয়, এটা আরও প্রয়োজন রাইকভের পক্ষেও সম্পূর্ণ সঠিক বলে।

সুবিধাবাদ ও সুবিধাবাদীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে লেনিন যা বলেছেন তা এই:

> 'যখন আমরা সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলি, তখন অবশ্যই বর্তমান সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিধাবাদেব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা কখনো ভুলি না, যথা—এর অস্পষ্টতা, প্রচারধর্মিতা আর কৌশলে সমস্যা এড়ানোর মনোবৃত্তি। একান্ত স্বভাবগতভাবেই একজন সুবিধাবাদী কোন বিতর্কেব বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে এবং চূড়ান্তভাবে ব্যাখ্যা দানকে সর্বদা এড়িয়ে চলে, সে মধ্যপন্থা খোঁজে, দুটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী মতের মাঝখানে সে সাপের মতো এদিক-ওদিক মোচড় খায়, চেষ্টায় থাকে উভয়ের প্রতি "সমর্থন" জানাতে এবং নিজের মতপার্থক্যগুলিকে সামান্য সংশোধন, সন্দেহ, নিরপেক্ষ এবং নিরীহ কতকগুলো প্রস্তাবের মধ্যে সংকুচিত করতে, ইত্যাদি, ইত্যাদি' (**রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

এখানে আপনারা একজন সুবিধাবাদীর চেহারা পেলেন যে স্পষ্টতা এবং নিশ্চয়তাকে ভয় করে এবং যার প্রচেষ্টা হল বাস্তব ঘটনার ওপর চাকচিক্যের পালিশ লাগানো, পার্টির যথার্থ মতবিরোধের ওপর দোষারোপ করা।

হাঁ, কমরেডগণ, ঘটনা যত অবাঞ্ছিতই হোক না কেন, তার সম্মুখীন হতেই হবে। ঈশ্বর না করুন, আমরা যেন সত্যকে ভয় করার সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত না হই। ঘটনাচক্রে অন্যান্য পার্টি থেকে বলশেভিকরা পৃথক, কারণ তারা সত্যকে ভয় করে না, আর সত্য যত তিক্তই হোক না কেন তার সম্মুখীন হতে তারা ভীত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে সত্য হল এই যে আমাদের

একটি একক এবং অভিন্ন লাইন নেই। একটা লাইনই আছে, যেটা পার্টির লাইন, বিপ্লবী, লেনিনবাদী লাইন। কিন্তু পাশাপাশি আর একটা লাইন আছে, বুখারিন গোষ্ঠীর লাইন, যা পার্টি-বিরোধী ঘোষণায়, পদত্যাগপত্রের মাধ্যমে, দুর্নাম এবং গোপন ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর সাহায্যে, গতকালের ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে ভীরু গোপন আপোষ মীমাংসার দ্বারা একটি পার্টি-বিরোধী ব্লক গঠন করার উদ্দেশ্যে পার্টি-লাইনের শত্রুতা করছে। এই দ্বিতীয় লাইনটি হল সুবিধাবাদীদের লাইন।

তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটিমাত্র লাইনের অস্তিত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে যত কূটনৈতিক বাগাড়ম্বর বা কৌশলী বক্তব্যই থাক না কেন, তার ছদ্মবেশ ধরা পড়বেই।

২। শ্রেণী-পরিবর্তন এবং আমাদের মতপার্থক্যসমূহ

আমাদের মতপার্থক্যগুলি কি কি? সেগুলি কোন্ কোন্ প্রসঙ্গে?

সর্বপ্রথম, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং আমাদের দেশে সম্প্রতি যে শ্রেণী-পরিবর্তনগুলি ঘটছে তার সঙ্গেই এগুলি সম্পর্কিত। কিছু কিছু কমরেডের ধারণা আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে এই মতপার্থক্যের কারণ আকস্মিক। কমরেডগণ, ওটা ভুল। ওটা পুরোপুরিই ভুল। আমাদের পার্টিতে মতবিরোধের মূল নিহিত শ্রেণী-পরিবর্তনে, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধিতে যা সম্প্রতি ঘটছে এবং বিকাশের ক্ষেত্রে যা একটা দিক-পরিবর্তনকে চিহ্নিত করছে।

বুখারিন গোষ্ঠীর প্রধান ত্রুটি হল তারা এই পরিবর্তনগুলি এবং দিক-পরিবর্তনটিকে বুঝতে পারছে না; তা সেগুলি দেখছে না, এবং দেখতে চায়ও না। এ দ্বারা এটাই ব্যাখ্যা করে যে বিরোধী বুখারিন গোষ্ঠীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই কার্যতঃ তারা পার্টি ও কমিনটার্নের নতুন কর্তব্যসমূহ উপলব্ধি করতে অক্ষম।

কমরেডগণ, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, বিরোধী বুখারিন গোষ্ঠীর নেতারা কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামে আমাদের দেশের শ্রেণী-পরিবর্তনের প্রশ্নটি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতার ওপরে তাঁরা একটি কথাও বলেননি, এমনকি অতি সংগোপনেও ইংগিত করেননি যে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের মতবিরোধের কারণ যুক্ত? তাঁরা আর সবকিছু সম্পর্কেই বলেছেন, দর্শন এবং তত্ত্ব সম্পর্কেও,

কিন্তু যে শ্রেণী-পরিবর্তনের ওপরে এই মুহূর্তে আমাদের পার্টির চরিত্র এবং ক্রিয়াকলাপ নির্ভর করছে তার প্রসঙ্গে একটি শব্দও তাঁরা উচ্চারণ করেননি।

এই আশ্চর্যজনক ঘটনাটির ব্যাখ্যা কিভাবে করা যাবে? এ কি সম্ভবতঃ বিস্মৃতি? অবশ্যই তা নয়! রাজনৈতিক নেতারা কখনো আসল জিনিসটি ভুলতে পারেন না। ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, যে নতুন বিপ্লবী প্রক্রিয়া এখন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এবং এখানে, আমাদের দেশেও, চলছে সে ব্যাপারটি তাঁরা দেখেন না, উপলব্ধিও করেন না। ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তাঁরা প্রধান বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন, ঐ শ্রেণী-পরিবর্তনসমূহ তাঁরা উপেক্ষা করেছেন যা উপেক্ষা করার অধিকার কোন রাজনৈতিক নেতার নেই। আমাদের পার্টির নতুন কার্যক্রমের বিরোধিতা করে বিরোধী বুখারিন গোষ্ঠী যে হতবুদ্ধিতা এবং অপ্রস্তুতি প্রকাশ করেছে তার সঠিক ব্যাখ্যা এই।

আমাদের পার্টির সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্মরণ করুন। আমাদের দেশে নতুন শ্রেণী-পরিবর্তন সম্পর্কিত যে শ্লোগানগুলি পার্টি সম্প্রতি চালু করেছে সেগুলি স্মরণ করুন। আমি এইসব শ্লোগান উল্লেখ করতে চাই, যেমন, **আত্ম-সমালোচনার** শ্লোগান, **সোভিয়েত প্রশাসনযন্ত্রকে শোধন করা ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম** তীব্রতর করার শ্লোগান, **নতুন অর্থনীতি-বিষয়ক ক্যাডার এবং লাল বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণের** শ্লোগান, **যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামার আন্দোলনকে** শক্তিশালী করার শ্লোগান, **কুলাকদের বিরুদ্ধে অভিযানের** শ্লোগান, **উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস** এবং **ট্রেড ইউনিয়নের কাজের পদ্ধতির** আমূল **উন্নতির** শ্লোগান এবং **পার্টিকে শোধন করার** শ্লোগান, ইত্যাদি। কিছু কিছু কমরেডের কাছে এই শ্লোগানগুলি হতবুদ্ধিকর এবং ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। তথাপি এটা স্পষ্ট যে বর্তমান মুহূর্তে পার্টির এই শ্লোগানগুলি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং জরুরী।

শাখতাই ঘটনার[২] ফলে, যখন পুরানো বিশেষজ্ঞদের জায়গায় শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্তর থেকে লাল বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতি-বিষয়ক ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত করার প্রশ্নটি নতুনভাবে তোলা হয়, তখনই সমগ্র ব্যাপারটা শুরু হল।

শাখতাই ঘটনায় কি প্রকাশ পেল? এতে প্রকাশ পেল যে, বুর্জোয়াদের এখনো ধ্বংস করা যায়নি; তারা আমাদের অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত করে চলেছিল এবং চলতে থাকবে; আমাদের অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং, কিছু পরিমাণে, আমাদের পার্টি

সংগঠনগুলি আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং সেইজন্যেই আমাদের সংগঠনগুলিকে শক্তি সঞ্চার ও উন্নত করার জন্য, তাদের শ্রেণী-সতর্কতাকে আরও বিকশিত ও তীক্ষ্ণ করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ এবং সকল সম্পদকে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গেই **আত্মসমালোচনার** শ্লোগানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কেন? কারণ, আমাদের অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং পার্টি সংগঠনগুলিকে আমরা উন্নত করতে পারি না, বুর্জোয়াদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পঙ্গু করে আমরা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি না, যদি না আমরা সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার শক্তিকে উচ্চস্তরে তুলতে পারি, যদি না আমরা আমাদের সংগঠনগুলির কাজকে জনগণের নিয়ন্ত্রণের আঁওতায় নিয়ে যেতে পারি। এটা একটা বাস্তব ঘটনা যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটেছে এবং ঘটছে কেবলমাত্র কয়লাখনিতেই নয়, ধাতুশিল্পে, সমরশিল্পে, পরিবহন বিভাগের গণ-কমিশার দপ্তরে, স্বর্ণ এবং প্লাটিনাম ইত্যাদি শিল্পেও তা ঘটছে। সেজন্যই আত্মসমালোচনার শ্লোগান।

অধিকন্তু, শস্য সংগ্রহের অসুবিধার ব্যাপারে, সোভিয়েত মূল্যনীতির প্রতি কুলাকদের বিরোধিতার প্রসঙ্গে আমরা সম্পন্ন ব্যক্তিদের এবং কুলাকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে শস্য সংগ্রহ সংগঠিত করা, কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করা এবং রাষ্ট্রীয় যৌথ খামারের সর্বাধিক প্রসারের প্রশ্নের ওপর জোর দিয়েছি।

শস্য সংগ্রহে বাধা সৃষ্টির মধ্যে কী প্রকাশ পেয়েছে? সেগুলি বুঝিয়ে দিয়েছে যে, কুলাকরা ঘুমিয়ে থাকেনি, তারা বাড়ছিল, সোভিয়েত সরকারের নীতিকে হেনস্তা করতে তারা ব্যস্ত ছিল, পক্ষান্তরে, আমাদের পার্টি, সোভিয়েত এবং সমবায় সংগঠনগুলি—তাদের মধ্যে কোন কোনটি সব ব্যাপারে—হয় শত্রু চিনতে ব্যর্থ হয়েছে, নয়তো তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে নিজেদেরকে তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে।

সাধারণতঃ এই কারণেই সংগ্রহকারী সংগঠনগুলি, সমবায় এবং আমাদের পার্টিকে সংযত করা ও উন্নত করার শ্লোগান এবং আত্মসমালোচনার শ্লোগানের ওপর নতুনভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল।

অধিকন্তু, সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে শিল্প ও কৃষিকে পুনর্গঠনের নতুন কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস, শ্রমিক-শৃংখলাকে শক্তিশালী করা, সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতার উন্নতিসাধন ইত্যাদি শ্লোগানগুলি

সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সোভিয়েত প্রশাসনযন্ত্র এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমগ্র কর্মকাণ্ডের পুনর্বিন্যাস, এই সংগঠনগুলির মধ্য থেকে বুর্জোয়াসুলভ উপাদানগুলি বিদূরিত করে নতুন জীবন-দানের জন্য মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

সেইজন্যই জোর দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত প্রশাসনযন্ত্রে এবং ট্রেড ইউ-নিয়নগুলিতে আমলাতন্ত্রকে রোধের শ্লোগানের ওপর।

সর্বশেষে, পার্টিকে শোধন করার শ্লোগান। পার্টি সংগঠনটিকে তীক্ষ্ণভাবে শান না দিয়ে আমলাতন্ত্রের আবর্জনা থেকে একে শুদ্ধ করার সম্ভাবনা এবং সোভিয়েত অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা হাস্যকর হবে। অর্থনৈতিক, সমবায়, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত সংগঠন ছাড়াও পার্টি সংগঠনের অভ্যন্তরেও যে আমলাতান্ত্রিক উপাদান বিদ্যমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু পার্টিই এই সংগঠনগুলির পরিচালিকাশক্তি সেইজন্যেই শ্রমিকশ্রেণীর অপরাপর সংগঠন-গুলিকে উন্নত করা এবং সম্পূর্ণভাবে নতুন জীবন সঞ্চার করার আবশ্যিক শর্ত যে পার্টির শুদ্ধিকরণ সে কথা সুস্পষ্ট। সেই কারণেই পার্টিকে শোধন করার শ্লোগান।

এই শ্লোগানগুলি কি কোন আকস্মিক ব্যাপার? না, তা নয়। আপনারা নিজেরাই দেখছেন যে সেগুলি আকস্মিক নয়। **সেগুলি হল সেই একক অবিচ্ছিন্ন শৃংখল যাকে বলা হয় ধনতান্ত্রিক উপাদানের বিরুদ্ধে সমাজ-তন্ত্রের আক্রমণ, তার এক একটি অপরিহার্য যোগসূত্র।**

সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠনের সময়কালের সঙ্গে প্রধানতঃ সেগুলি সম্পর্কিত। আর তাহলে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন বলতে কী বোঝায়? জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র ফ্রণ্টে এ হল ধনতন্ত্রের মূল উপাদানগুলির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের আক্রমণ রচনা। পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র গঠনের দিকে এটা হল আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। কিন্তু এই পুনর্গঠনকে কার্যকরী করতে হলে সর্বপ্রথম উন্নত এবং শক্তিশালী করতে হবে সমাজতান্ত্রিক গঠনের ক্যাডারদের— অর্থনৈতিক-সোভিয়েত এবং ট্রেড ইউনিয়ন ক্যাডারদের, পার্টি এবং সমবায় ক্যাডারদেরও; সব মালিন্য বিশোধিত হয়ে আমাদের সংগঠনগুলিকে অবশ্যই তীক্ষ্ণধার হতে হবে; শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের বিশাল ব্যাপক জনসাধারণকে

অবশ্যই আমাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপরন্তু, সমাজতন্ত্রের আক্রমণের উত্তরে জাতীয় অর্থনীতির পুঁজিবাদী উপাদানগুলির প্রতিরোধের ঘটনার সঙ্গে এই শ্লোগানগুলি সম্পর্কযুক্ত। তথাকথিত শাখতাই ঘটনাকে আকস্মিক কিছু বলে অভিহিত করা যায় না। •বর্তমানে শাখতাইপন্থীরা আমাদের শিল্পের প্রতিটি শাখায় ঢুকে রয়েছে। তাদের অনেককে ধরা গেছে, কিন্তু কোনওক্রমেই সবাইকে নয়। সমাজতন্ত্রের বিকাশের পথে প্রতিরোধের অন্যতম একটি মারাত্মক অস্ত্র হল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ। আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এই ধ্বংসাত্মক কার্যগুলি আরও বেশি মারাত্মক। বুর্জোয়া ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত দেয় যে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি কোন দিক থেকেই তাদের হাতগুলি নিষ্ক্রিয় করে রাখছে না, নতুন করে সোভিয়েতের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য তারা শক্তি সঞ্চয় করছে।

গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির অস্তিত্বের প্রশ্নে বলা যায়, সোভিয়েতের মূল্য নীতির ব্যাপারে কুলাকদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বৎসরাধিককাল যাবৎ যে বিরোধিতা আসছে তাকে আকস্মিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত করার কারণ আরও অল্পই। অনেকেই এখনো এটা উপলব্ধি করতে অক্ষম যে ১৯২৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত কেনই-বা কুলাকরা স্বেচ্ছায় শস্য দিয়েছে, আর ১৯২৭ সাল থেকে তারা কেনই-বা দেওয়া বন্ধ করেছে। কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আগে কুলাক তখনো পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, চাষ-আবাদ ঠিকমত সে সংগঠিত করতে সমর্থ হয়নি; খামারের উন্নতির জন্য যথেষ্ট মূলধনের অভাব ছিল এবং সেইজন্যেই তার সবটুকু, প্রায় সবটা অতিরিক্ত শস্যই বাজারে আসতে বাধ্য হতো। যাই হোক, বর্তমানে কয়েকবার ভাল ফসলের পর যেহেতু সে খামার তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে, প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করতে সফল হয়েছে, তাই এখন সে বাজারকে কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থায় এসেছে, সকল মুদ্রার মুদ্রা, তার শস্যদানাকে নিজের জন্য মজুত হিসেবে আলাদা করে রাখতে সে এখন সক্ষম, এবং সে এখন মাংস, ওট, বার্লি এবং অন্যান্য দ্বিতীয় স্তরের শস্যই বাজারে আনতে চায়। কুলাক তার শস্যকণা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবে সেটা এখন আশা করা হাস্যকর হবে।

এ থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন সোভিয়েত শাসনের নীতির বিরুদ্ধে কুলাকদের প্রতিরোধের মূল কোথায়।

আর সমাজতন্ত্রের আক্রমণাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে গ্রামে, শহরে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির যে প্রতিরোধ চলছে সেটা কী? এটা হল নতুনের বিরুদ্ধে পুরাতনকে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সর্বহারার শ্রেণী-শত্রুদের শক্তিসমূহের পুনর্বিন্যাস। এই অবস্থাসমূহ যে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর করার দিকে না এগিয়ে পারে না সে কথা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের যদি শ্রেণী-শত্রুদের প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথকে প্রসারিত করতে হয়, তবে অন্য সবকিছু বাদ দিলেও, আমাদের সমস্ত সংগঠনগুলিকে অবশ্যই তীক্ষ্ণধার করতে হবে, বুর্জোয়াসুলভ উপাদানগুলি থেকে সেগুলিকে শুদ্ধ করতে হবে, সেগুলির ক্যাডারদের উন্নত করতে হবে এবং গ্রামে ও শহরে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে গ্রামের মেহনতি মানুষ এবং শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত করতে হবে।

এই শ্রেণী-পরিবর্তনের ভিত্তির ওপরেই আমাদের পার্টির বর্তমান শ্লোগানগুলির জন্ম হয়েছিল।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রেণী-পরিবর্তনের ব্যাপারেও অবশ্যই একই কথা বলতে হবে। এটা মনে করা হাস্যকর হবে যে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা অপরিবর্তিত রয়েছে। পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা শক্তি সঞ্চয় করছে, নিরাপদ হচ্ছে—এই কথা জোর দিয়ে বলা আরও হাস্যকর। বস্তুতঃপক্ষে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা মাসের পর মাস, দিনের পর দিন দুর্বল হচ্ছে, নড়বড়ে হচ্ছে। বিদেশী বাজার এবং কাঁচামালের জন্য সংগ্রামের তীব্রতা, যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধি, আমেরিকা এবং ব্রিটেনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের প্রসার, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বামপন্থী ঝোঁক, ইউরোপের দেশে দেশে ধর্মঘটের ঢেউ আর শ্রেণী-সংঘর্ষ, ভারত সহ উপনিবেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলন, পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিতে সাম্যবাদের বিস্তৃতি —এইগুলিই হচ্ছে ঘটনা যা নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করছে যে পুঁজিবাদী দেশসমূহে সঞ্চিত হচ্ছে নতুন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উপাদানগুলি।

এইজন্যই কর্তব্য হচ্ছে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি এবং সর্বোপরি, এর 'বাম' শাখার, যা পুঁজিবাদের সামাজিক আলম্বস্বরূপ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করা।

এইজন্যই করণীয় হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী অংশের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করা, কারণ ওটাই হল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম।

এইজন্যই কর্তব্য হল দক্ষিণ বিচ্যুতির দিকে আপোষের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করা, কারণ সেগুলিই হল কমিউনিস্ট পার্টিতে সুবিধাবাদের আশ্রয়স্থল।

সেইহেতু শ্লোগান উঠেছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক •ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করার।

এই কারণেই ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সাম্যবাদের তথাকথিত নতুন রণ-কৌশল।

কিছু কিছু কমরেড এই শ্লোগানগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। কিন্তু একজন মার্কসবাদীকে সর্বদাই উপলব্ধি করতে হবে যে এই শ্লোগানগুলি যদি কার্যকরী না হয়, তবে নতুন শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য সর্বহারা জনগণের প্রস্তুতির কথা চিন্তা করা হবে অসম্ভব, অচিন্তনীয় হবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ওপর আমাদের বিজয়, আর অসম্ভব হবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রকৃত নেতা নির্বাচন, যে নেতৃত্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে পরিচালিত করবে।

কমরেডগণ, এইভাবেই আমাদের এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রেণী-পরিবর্তন ঘটছে, যাকে ভিত্তি করেই আভ্যন্তরীণ এবং কমিনটার্ন সম্পর্কিত নীতি, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের পার্টির বর্তমান শ্লোগানগুলি সোচ্চারিত হয়েছে।

আমাদের পার্টি এই শ্রেণী-পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করছে। পার্টি নতুন কর্তব্যসমূহের গুরুত্ব বোঝে এবং সেগুলির সাফল্যের জন্য শক্তি সমাবেশ করছে। সেই কারণেই তা সম্পূর্ণ তৈরী হয়েই ঘটনাগুলির মোকাবিলা করছে। সেইজন্যই যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন পার্টি হচ্ছে, তাতে তা ভীত নয়, কারণ এগুলিকে অতিক্রম করার জন্য পার্টি প্রস্তুত।

বুখারিন গোষ্ঠীর দুর্ভাগ্য এই যে তারা এই শ্রেণী-পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে না এবং পার্টির নতুন কর্মসূচী এরা উপলব্ধি করে না। আর যেহেতু এরা এগুলি বুঝতে পারে না, ঠিক সেজন্যই এরা সম্পূর্ণ বিমূঢ়, বিপদ থেকে পালাতে, বিপদের মুখে পশ্চাদপসরণ করতে, অবস্থান ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

ঘনায়মান ঝড়ের মুখে কোন বড় নদীতে জেলেদের আপনারা কখনো দেখেছেন—যেমন ধরুন ইয়েনিসাই নদীতে? আমি অনেকবার দেখেছি। এক ধরনের জেলে যারা ঝড়ের মুখে পড়লে তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে সঙ্গীদের উৎসাহিত করে, নৌকাটা সাহসের সঙ্গে চালিয়ে নেয় ঝড়ের মোকা-

বিলা করতে, 'সাবাস, বন্ধুরা, হাল শক্ত করে ধরে রাখ, ঢেউ কেটে চল, জয় আমাদের হবেই!'

কিন্তু আর এক ধরনের জেলে আছে যারা ঝড়ের গন্ধ পেয়েই হতাশ হয়ে পড়ে, নাকী কান্না কাঁদে, সঙ্গীদের মনোবল ভেঙে দেয়: 'ভয়ংকর বিপদ, ঝড় আসছে; বন্ধুরা, নৌকার পাটাতনের নীচে শুয়ে পড়, চোখ বুঁজে থাক, কোন রকমে নৌকাটা তীরে গিয়ে পৌছুতেও পারে।' (**সাধারণ হাস্যরোল।**)

দ্বিতীয় দলের জেলেরা, যারা বিপদের মুখে ভয়ে পশ্চাদপসরণ করে তাদের সঙ্গেই যে বুখারিন গোষ্ঠীর লাইন ও চরিত্রের হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে সে কথা কি এখনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে?

আমরা বলি, ইউরোপের অবস্থা এক নতুন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য পরিপক্বতা লাভ করছে, এই অবস্থা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করার নতুন কর্তব্য সম্পাদনে, পার্টি থেকে দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের বহিষ্কৃত করতে, যে আপোষ মনোবৃত্তি, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে আড়াল করে রাখতে চায়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করতে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে লড়াই তীক্ষ্ণতর করতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উত্তরে বুখারিন বলেন, এসব অর্থহীন, এ রকম কোন নতুন কর্তব্য আমাদের সামনে নেই, আসল ব্যাপার হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য তাঁকে অর্থাৎ বুখারিনকে 'জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে' 'হেঁচড়ে নিতে' চান।

আমরা বলি, আমাদের দেশের এই শ্রেণী-পরিবর্তন নতুন কর্তব্যের দিকে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে যার অর্থ হচ্ছে উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়মানুগ হ্রাস এবং শিল্পে শ্রমিক-শৃংখলার উন্নতি; আর ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্মপদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন ব্যতীত এই কর্তব্য সাধিত হতে পারে না। কিন্তু তমস্কির উত্তর হচ্ছে, এগুলো অর্থহীন, এরূপ কোন নতুন কর্তব্য আমাদের সামনে নেই, আসল ব্যাপার হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য তাঁকে অর্থাৎ তমস্কিকে 'জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে' 'হেঁচড়ে নিতে' চান।

আমরা বলি, জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন আমাদের সোভিয়েত এবং অর্থনৈতিক শাসনযন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিকৃত, বিজাতীয় উপাদান থেকে, ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলো থেকে শাসনযন্ত্রকে বিশুদ্ধ করা ইত্যাদি ইত্যাদি ধরনের নতুন কর্তব্য নির্দেশ করে। কিন্তু রাইকভ

জবাবে বলেন, এসব অর্থহীন, এরূপ কোন নতুন কর্তব্য আমাদের সামনে নেই, আসল ব্যাপার হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য তাঁকে অর্থাৎ রাইকভকে 'জলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে' 'হেঁচড়ে নিয়ে' যেতে চান।

আচ্ছা, কমরেডগণ, এ কি হাস্যকর নয়? এটা কি স্পষ্ট নয় যে বুখারিন, রাইকভ আর তমস্কি নিজের নিজের নাভিটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না?

বুখারিন গোষ্ঠীর দুর্ভাগ্য হল, তারা নতুন শ্রেণী-পরিবর্তন লক্ষ্য করে না, পার্টির নতুন কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারে না। আর এটা স্পষ্ট, যেহেতু তা উপলব্ধি করতে পারে না সেইজন্যই ঘটনার পিছনে হেঁচড়ে চলতে এবং বিপদের সামনে হার মানতে বাধ্য হয়।

আমাদের মতপার্থক্যের মূল এইখানেই।

৩। কমিনটার্নের ব্যাপারে মতপার্থক্য

আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ঐতিহ্য থেকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে মুক্ত করা, আপোষ মনোবৃত্তিকে খর্ব করা এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলি থেকে দক্ষিণপন্থীদের বিতাড়িত করা ইত্যাদি ধরনের কমিনটার্নের নতুন কর্তব্যগুলি বুখারিন লক্ষ্য করেন না এবং উপলব্ধি করেন না—কর্তব্যগুলি হল নতুন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য পরিপক্বতা লাভ করছে এরূপ অবস্থা নির্দেশিত। কমিনটার্ন প্রশ্নাবলীর ওপর আমাদের মতপার্থক্যের দ্বারাই এই তত্ত্ব পূর্ণভাবে সমর্থিত।

এই ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সূত্রপাত কিভাবে হল?

ষষ্ঠ কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর বুখারিনের তত্ত্বসমূহই[৩] এই মতপার্থক্যের সূত্রপাত করেছিল। নিয়মানুসারে, সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী তত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলি প্রথম পরীক্ষা করেন। যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রে সে শর্ত পালন করা হয়নি। যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই যে, ষষ্ঠ কংগ্রেসে বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে বিলি করার একই সময়ে বুখারিন স্বাক্ষরিত ঐ তত্ত্বগুলি সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে ঐ তত্ত্বসমূহ অসন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী এই তত্ত্বসমূহে প্রায় কুড়িটি সংশোধনী উপস্থাপিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বুখারিনের পক্ষে বরং এটা একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী পরীক্ষা করার পূর্বেই ওগুলি বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে বিলি করা বুখারিনের প্রয়োজন পড়েছিল কেন? তত্ত্বগুলি যদি অসন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়, তবে সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী কি সংশোধনী উপস্থাপিত করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারতেন? এবং ফলতঃ এটাই ঘটল যে সি. পি. এস. ইউ (বি) কার্যতঃ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করলেন, যা বৈদেশিক প্রতিনিধিগণ বুখারিনের স্বাক্ষরিত পুরানো তত্ত্বসমূহের পাল্টা হিসেবে খাড়া করতে শুরু করেছিলেন। স্পষ্টতঃই, বুখারিন যদি তাঁর তত্ত্বগুলো বিদেশী প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করার জন্য তাড়াহুড়ো না করতেন, তাহলে অবশ্যই এই ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশের উদ্ভব হতো না।

বুখারিনের তত্ত্বসমূহে সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী যে সংশোধনী উপস্থাপিত করেছিলেন তার প্রধান চারটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। কমিনটার্ন প্রশ্নের ওপর মতানৈক্যের চরিত্রটি আরও স্পষ্টভাবে উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এই প্রধান সংশোধনীগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে ইচ্ছা করি।

প্রথম প্রশ্নটি পুঁজিবাদের স্থায়িত্বের চরিত্র সম্পর্কিত। বুখারিনের তত্ত্ব অনুসারে এটাই বেরিয়ে এসেছে যে, পুঁজিবাদের স্থায়িত্বকে নাড়া দেবার মতো বর্তমানে কোন নতুন ঘটনাই ঘটেনি, বরং পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদ নিজেকে পুনর্গঠিত করছে, মোটের ওপর, কমবেশি নিরাপদেই তা নিজেকে পুষ্ট করছে। স্পষ্টতঃই সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী, তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে অর্থাৎ যে পর্যায় আমরা এখন অতিক্রম করছি, সে সম্পর্কে এরূপ চরিত্রায়ণের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। প্রতিনিধিমণ্ডলী এতে রাজী হতে পারেন না কারণ তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে এই ধরনের চরিত্রায়ণে আমাদের সমালোচকগণকে বলার সুযোগ দেওয়া হবে যে আমরা তথাকথিত পুঁজিবাদের 'পুনরুজ্জীবন', অর্থাৎ হিলফারদিংয়ের মত গ্রহণ করেছি, যা আমরা কমিউনিস্টরা গ্রহণ করতে পারি না। এই কারণেই সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী যে সংশোধনী উপস্থাপিত করেছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত নয় এবং তা হতে পারে না, যে তা নাড়া খাচ্ছে, বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট বৃদ্ধি এবং ঘটনার দুর্বার অগ্রগতির ফলে তা আরও ঝাঁকানি খেতে থাকবে।

কমরেডগণ, কমিনটার্নের অধ্যায়গুলির পক্ষে এই প্রশ্নটি নির্ধারক গুরুত্ব-সম্পন্ন। পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব নাড়া খাচ্ছে, না কি তা আরও নিরাপদ হচ্ছে? এই প্রশ্নের ওপরই কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দৈনন্দিন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সমগ্র ধারাটি নির্ভর করছে। আমরা কি বিপ্লবী আন্দোলনের ভাঁটার পর্বের কেবলমাত্র শক্তি সমাবেশের পর্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, না কি অতিক্রম করছি সেই পর্ব যখন এক নতুন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য অবস্থা পরিপক্কতা লাভ করছে, যা হল ভবিষ্যৎ শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্তুতিপর্ব? এরই ওপর নির্ভর করছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির রণকৌশলগত লাইন। কংগ্রেস কর্তৃক পরবর্তীকালে গৃহীত সি.পি.এস.ইউ (বি)র সংশোধনী একটি সুসংশোধনী এই কারণেই যে এটি দ্বিতীয় সম্ভাবনার, অর্থাৎ একটি নতুন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য পরিপক্ক হচ্ছে এরূপ অবস্থার সম্ভাবনার ভিত্তিতে একটি স্পষ্ট লাইন দেয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন। বুখারিনের তত্ত্বে উল্লেখ ছিল যে সোশ্যালিষ্ট ডিমোক্র্যাসির বিরুদ্ধে লড়াই কমিনটার্নের অধ্যায়গুলির মৌলিক কর্তব্যের অন্যতম। সেটা অবশ্য সত্য। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির বিরুদ্ধে যাতে সংগ্রাম সফলভাবে চালানো যায় তার জন্য জোর দিতে হবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির তথাকথিত 'বাম' শাখাটির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর, যে 'বাম' শাখাটি 'বাম·ন্থী' বাগাড়ম্বর চালিয়ে আর কৌশলে শ্রমিকদের ঠকিয়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি থেকে ব্যাপক বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এটা নিশ্চিত যে 'বামপন্থী' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের উৎখাত না করে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে সাধারণভাবে দমন করা সম্ভব হবে না। তথাপি বুখারিনের তত্ত্বসমূহে 'বামপন্থী' সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাসির এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সেটা নিশ্চয়ই একটা বিরাট ত্রুটি। সেইজন্যই সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী বাধ্য হয়েছিলেন একটা উপযুক্ত সংশোধনী সংযোজন করতে, যেটা পরবর্তীকালে কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল।

তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, কমিনটার্নের বিভাগগুলির মধ্যে সৌহার্দের ঝোঁকের প্রশ্ন। দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনের কথা বুখারিনের তত্ত্বে বলা হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রতি আপোষের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি কথাও নেই। সেটা অবশ্যই একটা বিরাট ত্রুটি।

ব্যাপারটা হল এই যে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যখন সংগ্রাম ঘোষিত হয়, তখন দক্ষিণ বিপথগামীরা আপোষকারীর ছদ্মবেশে পার্টিকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে। দক্ষিণ বিপথগামীদের এই কাজ হাসিলের কৌশলকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে আপোষের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামের ওপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে। এই কারণেই সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী বুখারিনের তত্ত্বে যথোপযুক্ত সংশোধনী প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেছিলেন, এবং সেটি পরবর্তীকালে কংগ্রেসে গৃহীতও হয়েছিল।

চতুর্থ প্রশ্নটি হল পার্টি-শৃংখলার প্রশ্ন। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অভ্যন্তরে লৌহদৃঢ় শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বুখারিনের তত্ত্বে কোথাও নেই। সেটাও একটা কম গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল না। কেন? কারণ হচ্ছে এই যে, দক্ষিণ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন তীব্রতর হচ্ছে, যখন সুবিধাবাদের কবল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে মুক্ত করার শ্লোগান কার্যে পরিণত করা হচ্ছে, সেই সময় সাধারণতঃ দক্ষিণ বিপথগামীরা পার্টি-শৃংখলা চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস করার জন্য উপদল সংগঠিত করে তাদের নিজস্ব উপদলীয় শৃংখলা স্থাপন করে। দক্ষিণ বিপথগামীদের উপদলীয় নিক্রমণ থেকে পার্টিকে রক্ষার জন্যে পার্টির অভ্যন্তরে লৌহদৃঢ় শৃংখলা এবং এই শৃংখলার প্রতি পার্টি সদস্যদের নিঃশর্ত আনুগত্যের ওপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে। এ ছাড়া দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম সংগঠনের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সেই কারণেই সি. পি. এস. ইউ (বি,র প্রতিনিধিমণ্ডলী বুখারিনের তত্ত্বসমূহে যথোপযুক্ত সংশোধনী সংযোজিত করেছিলেন যা পরবর্তীকালে ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল।

বুখারিনের তত্ত্বে এই সংশোধনীগুলি আনা থেকে আমরা কি বিরত থাকতে পারতাম? অবশ্যই না। প্রাচীনকালে দার্শনিক প্লেটো সম্পর্কে বলা হতো: প্লেটোকে আমরা ভালবাসি, কিন্তু আরও অনেক ভালবাসি সত্যকে। বুখারিনের সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে: আমরা বুখারিনকে ভালবাসি, কিন্তু পার্টি, কমিনটার্ন এবং সত্যকে আরও অনেক বেশি ভালবাসি। সেইহেতু বুখারিনের তত্ত্বসমূহে সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলী বাধ্য হয়েছিলেন এই সংশোধনীগুলি প্রবর্তন করতে।

বলা যায় কমিনটার্নের প্রশ্নে এটাই **আমাদের মতানৈক্যের প্রথম অধ্যায়।**

ভিটর্ফ এবং থেলম্যান ঘটনা বলে যেটি পরিচিত, তার সঙ্গেই যুক্ত আমাদের মতবিরোধের দ্বিতীয় অধ্যায়টি। ভিটর্ফ আগে ছিলেন হামবুর্গ সংগঠনের সম্পাদক এবং তহবিল তছরুপ করার অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য তিনি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। যদিও কমরেড *থেলম্যান ভিটর্ফের অপরাধের ব্যাপারে কোনক্রমেই যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু ভিটর্ফএর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, এই সুযোগ গ্রহণ করল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যেকার আপোষপন্থীরা, তারা ভিটর্ফ ঘটনাটিকে থেলম্যানের ঘটনা বলে চালাল এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে উৎখাত কবার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। নিঃসন্দেহে, সংবাদ-পত্র থেকে আপনারা জেনেছেন যে সেই সময় সাময়িকভাবে আপোষপন্থী এভার্ট এবং জারহার্ট থেলম্যানের বিরুদ্ধে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যকে দলে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং তারপর কী ঘটল? তাঁরা থেলম্যানকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন এবং কমিনটার্নের কর্মপরিষদের অজ্ঞাতে এবং বিনা অনুমতিতে তাঁরা 'অনুরূপ' প্রস্তাব পাশ করলেন।

এইভাবে, আপোষপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা সম্বন্ধে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের নির্দেশের পবিবর্তে, আপোষপন্থা এবং দক্ষিণ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে যেটা ঘটল তা হচ্ছে নির্দেশের স্থূল ধরনের লংঘন, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই, কমরেড থেলম্যানের বিরুদ্ধে লড়াই, যার উদ্দেশ্য হল দক্ষিণপন্থী ঝোঁককে আড়াল করা এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সদস্য স্তরে আপোষ-পন্থী ঝোঁককে সংহত করা।

সুতরাং, হাল ধরে অবস্থাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে, ষষ্ঠ কংগ্রেসের লংঘিত নির্দেশের অকাট্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে এবং আপোষ-পন্থীদের সংযত করার পরিবর্তে বুখারিন তাঁর সুপরিজ্ঞাত পত্রে আপোষপন্থীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকেই স্বীকৃতি দান, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে এই আপোষ-পন্থীদের হাতে তুলে দেওয়া এবং অপর একটি বিবৃতিতে থেলম্যানকে দোষী ঘোষণা করে প্রেসে তাঁর সম্পর্কে তীব্র গালিগালাজের প্রস্তাব করলেন। আর একেই কমিনটার্নের একজন 'নেতা' হিসেবে ধরা হয়। এমন সব 'নেতা' সত্যিই তাহলে থাকতে পারে?

কেন্দ্রীয় কমিটি বুখারিনের প্রস্তাব আলোচনা করে তা প্রত্যাখ্যান করল। অবশ্যই বুখারিনের এটা ভাল লাগেনি। কিন্তু কাকে দোষ দেওয়া যায়? কার্যকরী করার উদ্দেশ্য নিয়েই ষষ্ঠ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তা লংঘনের জন্য নয়। যদি ষষ্ঠ কংগ্রেস কমরেড থেলম্যানের পরিচালনাধীন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কেন্দ্রশক্তির হাতে নেতৃত্ব রেখে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং তার সঙ্গে আপোষের মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত করে থাকে এবং যদি এমন ঘটে থাকে যে আপোষকারী এভার্ট এবং জারহার্ট সেই সিদ্ধান্তকে উল্টে দিয়েছেন, তবে বুখারিনের কর্তব্য ছিল আপোষপন্থীদের সংযত করা এবং তাদের হাতে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সমর্পণ না করা। বুখারিনই ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 'ভুলে গিয়েছিলেন', কাজেই তাঁকেই দায়ী করতে হবে।

ব্র্যাণ্ডলার এবং থ্যালহিমার উপদলকে ভেঙে দেওয়া এবং ঐ উপদলের নেতাদের জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কারের প্রশ্ন সহ জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরস্থ দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের **মতানৈক্যের তৃতীয় অধ্যায়টি** জড়িত। ঐ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ব্যাপারে বুখারিন এবং তাঁর বন্ধুরা যে 'ভূমিকা' গ্রহণ করেছিলেন তা হচ্ছে, তাঁরা নিষ্পত্তির ব্যাপারটাকে দৃঢ়বদ্ধভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আর তলে তলে স্থির হয়ে যাচ্ছিল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ভাগ্যলিপি। তথাপি, সংস্থার যেসব সভায় ঐ প্রশ্নটিই ছিল বিবেচ্য বিষয় সেই সভাগুলি থেকে বুখারিন এবং তাঁর বন্ধুরা সব জেনেশুনে নিজেদের রীতিমত দূরে সরিয়ে রেখে সব ব্যাপারে ক্রমাগত বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। কোন্ স্বার্থে? স্পষ্ট অনুমান করা যায়, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী এবং কমিনটার্ন উভয়ের চোখেই 'নির্মল' প্রতিপন্ন করার স্বার্থে। পরবর্তীকালে এ কথাই বলার উদ্দেশ্যে: 'কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ব্র্যাণ্ডলার এবং থ্যালহিমারের বহিষ্কারের জন্য আমরা বুখারিয়ানরা দায়ী নই, যাঁরা দায়ী, তাঁরা হচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্য।' আর একেই বলে কিনা দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করা!

অবশেষে, **আমাদের মতানৈক্যের চতুর্থ অধ্যায়টি**। নভেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের[8] প্রাক্কালে বুখারিনের দাবির সঙ্গে এই অধ্যায়টি যুক্ত—বুখারিন দাবি করেছিলেন, নিউম্যানকে জার্মান থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর, অভিযোগ যে, থেলম্যান তাঁর কোন এক বক্তব্যে ষষ্ঠ

কংগ্রেসে বুখারিনের রিপোর্টের সমালোচনা করেছিলেন, তাই তাঁকে (থেলম্যানকে) সংযত হতে বলতে হবে। আমরা অবশ্যই বুখারিনের সঙ্গে একমত হতে পারিনি, কারণ তাঁর দাবির সমর্থনে আমাদের কাছে একটিও দলিল ছিলনা। বুখারিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নিউম্যান এবং থেলম্যানের বিরুদ্ধে তিনি দলিলপত্র উপস্থিত করবেন, কিন্তু একটিও দিতে পারেননি। দলিলপত্রের বদলে তিনি সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে বিলি করলেন ই. সি. সি. আই-র পলিটিক্যাল সেক্রেটারিয়েটে হামবার্ট ড্রজ্-এর বক্তৃতার নকল, যে বক্তৃতা পরবর্তীকালে ই. সি. সি আই-র সভাপতিমণ্ডলী সুবিধাবাদী বক্তব্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে হামবার্ট ড্রজের বক্তব্য বিলি করে এবং সেটাকেই থেলম্যানের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে সুপারিশ করে বুখারিন নিউম্যানকে ফিরিয়ে আনার এবং থেলম্যানকে সংযত করার দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যাই হোক, বস্তুতঃ তিনি এ থেকে দেখিয়েছেন যে তিনি নিজেকে হামবার্ট ড্রজের অবস্থানের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছেন, যে অবস্থানকে ই. সি. সি. আই সুবিধাবাদী বলে আখ্যা দেয়।

কমরেডগণ, কমিনটার্নের প্রশ্নে আমাদের মতবিরোধের এগুলিই হল প্রধান বিষয়।

বুখারিন মনে করেন কমিনটার্নের বিভিন্ন বিভাগে দক্ষিণপন্থী ঝোঁক ও তার সঙ্গে আপোষ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে, জার্মান এবং চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক উপাদান এবং ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করা এবং পার্টি থেকে ব্র্যাণ্ডলার ও থ্যালহিমারদের বহিষ্কৃত করার মধ্য দিয়ে আমরা কমিনটার্নকে 'চূর্ণবিচূর্ণ' করে দিচ্ছি, 'ধ্বংস-করছি' কমিনটার্নকে। আমরা বরং মনে করি এই নীতিকে কার্যকরী করে, এবং দক্ষিণপন্থী ঝোঁক ও তার প্রতি আপোষের মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর জোর দিয়ে, সুবিধাবাদীদের হাত থেকে পার্টিকে মুক্ত করে, এর প্রতিটি বিভাগকে বলশেভিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করে এবং ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত করার স্বার্থে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সাহায্য করে আমরা কমিনটার্নকে শক্তিশালী করেছি, কারণ পার্টি ভেজাল-মুক্ত হয়ে আরও শক্তিশালী হয়।

আপনারা এখন বুঝতে পারছেন সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয়

কমিটির বিভিন্ন স্তরে এই পার্থক্যগুলি সামান্য ছায়ামাত্র নয়, বরং কমিনটার্ন নীতির মূল প্রশ্নে এই মতবিরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪। আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে মতপার্থক্য

আমাদের দেশে শ্রেণী-পরিবর্তন এবং শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে ওপরে আমি বলেছি। আমি বলেছি, বুখারিন গোষ্ঠী অন্ধ, তারা এই পরিবর্তন চোখে দেখছে না, তারা উপলব্ধি করতে পারছে না পার্টির নতুন কর্তব্যসমূহ। আমি বলেছি বুখারিন-বিরোধী গোষ্ঠী এতে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে, তারা বিপদে ভীত হয়ে তার কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত।

বুখারিনবাদীদের এই ভ্রান্তিগুলি পুরোপুরি আকস্মিক এ কথা বলা যায় না। পক্ষান্তরে, তারা এমন একটা বিকাশ-স্তরের সঙ্গে যুক্ত যা আমরা ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছি, যা জাতীয় অর্থনীতির **পুনঃপ্রতিষ্ঠার** অধ্যায়রূপে পরিচিত, যখন, বলা যেতে পারে, গঠনমূলক কাজ আপনা-আপনিই শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল; বর্তমানে যে শ্রেণী-পরিবর্তন ঘটছে তখনো যার অস্তিত্ব ছিল না এবং শ্রেণী-সংগ্রামের যে তীব্রতা এখন লক্ষ্য করছি তখনো সেটা ছিল অপ্রত্যক্ষ।

কিন্তু সেই পুরানো সময়পর্ব—পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়পর্ব থেকে পৃথক বিকাশের একটি নতুন পর্যায়ে আমরা এখন উত্তীর্ণ। আমরা এখন গঠনকার্যের একটা নতুন সময়পর্বে উপনীত, যে পর্ব হল সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির **পুনর্গঠনের** সময়পর্ব। এই নতুন সময়পর্ব নতুন শ্রেণী-পরিবর্তন, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এর দাবি হল সংগ্রামের নতুন পদ্ধতি, নতুন করে শক্তি সমাবেশ এবং আমাদের সংগঠনগুলিকে উন্নত এবং শক্তিশালী করা।

বুখারিন গোষ্ঠীর দুর্ভাগ্য এই যে, এরা অতীতে বাস করছে, নতুন যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করতে এরা ব্যর্থ হয়েছে এবং সংগ্রামের নতুন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা এরা উপলব্ধি করে না। সেইজন্যই বিপদের মুখে পড়ে এর অন্ধতা, বিমূঢ়তা, আতংকগ্রস্ততা।

(ক) শ্রেণী-সংগ্রাম

বুখারিন গোষ্ঠীর এই অন্ধতা এবং বিমূঢ়তার তত্ত্বগত ভিত্তি কী?

আমার মনে হয়, আমাদের দেশের শ্রেণী-সংগ্রামের প্রশ্নের ব্যাপারে বুখারিন গোষ্ঠীর ভ্রান্ত, অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিই এই অন্ধতা এবং মূঢ়তার তত্ত্বগত ভিত্তি। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রেণী-সংগ্রামের কার্যকারণ উপলব্ধি করতে বুখারিনের ব্যর্থতা, সমাজতন্ত্রের মধ্যে কুলাকদের পুষ্টির বুখারিনীয় তত্ত্ব—এসব আমার স্মরণে আছে।

বুখারিনের **সমাজতন্ত্রের পথ** পুস্তকে সমাজতন্ত্রের মধ্যে কুলাকদের পুষ্টির ওপর লেখা থেকে কিছু অংশ কয়েকবার এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু উদ্ধৃতিগুলি করা হয়েছে কিছু কিছু বাদ দিয়ে। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি। কমরেডগণ, শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্ব থেকে বুখারিন কতদূর পর্যন্ত সরে গেছেন তা বোঝবার জন্যই এই উদ্ধৃতির প্রয়োজন।

তাহলে শুনুন।

'আমাদের সমবায়ী কৃষক সংগঠনগুলির প্রধান সংগঠন-জালের মধ্যে সমবায় ইউনিটগুলি, যেগুলি কুলাক ধরনের নয়, "মেহনতকারী" ধরনের, যে ইউনিটগুলি আমাদের সাধারণ রাষ্ট্রীয় অঙ্গসমূহের ব্যবস্থা রূপে গড়ে ওঠে এবং এভাবে **সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একক শৃংখলের এক-একটা আঙটা** হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, **কুলাক সমবায় সমিতি-গুলিও** ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মারফৎ **একই** ব্যবস্থারূপে গড়ে উঠবে; অবশ্য, **তারা কিছুটা পরিমাণে বিজাতীয় সংগঠন হিসেবে থাকবে যেমন, উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে যা ঘটেছে সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারে।**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

বুখারিনের পুস্তিকা থেকে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করার সময়, যে-কোন কারণেই হোক, কোন কোন কমরেড সুবিধাভোগীদের সম্পর্কে শেষ বক্তব্যটুকু বাদ দিয়েছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে দেখতে গেলে বুখারিনকে সাহায্য করার বাসনা নিয়েই রোশিত এটির সুযোগ নিয়েছিলেন এবং আসন থেকে চিৎকার করে বলছিলেন যে বুখারিনের ভুল উদ্ধৃতি হয়েছে। তবুও, সুবিধা-ভোগীদের সম্পর্কে ঠিক উক্তিটির মধ্যেই সমগ্র অংশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রয়েছে। কারণ, যদি সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কুলাকদের একই আসনে বসানো হয়, এবং যদি সমাজতন্ত্রের মধ্যে কুলাকদের পুষ্টি ঘটে, তবে তার অর্থ কী

দাঁড়ায়? একটিমাত্র বক্তব্যই বেরিয়ে আসে, আর তা হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে সুবিধাভোগীদেরও পুষ্টি ঘটে; তাহলে কেবল কুলাকরা নয়, সুবিধাভোগীরাও সমাজতন্ত্রের মধ্যে পুষ্ট হচ্ছে। (**সাধারণ হাস্যরোল।**)

সিদ্ধান্তটা এই-ই আসে।

রোসিত। বুখারিন বলেছেন, 'একটা বিজাতীয় সংগঠন।'

স্তালিন। বুখারিন 'একটা বিজাতীয় সংগঠন' বলেননি, বলেছেন, 'কিছুটা পরিমাণে বিজাতীয় সংগঠন'। ফলে, কুলাক এবং সুবিধাভোগীরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই 'কিছুটা পরিমাণে' বিজাতীয় সংগঠন। কিন্তু বুখারিনের ভ্রান্তি স্পষ্ট কারণ তাঁর মতে কুলাক এবং সুবিধাভোগীরা 'কিছুটা পরিমাণে' বিজাতীয় সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের মধ্যেই পুষ্ট হচ্ছে।

বুখারিন-তত্ত্ব এই অর্থহীন সিদ্ধান্তের দিকেই ঠেলে দেয়।

সমাজতন্ত্রের মধ্যে শহর ও গ্রামের পুঁজিপতিরা, কুলাক এবং সুবিধাবাদীরা পুষ্ট হচ্ছে—বুখারিন এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

না কমরেডগণ, আমরা এই ধরনের 'সমাজবাদ' চাই না। এটা বুখারিনেরই থাকুক।

আজ পর্যন্ত আমরা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা, এই মত পোষণ করি যে একদিকে শহরের ও গ্রামের পুঁজিপতিশ্রেণী এবং অন্যদিকে আছে শ্রমিকশ্রেণী—এ দুইয়ের মধ্যে স্বার্থের **আপোষ-অসাধ্য** বৈরিতা রয়েছে। এখানেই শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিমূল। কিন্তু এখন সমাজতন্ত্রের মধ্যেই পুঁজিবাদের **শান্তিপূর্ণভাবে প্রসারের** বুখারিনীয় তত্ত্ব অনুসারে এসব-কিছুকে পুরোপুরি পাল্টে দেওয়া হচ্ছে, শোষক এবং শোষিতের মধ্যে শ্রেণী-স্বার্থের যে আপোষ-অসাধ্য বৈরিতা তা অদৃশ্য হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে শোষকেরা পুষ্ট হচ্ছে।

রোসিত। ওটা সত্য নয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কথা ধরে নেওয়া হয়েছে।

স্তালিন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই হল শ্রেণী-সংগ্রামের তীক্ষ্ণতম রূপ।

রোসিত। হাঁ, সেটাই মূল কথা।

স্তালিন। কিন্তু বুখারিনের মতে এই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যেই পুঁজিপতিরা পুষ্ট হয়। রোসিত, এই কথাটা তোমার কেন বোধগম্য হচ্ছে-

না? যদি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থার মধ্যেই শহরে ও গ্রামে পুঁজিপতিরা পুষ্টিলাভ করে, তবে কিসের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, কার বিরুদ্ধে আমরা তীক্ষ্ণতম ধরনের শ্রেণী সংগ্রাম চালাব?

পুঁজিবাদের মূল উৎপাটন করার লক্ষ্য নিয়ে, বুর্জোয়াশ্রেণীকে দমন করার জন্যে ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রামের উদ্দেশ্যেই শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের মধ্যেই যদি শহরে ও গ্রামে পুঁজিপতিরা, কুলাকগোষ্ঠী এবং সুবিধাবাদীরা পুষ্ট হয় তবে কি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আদৌ প্রয়োজন আছে? যদি তাই হয়, তাহলে কোন্ শ্রেণীকে দমন করার জন্যে এর প্রয়োজন হবে?

রোসিত। বুখারিনের মতে সমগ্র কথাটি হল পুষ্টির মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামকে ধরে নেওয়া হয়েছে।

স্তালিন। মনে হচ্ছে বুখারিনের সেবায় লাগবার জন্যে রোসিত শপথ করে বসে আছে। কিন্তু ওর সেবাটা বাস্তবিকই নীতিগল্পের ভালুকের মতো; কারণ বুখারিনকে বাঁচাবার আকুলতায় সে কার্যতঃ তাঁকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। এমনি বলা হয় না যে, 'শত্রুর চেয়ে জো হুকুম মূর্খ অনেক বেশি বিপজ্জনক।' (**সাধারণ হাস্যরোল।**)

দুটোর একটা: হয় পুঁজিপতিশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী যারাই ক্ষমতা-লাভ করে তাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, উভয়ের মধ্যে স্বার্থের আপোষ-অসাধ্য বৈরিতা, নয়তো এ ধরনের কোন বৈরিতা নেই, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটিমাত্র জিনিসই অবশিষ্ট থাকে—যথা শ্রেণী-স্বার্থের সমন্বয় ঘোষণা করা।

দুটোর একটি:

হয় শ্রেণী সংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্ব, **অথবা** সমাজতন্ত্রের জঠরেই পুঁজি-পতিদের পুষ্টি-তত্ত্ব;

হয় শ্রেণী-স্বার্থের আপোষ-অসাধ্য বৈরিতা, **অথবা** শ্রেণী-স্বার্থের সমন্বয়ের তত্ত্ব।

ব্রেণ্টানো অথবা সিডনি ওয়েবের মতো 'সমাজতন্ত্রীদের' আমরা বুঝতে পারি, এঁরা ধনতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে কিংবা সমাজতন্ত্রের ধনতন্ত্রে পরিণতির কথা প্রচার করেন, যেহেতু এই ধরনের 'সমাজতন্ত্রীরা' হলেন প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র-বিরোধী, উদারনৈতিক বুর্জোয়াগোষ্ঠী। কিন্তু যিনি মার্কসবাদী হবার বাসনা

রাখেন অথচ একই সময়ে সমাজতন্ত্রের মধ্যে পুঁজিপতিশ্রেণীর পুষ্টির তত্ত্ব আওড়ান, তাঁকে বোঝা দায়।

লেনিনের সুপরিচিত লেখার একটি অংশ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে বুখারিন তাঁর বক্তব্যে সমাজতন্ত্রের মধ্যেই কুলাকদের পুষ্টির তত্ত্বটকে জোর দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি জোর দিচ্ছেন যে লেনিনও বুখারিনের মতো **একই কথা** বলেছেন।

কমরেডগণ, এ কথা সত্য নয়। এটা লেনিনের বিরুদ্ধে স্থুল এবং অমার্জনীয় অপবাদ।

লেনিনের এই লেখার কিছুটা উদ্ধৃত হল :

> 'আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে সমাজব্যবস্থা অবশ্যই শ্রমিক এবং কৃষক —এই দুটি শ্রেণীর সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে "নেপগণ"কে অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীকে বর্তমানে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে কতকগুলি শর্তে' (**রচনাবলী**, ২৭তম খণ্ড)।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমাজতন্ত্রের মধ্যে পুঁজিপতিশ্রেণীর পুষ্টি সম্পর্কে একটি কথাও সেখানে নেই। যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর যুক্ত কর্মকাণ্ডে আমরা নেপগণকে অর্থাৎ বুর্জোয়াদের অংশগ্রহণে 'অনুমতি' দিয়েছি 'কতকগুলি শর্তে'।

এর অর্থ কী? এর কি এই অর্থ যে এর দ্বারা আমরা সমাজতন্ত্রের মধ্যেই নেপগণকে পুষ্ট হবার অবকাশ দিয়েছি? নিশ্চয়ই না। যারা লজ্জার মাথা খেয়েছে তারাই কেবল লেনিনের বক্তব্যের এইরকম ব্যাখ্যা করবে। এর মোদ্দা অর্থ এই যে **বর্তমানে** বুর্জোয়াদের আমরা ধ্বংস করছি না, **বর্তমানে** তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও করছি না, কিন্তু কতকগুলি শর্তে তাদের থাকার অনুমতি দিয়েছি অর্থাৎ যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব পুঁজিপতিদের কোণঠাসা করতে করতে ক্রমে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন থেকে তাদের বহিষ্কৃত করবে সেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রণীত আইনের কাছে তাদের বিনা শর্তে মাথা নত করতে হবে।

দুর্ধর্ষ শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীত পুঁজিপতিদের কি বহিষ্কৃত করা যায়, যায় কি পুঁজিবাদের মুলোচ্ছেদ করা?

যদি সমাজতন্ত্রের মধ্যেই পুঁজিপতিদের পুষ্টির তত্ত্ব ও প্রয়োগ চালু থাকে, তবে শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি কি সম্ভব হতে পারে? না, তা পারে না। এই

ধরনের তত্ত্ব এবং প্রয়োগে কেবল শ্রেণীর উদ্ভব এবং স্থায়িত্বই নিশ্চিত হয়, কারণ এই ব্যাখ্যা শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধী।

কিন্তু লেনিনের লেখাটি সম্পূর্ণতঃ এবং সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তাহলে, বুখারিনের সমাজতন্ত্রের মধ্যে কুলাকদের পুষ্টির তত্ত্ব এবং লেনিনের দুর্ধর্ষ শ্রেণী-সংগ্রাম হিসেবে একনায়কত্বের তত্ত্বের মধ্যে কি মিল থাকতে পারে? স্পষ্টতঃই, তাদের মধ্যে কোন মিল নেই বা থাকতেও পারে না।

বুখারিন মনে করেন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রেণী-সংগ্রামের **মৃত্যু হবে, সমাপ্তি ঘটবে** যাতে করে শ্রেণী-বিলুপ্তি সম্ভব হয়। অন্যদিকে লেনিন আমাদের শিক্ষা দেন, দুর্দম শ্রেণী-সংগ্রামের ফলেই কেবলমাত্র শ্রেণী-বিলুপ্তি সম্ভব, এবং এই সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে **অনেক ভয়ংকর হবে** শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরে।

> লেনিন বলেন, 'শ্রেণী-বিলুপ্তির জন্য প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী, দুর্দম, কঠিন **শ্রেণী-সংগ্রাম,** যা পুঁজির ক্ষমতা উচ্ছেদের **পরে,** বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসের **পরে,** শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার **পরেও থামে না** (প্রাচীন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি এবং প্রাচীন সমাজতন্ত্রের অজ্ঞ প্রতিনিধিগণ যেমন মনে করেন), কিন্তু কেবলমাত্র চেহারা পাল্টায় এবং অনেক ক্ষেত্রে আরও ভয়ংকর হয়' (**রচনাবলী,** ২৪তম খণ্ড)।

এ কথাই শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি সম্পর্কে লেনিন বলেছেন।

লেনিনের সূত্রই হল—**শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ধর্ষ শ্রেণী-সংগ্রামের** ফলেই শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি।

আর বুখারিনের সূত্র হল—**শ্রেণী-সংগ্রামের বিলোপের মাধ্যমে এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে পুঁজিপতিদের পুষ্টির ফলে** শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি।

এই দুটি সূত্রের মধ্যে মিলটা থাকতে পারে কোথায়?

সমাজতন্ত্রের মধ্যে কুলাকদের পুষ্টি—বুখারিনের এই তত্ত্ব লেনিনের শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্যাথেডার-সোশ্যালিজম[৫] উপস্থাপিত তত্ত্বের সঙ্গে এটি ঘনিষ্ঠ।

বুখারিন এবং তাঁর বন্ধুরা যে ভুলগুলি করেছেন তার ভিত্তি হল ঐটি।

বলা হতে পারে, সমাজতন্ত্রের মধ্যেই কুলাকদের পুষ্টি—বুখারিনের এই তত্ত্ব নিয়ে আর বেশি সময় নষ্ট করবার অর্থ নেই, কারণ বুখারিনের বক্তব্য বুখারিনকেই বিরোধিতা করছে, শুধু বিরোধিতাই করছে না, বুখারিনের বিরুদ্ধে তা সোচ্চার প্রতিবাদ তুলছে। এ কথা ভুল, কমরেডগণ! যতক্ষণ তত্ত্বটি দৃষ্টির আড়ালে ছিল, ততক্ষণ তা গ্রাহ্য না করলেও চলত—আমাদের অনেক কমরেডই এ রকম অর্থহীন বক্তব্য রাখেন তাঁদের নানা লেখায়। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। যে পেটি বুর্জোয়া শক্তিগুলি, যা সাম্প্রতিককালে আত্মপ্রকাশ করছিল, সেগুলি এই মার্কস-বিরোধী তত্ত্বটিকে উৎসাহিত করতে শুরু করেছে এবং এটাকেই সাময়িক প্রসঙ্গ করে তুলেছে। তাহলে এখন আর বলা যায় না যে এটা দৃষ্টির আড়ালে আছে। বুখারিনের এই বিদ্‌ঘুটে তত্ত্বটি আমাদের পার্টির মধ্যেকার দক্ষিণ বিচ্যুতির ধ্বজা—সুবিধাবাদের ধ্বজা হবার জন্য আকুল। সেই কারণেই আমরা এই তত্ত্বকে আর এখন উপেক্ষা করতে পারি না। সেই জন্যেই দক্ষিণ-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে আমাদের পার্টি-কমরেডদের সাহায্য করতে এই ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর তত্ত্বটিকে আমরা চূর্ণ করবই।

(খ) শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর করা

সোভিয়েত সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতর করার প্রশ্নে বুখারিনের অন্যায় য-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বিতীয় নম্বর ভুলটি প্রথমটি থেকেই উদ্ভূত।

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি কী? এটা কি এই যে আমাদের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের চেয়ে পুঁজিবাদী শক্তিগুলি দ্রুত বাড়ছে, এবং সেই কারণেই সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে দুর্বল করার জন্যেই কি তারা তাদের প্রতিরোধশক্তি বাড়াচ্ছে? না, সেটাই বিষয় নয়। অধিকন্তু, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের তুলনায় পুঁজিবাদী শক্তিগুলি বেশি দ্রুত বাড়ছে—এ কথা ঠিক নয়। যদি তাই হতো, তাহলে ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য একেবারে ভগ্নদশায় এসে পৌছাত।

ব্যাপার হল এই যে সমাজতন্ত্র সফলতার সঙ্গেই পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে

আক্রমণ করছে, সমাজতন্ত্রই পুঁজিবাদী শক্তিগুলির চাইতে **দ্রুততর হারে** বাড়ছে ; ফলতঃ পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের **অপহ্নব ঘটছে**, আর পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের যে **অপহ্নব ঘটছে** ঠিক এই কারণেই পুঁজিবাদী শক্তিগুলি উপলব্ধি করেছে যে তারা প্রাণান্তকর বিপদে পড়েছে ও তাদের প্রতিরোধটি বাড়িয়ে তুলছে।

এবং তারা যে তাদের প্রতিরোধকে এখনো বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম তা শুধু এই কারণে নয় যে বিশ্ব ধনতন্ত্র তাদের মদৎ দিচ্ছে, সেই সঙ্গে এই কারণও বিদ্যমান যে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের অপহ্নব সত্ত্বেও, সমাজতন্ত্রের বৃদ্ধির তুলনায় তাদের আপেক্ষিক বৃদ্ধিতে অপহ্নব সত্ত্বেও এখনো পুঁজিবাদী শক্তিগুলির এক নির্বূঢ় বৃদ্ধি ঘটে চলছে, আর এইটাই তাদেরকে সমাজতন্ত্রের বৃদ্ধিকে রুখবার জন্য শক্তি সঞ্চয়ে কিছুটা পরিমাণে সমর্থ করে থাকে।

এই ভিত্তিতেই **বিকাশের বর্তমান স্তরে** ও শক্তিসমূহের সম্পর্কবিন্যাসের **বর্তমান পরিবেশাধীনে** শ্রেণী-সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে ও গ্রামে-শহরে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সহজ ও অবশ্যম্ভাবী সত্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার মধ্যেই বুখারিন ও তাঁর বন্ধুদের ভ্রান্তির কারণ নিহিত। তাঁদের ভ্রান্তি নিহিত আছে বিষয়টিকে একটি মার্কসীয় দিক থেকে নয় বরং এক অসংস্কৃত বৈষয়িক দিক থেকে দেখার মধ্যে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রভবনকে এইসব রকমের আকস্মিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার মধ্যে: সোভিয়েত হাতিয়ারের 'অক্ষমতা', স্থানীয় কমরেডদের 'অবিচক্ষণ' নীতি, নমনীয়তার 'অনুপস্থিতি', 'বাড়াবাড়ি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

উদাহরণস্বরূপ এখানে বুখারিনের পুস্তিকা **সমাজতন্ত্রের পথ** শীর্ষক পুস্তিকা থেকে এখানে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল যা শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রভবনের প্রশ্নটির প্রতি এক চূড়ান্ত অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে :

> 'গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রাম তার পূর্বতন প্রকাশবিন্যাসমূহেই এখানে-ওখানে ফেটে পড়ে এবং এই যে তীব্রভবন তা নিয়মমাফিক কুলাক শক্তিগুলির দ্বারাই প্ররোচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ যখন কুলাক বা অন্যের ক্ষতিসাধন করে যারা বড়লোক হয়ে উঠছে ও সঙ্গোপনে নিঃসাড়ে সোভিয়েত ক্ষমতার অঙ্গগুলিতে নিজেদের পথ করে নিচ্ছে সেই লোকেরা

গ্রামের সংযোগরক্ষকদের আক্রমণ করতে শুরু করে তখন তা শ্রেণী-সংগ্রামের এক সর্বাপেক্ষা তীব্র রূপ প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়। (এটা সত্য নয় কারণ লড়াইয়ের সর্বাপেক্ষা তীব্র রূপ হল বিদ্রোহ।—জে. স্তালিন) সে যাই হোক, এই ধরনের ঘটনা নিয়মমাফিক সেই সব স্থানেই হয়ে থাকে যেখানে আঞ্চলিক সোভিয়েত হাতিয়ার হল দুর্বল। **এই হাতিয়ারটি যেমন যেমন উন্নত হয়,** সোভিয়েত ক্ষমতার নিম্নতর শাখাগুলির সবকটি যেমন শক্তিশালীতর হয়ে দাঁড়ায়, আঞ্চলিক, গ্রামের পার্টি ও যুব কমিউনিস্ট লীগ সংগঠনগুলি যেমন উন্নত হয় ও শক্তিশালীতর হয় তেমন পুরোপুরি সুনিশ্চিত যে **এই ব্যাপারগুলিও** তখন বিরল থেকে বিরলতর হয়ে দাঁড়ায় ও শেষ পর্যন্ত **কোনওরকম রেশ না রেখেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

সুতরাং দাঁড়ায় এই যে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রভবনকে হাতিয়ারের চরিত্রের সঙ্গে, আমাদের নিম্নতর সংগঠনগুলির সক্ষমতা বা অক্ষমতা, শক্তি বা দৌর্বল্যের সঙ্গে জড়িত কারণগুলির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ এটাই দাঁড়ায় যে শাখ্‌তিতে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংসাত্মক কাযাবলী যা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শক্তিসমূহের প্রতিরোধের একটি রূপ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রভবনের একটি রূপ সেগুলিকে শ্রেণী-শক্তিসমূহের সম্পর্কের মাধ্যমে নয়, সমাজতন্ত্রের বৃদ্ধির মাধ্যমে নয়, পক্ষান্তরে আমাদের হাতিয়ারের অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে হবে।

দাঁড়ায় এই যে শাখ্‌তি অঞ্চলে আগাগোড়া ধ্বংস ঘটবার আগে আমাদের হাতিয়ারটি ছিল একটি ভাল হাতিয়ারই, কিন্তু পরবর্তীকালে যে মুহূর্তে আগাগোড়া ধ্বংসটি ঘটল তখনই সেই হাতিয়ারটি কোনও অজানা কারণে অকস্মাৎ পুরোপুরি অযোগ্যে পরিণত হল।

এ থেকে দাঁড়ায় এই যে গত বছর পর্যন্ত যে সময় শস্য সংগ্রহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগোচ্ছিল এবং শ্রেণী-সংগ্রামের কোনও বিশেষ রকম তীব্রভবন ছিল না ততদিন আমাদের স্থানীয় সংগঠনগুলি ভাল ছিল, এমনকি আদর্শরূপের ছিল; কিন্তু গত বছর থেকে যখন কুলাকদের প্রতিরোধ বিশেষ করে তীব্র রূপ ধারণ করল তখন আমাদের সংগঠনগুলি অকস্মাৎ খারাপ ও পুরোপুরি অযোগ্যে পরিণত হল।

এটা কোনও ব্যাখ্যা নয়, বরং এটা হল এক ব্যাখ্যার ছলনাবিশেষ। এটা বিজ্ঞান নয়, পক্ষান্তরে হাতুড়েগিরি।

তাহলে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রভবনের প্রকৃত কারণটি কি?

এর দুটি কারণ বিদ্যমান।

প্রথমতঃ, আমাদের অগ্রগতি, আমাদের আক্রমণাত্মক অবস্থান, শিল্প ও কৃষি উভয়তঃই সমাজতান্ত্রিক রূপের অর্থনীতির বৃদ্ধি, যে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আছে শহরে ও গ্রামে পুঁজিপতিদের কিছু কিছু অংশকে উপযুক্তভাবে উৎখাত। ঘটনা এই যে আমরা লেনিনের 'কে কাকে পরাজিত করবে?' এই সূত্রানুযায়ী বেঁচে আছি। আমরা কি তাদেরকে—পুঁজিপতিদেরকে প্রবলতর শক্তিতে পরাস্ত করতে পারব—লেনিন যেমনটি বলেছিলেন সেরকমভাবে তাদেরকে শেষ ও নির্ধারক লড়াইয়ে নিবদ্ধ করতে পারব—অথবা তারাই আমাদেরকে প্রবলতর শক্তিতে পরাস্ত করবে?

দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা যে পুঁজিপতি শক্তিসমূহের স্বেচ্ছায় রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার কোনও আগ্রহ নেই, তারা সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধ করছে, প্রতিরোধ করেও চলবে কারণ তারা এ কথা বোঝে যে তাদের শেষের দিনগুলি আসন্ন। এবং তারা যে এখনো প্রতিরোধ করতে সক্ষম তার কারণ এই যে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের অপহ্নব সত্ত্বেও তারা অনাপেক্ষিক সংখ্যার দিক থেকে বর্ধমান, লেনিন বলেছেন যে শহরে ও গ্রামে পেটি বুর্জোয়ারা প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তেই তাদের ভেতর থেকে ছোট আর বড় পুঁজিপতিদের জন্ম দিচ্ছে আর এই পুঁজিদার শক্তিগুলি তাদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার জন্য যে কোনও মাত্রায় গিয়ে থাকে।

ইতিহাসে এমন ঘটনা আদৌ নেই যেখানে মুমূর্ষু শ্রেণীগুলি স্বেচ্ছায় রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করেছে। ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা নেই যেখানে মুমূর্ষু বুর্জোয়ারা তাদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের সকল অবশিষ্ট শক্তিকে প্রয়োগ করেনি। আমাদের নিম্নতর সোভিয়েত সংগঠনগুলি ভাল বা মন্দ যা-ই হোক, আমাদের অগ্রগতি, আমাদের আক্রমণাত্মক অবস্থান পুঁজিদার শক্তিগুলিকে হ্রাস করবে এবং তাদেরকে উৎখাত করবে আর তারা —সেই মুমূর্ষু শ্রেণীগুলি যেনতেন-প্রকারেণ তাদের প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে।

আমাদের দেশে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রভবনের বনিয়াদ হল এইটাই।

বুখারিন ও তাঁর বন্ধুদের ভ্রান্তি হল এই যে তাঁরা পুঁজিপতিদের বর্ধমান প্রতিরোধকে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেন। কিন্তু এই অভেদদর্শনের আদৌ কোনও ভিত্তি নেই। কোনও ভিত্তি নেই এই কারণে যে পুঁজিপতিরা প্রতিরোধ করছে এই ঘটনাটি কোনওভাবে এই অর্থ বোঝায় না যে তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালীতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা হল ঠিক এর বিপরীত। মুমূর্ষু শ্রেণীগুলি যে প্রতিরোধ করছে তার কারণ এই নয় যে তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালীতর হয়ে পড়ছে। এবং ঠিক এই কারণেই যে তারা অনুভব করছে যে তাদের শেষের দিনগুলি আসন্ন এবং তারা সকল শক্তি দিয়ে ও তাদের ক্ষমতায় যত উপায় আছে সব কিছু দিয়ে প্রতিরোধ করতে বাধ্য।

শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রভবনের এবং ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তে পুঁজিপতিদের প্রতিরোধের এই হল ব্যবস্থা।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে পার্টির নীতি কি হওয়া উচিত?

নীতি হওয়া উচিত গ্রামে ও শহরে পুঁজিপতি শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, প্রতিরোধরত শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীকে ও গ্রামাঞ্চলের শোষিত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের লড়াইয়ের যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা ও তাদের সংগঠিত প্রস্তুতিকে বিকশিত করা।

শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব অন্যান্য কারণ ছাড়াও এই জন্য মূল্যবান যে তা সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের শত্রুদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত জমায়েতকে সহজসাধ্য করে তোলে।

সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে পুঁজিপতিদের বৃদ্ধি সম্পর্কে বুখারিনের তত্ত্বের ও শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রভবনের বিষয়ে বুখারিনের ধারণার ক্ষতিকারক দিকটা কোথায় নিহিত আছে?

সেটা এই ঘটনায় নিহিত যে তা শ্রমিকশ্রেণীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, আমাদের দেশের বিপ্লবী শক্তিসমূহের সংগঠিত প্রস্তুতিকে আহত করে, শ্রমিক-শ্রেণীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং সোভিয়েত জমানার বিরুদ্ধে পুঁজিপতি শক্তি-সমূহের আক্রমণকে সহজসাধ্য করে তোলে।

(গ) কৃষক সম্প্রদায়

বুখারিনের তৃতীয় ভুল হল কৃষক সম্প্রদায়ের প্রশ্নে। আপনারা জানেন, এই

প্রশ্নটি আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহের অন্যতম। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় কৃষক সম্প্রদায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত, যথা গরিব চাষী, মধ্য চাষী এবং কুলাক। এটা স্পষ্ট যে এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই এক হবে না। শ্রমিকশ্রেণীর অবলম্বন হিসেবে গরিব চাষী, মিত্র হিসেবে মধ্য চাষী, আর কুলাকরা শ্রেণীশত্রু রূপে—এইসব সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতি এই হল আমাদের মনোভাব। এ সবই স্পষ্ট এবং সাধারণভাবে জানা।

বুখারিন অবশ্য এই ব্যাপারটিকে কিছুটা ভিন্নভাবে দেখেন। কৃষক সম্প্রদায়ের বর্ণনায় এই পৃথকীকরণকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়েছে, গ্রামাঞ্চল নামে শুধু একটা স্থূল তাপ্পি রয়েছে। তাঁর মতে কুলাকরা কুলাক নয়, মধ্য চাষীরা মধ্য চাষী নয়, বরং গ্রামাঞ্চলে একইরূপের একটা দারিদ্র্য রয়েছে। সেই কথাই তিনি এখানে তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন: আমাদের কুলাককে কি প্রকৃতই কুলাক বলা যায়? কারণ সে তো দেউলিয়া! আর আমাদের মধ্য চাষী, সে কি সত্যই মধ্য চাষীর মতো? কারণ সে নিঃস্ব, প্রায় উপবাসে দিন কাটায়। স্পষ্টতঃই কৃষকদের সম্পর্কে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, লেনিনবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

লেনিন বলেছেন, স্বতন্ত্র কৃষকগোষ্ঠী হল **শেষ পুঁজিপতি শ্রেণী।** এই তত্ত্ব কি সঠিক? হাঁ, সম্পূর্ণ সঠিক। স্বতন্ত্র কৃষকগোষ্ঠীকে কেন শেষ পুঁজিপতি শ্রেণী বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে? কারণ আমাদের সমাজ যে দুটি প্রধান শ্রেণী নিয়ে গঠিত, তার মধ্যে কৃষক হল সেই শ্রেণী যার অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন-ভিত্তিক। কারণ, যতদিন পর্যন্ত কৃষকগোষ্ঠী ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনে রত স্বতন্ত্র কৃষকগোষ্ঠী থাকছে, ততদিন তারা তাদের মধ্য থেকেই পুঁজিপতি অব্যাহতভাবে এবং অনবরত সৃষ্টি করছে, আর তা না করে পারে না।

শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর সমস্যার প্রতি আমাদের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে আমাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ এই যে আমরা কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে **যেমন-তেমন** একটা মৈত্রী চাই না, চাই **এমন একটা মৈত্রী** যা কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যকার পুঁজিবাদী উপাদানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ভিত্তিক।

তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, শেষ পুঁজিপতি শ্রেণী হিসেবে কৃষকদের

বর্ণনা করার যে তত্ত্ব লেনিন দিয়েছেন, সেটি মোটেই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ধারণা-বিরোধী নয়, বরং লেনিনের এই তত্ত্ব সাধারণভাবে পুঁজিবাদী উপাদান এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেকার পুঁজিবাদী উপাদানের বিরুদ্ধে চালিত শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের সর্বাধিক অংশের মৈত্রী রূপে এই মৈত্রীর ভিত্তি উপস্থিত করে।

যে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি কৃষকদের মধ্য থেকেই জন্ম নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলেই কেবলমাত্র সেই সুদৃঢ় কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী গড়ে উঠতে পারে, তা প্রমাণের জন্যই লেনিন এই তত্ত্বটি পেশ করেছেন।

বুখারিনের ভ্রান্তি এখানেই যে তিনি এই সহজ ব্যাপারটি বোঝেন না এবং গ্রহণ করেন না, গ্রামাঞ্চলে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির কথা তিনি ভুলে যান, কুলাক এবং গরিব চাষীদের তিনি দেখতে পান না, এবং যা থাকছে তা হল মধ্য চাষীদের এক অভিন্ন দল।

বুখারিনের পক্ষে নিঃসন্দেহে এটি একটি দক্ষিণমুখী বিচ্যুতি, যা 'বামমুখী' ট্রট্‌স্কিপন্থী বিচ্যুতি থেকে পৃথক, যা আবার গরিব চাষী এবং কুলাক ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অন্য কোন সামাজিক গোষ্ঠীকে দেখতে পায় না এবং মধ্য চাষীকে দৃষ্টির বাইরে রাখে।

কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রীর প্রশ্নে ট্রট্‌স্কিবাদ এবং বুখারিন গোষ্ঠীর পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য রয়েছে এই ব্যাপারে যে ট্রট্‌স্কিবাদ মধ্য চাষী সাধারণের সঙ্গে **স্থায়ী** মৈত্রীর **বিরোধী,** আর বুখারিন গোষ্ঠী সাধারণভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে **যে-কোন প্রকার** মৈত্রীর সপক্ষে। প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না যে এই উভয় অবস্থানই ভুল এবং তারা সমান অকেজো।

লেনিনবাদ প্রশ্নাতীতভাবে কৃষক সাধারণের প্রধান অংশের সাথে স্থায়ী মৈত্রীর পক্ষে, মধ্য চাষীদের সঙ্গে মৈত্রীর পক্ষে; অবশ্য যে-কোন রকমের একটা মৈত্রী নয়, মধ্য চাষীদের সঙ্গে এমন মৈত্রী যা শ্রমিকশ্রেণীর **প্রধান ভূমিকাকে** নিশ্চিত করে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে **সংহত করে** এবং **শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি সহজ করে।**

লেনিন বলেন, 'শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য যে-কোন জিনিস বোঝাবার জন্য ধরা যেতে পারে। যদি তা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সমর্থন করে, এবং শ্রেণী-বিলুপ্তির উদ্দেশ্য সাধনের

অন্যতম উপায় হয় তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে এই মতৈক্য মেনে নেওয়ার যোগ্য, সঠিক এবং নীতিগতভাবে সম্ভব—এ কথা যদি স্মরণে না রাখি তাহলে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্যের সূত্র এমন একটি সূত্র হয়ে থাকছে যাতে সোভিয়েত শাসনের সকল শত্রুরা এবং একনায়কত্বের শত্রুরা সম্মতি দেবে' (**রচনাবলী**, ২৬তম খণ্ড)।

এবং আরও :

লেনিন বলেন, 'বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় রয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। তা কৃষক সম্প্রদায়কেও পরিচালনা করছে। কৃষক সম্প্রদায়কে পরিচালনা করা বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ হল প্রথমতঃ শ্রেণীসমূহের বিলোপের পথ অনুসরণ করা, ক্ষুদ্র উৎপাদকমুখী পথ নয়। আমরা যদি এই প্রধান ও মৌলিক পথ থেকে সরে দাঁড়াই তাহলে সমাজতন্ত্রী বলে আমাদের পরিচয় থাকবে না, নিজেদেরকে আমরা দেখব পেটি-বুর্জোয়াদের শিবিরে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের শিবিরে যারা এখন সবচাইতে মারাত্মক শত্রু' (ঐ)।

এখানে আপনারা কৃষক সাধারণের প্রধান অংশের সঙ্গে মৈত্রীর প্রশ্নে, মধ্য চাষীদের সঙ্গে মৈত্রীর প্রশ্নে, লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি পেলেন।

মধ্য চাষীর প্রশ্নে বুখারিন গোষ্ঠীর ভুল এখানেই যে তা শ্রমিকশ্রেণী এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে অবস্থানকারী মধ্য চাষীর দ্বৈত চরিত্র, দ্বৈত অবস্থান লক্ষ্য করে না। লেনিন বলেছেন, 'মধ্য চাষীরা হল একটি দোদুল্যমান শ্রেণী।' কেন? কারণ, একদিকে মধ্য চাষী হল একজন মেহনতকারী যা তাকে শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ করে, অন্যদিকে সে হল সম্পত্তির মালিক যা তাকে কুলাকদের ঘনিষ্ঠ করে। এই জন্যেই মধ্য চাষীদের দোদুল্যমানতা। আর শুধু তত্ত্বগতভাবেই এ কথা সত্য নয়। প্রতি দিনে, প্রতি ঘণ্টায় অভ্যস্ত কর্মে এই দোদুল্যমানতা প্রকাশ পায়।

লেনিন বলেন, 'মেহনতকারী হিসেবে কৃষক সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়, বুর্জোয়া একনায়কত্বের চেয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই পছন্দ করে। শস্য বিক্রেতা হিসেবে, কৃষক আকৃষ্ট হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি, অবাধ বাণিজ্যের প্রতি, অর্থাৎ "অভ্যস্ত", প্রাচীন, "কাল-পূজ্য" পুঁজিবাদের প্রতি' (**রচনাবলী**, ২৪তম খণ্ড)।

সেইহেতু মধ্য চাষীদের সঙ্গে মৈত্রী তখনই স্থায়ী হতে পারে যদি তা পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চালিত হয়, যদি তা এই মৈত্রীর ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ভূমিকা নিশ্চিত করে, এবং যদি শ্রেণীসমূহের বিলোপের পথ সহজ করে।

বুখারিন গোষ্ঠী এই সহজ এবং সুস্পষ্ট বিষয়গুলি ভুলে যান্।

(ঘ) নেপ এবং বাজার সম্পর্ক

বুখারিনের চতুর্থ ভুল হল নেপ (নয়া অর্থনৈতিক নীতি)-এর প্রশ্নে। বুখারিনের ভুল হল যে তিনি নেপের দুরকমের চরিত্রকে দেখতে পাচ্ছেন না, তিনি দেখছেন নেপের মাত্র একটি দিক। ১৯২১ সালে আমরা যখন নেপ প্রবর্তন করলাম, আমরা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের বিরুদ্ধে, একটি শাসন এবং ব্যবস্থা যা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের **যে-কোন এবং সব রকমের** স্বাধীনতা বাতিল করেছে তার বিরুদ্ধে, এর বর্শামুখ চালিত করেছিলাম। আমরা বিবেচনা করেছি এবং এখনো বিবেচনা করি যে নেপ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য কিছুটা স্বাধীনতা বোঝায়। বুখারিন বিষয়টির এই দিকটি স্মরণ করছেন সেটা খুব ভাল কথা।

কিন্তু বুখারিন এটা ধরে ভুল করেছেন যে এটাই নেপের একমাত্র দিক। বুখারিন ভুলে যান যে নেপের আরও একটি দিক আছে। কথাটা হল এই যে নেপ কোন অর্থেই ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য **সম্পূর্ণ** স্বাধীনতা, বাজারে মূল্যের অবাধ ক্রীড়া বোঝায় না। **বাজারের নিয়ন্ত্রকরূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিশ্চিত থাকছে,** এই শর্তে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে নেপ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের স্বাধীনতা বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে সেটি হল নেপের দ্বিতীয় দিক। অধিকন্তু, নেপের এই দিকটি আমাদের কাছে প্রথমটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাধারণতঃ যেমন রয়েছে তেমন আমাদের দেশে বাজারে মূল্যের কোন অবাধ ক্রীড়া নেই। আমরা প্রধানতঃ শস্যের মূল্য নির্ধারণ করি। আমরা শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করি। আমরা শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা এবং মূল্য হ্রাস করার নীতি পালন করতে চেষ্টা করি, আর অন্যদিকে কৃষিজ পণ্যের মূল্য স্থির রাখতে চেষ্টা করি। এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই ধরনের বিশেষ ও নির্দিষ্ট বাজার-অবস্থা নেই?

এ থেকেই বেরিয়ে আসে যে, যতদিন পর্যন্ত নেপ থাকবে, তার উভয় দিকই রাখতে হবে: প্রথম দিকটি যা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের শাসনের বিরুদ্ধে চালিত এবং যার লক্ষ্য ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কিছুটা স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, এবং দ্বিতীয় দিকটি যা ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চালিত এবং যার লক্ষ্য বাজারের নিয়ন্ত্রকরূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিশ্চিত করা। এই দিকগুলির একটিকে ধ্বংস করলে নয়া অর্থনৈতিক নীতি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

বুখারিনের ধারণা 'বাম তরফ থেকেই' নেপের বিপদ আসতে পারে, সেই সব লোক থেকে যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল স্বাধীনতা বিলোপ করতে চায়। সেটা ঠিক নয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল। অধিকন্তু, বর্তমান মুহূর্তে এ ধরনের বিপদ মোটেই বাস্তব নয়, কারণ আমাদের স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় সংগঠন-গুলিতে এমন কেউ নেই বা বড় একটা কেউ নেই যিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু মাত্রায় স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করেন না।

দক্ষিণ তরফ থেকে, যারা চায় বাজারের নিয়ন্ত্রকরূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিলোপ করতে, যারা চায় বাজারকে 'মুক্ত' করতে এবং সেভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের উদ্বোধন করতে তাদের থেকেই বিপদ অনেক বেশি বাস্তব। নেপকে ধ্বংস করার বিপদ যে বর্তমানে দক্ষিণ দিক থেকেই অনেক বেশি বাস্তব, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এটা ভুললে চলবে না যে পেটি-বুর্জোয়া প্রাথমিক শক্তিগুলি ঠিক এইদিকে, দক্ষিণ থেকে নেপকে ধ্বংস করার দিকে, কাজ করছে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে কুলাক ও অন্যান্য সম্পন্ন অংশের চিৎকার, মুনাফাখোর এবং ফাটকাবাজদের চিৎকার যার সামনে আমাদের কমরেডদের অনেকেই অনেক সময় নতি স্বীকার করেন তারা ঠিক এই মহল থেকেই নেপকে আক্রমণ করে। নেপকে ধ্বংস করার এই দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত বাস্তব বিপদ বুখারিন দেখতে পান না, এই ঘটনাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তিনি পেটি-বুর্জোয়া প্রাথমিক শক্তিগুলির চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছেন।

বাজারকে 'নিয়মমাফিক করা' এবং এলাকা হিসেবে শস্য-সংগ্রহ মূল্য নিয়ে 'কৌশল খাটানোর' অর্থাৎ শস্যের দাম বাড়ানোর জন্য বুখারিন প্রস্তাব করেছেন। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল, সোভিয়েত বাজারে যে অবস্থা তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন, বাজারের নিয়ন্ত্রক হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর তিনি

গতিরোধক কল বসাতে চান, এবং যে পেটি-বুর্জোয়া প্রাথমিক শক্তিগুলি দক্ষিণ থেকে নেপকে ধ্বংস করছে, সেই শক্তিগুলিকেই তিনি সুবিধা দেবার জন্য প্রস্তাব করছেন।

এক মুহূর্তের জন্য ধরে নেওয়া যাক যে, আমরা বুখারিনের উপদেশ অনুসরণ করেছি। তাহলে ফলটা কী দাঁড়াবে? ধরে নিলাম, শরৎকালে,' শস্য ক্রয়কালের শুরুতে আমরা শস্যের মূল্য বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু যেহেতু বাজারে সর্বদা লোক থাকে, সব জাতের ফাটকাবাজ এবং মুনাফাখোর, যারা শস্যের জন্য বর্তমান মূল্যের তিন গুণ বেশি দিতে পারে, এবং যেহেতু ফাটকাবাজদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠি না কারণ যেখানে তারা সর্বসাকুল্য দশ মিলিয়ন পুড এর কাছাকাছি শস্য ক্রয় করে সেখানে আমাদের কিনতে হয় শত শত মিলিয়ন পুড, তাই যারা শস্য ধরে রাখে তারা মূল্যের আরও বৃদ্ধির আশায় তা ধরে রাখতে থাকবে। ফলে, বসন্তের দিকে, যখন শস্যের জন্য রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রয়োজন প্রধানতঃ শুরু হয়, তখন আবার আমাদের শস্যের মূল্য বাড়াতে হবে। কিন্তু বসন্তে শস্যের দাম বাড়ানোর অর্থ কি দাঁড়াবে? এর অর্থ দাঁড়াবে গ্রামীণ জনসংখ্যার দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর স্তরকে ধ্বংস করা, যারা বসন্তের সময় নিজেরাই অংশতঃ বীজের জন্য এবং অংশতঃ খাদ্যের জন্য শস্য কিনতে বাধ্য হবে—সেই একই শস্য যা তারা শরতে সস্তা দরে বিক্রি করেছিল। এই কাজের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ শস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা কি প্রকৃতই প্রয়োজনীয় কোন সুফল লাভ করতে পারব? খুব সম্ভব না, একই শস্যের জন্য দুই তিন গুণ দাম দিতে সক্ষম এমন ফাটকাবাজ ও মুনাফখোরেরা সর্বদাই থাকবে। ফলে, ফাটকাবাজ, মুনাফাখোরদের সঙ্গে পাল্লা দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় আমাদের আবার একবার শস্যের দাম বাড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই থেকে এটা অবশ্য বেরিয়ে আসে যে, একবার যদি শস্যের দাম বাড়াতে আরম্ভ করি তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য সংগ্রহের গ্যারান্টি ছাড়াই আমাদের দাম বাড়াবার পিচ্ছিল ঢলে নামতে থাকতে হবে।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হচ্ছে না।

প্রথমতঃ, শস্য-সংগ্রহ মূল্য বাড়িয়ে. আমাদের পরে কৃষিজ কাঁচামালের মূল্যও বাড়াতে হবে যাতে কৃষিজ দ্রব্যসমূহের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, শস্য-সংগ্রহ মূল্য বাড়াবার পরে শহরে রুটির খুচরো দাম কম রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না—ফলে, রুটির বিক্রয় মূল্য আমাদের বাড়াতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমরা শ্রমিকদের ক্ষতি করতে পারি না, এবং করা উচিত নয়, আমাদের দ্রুতগতিতে মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু এতে শিল্পজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য কারণ তা না হলে শিল্পায়নের পক্ষে ক্ষতিকর, শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে সম্পদের অপসারণ হতো।

এর ফলে, শস্য এবং শিল্পদ্রব্য, উভয়েরই হ্রাসমান বা কোন প্রকার সুস্থিত মূল্যের ভিত্তিতে নয়, বরং বর্ধমান মূল্যের ভিত্তিতে, আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য এবং কৃষিজ পণ্যের মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে হবে।

অন্য কথায়, শিল্পজাত দ্রব্য এবং কৃষিজ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করার নীতিই আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

এ কথা উপলব্ধি করা দুরূহ নয় যে, মূল্য নিয়ে এরূপ 'কৌশল খাটানো' শুধু সোভিয়েত মূল্যনীতির সম্পূর্ণ বাতিলকরণ, বাজারের নিয়ন্ত্রকরূপে রাষ্ট্রের ভূমিকার বাতিলকরণ এবং পেটি-বুর্জোয়া প্রাথমিক শক্তিগুলিকে অবাধ সুযোগ দান-এর দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এতে কার লাভ হবে?

কেবলমাত্র শহুরে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার সম্পন্ন স্তর, কারণ ব্যয়বহুল শিল্পজাত দ্রব্য এবং কৃষিজ পণ্য স্বভাবতঃই শ্রমিকশ্রেণী এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার দরিদ্র এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর স্তর, উভয়ের নাগালের বাইরে হবে। এতে লাভ হবে কুলাক এবং সম্পন্নদের, নেপজন এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ শ্রেণীসমূহের।

আর সেটাও হবে একটা বন্ধন, কিন্তু এক অদ্ভুত বন্ধন, শহর এবং গ্রামের জনসংখ্যার সম্পন্ন স্তরের সঙ্গে বন্ধন। শ্রমিকদের এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর স্তরের সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে আমাদের প্রশ্ন করার: আপনারা কাদের সরকার—শ্রমিকদের এবং কৃষকদের সরকার, না, কুলাক আর নেপজনদের সরকার?

শ্রমিকশ্রেণী এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর স্তরের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার সম্পন্ন স্তরের সঙ্গে বন্ধন—এটাই হল বুখারিনের বাজারের 'নিয়মমাফিক হওয়া' এবং এলাকা অনুযায়ী শস্য মূল্য নিয়ে 'কৌশল খাটানো'র অনিবার্য পরিণতি।

স্পষ্টতঃই, পার্টি এই মারাত্মক পথ গ্রহণ করতে পারে না।

নেপের সব ধারণাগুলি কি পরিমাণে বুখারিনের মনে তালগোল পাকিয়ে গেছে এবং কি পরিমাণে তিনি পেটি-বুর্জোয়া প্রাথমিক শক্তিগুলির হাতে জোর বন্দী হয়েছেন তা, অন্য সব জিনিসের মধ্যে, গ্রাম এবং শহর, রাষ্ট্র এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন রূপ সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি নেতি-বাচকেরও বাড়া যে মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে ধরা পড়ে। রাষ্ট্র কৃষক সম্প্রদায়ের দ্রব্য সরবরাহকারী হয়েছে এবং কৃষক সম্প্রদায় রাষ্ট্রের শস্য সরবরাহকারী হচ্ছে, এই ঘটনার জন্য তিনি ক্রুদ্ধ এবং এর বিরুদ্ধে চিৎকার করছেন। তিনি একে নেপের সকল নিয়ম-কানুনের লংঘন, নেপের প্রায় ভাঙন রূপে বিবেচনা করেন। কেন? কি যুক্তিতে?

দালাল ছাড়াই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় শিল্প কৃষকদের দ্রব্য সরবরাহকারী এবং কৃষকেরা শিল্পের ও রাষ্ট্রের শস্য সরবরাহকারী, এখানেও দালাল ছাড়া, এ ঘটনায় আপত্তিকর কি থাকতে পারে?

কৃষকেরা রাষ্ট্রীয় শিল্পের প্রয়োজনে **ইতিমধ্যেই** তুলো, বীট এবং শন সরবরাহকারী হয়েছে আর রাষ্ট্রীয় শিল্প শহুরে দ্রব্য, বীজ এবং কৃষির এ সকল শাখার জন্য উৎপাদন যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী হয়েছে, মার্কসবাদ বা মার্কসীয় নীতির দিক থেকে এতে কি আপত্তি থাকতে পারে?

শহর ও গ্রামে বাণিজ্যিক কেনাবেচার এইসব নতুন রূপ স্থাপনে চুক্তি ব্যবস্থা হল প্রধান পদ্ধতি। কিন্তু এই চুক্তি ব্যবস্থাটি কি নেপের নীতির বিরোধী?

এই চুক্তি ব্যবস্থার দৌলতে কৃষকশ্রেণী রাষ্ট্রের তুলো, বিট এবং শনই শুধু নয়, শস্যেরও সরবরাহকারী হচ্ছে, এ ঘটনায় আপত্তিকর কি থাকতে পারে?

যদি কম পরিমাণ মাল নিয়ে কেনাবেচা, ক্ষুদে দোকানদারিকে বাণিজ্যিক লেনদেন বলা যায়, তাহলে বেশি পরিমাণ মাল নিয়ে কেনাবেচা যা পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা পরিচালিত (contract) তাকে বাণিজ্যিক লেনদেন কেন বলা যাবে না?

এ ব্যাপারটা কি উপলব্ধি করা কঠিন যে নয়া অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতেই শহর ও গ্রামের মধ্যে চুক্তি ব্যবস্থা-ভিত্তিক এই সকল বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপক রূপের উদ্ভব হয়েছে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত, সমাজতান্ত্রিক দিককে জোরদার করার ব্যাপারে আমাদের

সংগঠনের পক্ষে তারা একটা খুব বড় পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে ?

এই সহজ ও সুস্পষ্ট বিষয়গুলিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা বুখারিন হারিয়ে ফেলেছেন।

(ঙ) তথাকথিত 'উপঢৌকন'

বুখারিনের পঞ্চম ভুল (আমি তাঁর প্রধান ভুলগুলির কথা বলছি) হল শহর এবং গ্রামের মধ্যে 'কাচি'র প্রশ্নে, তথাকথিত 'উপঢৌকন' (tribute)-এর প্রশ্নে পার্টি নীতির সুবিধাবাদী বিকৃতি।

'কাঁচি'র প্রশ্নে পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি-মণ্ডলীর যুগ্ম সভার (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯) বিখ্যাত সিদ্ধান্তে কোন্ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ? সেখানে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রচলিত কর যা কৃষকেরা রাষ্ট্রকে দেয় তা ছাড়াও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্য প্রদান, এবং কৃষিজ পণ্যের জন্য কম মূল্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে কৃষকেরা একটা নির্দিষ্ট অধিকরও দিয়ে থাকে।

এটা কি সত্য যে এই অধিকর যা কৃষকেরা দেয় তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে ? হাঁ, এটা সত্য। এই অধিকরের আর কি নাম আমরা দিতে পারি ? আমরা একে বলতে পারি 'কাঁচি', আমাদের শিল্পোন্নয়কে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সম্পদের কৃষি থেকে শিল্পে 'অপসারণ'।

এই 'অপসারণ'-এর কি প্রয়োজন আছে ? যদি আমরা সত্যিই শিল্পোন্নয়নে দ্রুত হার অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই, তবে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে এটা যে প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমরা সবাই একমত। বাস্তবিকপক্ষে, যে-কোন মূল্যে শিল্পের দ্রুত বিকাশ বজায় রাখতে হবে কারণ এই বিকাশ প্রয়োজন কেবল শিল্পের জন্য নয়, প্রধানতঃ কৃষির জন্য, কৃষকদের জন্য, যাদের বর্তমান সময়ে সবচাইতে প্রয়োজন হল ট্রাক্টর, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সার।

বর্তমান সময়ে আমরা কি এই 'অধিকর' বিলোপ করতে পারি ? দুর্ভাগ্যক্রমে; আমরা তা পারি না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রথম সুযোগেই আমরা অবশ্যই এর বিলুপ্তি ঘটাব। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমরা এর বিলুপ্তি ঘটাতে পারি না।

এখন আপনারা যেমন দেখছেন, 'কাঁচি'র ফলস্বরূপ লব্ধ এই অধিকর 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু'। উপঢৌকন নয়, কিন্তু 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু'।

আমাদের পশ্চাৎপদতার দরুণই এটা 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু'। আমাদের শিল্পোন্নয়ন উৎসাহিত করার জন্য এবং আমাদের পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্য আমাদের এই অধিকরের প্রয়োজন।

কিন্তু এর অর্থ কি এই যে অতিরিক্ত কর ধার্য করে আমরা তার মাধ্যমে কৃষক সম্প্রদায়কে শোষণ করছি? না, এর অর্থ তা নয়। সোভিয়েত শাসনের প্রকৃতিই রাষ্ট্র কর্তৃক যে-কোন ধরনের কৃষক শোষণ বিরোধী। জুলাই প্লেনামেও আমাদের কমরেডদের বক্তৃতায় এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত শাসনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষক-শোষণকে বাতিল করা হয় কারণ মেহনতী কৃষক সম্প্রদায়ের কল্যাণের সতত বৃদ্ধি সোভিয়েত সমাজের বিকাশের একটি নিয়ম এবং এ ঘটনাই কৃষক সম্প্রদায়কে শোষণের যে-কোন সম্ভাবনাকে বাতিল করে।

কৃষকেরা কি এই অতিরিক্ত কর প্রদানে সক্ষম? হাঁ সক্ষম। কেন?

প্রথমতঃ, কারণ কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার একটানা উন্নতির মধ্যে এই অতিরিক্ত কর ধার্য কার্যকরী করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, কারণ কৃষকদের নিজস্ব ব্যক্তিগত কৃষিকার্য রয়েছে, যার আয় থেকে তারা অতিরিক্ত কর দিতে সক্ষম হয়, আর এই ক্ষেত্রেই শিল্পশ্রমিকদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য, যে শ্রমিকদের কোন ব্যক্তিগত কৃষিকার্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শিল্পায়নের স্বার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে।

তৃতীয়তঃ, কারণ এই অতিরিক্ত করের পরিমাণ প্রতি বছরেই হ্রাস পাচ্ছে।

এই অতিরিক্ত করকে 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু' বলে কি আমরা ঠিক করেছি? প্রশ্নাতীতভাবে, আমরা ঠিক করেছি। আমাদের শব্দ নির্বাচন দ্বারা আমরা আমাদের কমরেডদের দেখাচ্ছি যে অতিরিক্ত করটি ঘৃণ্য এবং অবাঞ্ছিত আর বেশ কিছুকালের জন্য এর স্থায়িত্বের অনুমতি দেওয়া যায় না। কৃষকদের ওপর এই অতিরিক্ত করকে এই নাম দিয়ে আমরা জানাতে চাই যে আমরা চাই বলেই এই কর ধার্য করছি না বরং আমরা করতে বাধ্য হয়েছি এবং যত শীঘ্র সম্ভব, প্রথম সুযোগেই এই অতিরিক্ত কর বিলোপের জন্য আমরা, বলশেভিকরা, সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

'কাঁচি', 'অপসারণ', 'অধিকর', যাকে উপরি উল্লিখিত দলিলসমূহ 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু' বলে অভিহিত করে, প্রশ্নের সারবস্তু হল এই।

প্রথমে বুখারিন, রাইকভ এবং তমস্কি 'উপঢৌকন' কথাটির ওপর একটা

গোলমাল পাকাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং পার্টি কৃষকদের সামরিক-সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের নীতি অনুসরণ করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু এখন অন্ধের কাছেও স্পষ্ট যে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে স্থূল অপবাদ রটাবার বুখারিনপন্থীদের এটা একটা বিবেকবর্জিত প্রচেষ্টা মাত্র। এখন এমনকি তারা নিজেরাই নীরবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্বন্ধে তাদের এত বকবকানি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

দুটির একটি :

হয় বুখারিন স্বীরা বর্তমান সময়ে 'কাঁচি', সম্পদের কৃষি থেকে শিল্পে 'অপসারণ'-এর অনিবার্যতা স্বীকার করুক, সে-ক্ষেত্রে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে তাদের অভিযোগগুলি অপবাদ জাতীয়, এবং পার্টি সম্পূর্ণ সঠিক ;

নয়তো বর্তমান সময়ে এই 'কাঁচি' এবং 'অপসারণ'-এর অনিবার্যতা অস্বীকার করুক, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তারা খোলাখুলি বলুক যাতে আমাদের দেশের শিল্পায়নের বিরোধী হিসেবে পার্টি তাদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে, আমি বুখারিন, রাইকভ এবং তমস্কির কতকগুলি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করতে পারি, যেখানে তাঁরা কিছু গোপন না করেই বর্তমান সময়ে 'কাঁচি' এবং সম্পদের কৃষি থেকে শিল্পে 'অপসারণ'-এর অনিবার্যতার কথা স্বীকার করেছেন। আর বাস্তবিকপক্ষে এটি 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু' ফর্মুলাটি স্বীকার করারই সমান।

বেশ, তাহলে তাঁরা কি বর্তমানে 'অপসারণ' এবং 'কাঁচি'র সংরক্ষণ সম্পর্কে সেই দৃষ্টিকোণ সমর্থন করে যাচ্ছেন, না যাচ্ছেন না? সে কথা তাঁরা খোলাখুলি বলুন।

বুখারিন : অপসারণের প্রয়োজন আছে কিন্তু 'উপঢৌকন' কথাটি দুর্ভাগ্যজনক। **(সাধারণ হাস্যধ্বনি।)**

স্তালিন : ফলে, **প্রশ্নটির সারবস্তু সম্পর্কে আমাদের কোন পার্থক্য নেই ;** ফলে, সম্পদের কৃষি থেকে শিল্পে 'অপসারণ', তথাকথিত 'কাঁচি', অতিরিক্ত কর, 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু'—বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের শিল্পায়নের জন্য একটি প্রয়োজনীয় যদিও সাময়িক উপায়।

তা বেশ। তবে বিতর্কের বিষয়টি কী? কেন এতসব বিক্ষোভ? 'উপঢৌকন' কথাটি অথবা 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু' কথাগুলি তাঁদের পছন্দসই নয়, কারণ

তাঁদের বিশ্বাস মার্কসবাদী সাহিত্যে এই ধরনের কথা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না।

বেশ, তাহলে, 'উপঢৌকন' শব্দটিই আলোচনা করা যাক।

আমি জোর দিয়েই বলছি, কমরেডগণ, যে আমাদের মার্কসবাদী সাহিত্যে এটা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত, উদাহরণস্বরূপ, কমরেড লেনিনের লেখা উল্লেখ করা যায়। যাঁরা লেনিনের রচনাবলী পড়েননি, তাঁদের কাছে এটা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু কমরেডগণ, এটা ঘটনা, বুখারিন এখানে প্রচণ্ড জোর দিয়েই বলেছেন যে মার্কসবাদী সাহিত্যে 'উপঢৌকন' শব্দটির ব্যবহার বেমানান। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সাধারণভাবে মার্কসবাদীরা 'উপঢৌকন' কথাটি ব্যবহারে স্বাধীনতা নেন, এ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত। কিন্তু কমরেড লেনিনের মতো একজন মার্কসবাদীর রচনায় এই শব্দটির দীর্ঘকাল ব্যবহার রয়েছে, এ প্রমাণ যদি থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? তাহলে হয়তো, বুখারিনের দৃষ্টিতে, লেনিন মার্কসবাদীরূপে যোগ্য হতে পারেননি? বেশ, প্রিয় কমরেডগণ, এ ব্যাপারে আপনাদের অকপট হওয়া উচিত।

উদাহরণস্বরূপ '"বামঘেঁষা" শিশুসুলভতা এবং পেটি-বুর্জোয়া মনোভাব' (মে, ১৯১৮) প্রবন্ধটি, যা লেনিনের মতো এক অসাধারণ মার্কসবাদী কর্তৃক লেখা হয়েছিল, তার কথাই ধরুন এবং নিম্নলিখিত অংশটুকু পড়ুন:

> 'পেটি-বুর্জোয়া যে হাজার হাজার মজুত করছে, সে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের শত্রু, সে যে-কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে, দরিদ্রের বিরুদ্ধে, শুধু নিজের জন্য এই হাজার হাজার নিয়োগ করতে চায়; তবুও এই কয়েক হাজারের মোট অঙ্ক অনেক হাজার মিলিয়নে দাঁড়ায় বা ফাটকার একটা ভিত্তি তৈরী করে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষতিসাধন করে। ধরে নেওয়া যাক, কিছু সংখ্যক শ্রমিক কয়েকদিনে ১০০০-এর সমান মূল্য তৈরী করে। এবার ধরে নিলাম ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিকদের দ্বারা ছোটখাট ফাটকা, সব রকম ছিঁচকে চুরি এবং সোভিয়েত হুকুম ও আইন-কানুন "এড়ানোর" ফলে এই মোট পরিমাণ থেকে ২০০ উধাও হল। প্রত্যেকটি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক বলবে: উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা এবং সংগঠন অর্জনের স্বার্থে ১০০০-এর মধ্যে যদি ৩০০ ছেড়ে দিতে পারতাম, তাহলে স্বেচ্ছায় ২০০-এর জায়গায় ৩০০ ছেড়ে দিতাম কারণ যদি একবার আমরা শৃংখলা এবং সংগঠন লাভ করি এবং একবার আমরা ক্ষুদে সম্পত্তির মালিক-

দের সকল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়ার নাশকতা দমন করি তাহলে সোভিয়েত শাসনে এই "উপঢৌকন" কে পরে, ধরুন, ১০০ বা ৫০-এ নামানো নিতান্তই একটা সহজ ব্যাপার হবে' (**রচনাবলী**, ২২তম খণ্ড)।

আমার মনে হয়, এটা এখন স্পষ্ট হয়েছে। লেনিনকে কি তাহলে এই কারণে শ্রমিকশ্রেণী-শোষণের সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক নীতির উকিল বলে ঘোষণা করা হবে? প্রিয় কমরেডগণ, একবার তাই চেষ্টা করুন না!

একটি কণ্ঠস্বর: তা সত্ত্বেও মধ্য চাষী সম্পর্কে 'উপঢৌকন' কথাটি কখনো ব্যবহৃত হয়নি।

স্তালিন: আপনি কি কখনো বিশ্বাস করেন যে মধ্য চাষীরা শ্রমিকশ্রেণীর চেয়ে পার্টির বেশি ঘনিষ্ঠতর? আপনি একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী! **(সাধারণ হাস্যধ্বনি।)** যদি আমরা, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, 'উপঢৌকন'-এর কথা তুলতে পারি যখন তা শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপারে হয়, তাহলে মধ্য চাষীরা যারা আমাদের কেবল মিত্র তাদের ব্যাপারে হলে আমরা কেন তা পারব না?

কিছু ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি কল্পনা করতে পারেন যে, লেনিনের ' "বামঘেঁষা" শিশুসুলভতা' প্রবন্ধে 'উপঢৌকন' কথাটি নিতান্তই কলম ফস্কে-যাওয়া, হঠাৎ ফস্কে যাওয়া ব্যাপার। এই বিষয়টি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে এই ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিদের সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। লেনিনের লেখা অন্য একটি প্রবন্ধ, যাকে বরং পুস্তিকা বলা যায়: **পণ্যের মাধ্যমে কর** (এপ্রিল, ১৯২১), তার কথা ধরুন এবং পৃষ্ঠা ৩২৪ পড়ুন (২৬তম খণ্ড)। আপনারা দেখতে পাবেন 'উপঢৌকন' সম্পর্কিত উপরিউক্ত অংশটি আক্ষরিকভাবে লেনিন বারবার উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষে, লেনিনের 'সোভিয়েত শক্তির আশু কার্যাবলী' (২২তম খণ্ড, পৃ: ৪৪৮, মার্চ-এপ্রিল, ১৯১৮) প্রবন্ধের কথা ধরুন, আপনারা এখানেও তা দেখতে পাবেন, লেনিন 'উপঢৌকন' (উদ্ধার চিহ্ন ছাড়া)-এর কথা উল্লেখ করছেন যে 'উপঢৌকন' দেশ ব্যাপক আকারে নীচ থেকে হিসেব-নিকেশ এবং নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করার ব্যাপারে আমাদের অনগ্রসরতার জন্য আমরা দিচ্ছি।'

তাহলে দাঁড়াল, লেনিনের লেখায় 'উপঢৌকন' শব্দটি মোটেই আকস্মিক ব্যাপার নয়। কমরেড লেনিন এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, উদ্দেশ্য— 'উপঢৌকন'-এর সাময়িক প্রকৃতির উপর জোর দেওয়া, বলশেভিকদের কর্ম-শক্তিকে উৎসাহিত করা এবং একে এমনভাবে চালিত করা যাতে আমাদের

অনগ্রসরতা এবং আমাদের 'জড়বুদ্ধিতার' জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে যে মূল্য দিতে হচ্ছে অর্থাৎ এই 'উপঢৌকন'কে প্রথম সুযোগেই বিলোপ করা যায়।

এটা দাঁড়াচ্ছে যে যখন আমি 'উপঢৌকন জাতীয় কিছু' কথাটি ব্যবহার করি তখন আমি বেশ ভাল মার্কসবাদীর সঙ্গে, কমরেড লেনিনের সঙ্গেই থাকি।

বুখারিন এখানে বলেছেন, মার্কসবাদীদের লেখায় 'উপঢৌকন' কথাটি বরদাস্ত করা উচিত নয়। কোন্ প্রকারের মার্কসবাদীদের কথা তিনি বলছিলেন? যদি স্লেপকভ, মারেৎস্কি, পেত্রভস্কি, রোসিত প্রভৃতির মতো মার্কসবাদী, যদি তাঁদের সেভাবে বলা যায়, তাঁদের কথা ভেবে থাকেন যাঁরা মার্কসবাদীদের তুলনায় বেশি হলেন উদারনৈতিকদের মতো, তাহলে তাঁর ক্ষোভ সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত। অপরপক্ষে, তিনি যদি প্রকৃত মার্কসবাদীদের কথা ভেবে থাকেন, উদাহরণস্বরূপ, কমরেড লেনিনের কথা, তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে তাদের মধ্যে 'উপঢৌকন' দীর্ঘদিন ধরেই চালু রয়েছে, যেখানে বুখারিন, যিনি লেনিনের লেখার সঙ্গে ভালমত পরিচিত নন, অনেক দূরে রয়েছেন।

কিন্তু এতে 'উপঢৌকন'-এর প্রশ্নটির সম্পূর্ণ মীমাংসা হল না। কথাটা হল এই, বুখারিন আর তাঁর বন্ধুরা যে 'উপঢৌকন' সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন এবং কৃষকশ্রেণীকে সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নীতির কথা বলতে শুরু করেছেন, এটা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়। সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্পর্কে তাঁদের হৈ-চৈয়ের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে কুলাকদের প্রতি পার্টির নীতি যা আমাদের সংগঠনগুলি প্রয়োগ করছে তারই বিরুদ্ধে তাদের চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা। কৃষক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণে পার্টির লেনিনবাদী নীতি সম্পর্কে অসন্তোষ, আমাদের শস্য-সংগ্রহ নীতি সম্পর্কে অসন্তোষ, যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধনের নীতি সম্পর্কে অসন্তোষ এবং সর্বশেষে বাজারকে 'মুক্ত' করা এবং ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা—এটাই কৃষক সম্পদায়ের সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নীতির ব্যাপারে বুখারিনের চিৎকারের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

পার্টির ইতিহাসে আমি এমন আর একটিও উদাহরণ স্মরণ করতে পারছি না যেখানে সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নীতি অনুসরণের অভিযোগে পার্টিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পার্টির বিরুদ্ধে এই অস্ত্রটি মার্কসবাদীদের অস্ত্রাগার থেকে ধার নেওয়া হয়নি। তাহলে কোথা থেকে এটা ধার করা হল?

ক্যাডেটদের নেতা মিলিউকভের অস্ত্রাগার থেকে। যখন ক্যাডেটরা শ্রমিক-শ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাধাতে চান, তখনই সাধারণতঃ তাঁরা বলেন, 'বলশেভিক মশাইরা, আপনারা কৃষকদের মৃতদেহের ওপর সমাজ-তন্ত্র গড়ছেন।' বুখারিন যখন 'উপঢৌকন'-এর ব্যাপার নিয়ে চিৎকার তোলেন তখন তিনি মিলিউকভ মশাইদের সুরেই গান করছেন এবং জনগণের শত্রুদের পিছনে পিছনে অনুসরণ করছেন।

(চ) শিল্পের বিকাশ-হার এবং সম্পর্কের নতুন রূপ

সর্বশেষে, শিল্প বিকাশের হার এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্কের নতুন রূপের প্রশ্ন। আমাদের মতপার্থক্যের ব্যাপারে এটা একটা অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পার্টির অর্থনৈতিক নীতির ব্যাপারে বাস্তব মতপার্থক্যের সব সূত্রগুলির এটা হল মিলনবিন্দু, এই ঘটনায় ই এর গুরুত্ব।

সম্পর্কের নতুন রূপগুলি কী, আমাদের অর্থনৈতিক নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কী তারা সূচিত করে?

সর্বপ্রথমে, তারা সূচিত করে যে গ্রাম-শহরের সম্পর্কের পুরানো রূপ ছাড়াও যা দ্বারা শিল্প প্রধানতঃ কৃষকদের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাত (সুতী বস্ত্র, জুতো, সাধারণভাবে বোনা বস্ত্র ইত্যাদি) আমাদের এখন প্রয়োজন সম্পর্কের নতুন রূপ যা দ্বারা কৃষি-অর্থনীতির উৎপাদিকা প্রয়োজনসমূহ (কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, উন্নত ধরনের বীজ, সার ইত্যাদি) মেটাবে।

কৃষকের অর্থনীতির উৎপাদিকা প্রয়োজনসমূহের দিকে নজর না দিয়ে পূর্বে যেখানে আমরা তার **প্রধানতঃ** ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহ মেটাতাম, বর্তমানে কিন্তু কৃষকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর এবং সার ইত্যাদি সরবরাহ করতে কারণ নতুন কারিগরি-ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনের পুনর্গঠনে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

যতদিন প্রশ্ন ছিল কৃষির **পুনঃপ্রতিষ্ঠার** এবং পূর্বে যে জমি ছিল জমিদার এবং কুলাকদের সেই জমি কৃষকদের দ্বারা ব্যবহারের, আমরা সম্পর্কের সেই পুরানো রূপ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম। কিন্তু, এখন যখন কৃষির **পুনর্গঠনের** প্রশ্ন, তাই সেটা যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে এবং যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে কৃষির পুনর্গঠনে কৃষক সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, তারা সূচিত করে যে আমাদের শিল্পের পুনঃসজ্জিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষিকেও পুনঃসজ্জিত করার জন্য আন্তরিকভাবে শুরু করতে হবে। আমরা পুনঃসজ্জিত করছি এবং ইতিমধ্যেই অংশতঃ আমাদের শিল্পকে পুনঃসজ্জিত করেছি একে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে এবং একে নতুন, উন্নত যন্ত্রপাতি এবং নতুন, উন্নত ক্যাডার সরবরাহ করে। আমরা নতুন মিল এবং কারখানা নির্মাণ করছি, পুরানোগুলিকে পুনর্গঠন এবং সম্প্রসারণ করছি, আমরা লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী শিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছি। একে ভিত্তি করেই নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে, শিল্পকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে এবং পুরানোগুলির প্রসার ঘটছে। এরই ভিত্তিতে খাদ্যবস্তুর চাহিদা এবং শিল্পের জন্য কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই পুরানো যন্ত্রপাতি, আমাদের পূর্বপুরুষের অভ্যস্ত কৃষিকার্যের পুরানো পদ্ধতি, প্রাচীন, আদিম, বর্তমানে অকেজো অথবা প্রায় অকেজো কৌশল, চাষ এবং শ্রমের পুরানো, ক্ষুদে-চাষী, ব্যক্তিগত রূপ, কৃষি প্রয়োগ করেই চলছে।

উদাহরণস্বরূপ, বিষয়টি ভেবে দেখুন, বিপ্লবের পূর্বে আমাদের ছিল প্রায় ১৬,০০০,০০০ কৃষক পরিবার, সেখানে বর্তমানে ২৫,০০০,০০০-এর কম নয়। কৃষি অধিকতর বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, এ ঘটনা ছাড়া এটা আর কী সূচিত করে? আর এই বিক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র খামারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এরা কৌশল, ট্রাক্টর এবং বৈজ্ঞানিক চাষবাসমূলক জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে অসমর্থ এবং সেগুলি হল স্বল্প বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের খামার।

সেইহেতুই বাজারের জন্য কৃষিজ উৎপাদন-পরিমাণ অপ্রচুর।

এই কারণে শহর ও গ্রাম, শিল্প ও কৃষির মধ্যে চিড় ধরার বিপদ।

এই জন্যেই কৃষির বিকাশ-হার বৃদ্ধি করা, একে আমাদের শিল্পের বিকাশ-হারের বিন্দুতে আনার প্রয়োজনীয়তা।

এবং তাই, শিল্প ও কৃষির মধ্যে চিড় ধরার এই বিপদ দূর করার জন্যে নতুন নতুন কৌশলের ভিত্তিতে কৃষিকে পুনঃসজ্জিত করার কাজ আমাদের আন্তরিকভাবে শুরু করতে হবে। কিন্তু একে পুনঃসজ্জিত করতে হলে আমাদের ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত কৃষি-খামারগুলিকে বৃহৎ খামারে, যৌথ খামারে সংগঠিত করতে হবে। যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে কৃষিকে গড়ে তুলতে হবে, আমাদের যৌথ খামারগুলিকে সম্প্রসারিত করতে হবে, নতুন

ও পুরানো রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে আমাদের বিকশিত করতে হবে, কৃষির সকল প্রধান প্রধান শাখায় আমাদের সুসমন্বিতভাবে ব্যাপক আকারে চুক্তি ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে এবং ট্রাক্টর স্টেশনগুলির ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে যা কৃষকদের নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে এবং শ্রম যৌথীকরণে সাহায্য করে—এক কথায়, আমাদের ক্ষুদে ব্যক্তিগত কৃষি খামারগুলিকে ধীরে ধীরে বৃহদাকার যৌথ উৎপাদনের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে, কারণ একমাত্র সামাজিকভাবে পরিচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং আধুনিক কৌশলের পূর্ণ ব্যবহার করতে এবং প্রকাণ্ড পদক্ষেপে আমাদের কৃষির বিকাশকে এগিয়ে নিতে সক্ষম।

এটা অবশ্য বোঝায় না যে আমরা ব্যক্তিগত দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী খামারকে অবহেলা করব। মোটেই তা নয়। শিল্পকে খাদ্য এবং কাঁচামাল সরবরাহের ব্যাপারে ব্যক্তিগত দরিদ্র-এবং মধ্য-চাষী খামার মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং অদূর ভবিষ্যতে তা করতে থাকবে। ঠিক সেই কারণেই ব্যক্তিগত দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী খামার যেগুলি এখনো যৌথ খামারে যুক্ত হয়নি সেগুলিকে আমাদের সাহায্য করে যেতে হবে।

কিন্তু এটা অবশ্যই বোঝায় যে ব্যক্তিগত কৃষি খামার একাকী আর যথেষ্ট নয়। আমাদের শস্য সংগ্রহে অসুবিধার ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয়েছে। সেই কারণেই ব্যক্তিগত দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী খামারের প্রসারের সঙ্গে চাষের যৌথ রূপের এবং রাষ্ট্রীয় খামারের ব্যাপকতম সম্ভাব্য বিকাশ সংযোজিত করতে হবে।

এই কারণেই আমাদের ব্যক্তিগত দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী চাষ এবং যৌথ, সামাজিকভাবে পরিচালিত চাষের রূপের মধ্যে সেতু তৈরী করতে হবে, ব্যাপক আকারে চুক্তি ব্যবস্থার সাহায্যে, মেশিন ট্রাক্টর স্টেশনের সাহায্যে এবং এক সমবায় সম্প্রদায় জীবনের পূর্ণতম বিকাশের সাহায্যে, যাতে ক্ষুদে, ব্যক্তিগত চাষকে যৌথ শ্রমের পথে সংগঠিত করতে কৃষকদের সাহায্য করা যায়।

এতে ব্যর্থ হলে যে-কোন মাত্রায়ই হোক কৃষিকে উন্নত করা অসম্ভব হবে। এতে ব্যর্থ হলে শস্য সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হবে। এতে ব্যর্থ হলে দারিদ্র্য এবং ধ্বংসের হাত থেকে কৃষকসমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর স্তরকে রক্ষা করাও অসম্ভব হবে।

সর্বশেষে তারা সূচিত করছে যে আমাদের প্রধান উৎসরূপে শিল্পের যথাসাধ্য প্রসার ঘটাতে হবে যেখান থেকে কৃষিকে তার পুনর্গঠনের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে: আমরা আমাদের লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী শিল্পের উন্নতি ঘটাব, আমাদের ট্রাক্টর কারখানা, কৃষি-যন্ত্রপাতির কারখানা নির্মাণ করতে হবে।

ব্যাপক আকারে চুক্তি ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যাপক অংশকে যৌথরূপী চাষে না টেনে এনে, কৃষিকে বেশ বিরাট পরিমাণ ট্রাক্টর ও কৃষি-যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ না করে, যৌথ খামারের প্রসার ঘটানো অসম্ভব, যন্ত্রপাতি এবং ট্রাক্টর স্টেশনের প্রসার ঘটানো অসম্ভব, এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু যদি আমরা আমাদের শিল্পের প্রসার ত্বরান্বিত না করি তাহলে গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রপাতি এবং ট্রাক্টর সরবরাহ করা অসম্ভব হবে। এই জন্যেই আমাদের শিল্পের দ্রুত প্রসারই হল যৌথ নীতি-ভিত্তিক কৃষির পুনর্গঠনের চাবিকাঠি।

এই হল সম্পর্কের নতুন রূপের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য।

বুখারিন গোষ্ঠী কথায় এই সম্পর্কের নতুন রূপের গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ কেবল কথায় স্বীকৃতি, অভিসন্ধি হল সম্পর্কের নতুন রূপের একটা মৌখিক স্বীকৃতির আড়ালে এমন কিছু আমদানি করা যা হল ঠিক উল্টোটি। বাস্তবিকপক্ষে, বুখারিন সম্পর্কের নতুন রূপের বিরোধী। কৃষির পুনর্গঠনের লিভাররূপে শিল্পের প্রসারের দ্রুত হার নয়, ব্যক্তিগত কৃষি খামারের প্রসারই হল বুখারিনের আরম্ভস্থল। তিনি দৃষ্টির সামনে রেখেছেন বাজারের 'স্বাভাবিকীকরণ' এবং কৃষিজ পণ্যের বাজারে মূল্যের অবাধ গতির অনুমতি, এবং ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতা। সেই কারণেই যৌথ খামারের প্রতি আস্থাহীন মনোভাব যা কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় এবং জুলাই-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পূর্বে তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধসমূহে প্রকাশ পেয়েছে। সেই কারণেই শস্য সংগ্রহের সময় কুলাকদের বিরুদ্ধে যে-কোন প্রকার জরুরী ব্যবস্থার ব্যাপারে তাঁর অননুমোদন।

আমরা জানি, শয়তান যেমন পবিত্র জলকে পরিহার করে, তেমনি বুখারিন জরুরী ব্যবস্থা পরিহার করছেন।

আমরা জানি, এখনো বুখারিন এ কথা উপলব্ধি করতে অপারগ যে বর্তমান অবস্থায় কুলাক স্বেচ্ছায়, নিজের থেকে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য সরবরাহ করবে না।

আমাদের দুই বৎসরের শস্য-সংগ্রহ কাজের অভিজ্ঞতায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু কি হবে যদি সব কিছু সত্ত্বেও বাজারে যথেষ্ট বিক্রয়যোগ্য শস্য না থাকে? এর উত্তরে বুখারিনের জবাব: জরুরী ব্যবস্থা প্রয়োগ করে কুলাকদের জালাতন করবেন না, বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করুন। বেশিদিন আগে নয়, ৫০,০০০,০০০ পুড শস্য, অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রায় ১০০,০০০,০০০ রুবল মূল্যের মতো আমদানির তিনি প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু শিল্পের যন্ত্র-পাতির জন্য যদি বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় তবে কী হবে? এতে বুখারিনের জবাব: শস্য আমদানিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে—স্পষ্টতঃই, এভাবে শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির আমদানিকে পিছনে ঠেলে দেওয়া হবে।

এটা বেরিয়ে আসে যে, শস্য সমস্যা সমাধানের এবং কৃষির পুনর্গঠনের ভিত্তি শিল্পের দ্রুত প্রসার নয়, ভিত্তি হল অবাধ বাজার এবং বাজারে মূল্যের অবাধ ক্রীড়ার ভিত্তির উপর কুলাক চাষ সহ ব্যক্তিগত কৃষি খামারের প্রসার।

তাহলে আমরা অর্থনৈতিক নীতির দুটি ভিন্ন পরিকল্পনা পাচ্ছি।

পার্টির পরিকল্পনা:

(১) আমরা শিল্পকে পুনঃসজ্জিত করছি (পুনর্গঠন)।

(২) আমরা আন্তরিকভাবে কৃষিকে পুনঃসজ্জিত করতে শুরু করছি (পুনর্গঠন)।

(৩) এর জন্য আমাদের যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের বিকাশ সম্প্রসারণ করতে হবে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উপায় হিসেবে আমাদের ব্যাপক আকারে চুক্তি ব্যবস্থা এবং যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলি চালু করতে হবে।

( ) কুলাকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার এবং সর্বাধিক শস্য-উদ্বৃত্ত লাভের একটি অন্যতম উপায়রূপে বর্তমানে শস্য সংগ্রহের অসুবিধার জন্য দরিদ্র ও মধ্য চাষী সাধারণের সমর্থনপুষ্ট সাময়িক জরুরী ব্যবস্থাগুলির মঞ্জুরযোগ্যতা আমাদের স্বীকার করতে হবে, যাতে শস্য আমদানি না করে শিল্প প্রসারের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো যায়।

(৫) দেশে খাদ্য ও কাঁচামালের সরবরাহের ব্যাপারে ব্যক্তিগত দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী চাষ একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং পালন করতে থাকবে, কিন্তু এককভাবে তা আর মোটেই যথেষ্ট নয়, অতএব ব্যক্তিগত দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী খামারের প্রসারের অবশ্যই সম্পূরণ করতে হবে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের প্রসার দ্বারা, ব্যাপক আকারে চুক্তি ব্যবস্থা দ্বারা, যন্ত্রপাতি এবং ট্রাক্টর স্টেশনগুলির প্রসার ত্বরান্বিতকরণ দ্বারা যাতে কৃষি থেকে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির উচ্ছেদ এবং বৃহদায়তন যৌথ চাষের পথে, যৌথ শ্রমের পথে, ব্যক্তিগত কৃষি খামারের ধীরে ধীরে রূপান্তর সহজ হয়।

(৬) কিন্তু এইসব অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিল্পের ধাতুবিদ্যা, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী শিল্প, ট্রাক্টর কারখানা এবং কৃষি যন্ত্রপাতি কারখানা ইত্যাদির প্রসার ত্বরান্বিত করা। এ কাজ না করতে পারলে শস্য-সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হবে, যেমন অসম্ভব হবে কৃষির পুনর্গঠন করা।

সিদ্ধান্ত: আমাদের শিল্পের দ্রুত বিকাশের হারই কৃষির পুন-র্গঠনের চাবিকাঠি।

বুখারিনের পরিকল্পনা:

(১) বাজারকে 'নিয়মমাফিক কর'; বাজারে মূল্যের অবাধ ক্রীড়া এবং শস্যের মূল্য বৃদ্ধির অনুমতি দাও, এ ঘটনা যে শিল্পজাত দ্রব্য, কাঁচামাল এবং রুটির দামে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে, তাতে নিবৃত্ত না হয়েও।

(২) যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের বিকাশ-হারে কিছুটা হ্রাসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগত কৃষি খামারের চরম বিকাশ (জুলাই-এ বুখারিনের গবেষণা-মূলক প্রবন্ধসমূহ এবং জুলাই-এ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তাঁর বক্তব্য)।

(৩) শস্য সংগ্রহ আপনা থেকেই চলবে, কোন অবস্থাতেই এবং কোন সময়েই কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থার এমনকি আংশিক ব্যবহারও চলবে না, এমনকি যদি এই ব্যবস্থাগুলি দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী সাধারণ দ্বারা সমর্থিতও হয়।

(৪) শস্যের ঘাটতি হলে প্রায় ১০০ মিলিয়ন রুবল মূল্যের শস্য আমদানি "ত হবে।

জরুরী ` শস্য আমদানি এবং শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য দেবার র যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা না থাকে, তাহলে যন্ত্রপাতির আমদানির

পরিমাণ এবং ফলে আমাদের শিল্পের বিকাশ-হার কমাতে হবে—অন্যথায় আমাদের কৃষি শুধু 'বসে থাকবে', নয়তো তার এমনকি 'সোজা অবনতি ঘটবে'।

সিদ্ধান্ত: **ব্যক্তিগত কৃষি খামারের প্রসার হল কৃষি-পুনর্গঠনের চাবিকাঠি।**

এইভাবেই এটা শেষ হয়, কমরেডগণ!

শিল্পের বিকাশের হার **হ্রাস** করা এবং সম্পর্কের নতুন রূপগুলির **অব-মূল্যায়ন** করার পরিকল্পনাই হল বুখারিনের পরিকল্পনা।

এইগুলি হচ্ছে আমাদেব মতপার্থক্যসমূহ।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়: সম্পর্কের নতুন রূপ বিকাশে, যৌথ খামার, রাষ্ট্রীয় খামার ইত্যাদি প্রসারে আমরা কি বিলম্ব করিনি?

কিছু লোক জোর দিয়ে বলেন, এই কাজ নিয়ে শুরু করতে পার্টি অন্ততঃ প্রায় দু-বছর বিলম্ব করেছে। কমরেডগণ, সে কথা ভুল। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কেবল হৈ-চৈকারী 'বামপন্থীরা', সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি সম্পর্কে যাদের কোন ধারণাই নেই, তাঁরাই কেবলমাত্র ঐ ধরনের কথা বলতে পারেন।

এই ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ার অর্থ কী? যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের প্রয়োজন সম্পর্কে এটা যদি দূরদৃষ্টির প্রশ্ন হয়, তবে আমরা বলতে পারি, অক্টোবর বিপ্লবের সময়েই আমরা তা শুরু করেছিলাম। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে অক্টোবর বিপ্লবের সময়ই পার্টি রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছিল। সর্বশেষে, যে-কেউ পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের (মার্চ, ১৯১৯) গৃহীত আমাদের কার্যসূচী গ্রহণ করতে পারেন। যৌথ এবং রাষ্ট্রীয় খামারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তাতে স্পষ্টভাবেই স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু আমাদের পার্টির উর্ধ্বতন নেতৃত্ব যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল, এই ঘটনাই শুধু যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের স্বার্থে একটি গণ-আন্দোলনকে কার্যকরী করতে এবং সংগঠিত করতে যথেষ্ট ছিল না। ফলতঃ, কথাটা হল যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামার প্রসারের পরিকল্পনা কার্যকরী করা, সে সম্পর্কে পূর্বদৃষ্টি নয়। কিন্তু এরূপ একটি পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হলে কতকগুলি

শর্তের প্রয়োজন যেগুলির অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না এবং যেগুলি খুবই সম্প্রতি জন্মলাভ করেছে।

কমরেডগণ, সেটাই হল আসল বিষয়।

যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের সপক্ষে গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হল পার্টির ব্যাপক সদস্যদের দ্বারা পার্টির, ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে এ-ব্যাপারে সমর্থন করা। আপনারা জানেন, আমাদের পার্টি হল দশ লক্ষ সদস্যের একটি পার্টি। কাজেই প্রয়োজন হল ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের নীতির সঠিকতা সম্পর্কে ব্যাপক পার্টি-সদস্যগণকে নিঃসন্দিগ্ধ করা। এটাই হল প্রথম বিষয়।

অধিকন্তু এটা প্রয়োজন যে, কৃষকদের মধ্যে যৌথ খামারের সপক্ষে একটা গণ-আন্দোলন গড়ে উঠুক, যৌথ খামারকে ভয় করা দূরে থাক, কৃষকেরা নিজেরাই যৌথ খামারে যোগদান করবে, এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত খামারের তুলনায় যৌথ খামারের অধিকতর সুবিধা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এর জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। এটা হল দ্বিতীয় বিষয়।

আরও যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য, যৌথ খামার প্রসারের জন্য রাষ্ট্রের হাতে প্রচুর বৈষয়িক সম্পদের ব্যবস্থা থাকবে। এবং, প্রিয় কমরেডগণ, এটা এমন একটা ব্যাপার যার জন্য চাই লক্ষ লক্ষ রুবল। সেটা হচ্ছে তৃতীয় বিষয়।

সর্বশেষে, কৃষিকে যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর এবং সার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য যথোপযুক্তভাবে শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। এটা হল চতুর্থ বিষয়।

এটা কি জোর দিয়ে বলা যায় যে দুই-তিন বৎসর পূর্বে এখানে এই অবস্থাসমূহ বর্তমান ছিল? না, এটা বলা যায় না।

আমরা **বিরোধী দল নই**, আমরা এখন **ক্ষমতাসীন দল**, এ কথা ভুললে চলবে না। একটি বিরোধী দল শ্লোগান চালু করতে পারে—আমি আন্দোলনের মৌলিক বাস্তব শ্লোগানগুলির কথা বলছি—যাতে তারা ক্ষমতায় আসার পর সেগুলি কার্যকরী করতে পারে। কেউই একটি বিরোধী দলকে তার মৌলিক শ্লোগানগুলি অবিলম্বে কার্যকরী না করার জন্য দোষারোপ করতে পারে না, কারণ সবাই জানে, ক্ষমতায় রয়েছে অন্যান্য দল, বিরোধী দল নয়।

কিন্তু, ক্ষমতাসীন পার্টির ক্ষেত্রে, যেমন আমাদের বলশেভিক পার্টির ক্ষেত্রে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইরূপ পার্টির শ্লোগান কেবল উত্তেজনা সৃষ্টির শ্লোগান নয়, তার বেশি আরও কিছু, কারণ তাদের রয়েছে বাস্তব সিদ্ধান্তের শক্তি, আইনের শক্তি এবং তা অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে। আমাদের পার্টি একটি বাস্তব শ্লোগান চালু করে পরে তার রূপায়ন স্থগিত রাখতে পারে না। তার অর্থ হবে জনসাধারণকে ঠকানো। কোন বাস্তব শ্লোগান, বিশেষ করে যৌথীকরণ নীতির পথে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যাপক সাধারণকে চালিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান, চালু করার মতো অবস্থা বর্তমান থাকা চাই যা শ্লোগানটিকে সরাসরি কার্যকরী করতে সাহায্য করবে; অবশেষে, এই অবস্থাসমূহ সৃষ্টি করতে হবে, সংগঠিত করতে হবে। এই কারণেই যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব থেকে বুঝতে পারাই শুধু পার্টির উপর্যুপরি নেতৃত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই কারণেই অবিলম্বে আমাদের শ্লোগানগুলিকে বুঝতে, কার্যকরী করতে আমাদের সাহায্য করার মতো অবস্থাও আমরা চাই।

যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের সর্বাধিক প্রসারের জন্য আমাদের পার্টির ব্যাপক সভ্যসাধারণ কি, ধরুন দু তিন বছর পূর্বে, প্রস্তুত ছিলেন? না, তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথম গুরুতর শস্য সংগ্রহ অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু সম্পর্কের নতুন রূপের দিকে পার্টির ব্যাপক সভ্যসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফেরানো শুরু হল। সম্পর্কের, এবং প্রধানতঃ, যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামার-গুলির, নতুন রূপসমূহ গ্রহণ ত্বরান্বিত করার পূর্ণ আবশ্যকতা সম্পর্কে পার্টির ব্যাপক সভ্যসাধারণের সচেতন হবার জন্য এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার জন্য ঐ অসুবিধাগুলির প্রয়োজন ছিল। এটা একটা অবস্থা পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু এখন রয়েছে।

দু-তিন বছর পূর্বে যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারের অনুকূলে ব্যাপক কৃষকসাধারণের মধ্যে কি কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল? না, তা ছিল না। প্রত্যেকেই জানেন, দু-তিন বছর আগে রাষ্ট্রীয় খামার সম্বন্ধে কৃষকদের মনোভাব ছিল শত্রুতামূলক, যৌথ খামারগুলিকে সম্পূর্ণ অকেজো বিবেচনা করে তাঁরা ঘৃণাভরে তাদের 'কম্যুনিয়া' নাম দিয়েছিলেন। আর এখন? এখন অবস্থা ভিন্ন। এখন আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের সমগ্র স্তর মনে করেন, এই যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলি বীজ, ভাল জাতের

গবাদি পশু, যন্ত্রপাতি এবং ট্রাক্টর ব্যাপারে কৃষকের চাষের কাজে সাহায্যের উৎস। আমাদের এখন শুধু যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর সরবরাহ করতে হবে, আর যৌথ খামারগুলির দ্রুতগতিতে প্রসার ঘটবে।

কৃষক সম্প্রদায়ের একটা বেশ উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে এই মনোভাব পরিবর্তনের কি কারণ ছিল? কোন্ জিনিস এই পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল?

প্রথমতঃ, সমবায় সংগঠন ও সমবায় সম্প্রদায় জীবনের প্রসার। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সংগঠনগুলির, বিশেষতঃ কৃষি সমবায়গুলির, প্রবল বিকাশ যা কৃষকদের মধ্যে যৌথ খামারের অনুকূলে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরী করেছে, তা ছাড়া যৌথ খামারগুলির প্রতি আমাদের সেই আগ্রহ থাকত না যা কৃষক সম্প্রদায়ের সমগ্র অংশই দেখাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সুসংগঠিত যৌথ খামারগুলির অস্তিত্বও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি খামারগুলিকে বৃহৎ যৌথ খামারে সংগঠিত করে কিভাবে কৃষির উন্নতি করা যায়, সে-ব্যাপারে কৃষকদের কাছে এরা ভাল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।

সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় খামারগুলি যা চাষ পদ্ধতির উন্নতি সাধনে কৃষকদের সাহায্য করেছে সেগুলির অস্তিত্বও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। অন্য যে ঘটনাগুলির সঙ্গে আপনারা সবাই পরিচিত আমি সেগুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখি না। সেক্ষেত্রে আপনারা অন্য এক অবস্থা দেখছেন পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু এখন রয়েছে।

অধিকন্তু, এ কথা কি জোর দিয়ে বলা যায় যে দু-তিন বছর আগে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দেবার এবং এই উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ রুবল নির্দিষ্ট করার মতো আমাদের সামর্থ্য ছিল? না, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কৃষির পুনর্গঠনের কথা দূরে থাক, শিল্পের যে ন্যূনতম প্রসার ছাড়া শিল্পায়ন আদৌ সম্ভব নয়, সেটুকুর জন্যও যে আমাদের যথেষ্ট সম্বল ছিল না, তা আপনারা ভালভাবেই জানেন। দেশের শিল্পায়নের ভিত্তি যে শিল্প, তা থেকে তুলে আমরা কি ঐ সম্বল যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের জন্য চালান দিতে পারতাম? স্পষ্টতঃই, আমরা পারতাম না। কিন্তু এখন? এখন যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলি প্রসার করার মতো সম্বল আমাদের আছে।

সর্বশেষে, এটা কি জোর দিয়ে বলা যায় যে, দু-তিন বছর আগে কৃষিকে বিরাট পরিমাণ যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর ইত্যাদি সরবরাহ করার মতো আমাদের শিল্প একটা পর্যাপ্ত ভিত্তি ছিল ? না, এ কথা জোর করে বলা যায় না। সে সময়ে আমাদের কাজ ছিল। ভবিষ্যতে কৃষিকে যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিল্প-ভিত্তি তৈরী করা। এরূপ এক ভিত্তি সৃষ্টিতেই আমাদের সামান্য আর্থিক সম্বল তখন ব্যয়িত হয়েছিল। আর এখন ? এখন কৃষির জন্য এই শিল্প-ভিত্তি আমাদের রয়েছে। যে-কোন অবস্থাতেই এই শিল্প-ভিত্তি খুব দ্রুত হারে সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাসমূহ অতি সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে।

কমরেডগণ, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই।

সেজন্যেই এ কথা বলা যায় না যে সম্পর্কের নূতন রূপ বিকাশের ব্যাপারে আমরা বিলম্ব করেছি।

(ছ) তাত্ত্বিকরূপে বুখারিন

আমাদের নীতির মৌলিক প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী বিরোধী দলের তাত্ত্বিক বুখারিন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রধান ভুলগুলি করেছেন।

বলা হয়ে থাকে যে, বুখারিন আমাদের পার্টির অন্যতম তাত্ত্বিক। অবশ্য, এটা সত্য। কিন্তু কথাটা হল, তাঁর তত্ত্বরূপদানের ব্যাপারে সবটাই ঠিক নয়। এটা সুস্পষ্ট শুধু এ ঘটনা থেকে যে তিনি পার্টির নীতি ও তত্ত্বের প্রশ্নে ভুলের স্তূপ জমিয়েছেন—যেগুলি আমি এইমাত্র বর্ণনা করেছি। এই ভুলগুলি—কমিনটার্নের প্রশ্নে ভুলগুলি, শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রকরণ, কৃষক সম্প্রদায়, নয়া অর্থনৈতিক নীতি, সম্পর্কের নতুন রূপসমূহ ইত্যাদি প্রশ্নে ভুলগুলি—এই ভুলগুলি সম্ভবতঃ আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে না। না, এই ভুলগুলি আকস্মিক নয়। বুখারিনের এই ভুলগুলি তাঁর ভুল তত্ত্বগত লাইন থেকে, তাঁর তত্ত্বগুলির ত্রুটিসমূহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাঁ, বুখারিন একজন তাত্ত্বিক, কিন্তু তিনি সর্বতোভাবে একজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নন; তিনি একজন তাত্ত্বিক যাঁকে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হতে হলে অনেক কিছু শিখতে হবে।

যে চিঠিতে কমরেড লেনিন বুখারিনকে তাত্ত্বিকরূপে উল্লেখ করেছেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই চিঠিটি পড়া যাক :

লেনিন বলেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটির তরুণতর সদস্যদের মধ্যে আমি বুখারিন এবং প্যাতাকভ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার মতে, তাঁরা হলেন সবচাইতে বিশিষ্ট শক্তি (তরুণতম ব্যক্তিদের মধ্যে), এবং তাঁদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয় মনে রাখতে হবে: বুখারিন আমাদের পার্টিতে শুধু একজন খুব মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক নন, ন্যায়সঙ্গতভাবেই তিনি সমগ্র পার্টির প্রিয় বলে বিবেচিত; **কিন্তু তাঁর তত্ত্বগত মতকে সম্পূর্ণ মার্কসবাদী বলে শ্রেণীভুক্ত করা যায় কিনা, সে-সম্পর্কে খুব সন্দেহ রয়েছে, কারণ তাঁর মধ্যে কিছু পণ্ডিতী ভাব আছে (দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব তিনি কখনো অধ্যয়ন করেননি এবং আমি মনে করি কখনো তা সম্পূর্ণ বোঝেননি)**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (১৯২৬ সালের জুলাইয়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আক্ষরিক রিপোর্ট, চতুর্থ অধ্যায়)।

তাহলে তিনি একজন দ্বন্দ্বতত্ত্বহীন তাত্ত্বিক। একজন পণ্ডিত তাত্ত্বিক। একজন তাত্ত্বিক যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'তাঁর তত্ত্বগত মতকে সম্পূর্ণ মার্কসবাদী বলে শ্রেণীভুক্ত করা যায় কিনা, সে-সম্পর্কে খুব সন্দেহ রয়েছে।' এইভাবেই লেনিন বুখারিনের তত্ত্বগত বর্ণের চরিত্র বর্ণনা করেছেন।

কমরেডগণ, আপনারা ভালভাবেই বুঝতে পারছেন, এই প্রকার তাত্ত্বিকের এখনো অনেক কিছু শেখার আছে। এবং বুখারিন যদি এটা বুঝতেন যে তিনি এখনো পুরোদস্তুর তাত্ত্বিক নন, এখনো তাঁর অনেক কিছু শেখার আছে, তিনি এমন একজন তাত্ত্বিক যিনি এখনো দ্বন্দ্বতত্ত্বকে আয়ত্ত করেননি—এবং দ্বন্দ্বতত্ত্বই হচ্ছে মার্কসবাদের প্রাণ—তিনি যদি তা বুঝতেন তাহলে আরও বিনয়ী হতেন এবং তাতে পার্টিই শুধু উপকৃত হতো। কিন্তু মুস্কিল হল, বুখারিনের মধ্যে এই নম্রতা নেই। মুস্কিল হল, তাঁর মধ্যে যে নম্রতার অভাব রয়েছে শুধু তাই নয়, তিনি আমাদের শিক্ষক লেনিনকে কতকগুলি প্রশ্ন সম্পর্কে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের প্রশ্নে, শিক্ষা দিতেও সাহস করেন। আর এটাই হল বুখারিনের দুর্ভাগ্য।

এই প্রসঙ্গে ১৯১৬ সালে রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রশ্নে বুখারিন ও লেনিনের মধ্যে যে বিখ্যাত তত্ত্বগত বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তার উল্লেখ করার আমাকে অনুমতি দিন। লেনিনকে শেখাবার অসংযত ধৃষ্টতা, এবং সর্বহারার একনায়কত্ব, শ্রেণী-সংগ্রাম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বুখারিনের তত্ত্বগত দুর্বলতার মূলগুলিকে খুলে ধরবার দিক থেকে আমাদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনারা জানেন, ১৯১৬ সালে আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে (International Molodyozhy), নোতা বেনে (Nota Bene) সই করা, বুখারিনের একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল; বাস্তবিকই এই প্রবন্ধটি লেনিনের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে বুখারিন লিখেছিলেন:

'...সমাজতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের পক্ষে, আর নৈরাজ্যবাদীরা এর বিরুদ্ধে—এই ব্যাপারের মধ্যে এদের পার্থক্যটা খোঁজা নিতান্তই ভুল। আসল পার্থক্য হল, বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটগণ নতুন সামাজিক উৎপাদনকে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন অর্থাৎ প্রযুক্তিগতভাবে সর্বাপেক্ষা উন্নত উৎপাদনরূপে সংগঠিত করতে চায়; অন্যদিকে বিকেন্দ্রীভূত নৈরাজ্যবাদী উৎপাদনের অর্থ দাঁড়াবে পুরানো পদ্ধতির দিকে, প্রতিষ্ঠানের পুরানো রূপের দিকে প্রত্যাগতি...'

'...সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি, যা হল, অন্তত: হওয়া উচিত, জনগণের শিক্ষাদাতা, নীতিগতভাবে তার রাষ্ট্রের বিরোধিতার উপরই পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি জোর দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র-ধারণার শিকড়গুলি কত গভীরভাবে শ্রমিকদের প্রাণে প্রবেশ করেছে বর্তমান যুদ্ধ তা দেখিয়েছে।'

১৯১৬ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত প্রবন্ধে লেনিন বুখারিনের মতামতের সমালোচনা করে বলেছেন:

'এটি ভুল। **রাষ্ট্র সম্পর্কে** সমাজতন্ত্রী এবং নৈরাজ্যবাদীদের মনোভাবের পার্থক্যের প্রশ্নটি লেখক তুলেছেন। কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তর তিনি **দেননি**, দিয়েছেন **অপর একটির**, যথা ভবিষ্যৎ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির ব্যাপারে সমাজতন্ত্রী এবং নৈরাজ্যবাদীদের মনোভাবের পার্থক্যের প্রশ্নটির। সেটা অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। কিন্তু তা থেকে এটা বেরিয়ে আসে না যে রাষ্ট্র সম্পর্কে সমাজতন্ত্রী এবং নৈরাজ্যবাদীদের মনোভাবের পার্থক্যের **প্রধান** প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রীরা আধুনিক রাষ্ট্র এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামের কাজে লাগানোর পক্ষে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালীন বিশেষ রূপের জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহারের-প্রয়োজনীয়তার উপরও তাঁরা জোর দেন। এই উত্তরণকালীন রূপ, যা একটি রাষ্ট্রও বটে, হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। নৈরাজ্যবাদীরা

চান রাষ্ট্রের "বিলোপ ঘটাতে", একে "উড়িয়ে দিতে" ("sprengen") যেমন কমরেড নোতা বেনা এক জায়গায় তা প্রকাশ করেছেন ভুলক্রমে এই মতকে সমাজতন্ত্রীদের উপর আরোপ করে। সমাজতন্ত্রীরা—দুর্ভাগ্যবশতঃ লেখক এই বিষয়ের সঙ্গে বরং অসম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক এঙ্গেলসের কথা উদ্ধৃত করেছেন—মনে করেন যে রাষ্ট্র "উবে যাবে", বুর্জোয়াদের উচ্ছেদের পর ক্রমে ক্রমে "ঘুমিয়ে পড়বে"।'...

'রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের "নীতিগত বিরোধিতা" "জোর" দেবার জন্য আমাদের এটা "পরিষ্কারভাবে" বুঝতে হবে। যা হোক, এই স্পষ্টতা আমাদের লেখকের নেই। "রাষ্ট্র-ধারণার মূল" সম্পর্কে তাঁর উক্তি একেবারে তালগোল পাকানো, অমার্কসীয় এবং অসমাজতান্ত্রিক। রাষ্ট্রের ধারণা প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে যা বিরোধিতা করছে, তা "রাষ্ট্র-ধারণা" নয়, বরং সুবিধাবাদী নীতিই (অর্থাৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি সুবিধাবাদী, সংস্কার-বাদী, বুর্জোয়া মনোভাব) যা বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নীতির সঙ্গে বিরোধিতা করছে (অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতি এবং বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে ব্যবহার সম্পর্কে বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মনোভাবের সঙ্গে)। এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস' (**রচনাবলী**, ১৯তম খণ্ড)।

আসল বিষয়টি কি এবং কোন্ আধা-নৈরাজ্যবাদী বিশৃংখলার মধ্যে বুখারিন ঢুকে পড়েছেন, আমার মনে হয় তা পরিষ্কার হল।

স্তেন। যে সময় লেনিন তখনো রাষ্ট্রকে 'উড়িয়ে দেবার' প্রয়োজনীয়তা সূত্রবদ্ধ করেননি। বুখারিন নৈরাজ্যবাদী ভুল করার সময় এই প্রশ্নের সূত্রবদ্ধকরণের দিকে যাচ্ছিলেন।

স্তালিন। না, বর্তমানে আমরা যা নিয়ে উদ্বিগ্ন, এটা তা নয়। সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি মনোভাব নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। বিষয়টি হল, বুখারিনের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সহ **যে-কোন প্রকার** রাষ্ট্রের প্রতি শ্রমিকশ্রেণী **নীতিগতভাবে** বিরোধী হবে।

স্তেন। লেনিন তখন শুধু রাষ্ট্রকে ব্যবহারের কথা বলেছিলেন; তাঁর বুখারিন সমালোচনায় তিনি রাষ্ট্রকে 'উড়িয়ে দেওয়া' সম্পর্কে কিছু বলেননি।

স্তালিন। আপনি ভুল করেছেন, রাষ্ট্রকে 'উড়িয়ে দেওয়া' একটি মার্কসীয় সূত্র নয়, এটা একটা নৈরাজ্যবাদী সূত্র। আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি,

এখানে কথাটা হল, বুখারিনের (এবং নৈরাজ্যবাদীদের) মতে, শ্রমিকশ্রেণীর যে-কোন রাষ্ট্রের প্রতি, এবং অতএব উত্তরণকালের রাষ্ট্রের প্রতি তাদের নীতিগত বিরোধিতার উপর জোর দেওয়া উচিত।

একবার আমাদের শ্রমিকদের কাছে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করুন তো যে শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বহারার একনায়কত্ব, যা অবশ্যই একটি রাষ্ট্র, তার প্রতি নীতিগতভাবে বিরোধিতায় উৎসাহিত হতে হবে।

আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনের প্রবন্ধে বুখারিনের যে অবস্থান উপস্থিত করা হয়েছে তা হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

এখানে একটি 'সামান্য' বিষয় বুখারিনের নজর এড়িয়ে গেছে, যথা সমগ্র উত্তরণকালটা, যে সময়ে নিজের রাষ্ট্র ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী চলতে পারে না যদি সে বাস্তবিক বুর্জোয়াশ্রেণীকে দমন এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে চায়। সেটাই হচ্ছে প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ, এ কথা ঠিক নয় যে সে সময় লেনিন তাঁর সমালোচনায় সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্রকে 'উড়িয়ে দেওয়া', 'বিলোপ করা'র তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি। তাঁর রচনা-অংশ যা আমি উদ্ধৃত করেছি তা থেকেই সুস্পষ্ট যে তিনি কেবল এই তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনা করেননি, তিনি একে নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব হিসেবে সমালোচনা করেছেন এবং নস্যাৎ করেছেন এবং এর পাল্টা দাঁড় করিয়েছেন, বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎখাতের পরে এক নতুন রাষ্ট্র, যথা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব গঠন করা এবং তা সদ্ব্যবহার করার তত্ত্ব।

পরিশেষ, রাষ্ট্রকে 'উড়িয়ে দেওয়া' এবং 'বিলোপ করা'র নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের 'উবে যাওয়া'র অথবা বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে 'ভেঙে ফেলা', 'ধ্বংস করার' মার্কসীয় তত্ত্বকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। অনেক লোক আছেন যাঁরা এই দুটি পৃথক ধারণাকে নিয়ে তালগোল পাকাতে চান এই বিশ্বাসে যে এরা এক ও অভিন্ন ধারণাকেই প্রকাশ করে। কিন্তু তা ভুল। সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে 'উড়িয়ে দেওয়া' এবং 'বিলোপ করা'র নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বকে যখন লেনিন সমালোচনা করেছেন তিনি নির্ভুলভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রকে 'ধ্বংস করা', এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের 'উবে যাওয়া'র মার্কসীয় তত্ত্ব থেকেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

অধিকতর স্পষ্টতার স্বার্থে যদি আমি রাষ্ট্র সম্পর্কে লেনিনের পাণ্ডুলিপি

উদ্ধৃত করি, যা স্পষ্টতঃই ১৯১৬ সালের শেষে বা ১৯১৭ সালের শুরুতে (১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বে) লেখা হয়েছিল, তাহলে সম্ভবতঃ এটা বাহুল্য হবে না। এই পাণ্ডুলিপি থেকেই দেখা যাচ্ছে :

(ক) রাষ্ট্রের প্রশ্নে বুখারিনের আধা নৈরাজ্যবাদী ভ্রান্তিগুলি সমালোচনা করতে গিয়ে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের 'উবে যাওয়া' এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রকে 'ধ্বংস করা'র মার্কসীয় তত্ত্ব থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন,

(খ) যদিও বুখারিন, যেমন লেনিন একে বর্ণনা করেছেন, কাউট্স্কির তুলনায় সত্যের বেশি কাছাকা ছ তা সত্ত্বেও তিনি 'কাউট্স্কিপন্থীদের মুখোস খুলে দেবার পরিবর্তে তাঁর ভুলভ্রান্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করছেন।'

এই হল এই পাণ্ডুলিপির প্রকৃত পাঠ্যাংশ।

'রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রশ্নে **বেবেলকে** লেখা **এঙ্গেলসের** ১৮৭৫ সালের ১৮-২৮শে মার্চ-এর চিঠিখানি **অত্যন্ত** বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ অংশটি হল এই :

'. "স্বাধীন জনগণের রাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ব্যাকরণগত অর্থে ধরলে, স্বাধীন রাষ্ট্র হল একটি ব্যাপার যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সম্পর্কে স্বাধীন, অর্থাৎ স্বৈরাচারী সরকারযুক্ত রাষ্ট্র। **রাষ্ট্র সম্পর্কে সব কথাবার্তা বাদ দেওয়া উচিত,** বিশেষ করে, **কমিউন-এর পর থেকে যা প্রকৃত অর্থে আর রাষ্ট্র নয়।** নৈরাজ্যবাদীরা আমাদের মুখে "জনগণের রাষ্ট্র' ছুঁড়ে বিরক্তি উৎপাদন করে ছেড়েছে, যদিও ইতিমধ্যে প্রুধোঁর বিরুদ্ধে মার্কসের বইখানা এবং পরবর্তীকালে **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** সরাসরি ঘোষণা করেছে যে **সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র আপনা থেকেই ভেঙে যাবে** (Sich auflost), **এবং অদৃশ্য হবে।** অতএব, যেহেতু রাষ্ট্র হল এক উত্তরণকালীন সংগঠন যাকে বলপ্রয়োগের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে দমন করার উদ্দেশ্যে সংগ্রামে, বিপ্লবে ব্যবহার করা হয়, তাই স্বাধীন জনগণের রাষ্ট্রের কথা বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন : যতদিন শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রকে **ব্যবহার করছে** (মোটা হরফ এঙ্গেলসের), তা **তাকে স্বাধীনতার স্বার্থে ব্যবহার করে না, করে তার প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, এবং যে মুহূর্তে স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হচ্ছে রাষ্ট্র আর ঐ রূপে থাকছে না।** সুতরাং আমরা সর্বত্র **রাষ্ট্র** (মোটা হরফ এঙ্গেলসের).

শব্দটির পরিবর্তে '**কমিউনিটি**' (Gemeinwesen) শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাব করব,—একটি ভাল প্রাচীন জার্মান শব্দ যা বেশ ভালভাবে ফরাসি শব্দ, '**কমিউন**'-এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।"

'এটা, সম্ভবত: "রাষ্ট্রের **বিরুদ্ধে**" মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনায় সবচাইতে উল্লেখযোগ্য, এবং, বলতে কি, নিঃসন্দেহে সবচাইতে সুস্পষ্ট অংশ।

'(১) "রাষ্ট্র সম্পর্কে সব কথাবার্তা বাদ দেওয়া উচিত।"

'(২) "শব্দটির প্রকৃত অর্থে কমিউন **আর** রাষ্ট্র **নয়**।" (তাহলে এটা কি? স্পষ্টতঃই, রাষ্ট্র থেকে না-রাষ্ট্র পর্যায়ে উত্তরণকালীন রূপ!)

'(৩) নৈরাজ্যবাদীরা বড় বেশি "আমাদের মুখে" "জনগণের রাষ্ট্র" "ছুঁড়ে মেরেছে" (in die Zahne geworfen, আক্ষরিক অর্থে—আমাদের দাঁতে ছুঁড়ে মেরেছে) (অর্থাৎ, মার্কস এবং এঙ্গেলস জার্মান বন্ধুদের সুস্পষ্ট ভুলের জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন; কিন্তু **তখন যে অবস্থা ছিল সে অবস্থায়** তাঁরা একে নৈরাজ্যবাদীদের ভুলের তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ভুল বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং অবশ্যই সঠিকভাবে করেছিলেন। এই নোতা বেনে!!)।

'(৪) 'সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে"...রাষ্ট্র "আপনা থেকেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ('ভেঙে যাবে') (নোতা বেনে) এবং অদৃশ্য হবে"... (তুলনা করুন পরে 'উবে যাবে')। ..

'(৫) রাষ্ট্র হল "সাময়িক প্রতিষ্ঠান", যাকে "সংগ্রামে, বিপ্লবে" ব্যবহার করা হয় ..(অবশ্যই, **শ্রমিকশ্রেণী** দ্বারা)।...

'(৬) রাষ্ট্রের প্রয়োজন **স্বাধীনতার জন্য নয়, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার জন্য** (Niederhaltung শব্দটির সঠিক অর্থে দমন করা নয়, পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা, শাসনাধীনে রাখা)।

'(৭) স্বাধীনতা যখন আসবে, রাষ্ট্র আর থাকবে না।

'(৮) "আমরা" (অর্থাৎ এঙ্গেলস এবং মার্কস) **সর্বত্র** (কর্মসূচীতে) "রাষ্ট্রের" পরিবর্তে "কমিউনিটি" (Gemeinwesen), "কমিউন" শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করব!!!

'এটা প্রমাণ করে শুধু সুবিধাবাদীদের হাতে নয়, কাউট্স্কির হাতেও কিভাবে মার্কস এবং এঙ্গেলস বিকৃত এবং স্থূলভাবে চিত্রিত হয়েছিলেন।

'এই সমস্ত আটটি ধারণার একটিও সুবিধাবাদীরা বোঝেনি।।

'বর্তমান সময়ের জন্য কার্যত: যা প্রয়োজনীয় তাই শুধু তাঁরা নিয়েছেন: রাজনৈতিক সংগ্রামকে ব্যবহার করা, শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষার সাহায্যে কাজের উপযুক্ত করা, "সুবিধা আদায় করা"র জন্য বর্তমান রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা। সেটা ঠিক (নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে), কিন্তু তা হচ্ছে মার্কসবাদের মাত্র $\frac{1}{100}$ ভাগ, যদি কেউ তা এভাবে পাটীগণিতে প্রকাশ করতে পারে।

'তাঁর প্রচারমূলক রচনা এবং গ্রন্থে সাধারণভাবে, কাউট্স্কি ১,২,৫,৬,৭, ৮ নম্বরের বিষয়গুলি এবং মার্কসের 'Zerbrechen' এর সম্পূর্ণ নিন্দাবাদ করেছেন (অথবা সেগুলি ভুলে গেছেন? অথবা বোঝেননি?) [১৯১২ বা ১৯১৩ সালে প্যান্নিকক-এর সঙ্গে বিতর্কে কাউট্স্কি (নীচে দেখুন, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৭) এই প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে সুবিধাবাদের আশ্রয় নিয়েছেন]।

'নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে আমাদের যা পার্থক্য তা হল (ক) রাষ্ট্রের প্রয়োজন এখন এবং (খ) সর্বহারা বিপ্লব কালে ("শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব")—এই মুহূর্তে কার্যক্ষেত্রে বিষয়গুলি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (কিন্তু ঠিক এই বিষয়গুলিই বুখারিন ভুলে গেছেন!)

'সুবিধাবাদীদের সঙ্গে আমাদের যা পার্থক্য তা আরও গভীর, "আরও স্থায়ী' সত্য (কক) রাষ্ট্রের "সাময়িক" প্রকৃতি, (খখ) এ সম্পর্কে এখন "অনর্থক বক্বকানির" ক্ষতি, (গগ) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় চরিত্র নয়, (ঘঘ) রাষ্ট্র এবং স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ, (ঙঙ) অধিকতর সঠিক ধারণা (কল্পনা, কর্মসূচী অনুযায়ী শব্দ) রাষ্ট্রের পরিবর্তে "কমিউনিটি", (চচ) আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রকে "চূর্ণবিচূর্ণ করা" (Zerbrechen)।

'এটা অবশ্যই ভোলা চলবে না যে জার্মানির সংকল্পবদ্ধ সুবিধাবাদীরা (বার্নস্টেইন, কল্ব্, প্রভৃতি সরাসরি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, যেখানে সরকারী কর্মসূচী এবং কাউট্স্কি পরোক্ষভাবে একে প্রত্যাখান করে, তাদের প্রতিদিনের বিক্ষোভে এর সম্পর্কে কিছু না বলে এবং কল্ব্ ও কোম্পানীর দলত্যাগকার্যকে সহ্য করে।

'আগস্ট, ১৯১৬ সালে বুখারিনকে লেখা হয়েছিল: "রাষ্ট্র সম্পর্কে আপনার ধারণাগুলিকে পরিপক্ক হতে দিন"। অথচ সেগুলিকে পরিপক্কতালাভের সুযোগ না দিয়েই তিনি "নোতা বেনে" রূপে হুড়মুড়

করে ছাপতে শুরু করলেন এবং তা এমনভাবে করলেন যে কাউট্স্কি-পন্থীদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের পরিবর্তে তিনি তাঁর ভ্রান্তিগুলি দিয়ে তাদের সাহায্য করলেন!! তথাপি, ঘটনা হল, কাউট্স্কির তুলনায় বুখারিন সত্যের কাছাকাছি।'[৮]

রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রশ্নে এই হচ্ছে তত্ত্বগত বিতর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মনে হবে বিষয়টি স্পষ্ট: বুখারিন আধা-নৈরাজ্যবাদী ভুল করেছেন—ঐ ভুলগুলি সংশোধন করা এবং লেনিনের পদাংক অনুসরণ করে আরও এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু লেনিনবাদীরাই কেবল এইভাবে চিন্তা করতে পারেন। মনে হয়, বুখারিন এতে একমত নন। পক্ষান্তরে তিনি জোর দিয়ে বলছেন, ভুল তিনি করেননি, ভুল করেছেন লেনিন; লেনিনের পদাংক তিনি অনুসরণ করেননি, বা তাঁর অনুসরণ করা উচিত ছিল, এ নয়, বরং পক্ষান্তরে, লেনিন নিজেই বাধ্য হয়েছিলেন বুখারিনের পদাংক অনুসরণ করে চলতে।

কমরেডগণ, এটা আপনারা বিশ্বাস করছেন না তো? তাহলে আরও শুনুন। ১৯১৬ সালের বিতর্কের পরে, নয় বৎসর পরে, যে সময়টুকু বুখারিন মৌন থেকেছিলেন, এবং লেনিনের মৃত্যুর এক বৎসর পরে—অর্থাৎ, ১৯২৫ সালে—রিভোল্যুৎসিয়া প্রাভা (Revolutsia Prava) আলোচনা-সভায় বুখারিন একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, শিরোনামা ছিল, 'সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তত্ত্ব সম্পর্কে', যেটি পূর্বেই স্বর্‌নিক সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতার" সম্পাদকদের দ্বারা (অর্থাৎ লেনিনের দ্বারা) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের পাদটীকায় বুখারিন খোলাখুলি ঘোষণা করেন যে এই বিতর্কে লেনিন নন, তিনি, বুখারিনই সঠিক ছিলেন। কমরেডগণ, এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটা ঘটনা।

এই পাদটীকার প্রকৃত পাঠ্যাংশ শুনুন:

'আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনের (Internatsional Molodyozhy) প্রবন্ধটির সমালোচনা সহ একটি ছোট প্রবন্ধ ভি. আই (অর্থাৎ লেনিন) লিখেছিলেন। পাঠক সহজেই বুঝবেন যে আমার উপর আরোপিত ভুলটি আমি করিনি, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা আমি স্পষ্ট করেই বুঝেছিলাম; পক্ষান্তরে, ইলিচের প্রবন্ধ থেকে দেখা যাবে যে সে সময়ে রাষ্ট্র (অবশ্যই বুর্জোয়া রাষ্ট্র) 'উড়িয়ে দেওয়া'র তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি

ভ্রান্ত ছিলেন, এবং **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের উবে যাওয়ার প্রশ্নের সঙ্গে ঐ প্রশ্নটি গুলিয়ে ফেলেছিলেন।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন।) হয়ত সে-সময়ে একনায়কত্বের বিষয়ের উপর আমার বিশদ ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমার সমর্থনে আমি বলতে পারি যে **সে-সময়ে** সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দ্বারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের এমন্ পাইকারি প্রশংসা হয়েছিল যে ঐ যন্ত্রটি উড়িয়ে দেবার প্রশ্নের ওপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা স্বাভাবিক ছিল।

'যখন আমি আমেরিকা থেকে রাশিয়ায় পৌছালাম এবং নাদেঝদা কনস্তান্তিনোভার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল (সেটা হল আমাদের বে-আইনী ষষ্ঠ কংগ্রেসে এবং সে-সময়ে ভি. আই. পলাতক ছিলেন) তাঁর প্রথম কথা ছিল: "ভি. আই. আমাকে আপনাকে জানাতে বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রশ্নে এখন আপনার সঙ্গে তাঁর কোন মতপার্থক্য নেই।" এই প্রশ্ন পর্যালোচনা করে "উড়িয়ে দেওয়া" সম্পর্কে **ইলিচ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন), কিন্তু তিনি এই বিষয়টি, এবং পরে একনায়কত্বের তত্ত্ব এত সমৃদ্ধ করেছিলেন যে এই ক্ষেত্রে তত্ত্বগত চিন্তার বিকাশে তা একটা সমগ্র যুগ সৃষ্টি করেছিল।'

লেনিনের মৃত্যুর **এক বৎসর পরে** বুখারিন লেনিন সম্পর্কে যেভাবে লিখেছেন তা হল এই।

এক অর্ধশিক্ষিত তাত্ত্বিকের আত্মপুষ্ট দাম্ভিকতায় একটি উত্তম উদাহরণ আপনারা পেলেন!

খুব সম্ভবতঃ, নাদেঝদা কনস্তান্তিনোভা বুখারিনকে তা-ই বলেছিলেন যা বুখারিন এখানে লিখছেন। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত টানতে পারি? একমাত্র সিদ্ধান্ত যা টানা যেতে পারে তা হল এই যে বুখারিন তাঁর ভুলগুলি পরিত্যাগ করেছেন, নয়তো পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত, এই রকম বিশ্বাস করবার লেনিনের কিছু সঙ্গত কারণ ছিল। সেটাই হল সব কথা। কিন্তু বুখারিন চিন্তা করেছেন ভিন্নভাবে। তিনি স্থির করেছিলেন, এখন থেকে লেনিন নয়, তাঁকেই অর্থাৎ বুখারিনকে রাষ্ট্রের মার্কসীয় তত্ত্বের স্রষ্টা নতুবা, অন্ততঃ, প্রেরণাদাতারূপে বিবেচনা করতে হবে।

এ যাবৎ আমরা নিজেদের বিবেচনা করেছি লেনিনবাদীরূপে এবং এখনো তাই করছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, লেনিন এবং আমরা, তাঁর শিষ্যরা, উভয়

পক্ষই বুখারিনবাদী। বেশ মজাদার, কমরেডগণ। কিন্তু ব্যাপারটা তা-ই ঘটে যখন কাউকে বুখারিনের ফাঁপানো দাম্ভিকতার মুখোমুখি হতে হয়।

এ কথা ভাবা যেতে পারে যে, উপরিউক্ত প্রবন্ধে বুখারিনের পাদটীকা এক অনবধানতাবশতঃ ভুল, তিনি অর্থহীন কিছু লিখেছেন এবং পরে সে সম্পর্কে ভুলে গেছেন। কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা তা নয়। এটা দেখা যাচ্ছে, বুখারিন সমস্ত গুরুত্ব দিয়েই তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। সেটা স্পষ্ট, যেমন এই ঘটনা থেকে যে লেনিনের ভুল এবং বুখারিনের সঠিকতা সম্পর্কে এই পাদটীকায় যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন সম্প্রতি, যথা, ১৯২৭ সালে, অর্থাৎ, লেনিনের বিরুদ্ধে বুখারিনের প্রথম আক্রমণের দু' বৎসর পরে, ম্যারেৎস্কি কর্তৃক বুখারিনের জীবনীমূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, এবং ম্যারেৎস্কির এই সাহসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কথা কখনো বুখারিনের মনে জাগেনি। স্পষ্টতঃই লেনিনের উপর বুখারিনের আক্রমণকে আকস্মিক বিবেচনা করা যেতে পারে না।

তাহলে এটা মনে হচ্ছে যে বুখারিনই সঠিক এবং লেনিন নন, রাষ্ট্রের মার্কসীয় তত্ত্বের প্রেরণাদাতা লেনিন নন, বুখারিন-ই।

কমরেডগণ, এই হচ্ছে বুখারিনের তত্ত্বগত বিকৃতি এবং তত্ত্বগত ভণ্ডামির ছবি।

আর এত সবের পরেও এই লোকটির এখানে তাঁর বক্তব্যে এই কথা বলার ধৃষ্টতা আছে যে আমাদের পার্টির তত্ত্বগত লাইনে 'কিছু বিকৃতি' রয়েছে, আমাদের পার্টির তত্ত্বগত লাইনে ট্রট্স্কিবাদ-মুখী বিচ্যুতি রয়েছে!

আর এ কথা বলছেন সেই একই বুখারিন যিনি একাধিক স্থূল তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত ভুল করছেন (এবং অতীতেও করেছেন), যিনি এই সম্প্রতি ট্রট্স্কির ছাত্র ছিলেন, এবং যিনি এই সেদিন লেনিনবাদীদের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিবাদীদের সঙ্গে জোট গঠন করতে চেষ্টা করছিলেন এবং খিড়কির দরজা দিয়ে তাদের দর্শন দিচ্ছিলেন।

কমরেডগণ, এটা কি হাস্যকর নয়?

(জ) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, না দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা

এবার রাইকভের বক্তৃতায় আসা যাক। বুখারিন যখন দক্ষিণ বিচ্যুতির তত্ত্বগত ভিত্তি উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন, রাইকভ তখন তাঁর বক্তৃতায়

তাকে বাস্তব প্রস্তাবসমূহের এক ভিত্তি দিতে, এবং কৃষিক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা থেকে তৈরী 'মারাত্মক আতংকের' সাহায্যে আমাদের ভয় পাওয়াতে চেষ্টা করেছেন। তার অর্থ এ নয় যে রাইকভ তত্ত্বগত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেননি। তিনি এগুলি সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি অন্ততঃ দুটি গুরুতর ভুল করেছেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর খসড়া প্রস্তাবে, যা পলিটব্যুরোর কমিশন কর্তৃক বাতিল করা হয়েছিল, তাতে রাইকভ বলছেন যে 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হল জনগণের শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।' পলিটব্যুরোর কমিশন একে সম্পূর্ণ ভুয়া লাইন বলে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও রাইকভ তা এখানে তাঁর বক্তৃতায় সমর্থন করেছেন।

এটা কি ঠিক যে **সোভিয়েত দেশে** পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হল শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা? না, এটা ঠিক নয়। জনগণের শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার **যে-কোন রকম একটা** বৃদ্ধি আমরা চাই না। আমরা যা চাই তা হল জনগণের শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার একটা **সুনির্দিষ্ট** বৃদ্ধি, যথা **এমন বৃদ্ধি যা পুঁজিবাদী ক্ষেত্রের ওপর জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের সুসম্বদ্ধ প্রাধান্য** নিশ্চিত করবে। যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে তা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নয়, তা হচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী জঞ্জাল।

প্রত্যেক সমাজই, পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজকে ধরে নিয়ে, সাধারণভাবে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী। **সোভিয়েত** সমাজ এবং আর অন্য সব সমাজের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ঠিক এই ব্যাপারে যে তা শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার যে-কোন রকম বৃদ্ধিতে আগ্রহী নয়, আগ্রহী এমন এক বৃদ্ধিতে যা অর্থনীতির অন্যান্য রূপ, প্রধানতঃ পুঁজিবাদী রূপের ওপর অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করবে এবং এমনভাবে সুনিশ্চিত করবে যাতে অর্থনীতির পুঁজিবাদী রূপকে অতিক্রম করা যায় এবং উচ্ছেদ করা যায়। কিন্তু রাইকভ **সোভিয়েত** সমাজের বিকাশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবিকই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন। সেটা হল তাঁর প্রথম তত্ত্বগত ভুল।

তাঁর দ্বিতীয় ভুল হল বাণিজ্যিক লেনদেনের দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি, ধরুন, যৌথ খামার এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান সমেত সকল প্রকার

ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন না অথবা পার্থক্য বুঝতে চান না। রাইকভ আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে শস্যের বাজারে বাণিজ্যিক লেনদেনের দৃষ্টিকোণ থেকে, শস্য সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি যৌথ খামার এবং শস্যের ব্যক্তিগত কারবারীর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না; অতএব আমরা যৌথ খামার, ব্যক্তিগত কারবারী অথবা একজন আর্জেন্টিনার শস্য ব্যবসায়ী, যার থেকেই শস্য ক্রয় করি না কেন তা হচ্ছে তাঁর কাছে অবান্তর ব্যাপার। সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এটা হচ্ছে ফ্রামকিনের বিবৃতির পুনরাবৃত্তি যিনি এক সময় আমাদের নিশ্চিন্ত করতেন যে কোথায় এবং কার কাচ থেকে আমরা শস্য ক্রয় করি, ব্যক্তিগত কারবারী না যৌথ খামার যার থেকেই হোক না কেন, তা হচ্ছে এক অবান্তর ব্যাপার।

সেটা হচ্ছে শস্যের বাজারে কুলাকদের ষড়যন্ত্র সমর্থনের, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার, তার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের, এক ছদ্মবেশী রূপ। বাণিজ্যিক লেনদেনের দৃষ্টিকোণ থেকে যে এই পক্ষ সমর্থন করা হচ্ছে তা এই সত্যকে উল্টে দেয় না যে তাহলেও এটা হচ্ছে শস্যের বাজারে কুলাকদের ষড়যন্ত্রের ন্যায্যতা প্রতিপাদন। বাণিজ্যিক লেনদেনের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি অর্থনীতির যৌথ এবং অ-যৌথ রূপের কোন পার্থক্য না থাকে, তাহলে যৌথ খামার প্রসারের, তাদের সুবিধাদি দানের এবং কৃষিতে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি দমন করার জন্য কঠিন কাজে আমাদের একান্তভাবে নিয়োজিত হবার প্রয়োজন আছে কি? এটা স্পষ্ট যে রাইকভ একটি ভুল লাইন নিয়েছেন। সেটা হল তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্বগত ভুল।

কিন্তু এটা হচ্ছে প্রসঙ্গতঃ। রাইকভের বক্তৃতায় যে প্রয়োগগত প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছে তাতে আসা যাক।

রাইকভ এখানে বলেছেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়াও আমরা আর একটি অনুরূপ পরিকল্পনা, যথা কৃষির উন্নয়নের জন্য দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা চাই। কৃষিক্ষেত্রে অসুবিধাগুলির অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অনুরূপ আর একটি দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটা ভাল জিনিস এবং তিনি এর পক্ষে; কিন্তু একই সঙ্গে যদি আমরা কৃষির জন্য একটি দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করি, তা আরও ভাল হবে—অন্যথায় কৃষি একটা মুশকিলে পড়বে।

আপাতঃদৃষ্টিতে এ প্রস্তাবে কোন দোষ মনে হচ্ছে না। কিন্তু গভীরভাবে পরীক্ষা করলে আমরা দেখব যে কৃষির জন্য দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনাটি উদ্ভাবিত হয়েছে এ কথা জোর দিয়ে বলার উদ্দেশ্যেই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি অবাস্তব, শুধু একটি কাগুজে পরিকল্পনা। আমরা কি তা মেনে নিতে পারতাম? না, আমরা পারতাম না। আমরা রাইকভকে বলেছি: কৃষির ব্যাপারে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন, আপনি যদি মনে করেন কৃষির উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা যে অর্থ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি তা যথেষ্ট নয়, তাহলে স্পষ্টভাবে আমাদের বলুন আপনার সম্পূরক প্রস্তাবগুলি কি, অতিরিক্ত বিনিয়োগের কি প্রস্তাব করছেন—আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিতে এই অতিরিক্ত বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত আছি। এবং কি ঘটল? আমরা দেখলাম যে কৃষিতে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ব্যাপারে রাইকভের কোন সম্পূরক প্রস্তাব দেবার নেই। প্রশ্ন ওঠে: কৃষির জন্য তাহলে অনুরূপ একটি দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা কেন?

আমরা তাঁকে আরও বলেছি: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়াও বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রয়েছে যেগুলি হচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ। কৃষির উন্নয়নের জন্য আপনার যে বাস্তব অতিরিক্ত প্রস্তাবগুলি রয়েছে, অর্থাৎ যদি আপনার আদৌ কোন প্রস্তাব থেকে থাকে, তা বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির প্রথম দুটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এবং কি ঘটল? আমরা দেখলাম যে রাইকভের অতিরিক্ত অর্থ নির্দিষ্ট করে দেবার কোন বাস্তব পরিকল্পনা প্রস্তাব করার মতো নেই।

আমরা তখন বুঝতে পারলাম যে দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য রাইকভের প্রস্তাব কৃষির উন্নয়নের জন্য করা হয়নি, করা হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অবাস্তব, শুধু একটা কাগুজে পরিকল্পনা এটা জোর দিয়ে বলার ইচ্ছা থেকে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সুনামহানি করার ইচ্ছা থেকে। 'বিবেকের' খাতিরে, বাহ্যরূপের খাতিরে, একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা; কিন্তু কাজের জন্য, ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য, একটি দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা—এই হল রাইকভের রণনীতি। রাইকভ দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্দায় এনেছেন এই উদ্দেশ্যে যে পরবর্তীকালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবহারিক কাজের সময়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাল্টা হিসেবে একে দাঁড় করানো

যাবে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে পুনর্গঠন করা এবং শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ ছেঁটে এবং কেটে একে দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যাবে।

এইসব কারণেই রাইকভের দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তাবকে আমরা বাতিল করে দিয়েছি।

(খ) শস্য-এলাকার প্রশ্ন

সমগ্র সোভিয়েত দেশে শস্য এলাকার একটানা হ্রাসের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, এ কথা জোর দিয়ে বলে রাইকভ পার্টিকে ভয় পাওয়াতে চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়াও, তিনি এই ইঙ্গিতটিও ছুঁড়ে দিয়েছেন যে শস্য-এলাকা হ্রাসের জন্য পার্টির নীতিই দোষী। তিনি সোজাসুজি বলেননি যে আমরা কৃষির একটা অধঃপতনের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা যে ধারণাটা রেখে দেয় তা হচ্ছে এই যে অধঃপতনজাতীয় কিছু ঘটছে।

এটা কি সত্য যে শস্য এলাকা হ্রাস পাওয়ার একটানা ঝোঁক দেখা দিচ্ছে? না, এটা সত্য নয়। রাইকভ সমগ্র দেশব্যাপী শস্য-এলাকার গড় রাশি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু গড় রাশি পদ্ধতি যদি স্বতন্ত্র জেলাগুলির তথ্য দ্বারা সংশোধন না করা হয়, একে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে গণ্য করা যায় না।

রাইকভ সম্ভবতঃ লেনিনের **রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ** পড়েছেন। তিনি যদি এটা পড়ে থাকেন, তাঁর মনে রাখা উচিত শস্য-এলাকার সম্প্রসারণ নির্দেশক গড় রাশি পদ্ধতি ব্যবহার করা, এবং স্বতন্ত্র জেলাগুলির তথ্য উপেক্ষা করার জন্য কিভাবে লেনিন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌দের বিরুদ্ধে বাক্যবাণ হেনেছেন। এটা অদ্ভুত যে রাইকভ এখন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌দের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করবেন। এখন, যদি আমরা জেলা অনুযায়ী শস্য-এলাকার পরিবর্তনগুলি পরীক্ষা করি, অর্থাৎ আমরা যদি বিষয়টি বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখি, এটা দেখা যাবে যে কিছু কিছু জেলায় শস্য-এলাকার **একটানা** সম্প্রসারণ হচ্ছে, আবার অন্য সকল ক্ষেত্রে এর **কখনো** হ্রাস ঘটছে, প্রধানতঃ আবহাওয়া অবস্থার উপর নির্ভর করে; অধিকন্তু, কোথাও, এমনকি একটিও গুরুত্বপূর্ণ শস্য উৎপাদনকারী জেলায় শস্য-এলাকার **একটানা** হ্রাস ঘটেছে, এরূপ ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোন তথ্য নেই।

বস্তুতঃ, যে-সব জেলা তুষারপাত বা অনাবৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে সম্প্রতি শস্য-এলাকার হ্রাস ঘটেছে, উদাহরণস্বরূপ, ইউক্রেনের কিছু অঞ্চলে।...

একটি কণ্ঠস্বর। সমগ্র ইউক্রেন নয়।

স্লিচটার। ইউক্রেনে শস্য-এলাকা ২·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্তালিন। আমি ইউক্রেনের স্তেপ অঞ্চলের কথা উল্লেখ করছি। অন্য সব জেলায়, যেমন সাইবেরিয়া, ভল্গা অঞ্চল, কাজাখস্তান এবং বাশকিরিয়া, যেগুলি প্রতিকূল জলহাওয়ার অবস্থা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সেখানে শস্য-এলাকা একটানা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এটা কেমন যে কোন জেলায় শস্য-এলাকার একটানা সম্প্রসারণ ঘটছে, আবার অপরগুলিতে এর কখনো হ্রাস ঘটছে? বাস্তবিকই এটা জোর দিয়ে বলা যায় না যে ইউক্রেনে পার্টির এক নীতি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর পূর্বে অথবা কেন্দ্রীয় এলাকায় ভিন্ন নীতি রয়েছে। কমরেডগণ, সেটা হবে অসম্ভব। স্পষ্টতঃই এখানে আবহাওয়া অবস্থার গুরুত্ব সামান্য নয়।

এটা সত্য যে, আবহাওয়া অবস্থা-নিবিশেষে কুলাকেরা তাদের শস্য-এলাকা হ্রাস করছে। তার জন্য, আপনারা যদি চান, পার্টির নীতি যা কুলাকদের বিরুদ্ধে দরিদ্র এবং মধ্য চাষী সাধারণকে সমর্থন করছে, তাকেই 'দোষী করতে' হয়। কিন্তু একে দোষী করলেও-বা কি হবে? আমরা কি কখনো নিজেরা প্রতিজ্ঞা করেছি এমন এক নীতি অনুসরণ করতে যা গ্রামাঞ্চলে, কুলাকদের সমেত, সকল সামাজিক গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করবে? এবং অধিকন্তু, আমরা কিভাবে এমন একটা নীতি অনুসরণ করতে পারি যা শোষক এবং শোষিত, উভয়কেই সন্তুষ্ট করবে—যদি আমরা আদৌ মার্কসীয় নীতি অনুসরণ করতে চাই? এই ঘটনায় অদ্ভুত কি আছে যে আমাদের লেনিনীয় নীতির ফলে, যার উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে সীমাবদ্ধ এবং দমন করা, কুলাকেরা তাদের শস্যের এলাকা হ্রাস করতে আংশিকভাবে শুরু করেছে? অন্য কি আপনারা আশা করবেন?

সম্ভবতঃ এই নীতি ভুল? তাঁরা স্পষ্ট করে আমাদের বলুন। এটা কি অদ্ভুত নয় যে, যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন তাঁরা এত ভয় পেয়েছেন যে তাঁরা দেখার চেষ্টা করেন না যে কুলাকগণ কর্তৃক শস্য-এলাকার আংশিক হ্রাস **সমগ্রভাবে** শস্য-এলাকার হ্রাস, ভুলে যান যে কুলাক ছাড়াও দরিদ্র এবং মধ্য চাষীরা রয়েছে, যাদের শস্য-এলাকা প্রসারলাভ করছে, যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামার রয়েছে যাদের শস্য-এলাকা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে?

সবশেষে, শস্য-এলাকা সম্পর্কে রাইকভের বক্তৃতায় আরও একটি ভুল।

রাইকভ এখানে অভিযোগ করেছেন যে কিছু কিছু স্থানে, যেমন যেখানে যৌথ খামারের সর্বাধিক প্রসার ঘটেছে, সেখানে ব্যক্তিগত দরিদ্র- ও মধ্য-চাষীদের কর্ষিত জমি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। সেটা সত্য। কিন্তু তাতে ক্ষতির কি আছে? অন্যটা কিভাবে হতে পারত? যদি দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী খামার ব্যক্তিগত কৃষিকার্য ছেড়ে দিতে শুরু করে এবং যৌথ চাষে যোগদান করে, এটা কি স্পষ্ট নয় যে যৌথ খামারের আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যক্তিগত দরিদ্র- ও মধ্য-চাষীদের কর্ষিত জমির হ্রাস ঘটাতে বাধ্য? কিন্তু আপনারা কি আশা করেন?

যৌথ খামারগুলির হাতে এখন দুই মিলিয়ন হেক্টর জমির কিছু বেশি রয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের শেষ দিকে, যৌথ খামারগুলির হাতে ২৫,০০০,০০০ হেক্টরেরও বেশি থাকবে। কার বিনিময়ে যৌথ খামার-গুলির কর্ষিত জমির সম্প্রসারণ হচ্ছে? ব্যক্তিগত দরিদ্র- ও মধ্য-চাষীর কর্ষিত জমির বিনিময়ে। কিন্তু আপনারা কি আশা করছেন? অন্য কিভাবে দরিদ্র- ও মধ্য-চাষীদের ব্যক্তিগত চাষকে যৌথ চাষের পথে উন্নীত করা যায়? এটা কি স্পষ্ট নয় যে বিরাট সংখ্যক এলাকায় যৌথ খামারের কর্ষিত জমি ব্যক্তিগত কর্ষিত জমির বিনিময়ে সম্প্রসারিত হবে?

এটা অদ্ভুত যে লোকে এই প্রাথমিক জিনিসগুলি বুঝতে অস্বীকার করে।

(এও) শস্য সংগ্রহ

শস্য ব্যাপারে আমাদের অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে অনেক রূপকথা বলা হয়েছে। কিন্তু শস্য ব্যাপারে আমাদের চলতি অসুবিধাসমূহের প্রধান দিকগুলি উপেক্ষিত হয়েছে।

সর্বপ্রথম, এটা ভুলে যাওয়া হয়েছে যে গত বৎসরের সঙ্গে তুলনায় এই বৎসর আমরা প্রায় ৫০০-৬০০ মিলিয়ন পুড রাই এবং গম কম গোলাজাত করেছি— আমি মোট সংগৃহীত ফসলের উল্লেখ করছি। এটা কি আমাদের সংগ্রহকে প্রভাবিত না করে পারে? অবশ্যই তাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির নীতিই এর জন্য দায়ী? না, এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির নীতির কোন যোগ নেই। ইউক্রেনের স্তেপ অঞ্চলে গুরুতর শস্যহানি (তুষারপাত এবং অনাবৃষ্টি) এবং উত্তর ককেশাস, কেন্দ্রীয় কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল, এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আংশিক শস্যহানির মধ্যে এই ব্যাখ্যা মিলবে।

সেটাই প্রধান কারণ যার ফলে গত বৎসর ১লা এপ্রিল নাগাদ ইউক্রেনে আমাদের শস্য সংগ্রহ (রাই এবং গম) মোট দাঁড়িয়েছিল ২০০,০০০,০০০ পুড, যেখানে এই বৎসর মোট বার্লি দাঁড়াচ্ছে ২৬-২৭ মিলিয়ন পুড।

রাই এবং গম সংগ্রহে কেন্দ্রীয় কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে এক-অষ্টমাংশ এবং উত্তর ককেসাসে এক-চতুর্থাংশ হ্রাসকেও তা ব্যাখ্যা করে।

পূর্বাংশের কয়েকটি অঞ্চলে, এই বৎসর শস্য সংগ্রহ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু তা ইউক্রেন, উত্তর ককেশাস এবং কেন্দ্রীয় কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে আমাদের শস্য ঘাটতি পূরণ করতে পারেনি এবং অবশ্যই পূরণ করেনি।

এটা ভুললে চলবে না যে স্বাভাবিক ফসল-সংগ্রহ বৎসরগুলিতে ইউক্রেন এবং উত্তর ককেশাস ইউ. এস. এস. আর-এর মোট শস্য সংগ্রহের প্রায় অর্ধেক যোগান দেয়।

এটা অদ্ভুত যে রাইকভ এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেননি।

সর্বশেষে, দ্বিতীয় অবস্থাটি যা চলতি শস্য-সংগ্রহ ব্যাপারে আমাদের অসুবিধাগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েত সরকারের শস্য-সংগ্রহের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করছি। রাইকভ এই অবস্থাকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু একে উপেক্ষা করার অর্থ হল শস্য-সংগ্রহে মুখ্য বিষয়টিকে উপেক্ষা করা। শস্য-সংগ্রহ ব্যাপারে গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করে? . এটা প্রমাণ করে যে গ্রামাঞ্চলের সম্পন্ন স্তর যারা যথেষ্ট শস্য-উদ্বৃত্ত দখলে রাখে এবং শস্য-বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তারা স্বেচ্ছায় সোভিয়েত সরকারের নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শস্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করে। শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলির জন্য, লালফৌজ এবং শিল্প-শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের জন্য রুটি সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমরা বার্ষিক প্রায় ৫০০,০০০,০০০ পুড শস্য চাই। স্বাভাবিকভাবে আসা ৩০০-৩৫০ মিলিয়ন পুড আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম। বাকী ১৫০,০০০,০০০ পুড কুলাক এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার সম্পন্ন স্তরের উপর সংগঠিত চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। গত দুই বৎসরে শস্য-সংগ্রহে আমাদের অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে।

এই দুই বৎসরে কি ঘটেছে? এই পরিবর্তনগুলি কেন? কেন আগে স্বয়ংক্রিয় সরবরাহ যথেষ্ট ছিল এবং এখন কেন যথেষ্ট নয়? যা ঘটেছে তা হল —এই বছরগুলিতে কুলাক এবং সম্পন্নজনেরা পুষ্ট হয়েছে, ধারাবাহিক ভাল

ফসল-সংগ্রহ তাদের উপকারে এসেছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে; তারা সামান্য পুঁজি সংগ্রহ করেছে এবং এখন বাজারে কৌশল পরিচালনা করার অবস্থায় রয়েছে; উচ্চ মূল্যের আশায় তারা শস্য-উদ্বৃত্ত ধরে রাখে, এবং অন্য সকল ফসল থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে।

শস্যকে সাধারণ পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। শস্য তুলোর মতো নয় যা খাওয়া যায় না এবং যা সবার কাছে বিক্রি করা যায় না। তুলোর মতো নয়, আমাদের বর্তমান অবস্থায়, শস্য এমন একটি দ্রব্য যা প্রত্যেকেই কিনবে এবং যা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। কুলাক এ কথা বিবেচনায় রাখে এবং তার শস্য ধরে রাখে, এভাবে তার দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণভাবে শস্য মজুতকারীদের সংক্রামিত করে। কুলাক জানে, শস্য হচ্ছে সকল মুদ্রার মুদ্রা। কুলাক জানে, শস্যের উদ্বৃত্ত শুধু নিজ সমৃদ্ধির উপায় নয়, দরিদ্র চাষীকে ক্রীতদাসে পরিণত করারও উপায়। বর্তমান অবস্থায়, কুলাকের হাতে শস্যের উদ্বৃত্ত কুলাকদের অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার উপায়। সুতরাং এই শস্য-উদ্বৃত্ত কুলাকদের কাছ থেকে নিয়ে আমরা শহরগুলিকে এবং লালফৌজকে শস্য সরবরাহই শুধু সহজতর করছি না, কুলাকদের অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার একটি উপায়কে ধ্বংসও করছি।

এই শস্য-উদ্বৃত্ত লাভের জন্য কি করতে হবে? সর্বপ্রথম, ঘটনাকে আপন গতিপথ নেবার জন্য ছেড়ে দেবার ক্ষতিক্ষারক এবং বিপজ্জনক মনোবৃত্তিকে আমাদের বিলোপ করতে হবে। শস্য-সংগ্রহকে **সংগঠিত** করতে হবে। কুলাকদের বিরুদ্ধে দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী সাধারণকে সচল করতে হবে এবং তাদের জনসমর্থন শস্য সংগ্রহের জন্য সোভিয়েত সরকারের ব্যবস্থাসমূহের পক্ষে সংগঠিত করতে হবে। শস্য সংগ্রহের উরাল-সাইবেরীয় পদ্ধতি যা হচ্ছে স্ব-আরোপিত বাধ্যবাধকতার নীতি-ভিত্তিক, তার গুরুত্ব সুনির্দিষ্টভাবে এই ঘটনার মধ্যে যে শস্য সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তা কুলাকদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ জনসংখ্যার মেহনতী স্তরকে সচল করার কাজ সম্ভব করে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এই পদ্ধতি আমাদের ভাল ফল দিচ্ছে। অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে যে এই সুফল দুদিকে লাভ করা যায়: প্রথমতঃ, আমরা গ্রামীণ জনসংখ্যার সম্পন্ন স্তর থেকে এই শস্য-উদ্বৃত্ত আদায় করি এবং এইভাবে দেশকে সরবরাহে সাহায্য করি; দ্বিতীয়তঃ, আমরা

এই ভিত্তি:তে কুলাকদের বিরুদ্ধে দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী সাধারণকে সচল করি, তাদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করি এবং গ্রামাঞ্চলে আমাদের সমর্থন করছে এমন এক বিশাল, শক্তিশালী, রাজনৈতিক বাহিনীরূপে তাদের সংগঠিত করি। কোন কোন কমরেড এই পরবর্তী বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। তথাপি এটা হচ্ছে উরাল-সাইবেরীয় পদ্ধতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ না হলেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল।

এটা সত্য যে এই পদ্ধতি অনেক সময় কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করা হয় যা বুখারিন এবং রাইকভের কাছ থেকে হাস্যো'দ্রেককর চিৎকার জাগায়। কিন্তু এতে অন্যায় কি আছে? কয়েকটি অবস্থায় কেন আমরা কখনো কখনো আমাদের শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে, কুলাকদের বিরুদ্ধে, জরুরী ব্যবস্থা প্রয়োগ করব না? কেন শহরে ফাটকাবাজদের শয়ে শয়ে গ্রেপ্তার করা এবং তাদের তুরুকহ্যান্স্ক অঞ্চলে নির্বাসিত করা মঞ্জুরের যোগ্য, অথচ কুলাকরা, যারা শস্যে ফাটকাবাজি করছে এবং সোভিয়েত সরকারকে টুঁটি চেপে ধরার ও দরিদ্র চাষীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার চেষ্টা করছে, তাদের কাছ থেকে সরকারী বাধ্যবাধকতার পদ্ধতি দ্বারা এবং যে মূল্যে দরিদ্র- ও মধ্য-চাষীরা তাদের শস্য আমাদের সংগ্রহ সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে তাতে শস্য-উদ্বৃত্ত নেওয়া মঞ্জু:রর যোগ্য নয়? এতে যুক্তি কোথায়? আমাদের পার্টি কি কখনো ঘোষণা করেছে যে তা ফাটকাবাজ এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা প্রয়োগে **নীতিগতভাবে** বিরোধী? ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে কি আমাদের কোন আইন নেই?

স্পষ্টতঃই রাইকভ এবং বুখারিন কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থার যে-কোন প্রয়োগে **নীতিগতভাবে** বিরোধী। কিন্তু তা হচ্ছে বুর্জোয়া-উদারনৈতিক নীতি, মার্কসীয় নীতি নয়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের পরে গরিব চাষীদের কমিটির নীতিতে ফিরে যাওয়ার পক্ষে লেনিন মত প্রকাশও করেছিলেন, অবশ্যই কয়েকটি শর্তে। আর বাস্তবিকই কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থার আংশিক প্রয়োগটি কি? গরিব চাষীদের কমিটির নীতির সঙ্গে তুলনায় সমুদ্রে এমন কি একটা ফোঁটাও নয়।

বুখারিন গোষ্ঠীর অনুগামীরা শ্রেণী শত্রুকে স্বেচ্ছায় তার স্বার্থ ত্যাগ করতে, এবং স্বেচ্ছায় তার শস্য-উদ্বৃত্ত আমাদের সরবরাহ করতে রাজী করানোর আশা করছেন। তাঁরা আশা করেন যে, কুলাক যে আরও

শক্তিশালী হয়েছে, ফ'টকাবাজি করছে, অনুন্নত পণ্য বিক্রি করে চলতে সমর্থ এবং যে শস্য-উদ্বৃত্ত গোপন করে—তাঁরা আশা করেন যে এই কুলাকই তার শস্য-উদ্বৃত্ত স্বেচ্ছায় আমাদেরই সংগ্রহ মূল্যে আমাদের দিয়ে দেবে। তাঁদের কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রামের গঠনকৌশল বোঝেন না, তাঁরা জানেন না শ্রেণী কি?

তাঁরা কি জানেন শস্য-সংগ্রহ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আহূত গ্রামের সভাগুলিতে কুলাকেরা কিভাবে আমাদের কর্মকর্তাদের এবং সোভিয়েত সরকারকে বিদ্রূপ করে? তাঁরা এরূপ ঘটনার কথা শুনেছেন, যা, উদাহরণস্বরূপ, কাজাখস্তানে ঘটেছিল, যখন আমাদের একজন বিক্ষোভকারী দেশকে শস্য যোগানের জন্য দু' ঘণ্টা ধরে শস্য মজুতকারীদের শস্য বিলোতে রাজী করানোর চেষ্টা করছিল, এবং একজন কুলাক মুখে পাইপ নিয়ে এগিয়ে এল আর বলল: 'ওহে তরুণ ছোকরা, আমাদের জন্য একটু নেচে দেখাও, আর তাহলে তোমাকে দু'পুড শস্য নিতে দেব।'

একাধিক কণ্ঠস্বর। বদমাশ!

স্তালিন। লোককে ঐভাবেই রাজী করানোর চেষ্টা করুন।

কমরেডগণ, শ্রেণী শ্রেণীই। আপনারা এই সত্য থেকে সরে যেতে পারেন না। উরাল-সাইবেরীয় পদ্ধতি একটি ভাল পদ্ধতি ঠিক এই কারণেই যে তা কুলাকদের বিরুদ্ধে দরিদ্র- এবং মধ্য-চাষী স্তরকে জাগাতে সাহায্য করে, কুলাকদের প্রতিরোধকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে সাহায্য করে এবং সোভিয়েত সরকারী সংস্থাগুলিকে শস্য-উদ্বৃত্ত অর্পণ করতে তাদের বাধ্য করে।

বুখারিন গোষ্ঠীর মধ্যে এখন সর্বাধিক চলতি কায়দা-দুরস্ত শব্দ হল, শস্য সংগ্রহে 'বাড়াবাড়িসমূহ'। ঐ শব্দটি তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক চালু শব্দ কারণ তা তাঁদের সুবিধাবাদী লাইন আড়াল করতে সাহায্য করে। যখন তাঁরা তাঁদের নিজেদের লাইন আড়াল করতে চান তাঁরা সাধারণতঃ বলেন: আমরা অবশ্য কুলাকদের উপর চাপ কার্যকর করার বিরোধী নই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়িগুলি করা হচ্ছে এবং যা মধ্য-চাষীকে আঘাত করছে তার বিরোধী। তারপর তাঁরা এই বাড়াবাড়িগুলির 'আতংক' সম্পর্কে বর্ণনা করে চলেন, তাঁরা 'চাষীদের' থেকে পাওয়া চিঠিগুলি, কমরেডদের কাছে, যেমন মারকভ থেকে পাওয়া আতংকগ্রস্ত চিঠিগুলি পাঠ করেন, এবং তারপর সিদ্ধান্ত টানেন: কুলাকদের উপর চাপ কার্যকর করার নীতি পরিত্যাগ করতে হবে।

আপনাদের সেটা কেমন লাগছে? **যেহেতু** একটা সঠিক নীতি কার্যকর করতে গিয়ে বাড়াবাড় করা হচ্ছে, মনে হচ্ছে, **সেই সঠিক নীতি পরিত্যাগ করতে হবে।** সেটা হচ্ছে সুবিধাবাদীদের সাধারণ কৌশল: একটা সঠিক লাইন কার্যকর করতে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, এই ছুঁতায়, ঐ লাইনকে লোপ কর এবং এর পরিবর্তে এক সুবিধাবাদী লাইন গ্রহণ কর। অধিকন্তু, বুখারিন গোষ্ঠীর সমর্থনকারীরা খুব সযত্নে ব্যাপারটি গোপন করেন যে অন্য এক রকম বাড়াবাড়ি রয়েছে যা অধিকতর বিপজ্জনক এবং অধিকতর ক্ষতিকারক—যথা, কুলাকের সঙ্গে মিলনের দিকে, গ্রামীণ জনসংখ্যার সম্পন্ন স্তরের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর দিকে, দক্ষিণ বিচ্যুতিকারীদের সুবিধাবাদী নীতির জন্য পার্টির বিপ্লবী নীতি পরিত্যাগের দিকে, বাড়াবাড়িসমূহ।

অবশ্য, আমরা সবাই ঐ বাড়াবাড়িগুলির বিরোধী। আমাদের মধ্যে কেউই চান না কুলাকদের বিরুদ্ধে চালিত ঘুষি মধ্য চাষীকে আঘাত করুক। সেটা স্পষ্ট এবং এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বকবকানি, যাকে বুখারিনের গোষ্ঠী এত উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্রয় দেন, যা আমাদের পার্টির বিপ্লবী নীতির ক্ষতি করতে এবং তার পরিবর্তে বুখারিন গোষ্ঠীর সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে, আমরা সেই বকবকানির খুব জোরালোভাবে বিরোধী। না, তাদের এই কৌশল কাজে আসবে না।

পার্টি কর্তৃক গৃহীত অন্তত: একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্দেশ করুন যা এক বা অন্য রকমের বাড়াবাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়নি। এ থেকে যে সিদ্ধান্ত টানতে হবে তা হল এই যে আমাদেরকে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু কেউ কি **এই সকল যুক্তিতে** লাইনটিকেই দোষারোপ করতে পারে, যেটি হল একমাত্র সঠিক লাইন?

সাত ঘণ্টার দিন প্রবর্তনের মতো একটি ব্যবস্থা নিন। কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে সাম্প্রতিককালে আমাদের পার্টি কর্তৃক সম্পাদিত সবচাইতে বিপ্লবী ব্যবস্থাগুলির এটি অন্যতম। কে না জানেন যে এই ব্যবস্থা, যা তার প্রকৃতিতেই এক গভীর বিপ্লবী ব্যবস্থা, প্রায়ই বাড়াবাড়ি, কখনো অত্যন্ত আপত্তিকর ধরনের বাড়াবাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়? ওটা কি এ কথা বোঝায় যে সাত ঘণ্টার দিন প্রবর্তনের নীতি আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে?

বুখারিন-বিরোধীগোষ্ঠীর সমর্থকরা কি বোঝেন না যে শস্য-সংগ্রহ

অভিযানকালে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কি বিশৃংখলার মধ্যে তাঁরা পড়ছেন ?

(ট) বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এবং শস্য আমদানি

সর্বশেষে, শস্য আমদানি এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সম্পর্কে কয়েকটি কথা। আমি এই ঘটনার কথা আগেই উল্লেখ করেছি যে রাইকভ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কয়েকবার বিদেশ থেকে শস্য আমদানির প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথমে রাইকভ ৮০ থেকে ১০০ মিলিয়ন পুডের মতো শস্য আমদানির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাতে ২০০ মিলিয়ন রুবল মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হতো। পরে তিনি ৫০,০০০,০০০ পুড আমদানির প্রশ্ন তুললেন, অর্থাৎ ১০০ মিলিয়ন রুবল মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার জন্য। আমরা এই প্রস্তাবকে ছুঁড়ে ফেলেছি কারণ আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে আমাদের শিল্পের জন্য সরঞ্জাম আমদানির উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করার চাইতে বরং কুলাকদের উপর চাপ কার্যকর করা এবং তাদের কাছ থেকে তাদের বেশ যথেষ্ট পরিমাণ শস্য-উদ্বৃত্ত জোর করে বের করে নেওয়া ভাল।

এখন রাইকভ ফ্রন্ট পরিবর্তন করেছেন। এখন তিনি জোর দিয়ে বলছেন যে পুঁজিবাদীরা আমাদের ধারে শস্য দিতে চাইছে কিন্তু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। তিনি বলেছেন, একাধিক তারবার্তা তাঁর হাতের মধ্য দিয়ে গেছে, তারবার্তাগুলি প্রমাণ দিচ্ছে যে পুঁজিবাদীরা আমাদের ধারে শস্য দিতে ইচ্ছুক। অধিকন্তু তিনি এই ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন যে আমাদের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁরা হয় খেয়ালের জন্য নয় ব্যাখ্যা করা যায় না এমন সব কারণের জন্য ধারে শস্য নিতে অস্বীকার করছেন।

কমরেডগণ, এসব বাজে কথা। এটা কল্পনা করা অসম্ভব যে পশ্চিমের পুঁজিবাদীরা হঠাৎ আমাদের দয়া দেখাতে আরম্ভ করেছে, তারা কার্যতঃ বিনা মূল্যে অথবা দীর্ঘমেয়াদী ঋণে শত শত মিলিয়ন পুড শস্য আমাদের দিতে চাইছে। কমরেডগণ, ওটা বাজে কথা।

তাহলে আসল কথাটা কি ? কথাটা হচ্ছে, গত ছ'মাস ধরে বিভিন্ন পুঁজিপতি গোষ্ঠী আমাদের পরীক্ষা করে যাচ্ছে, আমাদের আর্থিক সম্ভাবনা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের ধৈর্য পরীক্ষা করে যাচ্ছে। তারা প্যারিস,

চেকোশ্লোভাকিয়া, আমেরিকা এবং আর্জেনটিন-এ আমাদের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের কাছে স্বল্পমেয়াদী ঋণে, তিন বা সর্বাধিক ছ'মাসের বেশি নয়, শস্য দেবার প্রস্তাব নিয়ে আসছে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে ধারে শস্য বিক্রয় ততটা নয়, যতটা হচ্ছে আমাদের অবস্থা বাস্তবিকই খুব কঠিন কিনা, আমাদের আর্থিক সম্ভাবনা বাস্তবিকই নিঃশেষিত কিনা, অথবা আমাদের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় কিনা, এবং তারা যে টোপ ছুঁড়ে দিয়েছে তা আমরা চট্ করে তুলে নেব কিনা এসব নির্ধারণ করা।

আমাদের আর্থিক সম্ভাবনার ব্যাপার নিয়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এখন বিরাট বিতর্ক চলছে। কেউ কেউ বলেন আমরা ইতিমধ্যেই দেউলিয়া হয়ে গেছি, এবং পরে সোভিয়েত শক্তির পতন যদি এক সপ্তাহে না হয়, তবে কয়েক মাসের ব্যাপার মাত্র। অন্যরা বলেন যে এটা সত্য নয়, সোভিয়েত শক্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তার আর্থিক সম্ভাবনা এবং যথেষ্ট শস্য রয়েছে।

বর্তমান সময়ে আমাদের কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও সহ্যশক্তি দেখানো, ধারে শস্য দেবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কাছে নতি স্বীকার নয় এবং পুঁজিবাদী দুনিয়াকে দেখানো যে আমরা শস্য আমদানি ছাড়াই চালিয়ে নেব। এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়। এটা হচ্ছে পলিটব্যুরোর অধিকাংশের মত।

এই কারণে আমরা ইউ. এস. এস. আর-এ মিলিয়ন ডলার মূল্যের শস্য আমদানির যে প্রস্তাব ন্যানসেন ধরনের লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা করেছেন তা প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত করেছি।

একই কারণে প্যারিস, আমেরিকা এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় পুঁজিবাদী দুনিয়ার গোপন খবরের এজেন্টরা যারা আমাদের ঋণে স্বল্প পরিমাণ শস্য দেবার প্রস্তাব করছিল তাদের আমরা নেতিবাচক উত্তর দিয়েছি।

একই কারণে শস্য ব্যবহারের ব্যাপারে আমরা চূড়ান্ত মিতব্যয়িতা এবং শস্য সংগ্রহে সর্বোচ্চ মাত্রার সংগঠন-দক্ষতা পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এরূপ করেই আমরা দুটি লক্ষ্য অর্জন করতে চেষ্টা করেছি: একদিকে শস্য আমদানি না করে চালাতে, এবং এভাবে যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম আমদানির জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রেখে দিতে, এবং অন্যদিকে, আমাদের সব শত্রুদের দেখাতে যে আমরা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি এবং ভিক্ষার প্রতিশ্রুতিতে নতি স্বীকারের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই।

এই নীতি কি সঠিক ছিল? আমি বিশ্বাস করি যে, এটাই একমাত্র সঠিক নীতি। এটা সঠিক ছিল শুধু এই কারণে নয় যে এখানে, আমাদের দেশের ভেতরেই আমরা শস্য পাওয়ার নতুন সম্ভাবনা দেখেছি। এটা সঠিক ছিল এই কারণেও যে শস্য আমদানি ছাড়াই চালিয়ে নিয়ে এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার গোপন সংবাদের এজেন্টদের ঝেঁটিয়ে ফেলে আমরা আন্তর্জাতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছি এবং সোভিয়েত শক্তির 'আসন্ন পতন' সম্পর্কে সব অলস বক্‌বকানি থামিয়ে দিয়েছি।

কিছুদিন আগে জার্মান পুঁজিবাদীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের কিছু প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। তাঁরা আমাদের ৫০০,০০০,০০০ ঋণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এবং মনে হচ্ছে যে তাঁরা বাস্তবিকই এই ঋণ দান আবশ্যক বিবেচনা করছেন যাতে তাঁদের শিল্পের জন্য সোভিয়েত অর্ডার নিশ্চিত করা যায়।

কিছুদিন আগে ব্রিটিশ রক্ষণশীলদের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিলেন, তাঁরাও সোভিয়েত ক্ষমতার স্থায়িত্বের স্বীকৃতি দিতে এবং আমাদের ঋণ দানের বিষয়টা ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন বোধ করেন যাতে করে তাঁদের শিল্পের জন্য সোভিয়েত অর্ডার নিশ্চিত করা যায়।

আমি মনে করি যে, ঋণলাভের এই নতুন সম্ভাবনাগুলি, প্রথমতঃ জার্মানদের কাছ থেকে এবং পরে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের এক গোষ্ঠীর কাছ থেকে, আমাদের আসত না যদি না আমরা প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেখতাম যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি।

ফলে, কথাটা এই নয় যে আমরা একটা অভিযোগে বর্ণিত খেয়ালের জন্য এক কল্পিত দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ভিত্তিতে কিছু কল্পিত শস্যকে প্রত্যাখ্যান করছি। কথাটা হল এই যে আমাদের শত্রুদের পরিমাপ করতে, তাদের আসল আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে সংহত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহ্যশক্তি দেখাতে সমর্থ হতে হবে।

কমরেডগণ, ওটাই হচ্ছে কারণ যার জন্য আমরা শস্য আমদানি করতে অস্বীকার করেছি।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রাইকভ আমাদের যেমন বিশ্বাস করাতে চাইছেন তা নয়, শস্য আমদানির প্রশ্নটি তত সহজ নয়। শস্য আমদানির প্রশ্ন এমন একটি প্রশ্ন যা আমাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৫। পার্টি নেতৃত্বের প্রশ্নসমূহ

এইরূপে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতি এবং আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে আমাদের মতানৈক্যসমূহ সম্পর্কে আমরা সমস্ত প্রধান প্রধান প্রশ্নের সমীক্ষা করেছি। যা বলা হয়েছে তা থেকে এটা প্রতীয়মান যে **একটিমাত্র** লাইন ঘটনাসমূহের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মানানসই নয়। যা বলা হয়েছে তা থেকে এটা প্রতীয়মান যে আমাদের বস্তুতঃ **দুটি** লাইন আছে। একটি লাইন হল পার্টির সাধারণ লাইন, আমাদের পার্টির বৈপ্লবিক লেনিনবাদী লাইন। অন্য লাইনটি হল বুখারিনের দলের লাইন। দ্বিতীয় লাইনটি এখনো পুরো দানা বাঁধেনি, তার আংশিক কারণ হল বুখারিনের দলের সাধারণ স্তরের কর্মীদের ভিতরে মতামতে অবিশ্বাস্য-রকমের তালগোল পাকানো অবস্থা, এবং আংশিকভাবে যেহেতু এই দ্বিতীয় লাইন পার্টিতে স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, এভাবে না হয় সেভাবে, নিজেকে ছদ্মবেশে রাখতে চায়। তা সত্ত্বেও, আপনারা দেখেছেন, এই লাইনটির অস্তিত্ব রয়েছে, এবং তা রয়েছে এমন একটা লাইন হিসেবে, যা পার্টি লাইন থেকে **স্বতন্ত্র**, রয়েছে এমন একটা লাইন হিসেবে যা আমাদের নীতির প্রায় সমস্ত প্রশ্নে সাধারণ পার্টি লাইনের **বিরোধী**। এই দ্বিতীয় লাইনটি হল **দক্ষিণপন্থী** বিচ্যুতির লাইন।

এখন আমরা পার্টি নেতৃত্বের প্রশ্নে যেতে চাই।

(ক) বুখারিন গোষ্ঠীর উপদলীয়তা

বুখারিন বলেন যে আমাদের পার্টির ভেতর কোন বিরোধিতা নেই এবং বুখারিনের দল বিরোধীপক্ষ নয়। কমরেডগণ, তা সত্য নয়। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আলোচনা সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে দেখিয়েছে যে বুখারিনের দল একটি নতুন বিরোধীপক্ষ গঠন করেছে। এই দলের বিরোধী কার্যকলাপ পার্টি-লাইনকে পুনঃপরীক্ষা পূর্বক সংশোধন করার প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত রয়েছে; এই দল পার্টি-লাইন সংশোধন করতে চায় এবং পার্টি-লাইনের বদলে অন্য একটি লাইন স্থাপন করতে চাইছে, অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের লাইন, যে লাইনটি দক্ষিণ-পন্থী বিচ্যুতির লাইন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বুখারিন বলেন যে তিনজনের একটি গোষ্ঠী একটি উপদলীয় গোষ্ঠী গঠন করে না। কমরেডগণ, তা সত্য নয়। বুখারিনের দলের একটি উপদলের

সমস্ত বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণই রয়েছে। কর্মপন্থা রয়েছে, রয়েছে উপদলীয় গোপনতা, রয়েছে পদত্যাগ করার নীতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রাম। আর বেশি কি প্রয়োজন? বুখারিনের দলের উপদলীয়তা সম্পর্কে সত্য গোপন করা কেন, যখন তা স্বতঃপ্রমাণিত? কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন কেন বসেছে তার প্রকৃত কারণই হল, আমাদের মতানৈক্যসমূহ সম্পর্কে সমস্ত সত্য কথা বলা। আর সত্য হল এই যে বুখারিনের দল হল একটি উপদলীয় গোষ্ঠী। এবং তা শুধুমাত্র একটি উপদলীয় গোষ্ঠীই নয় বরং—আমি বলব—আমাদের পার্টির মধ্যে এ পর্যন্ত যেসব উপদলীয় গোষ্ঠী থেকেছে, তাদের মধ্যে এই গোষ্ঠীই হল সবচেয়ে ঘৃণ্য, সবচেয়ে ওছা।

কেবলমাত্র এই ঘটনা থেকেও এটা সুস্পষ্ট যে, তার উপদলীয় লক্ষ্যসমূহের জন্য এই দল আদজেরিয়ার গোলযোগসমূহের মতো একটি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ব্যাপারটিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করছে। বস্তুতঃ ক্রোনস্তাদ্ বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহসমূহের সঙ্গে তুলনায় আদজেরিয়ার 'তথাকথিত' বিদ্রোহ কি হতে পারে? আমার বিশ্বাস এর সাথে তুলনায় আদজেরিয়ার 'তথাকথিত' বিদ্রোহ সমুদ্রে এক ফোঁটা জলও নয়। কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য ক্রোনস্তাদে যে গুরুতর বিদ্রোহ ঘটেছিল তা ব্যবহার করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ট্রট্স্কিপন্থী বা জিনোভিয়েভপন্থীদের অনুসৃত কোন উদাহরণ আছে কি? কমরেডগণ, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এরূপ কোন উদাহরণ নেই। পক্ষান্তরে, সেই গুরুতর বিদ্রোহের সময় আমাদের পার্টিতে যেসব বিরোধী গোষ্ঠী ছিল তারা সেই বিদ্রোহ দমন করতে পার্টিকে সাহায্য করেছিল এবং পার্টির বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহকে ব্যবহার করতে তারা সাহস করেনি।

আচ্ছা, বুখারিনের দল এখন কিভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছে? আপনারা ইতিমধ্যেই সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়েছেন যে আদজেরিয়ার আণুবীক্ষণিক 'বিদ্রোহকে' পার্টির বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার জন্য এই দল হীনতম ও সর্বাধিক আক্রমণাত্মক ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এটা কি যদি না এটা উপদলীয় অন্ধতা এবং উপদলীয় অধঃপতনের চূড়ান্ত মাত্রা না হয়?

আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের কাছে দাবি করা হচ্ছে যে, পুঁজিবাদী দেশ-গুলির সঙ্গে আমাদের সীমান্ত এলাকাসমূহের যে সাধারণ সীমান্ত রয়েছে,

সেসব সীমান্ত এলাকায় কোন গোলযোগ ঘটবে না। আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের কাছে দাবি করা হচ্ছে যে, আমাদের এমন নীতি সম্পাদন করতে হবে যা সমাজের সমস্ত শ্রেণীর, ধনী ও গরিবদের, শ্রমিক ও পুঁজিবাদীদের সন্তোষ বিধান করবে। আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের কাছে দাবি করা হচ্ছে যে কোন অসন্তুষ্ট লোকজন থাকবে না। বুখারিন গোষ্ঠীর এই সমস্ত কমরেডদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আমাদের কাছ থেকে—সর্বহারা একনায়কত্বের লোক, যাঁরা দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম চালাচ্ছেন—তাঁদের কাছ থেকে কেউ কিভাবে দাবি করতে পারে যে, আমাদের দেশে কোন অসন্তুষ্ট লোকজন থাকবে না এবং কতকগুলি শত্রুতাপূর্ণ দেশের সঙ্গে যাদের সাধারণ সীমান্ত রয়েছে, সেসব অঞ্চলে কখনো কখনো গোলযোগ ঘটবে না? তাহলে কি উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী পরিবেষ্টন রয়েছে যদি না তা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে অসন্তুষ্ট লোকজনদের দ্বারা কার্যকলাপ সংগঠিত করাবার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুঁজিকে তার সমস্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে সক্ষম করে? মস্তিষ্কহীন উদারনৈতিক লোকেরা ছাড়া এরূপ দাবিসমূহ কারা ওঠাবে? এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে উপদলীয় হীনতা কখনো কখনো লোকদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলকভাবে উদারনৈতিক অন্ধতা ও অদূরদারতা উৎপাদন করতে পারে?

(খ) আনুগত্য ও যৌথ নেতৃত্ব

রাইকভ আমাদের নিশ্চিতরূপে বলেছিলেন যে, বুখারিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি তাঁর মনোভাবে হলেন সর্বাধিক 'অনিন্দনীয়' ও 'আনুগত্যপূর্ণ' পার্টি-সদস্যদের অন্যতম।

এ বিষয়ে আমার সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা রাইকভের কথা গ্রহণ করতে পারি না। আমরা তথ্য দাবি করি। আর রাইকভ তথ্য সরবরাহ করতে অক্ষম।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পর্দার আড়ালে ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে সংযুক্ত কামেনেভ গোষ্ঠীর সঙ্গে বুখারিন যে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন সেরূপ ঘটনাই ধরা যাক; এই আলাপ-আলোচনাগুলি ছিল একটি উপদলীয় জোট স্থাপন করা, কেন্দ্রীয় কমিটির নীতি পরিবর্তন করা, পলিটব্যুরোর গঠন পরিবর্তন করা;

কেন্দ্রীয় কমিটিকে আক্রমণ করার জন্য শস্য-সংগ্রহের ব্যাপারে সংকটকে ব্যবহার করা সম্পর্কে। প্রশ্ন ওঠে: কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি বুখারিনের 'অনিন্দনীয়' ও 'আনুগত্যপূর্ণ' মনোভাব কোথায়?

পক্ষান্তরে, পলিটব্যুরোর একজন সদস্যের পক্ষে এরূপ আচরণ কি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি, তাঁর পার্টির প্রতি **কোন ধরনের** আনুগত্যের লংঘন নয়? এটাকে যদি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি আনুগত্য বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি একজনের বিশ্বাঘাতকতাকে কোন্ শব্দে অভিহিত করা হবে?

বুখারিন আনুগত্য ও সততা সম্পর্কে বলতে ভালবাসেন, কিন্তু কেন তিনি তাঁর বিবেক পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন না এবং যখন তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনা পরিচালনা করেন এবং তার দ্বারা তাঁর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, কেন তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন না, তাঁর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি আনুগত্যের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি তিনি সর্বাধিক অসৎ উপায়ে লংঘন করেছেন কিনা?

বুখারিন এখানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যৌথ নেতৃত্বের অভাবের কথা বলেছেন এবং আমাদের নিশ্চিতভাবে বলেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর সংখ্যাগুরু অংশ যৌথ নেতৃত্বের প্রয়োজনসমূহ লংঘন করছে।

অবশ্য, আমাদের প্লেনামের সব কিছুই সহ্য করতে হবে। প্লেনাম এমনকি বুখারিনের এই নির্লজ্জ ও ভণ্ডামিপূর্ণ দৃঢ় ঘোষণাও সহ্য করতে পারে। কিন্তু প্লেনামে কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগুরু অংশের বিরুদ্ধে এরূপভাবে সাহস করে বলার ব্যাপারে একজনের সমস্ত লজ্জাবোধ প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই হারাতে হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা কিভাবে যৌথ নেতৃত্বের কথা বলতে পারি, যেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগুরু অংশ রাষ্ট্রের রথে নিজেকে আবদ্ধ করে তার সমস্ত শক্তি লাগিয়ে তাকে সামনের দিকে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করছে এবং এই কষ্টসাধ্য কর্তব্যকাজে সাহায্য করার জন্য বুখারিনের দলকে অনুরোধ করছে, আর সে সময়ে বুখারিনের দল তার কেন্দ্রীয় কমিটিকে যে সাহায্যই করছে না শুধু তাই নয়, পক্ষান্তরে, সর্বরকমে তাকে বাধা দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় ক'মটির উদ্দেশ্য প্রতিহত করছে, পদত্যাগ করার হুমকি দিচ্ছে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে পার্টির শত্রুদের সঙ্গে, ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে আপোষ করছে?

বস্তুতঃ, ভণ্ড ব্যক্তিরা ছাড়া আর কারা অস্বীকার করতে পারে যে, বুখারিন, যিনি পার্টির বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে একটা জোট গঠন করছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, তিনি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যৌথ নেতৃত্ব কার্যে পরিণত করতে চান না এবং করবেন না ?

বস্তুতঃ, অন্ধব্যক্তি ছাড়া কে দেখতে ব্যর্থ হবে যে, যদি বুখারিন কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগুরু অংশের ওপর দোষ চাপিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যৌথ নেতৃত্বের বিষয়ে তৎসত্ত্বেও বক্‌বক্‌ করেন, তিনি তা করছেন তাঁর বিশ্বাসঘাতক আবরণ আড়াল করার উদ্দেশ্য নিয়ে ?

এটা উল্লেখ করা উচিত যে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে আনুগত্য ও যৌথ নেতৃত্বের প্রাথমিক প্রয়োজনসমূহকে বুখারিন এই প্রথম লংঘন করেননি। আমাদের পার্টির ইতিহাসে এমন সব দৃষ্টান্ত আছে, যখন লেনিনের জীবিতকালে, ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির সময়, শান্তির প্রশ্নে সংখ্যালঘু অংশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বুখারিন আমাদের পার্টির শত্রু, বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কাছে ছুটে যান, তাদের সাথে গুপ্ত ও অসঙ্গত আলাপ-আলোচনা চালান এবং লেনিন ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে তাদের সাথে একটা জোট গঠন করার চেষ্টা করেন। সে-সময়ে বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের সঙ্গে কি চুক্তিতে উপনীত হতে তিনি চেষ্টা করছিলেন— দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা তা এখনো জানি না।[১০] কিন্তু আমরা জানি যে, সে-সময় বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা লেনিনকে বন্দী করার এবং একটি সোভিয়েত-বিরোধী কুঁদেতার পরিকল্পনা করছিল।·· কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর জিনিস হল এই যে, বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কাছে ছুটে যাওয়া এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করার সময়েও বুখারিন এখন যেমন করছেন, তেমনিভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়-তার বিষয়ে কলরব চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাদের পার্টির ইতিহাসে এমন সব দৃষ্টান্তও আছে, যখন লেনিনের জীবিতকালে বুখারিন—তখন আমাদের পার্টির মস্কো রিজিওনাল ব্যুরোতে তাঁর সংখ্যাধিক্য এবং 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের একটা গোষ্ঠীর তাঁর প্রতি সমর্থন ছিল—সমস্ত পার্টি-সদস্যদের আহ্বান জানান, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপর আস্থার অভাব প্রকাশ করতে, এর সিদ্ধান্তসমূহ মেনে-নেওয়া অস্বীকার করতে এবং আমাদের পার্টিকে ভাঙবার প্রশ্ন তুলতে। সেটা ছিল ব্রেস্ট শান্তি-

চুক্তির সময়কাল, ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির শর্তগুলি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি তার আগেই গ্রহণ করে নেবার পর।

বুখারিনের আনুগত্য ও যৌথ নেতৃত্বের চরিত্র হল এরূপ।

রাইকভ এখানে যৌথ কাজকর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। একই সময়ে তিনি পলিটব্যুরোর সংখ্যাগুরু অংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন এই কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যৌথ কাজকর্মের অনুকূলেই ছিলেন কিন্তু পলিটব্যুরোর সংখ্যাগুরু অংশ, কাজেই তার বিরুদ্ধে। কিন্তু, রাইকভ তাঁর দৃঢ় ঘোষণার সপক্ষে একটিমাত্র ঘটনারও উল্লেখ করতে পারেননি।

রাইকভের গল্পকথার মুখোস উন্মোচিত করার জন্য আমি কতকগুলি ঘটনা, কতকগুলি উদাহরণের উল্লেখ করতে চাই, যেগুলিতে আপনারা দেখতে পাবেন রাইকভ কিভাবে যৌথ কাজকর্ম সম্পাদন করেন।

প্রথম উদাহরণ। আপনারা আমেরিকায় স্বর্ণ রপ্তানি বিষয়ে গল্প শুনেছেন। আপনাদের অনেকে বিশ্বাস করেন, গণ-কমিশার পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তমত অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মতি অথবা তার জ্ঞাতসারে আমেরিকায় জাহাজে করে স্বর্ণ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কমরেডগণ, তা সত্য নয়। কেন্দ্রীয় কমিটি অথবা গণ-কমিশার পরিষদের এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না। একটি বিনির্দেশ আছে যা কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ছাড়া স্বর্ণ রপ্তানি নিষিদ্ধ করে। কিন্তু এই বিনির্দেশ লংঘিত হয়। কে এই রপ্তানির অনুমতি প্রদান করে? পরবর্তীকালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাইকভের জ্ঞাতসারে ও তাঁর সম্মতিতে রাইকভের একজন ডেপুটি জাহাজে করে এই স্বর্ণ রপ্তানির অনুমতি দেয়।

এটা কি যৌথ কার্যকলাপ?

দ্বিতীয় উদাহরণ। আমেরিকার একটি বৃহৎ বেসরকারী ব্যাঙ্কের সম্পত্তি অক্টোবর বিপ্লবের পর জাতীয়করণ করা হয়েছিল, এখন ব্যাঙ্কটি তার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। দ্বিতীয় উদাহরণটি হল এই ব্যাঙ্কটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় কমিটি জানতে পেরেছে যে, আমাদের স্টেট ব্যাঙ্কের একজন আমলা এই ব্যাঙ্কটির সঙ্গে ক্ষতিপূরণের শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করছেন।

আপনারা অবগত আছেন যে, ব্যক্তিগত দাবিসমূহের নিষ্পত্তি আমাদের

বৈদেশিক নীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেউ মনে করতে পারেন, গণ-কমিশার পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিয়ে এইসব আলাপ-আলোচনা চালানো হয়েছিল। কিন্তু কমরেডগণ, ঘটনাটি তা নয়। এ ব্যাপারের সাথে কেন্দ্রীয় কমিটি অথবা গণ-কমিশার পরিষদের কোন সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তীকালে, এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার কথা জানতে পেরে কেন্দ্রীয় কমিটি সে সব থামাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: কে এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার অনুমতি প্রদান করে? এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাইকভের জ্ঞাতসারে ও তাঁর সম্মতিক্রমে রাইকভের একজন ডেপুটি এই আলাপ-আলোচনার অনুমতি প্রদান করেন।

এটা কি যৌথ কাযকলাপ?

তৃতীয় উদাহরণ। এটা হল কুলাক ও মধ্য-চাষীদের কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পর্কে। বিষয়টি হল এই যে আর. এস. এফ. এস. আরের ইকোসো (EKOSO)[১১], যার কর্তা হল, আর. এস. এফ. এস. আরের বিষয়গুলি সম্পর্কে রাইকভের একজন ডেপুটি, তা মধ্য-চাষীদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ **কমানো** এবং কৃষক সম্প্রদায়ের উচ্চতর স্তর অর্থাৎ কুলাকদের কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ **বাড়াবার** সিদ্ধান্ত নেয়। আর. এস. এফ. এস. আরের ইকোসোর পার্টি-বিরোধী, সোভিয়েত-বিরোধী বিনির্দেশের বয়ান নিচে দেওয়া হল:

> 'কাজাখ ও বাশকির এ. এস. এস. আরে এবং সাইবেরিয়ার ও ভল্গার নিচের দিকের ভূখণ্ডসমূহে, মধ্য ভল্গা এবং উরাল অঞ্চলগুলিতে এই অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত চাষবাসের মেশিন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের আনুপাতিক হার কৃষকসমাজের উচ্চতর স্তরের ক্ষেত্রে **বাড়িয়ে** ২০ শতাংশ করা হবে এবং মধ্য স্তরের ক্ষেত্রে **কমিয়ে** ৩০ শতাংশ করা হবে।'

আপনারা এটাতে কি মনে করেন? যে-সময়ে পার্টি কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্রতর করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গরিব ও মাঝারি কৃষক সাধারণকে সংগঠিত করছে, সেই সময় আর. এস. এফ. এস. আরের ইকোসো মাঝারি কৃষকদের কৃষি মেশিনপত্র বিলি করার স্তর **কমানো** এবং কৃষক-সমাজের উচ্চতর পর্যায়কে বিলি করার স্তর **বাড়ানোর** সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

এবং বলা হচ্ছে যে এটি হল লেনিনবাদী, কমিউনিস্ট নীতি।

পরবর্তীকালে, কেন্দ্রীয় কমিটি যখন এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তা ইকোসোর সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিল। কিন্তু কে এই সোভিয়েত-

বিরোধী বিনির্দেশ অনুমোদন করেছিল? রাইকভের জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে এই ব্যাপারটি অনুমোদন করেছিল রাইকভের একজন ডেপুটি।

এটাই কি যৌথ কার্যকলাপ?

আমি মনে করি, রাইকভ ও তাঁর ডেপুটিগণ যৌথ কাজকর্ম কিভাবে সম্পাদন করেন, তা দেখাবার পক্ষে এই উদাহরণগুলিই যথেষ্ট।

(গ) দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বুখারিন এখানে পলিটব্যুরোর তিনজন সদস্যের 'বেসরকারী ফাঁসির' কথা বলেছেন; তিনি বলছেন, এই তিনজন সদস্যকে আমাদের পার্টির সংগঠনগুলি 'কয়লার ওপর দিয়ে হেঁচড়িয়ে টেনে নিচ্ছে'। তিনি বলছেন, পলিটব্যুরোর এই তিনজন সদস্যকে—বুখারিন, রাইকভ ও তমস্কিকে—সংবাদপত্র এবং সভাগুলিতে তাঁদের ভুলভ্রান্তিসমূহের সমালোচনা করে পার্টি 'বেসরকারী ফাঁসি' দিয়েছে, এবং সে-সময় পলিটব্যুরোর এই তিনজন সদস্য চুপ করে থাকতে 'বাধ্য' হয়েছিলেন।

কমরেডগণ, এসবই হল বাজে কথা। এগুলি হল উদারনৈতিক বনে-যাওয়া একজন কমিউনিস্টের মিথ্যা উক্তি, যিনি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রামকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন। বুখারিনের বক্তব্য অনুসারে, যদি তিনি ও তাঁর বন্ধুরা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি-জাত ভুলভ্রান্তিসমূহে জড়িয়ে পড়ে থাকেন তাহলে পার্টির সেই ভুলভ্রান্তিসমূহের মুখোস উন্মোচিত করার কোন অধিকার নেই, পার্টিকে অবশ্যই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না বুখারিন ও তাঁর বন্ধুরা তাঁদের মর্জিমত ভুলভ্রান্তিগুলি পরিত্যাগ করেন।

বুখারিন আমাদের কাছ থেকে একটু বেশি কিছু চাইছেন না কি? তাঁর কি এই অনুভূতি নয় যে পার্টির অস্তিত্ব তাঁর জন্য, তিনি পার্টির জন্য নন? যখন সমগ্র পার্টি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়েছে এবং দুরূহতাসমূহের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ আক্রমণ পরিচালনা করছে, তখন তাঁকে চুপ করে থাকতে, নিষ্ক্রিয়তার অবস্থায় থাকতে কে তাঁকে বাধ্য করছে? কেন তিনি—বুখারিন—এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এখন এগিয়ে আসবেন না এবং দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ও তার সাথে সমঝওতার বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন না? কেউ কি সন্দেহ করতে পারে যে যদি বুখারিন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ-

বন্ধুরা এই অল্প কঠিন পদক্ষেপ নেন, তাহলে পার্টি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে? তাঁরা এই পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না কেন, যা নেওয়া মোটের ওপর, তাঁদের কর্তব্য? এটা কি এইজন্য যে পার্টির স্বার্থ এবং তার সাধারণ লাইনের ওপর তাঁদের গোষ্ঠীর স্বার্থসমূহকে স্থান দেন? এটা কার দোষ যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুখারিন, রাইকভ এবং তমস্কিকে পাওয়া যাচ্ছে না? এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, পলিটব্যুরোর তিনজন সদস্যের 'বেসরকারি ফাঁসি' সম্পর্কে কথাবার্তা পলিটব্যুরোর তিনজন সদস্যের পক্ষে পার্টিকে চুপ করে থাকতে এবং দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করতে পার্টিকে বাধ্য করার, কৌশলে প্রতারিত করার একটি সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র?

দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অতি অবশ্যই দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ বলে গণ্য করা চলবে না। দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল অন্যতম চূড়ান্ত কর্তব্যকাজ। আমরা যদি আমাদের কর্মীসারিতে, আমাদের নিজেদের পার্টিতে, সর্বহারার রাজনৈতিক জেনারেল ষ্টাফে—যে ষ্টাফ আন্দোলন পরিচালিত করছে এবং শ্রামকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিয়ে আগের দিকে চালিত করছে—সেই জেনারেল ষ্টাফের মধ্যে আমরা যদি দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের অবাধ অস্তিত্ব মেনে নিই এবং অবাধ কার্যকলাপ চালাতে দিই—এই বিপথগামীরা পার্টিকে ভেঙে দিতে, শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল ভেঙে দিতে, 'সোভিয়েত' বুর্জোয়াদের পছন্দের সঙ্গে আমাদের নীতির সামঞ্জস্য বিধান করতে চেষ্টা করে—এবং এইভাবে আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলি মেনে নিই, আমরা যদি এই সমস্ত অনুমোদন করি, তার অর্থ কি দাঁড়াবে? তার অর্থ কি এই হবে না যে বিপ্লবের গতিরোধ করতে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে ভাঙন ধরাতে, অসুবিধাসমূহ থেকে পালিয়ে যেতে এবং পুঁজিবাদী অংশগুলির কাছে আমাদের নীতি ও মনোভাব বিকিয়ে দিতে আমরা প্রস্তুত?

বুখারিন গোষ্ঠী কি এটা উপলব্ধি করে যে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অস্বীকার করা হল শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা?

বুখারিন গোষ্ঠী কি উপলব্ধি করে যে, যদি আমরা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং তার সঙ্গে সমঝওতাকে পরাজিত করতে না পারি, তাহলে আমাদের সম্মুখীন অসুবিধাগুলি অতিক্রম করা অসম্ভব হবে এবং যদি আমরা এই

অসুবিধাগুলি অতিক্রম করতে না পারি, তাহলে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে চূড়ান্ত সাফল্যগুলি অর্জন করা অসম্ভব হবে?

এই পরিপ্রেক্ষিতে, পলিটব্যুরোর তিনজন সদস্যের 'বেসরকারী ফাঁসি' সম্পর্কে এই করুণ কথাবার্তার মূল্য কি?

না, কমরেডগণ, 'বেসরকারী ফাঁসি' সম্পর্কে প্রচুর বক্‌বক্‌ করে বুখারিন-পন্থীরা পার্টিকে ভয় দেখাতে পারবে না। পার্টি দাবি করে যে, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্যের পাশাপাশি তাঁদেরও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং তার সাথে সমঝওতার বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাতে হবে। শ্রমিক-শ্রেণীকে সমবেত ও সক্রিয় করায় সাহায্য করার জন্য, শ্রেণী-শত্রুসমূহের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলার জন্য এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের অসুবিধাগুলির ওপরে চূড়ান্ত বিজয় সংগঠিত করার জন্য পার্টি বুখারিন গোষ্ঠীর কাছে এই দাবি করে।

হয় বুখারিনপন্থীরা পার্টির এই দাবি পূরণ করবে,—সেক্ষেত্রে পার্টি তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে—না হয় তারা এসব করবে না, সেক্ষেত্রে কেবল তাদের নিজেদেরকেই তাদের দোষ দিতে হবে।

৬। সিদ্ধান্তসমূহ

আমি সিদ্ধান্তসমূহে যেতে চাই।

আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

(১) সর্বপ্রথম আমরা অতি অবশ্যই বুখারিন গোষ্ঠীর মতামতসমূহকে নিন্দা করব। এই গোষ্ঠীর ঘোষণাসমূহে এবং তার প্রতিনিধিবর্গের ভাষণে উপস্থাপিত মতামতকে আমাদের অতি অবশ্য নিন্দা করতে হবে এবং দৃঢ়রূপে বলতে হবে যে তাঁদের এই সমস্ত মতামত পার্টির লাইনের সঙ্গে বেমানান এবং দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির অবস্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মানানসই।

(২) বুখারিন গোষ্ঠীর আনুগত্যহীনতা এবং উপদলীয়তার সর্বাধিক অসৎ অভিব্যক্তি হিসেবে কামেনেভ গোষ্ঠীর সঙ্গে বুখারিনের গোপন আলাপ-আলোচনাকে আমাদের অতি অবশ্যই নিন্দা করতে হবে।

(৩) পার্টি নিয়মানুবর্তিতার প্রাথমিক প্রয়োজনসমূহের নিদারুণ লংঘন হিসেবে বুখারিন ও তমস্কি যে পদত্যাগের নীতি কার্যে প্রয়োগ করছিলেন, সেই নীতিকে আমাদের অতি অবশ্যই নিন্দা করতে হবে।

(৪) বুখারিন ও তমস্কিকে অবশ্যই তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং সতর্ক করে দিতে হবে যে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি অবাধ্যতার বিন্দুমাত্র চেষ্টা যদি তাঁরা করেন, তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের উভয়কেই পলিটব্যুরো থেকে বাদ দিতে বাধ্য হবে।

(৫) পলিটব্যুরোর সদস্য ও প্রার্থী সদস্যেরা যখন প্রকাশ্যে বক্তৃতা করবেন, সে-সময় পার্টির লাইন থেকে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি অথবা তার সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্তসমূহ থেকে তাঁদের কোনরূপে বিচ্যুতি হওয়াকে নিষেধ করার ব্যাপারে আমাদের অতি অবশ্যই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) আমাদের অতি অবশ্যই এরূপ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে পার্টি ও সোভিয়েত উভয়ের মতপ্রকাশের মাধ্যমসমূহ, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলি পার্টির লাইন এবং তার নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্তগুলিকে পুরোপুরি মেনে চলে হবে।

(৭) পার্টি, তার কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তসমূহের গোপনীয় চরিত্র যে সমস্ত ব্যক্তি লংঘন করার চেষ্টা করবে, তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি থেকে এমনকি বহিষ্করণও অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ বিধি-ব্যবস্থাসমূহ আমাদের অতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(৮) অন্তঃপার্টি প্রশ্নসমূহের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত প্লেনামের প্রস্তাবের বয়ান আপাততঃ সংবাদপত্রে প্রকাশ না করে, আঞ্চলিক পার্টি সংগঠনসমূহ এবং ষোড়শ পার্টি সম্মেলনের[১২] প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের অতি অবশ্যই বিলি করতে হবে।

আমার মতে, এই পরিস্থিতি থেকে বের হবার এটাই হল রাস্তা।

কিছু কিছু কমরেড জিদ ধরেছেন যে বুখারিন ও তমস্কিকে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো থেকে বহিষ্কার করতে হবে। আমি এই সমস্ত কমরেডদের সঙ্গে একমত নই। আমার মতে, আপাততঃ আমরা এরূপ চরম ব্যবস্থা না নিয়ে চলতে পারি।

এই প্রথম পুরোপুরি প্রকাশিত হল

প্রতিযোগিতা ও ব্যাপক জনগণের শ্রম-উদ্দীপনা

(ই. মিকুলিনার 'ব্যাপক জনগণের প্রতিযোগিতা' পুস্তিকাটির ভূমিকা)

কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বর্তমান মুহূর্তে আমাদের গঠনকার্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ—সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও—হল, বিরাট ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিস্তৃত সংবর্ধন। আমাদের সীমাহীন দেশের ভিন্নতম কোণে কোণে সমগ্র মিল ও ফ্যাক্টরিসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা; শ্রমিকগণ ও কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগতা; যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা, এইসব বৃহদায়তন উৎপাদনের চ্যালেঞ্জসমূহকে মেহনতী জনগণের নির্দিষ্ট মতৈক্যসমূহে রেজিষ্ট্রীকরণ—এই সমস্ত হল সত্য ঘটনা যা ব্যাপক জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই যে একটি বাস্তব বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

ব্যাপক মেহনতী জনগণের মধ্যে উৎপাদনে উৎসাহ-উদ্দীপনার এক বিরাট উদ্বেলন শুরু হয়েছে।

এখন এমনকি সর্বাপেক্ষা স্থিরনিশ্চিত সন্দেহবাদীরাও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

> লেনিন বলেছেন, 'প্রতিযোগিতা লোপ করার কথা দূরে থাক, সমাজতন্ত্র প্রতিযোগিতাকে এই প্রথম একটি প্রকৃতপক্ষে **বিস্তৃত,** একটি প্রকৃতপক্ষে **ব্যাপক** পরিধিতে নিয়োগ করার, মেহনতী জনগণের অধিকাংশকে এমন সব কাজের ক্ষেত্রে টেনে আনার সুযোগ সৃষ্টি করে যে-সব কাজ তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করার, তাদের ক্ষমতা বিকশিত করার, তাদের বিশেষ ক্ষমতা উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে মেহনতী জনগণকে সক্ষম করে—জনগণের মধ্যে এই সবের একটা অনিষ্কর্ষিত উৎস রয়েছে এবং লক্ষ-কোটি জনগণের মধ্যে যাকে পুঁজিবাদ চূর্ণ করেছিল, দমন করেছিল এবং শ্বাসরোধ করেছিল।'…

…'কেবলমাত্র এখন কর্মসাধনে তৎপরতা, প্রতিযোগিতা এবং সাহসিক উদ্যোগের সত্যিকারের ব্যপক প্রদর্শনের একটা সুযোগ বিস্তৃত পরিধিতে

সৃষ্ট হয়েছে'... যেহেতু 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্যদের জন্য কাজ করা, শোষকদের জন্য বাধ্য হয়ে কাজ করার পর এই প্রথম একজনের **নিজের জন্য কাজ করা** সম্ভব হয়েছে।'...

...'এখন যখন সমাজতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তখন আমাদের কর্তব্যকাজ হল প্রতিযোগিতাকে সংগঠিত করা।'[১৩]

সি. পি. এস ইউ (বি)-র ষোড়শ সম্মেলন শ্রমিকদের এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের নিকট প্রতিযোগিতার জন্য যখন বিশেষ আবেদন প্রচার করে, তখন তা অগ্রসর হয়েছিল লেনিনের এই সমস্ত উক্তির ভিত্তিতেই।

আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু 'কমরেড' মনে করেন যে, প্রতিযোগিতা হল শুধুমাত্র শেষতম বকশোভিক কায়দা এবং সেজন্য যখন তার 'আমল' চলে যাবে তখন তা বিলুপ্ত হতে বাধ্য। এই সমস্ত আমলাতান্ত্রিক 'কমরেড' নিশ্চতরূপে ভ্রান্ত। বস্তুতঃ প্রতিযোগিতা হল বিরাট ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের সর্বাধিক **কর্মতৎপরতার** ভিত্তিতে **সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কমিউনিস্ট পদ্ধতি**। বস্তুতঃ, প্রতিযোগিতা হল **লিভার** যার সাহায্যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে রূপান্তরিত করা হল শ্রমিকশ্রেণীর গন্তব্যস্থল।

প্রতিযোগিতার শক্তিশালী জোয়ারে আতংকিত হয়ে আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য 'কমরেডগণ' কৃত্রিম সীমার মধ্যে একে চেপে রাখতে এবং কৃত্রিম পথে একে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে প্রতিযোগিতার আন্দোলনকে 'কেন্দ্রীভূত' করতে, এর পরিধি সংকীর্ণ করতে এবং এইভাবে প্রতিযোগিতাকে তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করতে—যে বৈশিষ্ট্য হল ব্যাপক জনগণের **উদ্যোগ**। বলা বাহুল্য যে, আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিদের আশা পূরণ হবে না। যে-কোনভাবে পার্টি তাদের চূর্ণ করতে সমস্ত প্রচেষ্টা চালাবে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে অবশ্যই আমলাতান্ত্রিক কর্মভার হিসেবে গণ্য করা চলবে না। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হল বিরাট ব্যাপক মেহনতী জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগ থেকে উদ্ভূত, ব্যাপক জনগণের দ্বারা ব্যবহারিক বৈপ্লবিক **আত্মসমালোচনার** একটি অভিব্যক্তি। যারা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যাপক জনগণের এই আত্মসমালোচনা এবং সৃজনশীল

উদ্যোগকে সীমিত করে, তাদের সকলকেই আমাদের মহান উদ্দেশ্যসাধনের পথে বাধা হিসেবে ঝেঁটিয়ে দূর করতে হবে।

আমলাতান্ত্রিক বিপদ বাস্তবরূপে অভিব্যক্ত হয় সর্বোপরি এই ঘটনায় যে তা ব্যাপক জনগণের কর্মশক্তি, উদ্যোগ এবং স্বাধীন কর্মতৎপরতাকে ব্যাহত করে, আমাদের প্রথার গভীরে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের অন্তঃস্থলে যে প্রচণ্ড রিজার্ভসমূহ সুপ্ত রয়েছে তাদের লুক্কায়িত রাখে এবং আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সমস্ত রিজার্ভের সদ্ব্যবহার প্রতিহত করে। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার করণীয় কাজ হল, এই সমস্ত আমলাতান্ত্রিক বাধা চূর্ণবিচূর্ণ করা, ব্যাপক জনগণের কর্মশক্তি ও সৃজনশীল উদ্যোগ প্রকাশ করার জন্য বিস্তৃত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, আমাদের প্রথার গভীরে যে প্রচণ্ড রিজার্ভসমূহ সুপ্ত রয়েছে সেগুলিকে প্রকট করানো এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেই সমস্ত শক্তির সাহায্যে পাল্লা ভারি করা।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে কখনো কখনো নিছক প্রতিযোগিতার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। এটা একটা বিরাট ভুল। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এবং নিছক প্রতিযোগিতা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক নীতি প্রদর্শন করে।

নিছক প্রতিযোগিতার নীতি হল: **কয়েকজনের জন্য পরাজয় ও মৃত্যু** এবং অন্যদের জন্য জয় ও আধিপত্য। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার নীতি হল: যারা পিছিয়ে পড়ে আছে তাদেরকে সর্বাধিক অগ্রসরদের কমরেডসুলভ **সাহায্যদান**, যাতে **সকলেরই** অগ্রগতি অর্জিত হয়।

নিছক প্রতিযোগিতা বলে: **পিছনে যারা পড়ে আছে তাদের ধ্বংস কর**, যাতে তোমার নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পার।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা বলে: কারো কারো কাজ ত্রুটিপূর্ণ, কারো কারো কাজ সুষ্ঠু, আবার অন্যদের কাজ সর্বোৎকৃষ্ট—**সর্বোৎকৃষ্টদের ধরে ফেল** এবং **সকলের অগ্রগতি** অর্জন কর।

বস্তুতঃ এটাই ব্যাখ্যা করে অভূতপূর্ব উৎপাদন-উদ্দীপনাকে, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলে বিরাট ব্যাপক মেহনতী জনগণকে আঁকড়ে ধরেছে। বলা বাহুল্য যে, নিছক প্রতিযোগিতা ব্যাপক জনগণের এই উদ্দীপনার সদৃশ কিছু জাগিয়ে তুলতে পারে না।

সাম্প্রতিককালে আমাদের সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রতি-

যোগিতার ওপর প্রবন্ধ ও মন্তব্যসমূহ অধিকতর ঘনঘন বের হচ্ছে। এইগুলিতে প্রতিযোগিতার দর্শন, তার মূল, তার সম্ভাব্য পরিণতি ইত্যাদি আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু এমন কোন প্রবন্ধ বিরল দেখা যায়, যা ব্যাপক জনগণ নিজেরাই কিভাবে প্রতিযোগিতা কার্যকর করে, প্রতিযোগিতা কার্যে প্রয়োগ করা এবং মতৈক্যে স্বাক্ষর করার সময় বিরাট ব্যাপক শ্রমিকেরা কি অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সে-সবের কোন সুসঙ্গত বর্ণনা দিচ্ছে এবং এমন কোন বর্ণনা রয়েছে যা প্রকট করে যে ব্যাপক শ্রমিকগণ প্রতিযোগিতাকে তাদের নিজেদের ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় ব্যাপার বলে গণ্য করে। কিন্তু প্রতিযোগিতার এই দিকটা আমাদের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

আমি মনে করি, কমরেড ই. মিকুলিনার প্রবন্ধ হল প্রথম প্রচেষ্টা, যা প্রতিযোগিতা চালু হওয়া থেকে একটা সুসঙ্গত তথ্য প্রকাশ করছে এবং দেখাচ্ছে যে ব্যাপক মেহনতী জনগণের নিজেদেরই এটা একটা দায়িত্ব। এই পুস্তিকাটির প্রশংসনীয় উৎকর্ষ হল এই যে, শ্রম-উদ্দীপনার প্রবল উদ্বেলনের যে গভীরে-নিহিত ধারাসমূহ সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার অন্তরতর চালিকাশক্তিকে গঠন করে, পুস্তিকাটিতে তাদের একটি সহজ ও সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১১ই মে, ১৯২৯

প্রাভদা, সংখ্যা ১১৪
২২শে মে, ১৯২৯
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

কমরেড ফেলিক্স কনের নিকট

(কেন্দ্রীয় কমিটির আইভানোভো-ভজনেসেন্স্ক রিজিয়নের রিজিওনাল ব্যুরোর সম্পাদক, কমরেড কলোটিলভকে প্রতিলিপি দেওয়া হল)

কমরেড কন,

কমরেড মিকুলিনার পুস্তিকা (ব্যাপক জনগণের প্রতিযোগিতা) সম্পর্কে কমরেড রুলোভার প্রবন্ধ আমি পেয়েছি। আমার মন্তব্যসমূহ নিচে দেওয়া হল :

(১) কমরেড রুলোভার সমীক্ষা অত্যন্ত একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা জন্মায়। আমি এটা মেনে নিতে প্রস্তুত যে, স্পিনার (কাট্‌নি—অনুবাদক) বারদিনা বলে কোন লোক নেই এবং ঝারিয়াদাইয়ে কোন স্পিনিংশালা নেই। আমি এটাও মেনে নিতে প্রস্তুত যে, ঝারিয়াদাইয়ের মিলগুলি 'সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা হয়।' এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে, কমরেড মিকুলিনা তাঁর সংবাদদাতাদের একজনের দ্বারা সম্ভবতঃ বিভ্রান্ত হয়েছেন, এবং বহু জাজ্বল্যমান বেঠিকতার দোষে দুষ্ট, যা নিশ্চিতরূপে দূষণীয় এবং ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু সেটাই কি প্রশ্ন? পুস্তিকাটির মূল্য কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুংখানুপুংখ বর্ণনার দ্বারা নির্ধারিত হয়, তার সাধারণ ঝোঁকের দ্বারা নয় কি? কমরেড শলোকভ আমাদের সময়ের একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার; তাঁর **ধীরে বহে ডন** গ্রন্থে তিনি কতকগুলি অত্যন্ত মারাত্মক ভুল করেছেন এবং সার্‌সভ, সদতিয়োলকভ ও ক্রিভোশলাইকভ এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে এমন সব কথা বলেছেন যেগুলি নিশ্চিতরূপে অসত্য; কিন্তু তা থেকে কি এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে **ধীরে বহে ডন** গ্রন্থখানি আদৌ ভাল নয় এবং গ্রন্থখানি বিক্রি থেকে প্রত্যাহার করে নেবার যোগ্য?

কমরেড মিকুলিনার পুস্তিকাখানির প্রশংসনীয় উৎকর্ষ কি? তা হল এই যে পুস্তিকাখানি প্রতিযোগিতার ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং পাঠককে প্রতিযোগিতার মনোভাবে সংক্রামিত করে। সেটাই হল গুরুত্বপূর্ণ, কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভুল গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(২) এটা সম্ভব যে কমরেড মিকুলিনার পুস্তিকায় আমার ভূমিকার জন্য, সমালোচকেরা পুস্তিকাখানি থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন পুস্তিকাটি অতি অবশ্যই সাধারণের বাইরে আহামরি একটা কিছু, এবং তারপর তাঁদের প্রত্যাশায় হতাশ হয়ে তাঁরা পুস্তিকার লেখিকাকে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তা অন্যায় ও অশোভন। অবশ্য, কমরেড মিকুলিনার পুস্তিকা একটি বৈজ্ঞানিক রচনা নয়। এটা ব্যাপক জনগণের প্রতিযোগিতার কার্যকলাপ ও তাকে কার্যে প্রয়োগ করার একটি বর্ণনা। এর বেশি কিছু নয়। যদি আমার ভূমিকা তাঁর পুস্তিকা সম্পর্কে একটি অ'তর ঞত ধারণা জন্মিয়ে থাকে, তার জন্য কমরেড মিকুলিনা দোষী ‍ন—প্রকৃতপক্ষে, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী। সেই কারণে পুস্তিকাটিকে বিক্রয় থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে, লেখিকা ও পুস্তিকার পাঠকদের শাস্তি দেবার কোন যুক্তি নেই। কেবলমাত্র সোভিয়েত-বিরোধী ঝোঁকের, শুধুমাত্র পার্টি বিরোধী, প্রলেতারিয়েত-বিরোধী রচনাগুলিকে বিক্রয় থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। কমরেড মিকুলিনার পুস্তিকায় সোভিয়েত-বিরোধী, অথবা পার্টি বিরোধী কিছু নেই।

(৩) 'কমরেড স্তালিনকে বিভ্রান্ত' করার জন্য কমরেড রুসোভা কমরেড মিকুলিনার প্রতি বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ। কমরেড স্তালিনের জন্য প্রদর্শিত কমরেড রুসোভার এই উদ্বেগকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় না, তার কোন প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ, 'কমরেড স্তালিনকে বিভ্রান্ত করা' ততটা সহজ নয়।

দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্য জগতে অপরিচিত কোন ব্যক্তির লিখিত একখানি অগণ্য পুস্তিকায় ভূমিকা দেবার জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতপ্ত নই, কেননা আমি মনে করি যে, বিশেষ বিশেষ এবং, সম্ভবতঃ, মারাত্মক ভুল থাকা সত্ত্বেও কমরেড মিকুলিনার পুস্তিকাখানি ব্যাপক শ্রমিকদের পক্ষে খুব মূল্যবান হবে।

তৃতীয়তঃ, সাহিত্যজগতের 'কেউকেটা', সাহিত্যক্ষেত্রে 'দীপ্তিমান', কোরাস-প্রধান ইত্যাদিদের রচিত পুস্তিকা ও গ্রন্থগুলিকে শুধুমাত্র ভূমিকা সরবরাহ করার আমি ঘোর বিরোধী। আমি মনে করি, আর দেরী না করে, সাহিত্যজগতের 'কেউকেটাদের' প্রসিদ্ধ করে তোলার এই অভিজাত অভ্যাস আমাদের ত্যাগ করতে হবে, তাঁরা তো নিজেরাই যথেষ্ট প্রসিদ্ধ এবং তাঁদের 'বিরাটত্ব' থেকে তরুণ সাহিত্যিকদের, কারো কাছে পরিচিত নয় এবং সকলের দ্বারা উপেক্ষিত এমন লেখকদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

আমাদের রয়েছে হাজার হাজার যুব ও সক্ষম ব্যক্তি যারা যথাশক্তি ক্ষমতা সহকারে উপরে উঠতে এবং আমাদের গঠনকার্যের সাধারণ ভাণ্ডারে তাদের যথাসাধ্য অবদান রাখতে কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা প্রায়শঃই অকার্যকর হয়, কেননা সাহিত্যক্ষেত্রে 'দীপ্তিমানদের' দম্ভ, আমলাতন্ত্র, আমাদের কতকগুলি সংগঠনের নির্মমতা এবং সবশেষে, তাদের নিজেদের প্রজন্মের নারী-পুরুষদের ঈর্ষা (যা এখনো প্রতিযোগিতায় বিবর্তিত হয়নি) প্রায়ই তাদের দাবিয়ে রাখে। আমাদের অন্যতম কর্তব্যকাজ হল এই ফাঁপা দেওয়াল ভেঙে ফেলা এবং যুবশক্তিসমূহ, যারা হল বিরাটসংখ্যক, তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। সাহিত্যজগতে **অপরিচিত** একজন লেখকের রচিত একটি **নগণ্য** পুস্তিকায় আমার ভূমিকা এই কায সম্পাদনে একটি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচেষ্টা মাত্র। ভবিষ্যতেও, অপেক্ষাকৃত তরুণ শক্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ও অপরিচিত লেখকদের রচিত সহজ ও অনাড়ম্বর পুস্তিকাগুলিতেই কেবল আমি ভূমিকা সরবরাহ করব। এটা সম্ভব যে এই পদ্ধতি কিছু কিছু কোপরদালালের পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? কোপরদালালদের প্রতি আমার কোন রকমের অনুরাগ নেই।...

(৩) আমি মনে করি, আইভানোভো-ভঝনেসেন্স্কের কমরেডরা ভালই করবেন যদি তাঁরা কমরেড মিকুলিনাকে আইভানোভো-ভঝনেসেন্স্কে ডাকিয়ে এনে তিনি যে সমস্ত ভুল করেছেন তার জন্য তাঁকে 'কড়কে দেন'। তাঁর ভুলগুলির জন্য কমরেড মিকুলিনাকে সংবাদপত্রে উপযুক্তভাবে ভর্ৎসনা করার আমি কোনক্রমেই বিরোধী নই। কিন্তু আমি চূড়ান্তভাবে বিরোধী যদি এই অনস্বীকার্যরূপে ক্ষমতাশালী লেখিকাকে সাহিত্যজগৎ থেকে মুছে ফেলে কবর দেওয়া হয়।

বিক্রয় থেকে কমরেড মিকুলিনার পুস্তিকাটিকে প্রত্যাহার করার বিষয়ে, আমার মতে এই বিচার-বিবেচনাহীন ধারণাকে 'পরিণতি ব্যতিরেকই' ত্যাগ করা উচিত।

৯ই জুলাই, ১৯২৯

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

জে. স্তালিন

এই প্রথম প্রকাশিত হল

ইউক্রেনের যুব কমিউনিস্ট লীগের দশম জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি

ইউক্রেনের লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের দশম জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি আমার উৎসাহপূর্ণ অভিনন্দন—যে লীগ গৃহযুদ্ধের লড়াইগুলিতে পরীক্ষিত হয়েছিল এবং যার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছিল, যে লীগ সাফল্যের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সংবর্ধিত করছে এবং ইউক্রেনী সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

মস্কো, ১০ই জুলাই, ১৯২৯ — জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৫৭
১২ই জুলাই, ১৯২৯

ক্রুইজার 'শেরভোনা ইউক্রেইনার'
লগ-বইতে লিপিবদ্ধ বক্তব্য

ক্রুইজার 'শেরভোনা ইউক্রেইনার' উপরে বলেছি। অপেশাদারী দক্ষতায় নাবিকদের বাজানো একটি কনসার্টে উপস্থিত থেকেছি।

সাধারণ ধারণা : চমৎকার মানুষ এঁরা, সাহসী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন কমরেডগণ, আমাদের সাধারণ স্বার্থের জন্য এঁরা সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত।

এরূপ কমরেডদের সঙ্গে কাজ করায় আনন্দ আছে। এরূপ সব যোদ্ধাদের পাশাপাশি থেকে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করায়ও আনন্দ। এরূপ কমরেডদের নিয়ে শোষক ও অত্যাচারীদের সারা বিশ্বকে পরাজিত করা যেতে পারে।

'শেরভোনা ইউক্রেইনার' বন্ধুরা, আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

২৫শে জুলাই, ১৯২৯ **জে. স্তালিন**

সংবাদপত্র 'ক্র্যাস্‌নি শেরনোমোরেৎস'
(সেবাস্তোপল), সংখ্যা ২৬০
৭ই নভেম্বর, ১৯২৯

বিরাট পরিবর্তনের একটি বছর

(অক্টোবর বিপ্লবের দ্বাদশতম বার্ষিকী উপলক্ষে)

গত বছর ছিল সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সমস্ত ফ্রন্টে বিরাট পরিবর্তনের একটি বছর। এই পরিবর্তনের মূল সুর হয়ে এসেছে, এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে, শহরে ও গ্রামে পুঁজিবাদী অংশসমূহের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের একটি দৃঢ়পণ আক্রমণ। এই আক্রমণের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল এই যে, তা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে কতকগুলি চূড়ান্ত সাফল্য ইতিমধ্যেই আমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, আমাদের পার্টি নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রথম পর্যায়গুলিতে আমাদের পশ্চাদপসরণের সদ্ব্যবহার করতে সফল হয়েছিল, যাতে পরবর্তী পর্যায়গুলিতে পরিবর্তনকে সংগঠিত করা যায় এবং পুঁজিবাদী অংশগুলির বিরুদ্ধে সফল আক্রমণ চালু করা যায়।

নেপ প্রবর্তিত হবার সময় লেনিন বলেন :

'আমরা এখন পশ্চাদপসরণ করছি, যেন ফিরে যাচ্ছি; কিন্তু আমরা এটা করছি যাতে, প্রথমে পশ্চাদপসরণ করে, তারপরে দৌড় দিয়ে আগের দিকে একটি অধিকতর জোরদার লাফ দেওয়া যায়। একমাত্র এই শর্তেই আমাদের নয়া অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করার সময় পশ্চাদপসরণ করেছিলাম·· যাতে আমাদের পশ্চাদপসরণের পরে একটি সর্বাধিক দৃঢ় অগ্রগতি চালু করতে পারি' (২৭তম খণ্ড)।

গত বছরের ফলসমূহ সন্দেহাতীতভাবে দেখায় যে পার্টি তার কাজে লেনিনের চূড়ান্ত নির্দেশ সফলভাবে সম্পাদন করছে।

অর্থনৈতিক গঠনকার্যের ক্ষেত্রে আমরা যদি গত বছরের ফলসমূহ—যা আমাদের কাছে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ—আলোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এই ফ্রন্টে আমাদের আক্রমণের সাফল্যসমূহ এবং গত বছরে আমাদের অর্জিত বস্তুসমূহের মোটামুটি বর্ণনা তিনটি প্রধান শিরোনামায় করা যেতে পারে।

১। শ্রমের উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে

কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে গত বছরে আমাদের গঠনকার্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অন্যতম হল এই যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আমরা একটি **চূড়ান্ত পরিবর্তন** ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। এই পরিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে সমাজতান্ত্রিক গঠনকাযের ফ্রন্ট বিরাট ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর **সৃজনশীল উদ্যোগ** ও **নিবিড় শ্রম-উদ্দীপনার** অগ্রগতির মধ্যে। গত বছরে এটাই হল আমাদের মৌলিক **অর্জিত বস্তু**।

ব্যাপক জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগ এবং শ্রম উদ্দীপনার অগ্রগতি তিনটি প্রধান দিকে প্রণোদিত হয়েছে :

(ক) আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে—**আত্মসমালোচনার** পদ্ধতির দ্বারা—সংগ্রাম, এই আমলাতন্ত্র ব্যাপক জনগণের শ্রম উদ্যোগ ও শ্রমতৎপরতা ব্যাহত করে;

(খ) যারা শ্রম ফাঁকি দেয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম-নিয়মানুবর্তিতায় ভাঙন ধরায় তাদের বিরুদ্ধে—**সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার** পদ্ধতির দ্বারা—সংগ্রাম;

(গ) শিল্পে রুটিনমাফিক কাজ ও জড়ত্বের বিরুদ্ধে—**অব্যাহত কাজের সপ্তাহ** প্রবর্তনের দ্বারা—সংগ্রাম।

ফলে আমাদের সীমাহীন দেশের সকল অংশে বিরাট ব্যাপক শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে শ্রম-উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার আকারে শ্রমফ্রন্টে আমরা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছি। এই সাফল্য অর্জনের গুরুত্ব সত্যসত্যই অপরিমেয়, কেননা বিরাট ব্যাপক জনগণের শুধুমাত্র শ্রম-উদ্দীপনা ও উৎসাহ শ্রম উৎপাদন-শীলতার সেই অগ্রগতিশীল বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে পারে যা ব্যতিরেকে আমাদের দেশে পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অকল্পনীয়।

লেনিন বলেছেন, 'শেষ বিশ্লেষণে, একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার বিজয়লাভের জন্য শ্রম উৎপাদনশীলতা হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মুখ্য বস্তু। দাসত্বের অধীনে যা অজানিত ছিল শ্রমের সেইরূপ একটি উৎপাদনশীলতা পুঁজিবাদ সৃষ্টি করেছিল। সমাজতন্ত্র যে শ্রমের নয়া ও অতীত উচ্চতর একটি উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করে, এই ঘটনার দ্বারা পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা যেতে পারে এবং তা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হবে' (২৪তম খণ্ড)। এ থেকে অগ্রসর হয়ে লেনিন বিবেচনা করেন যে :

আমাদের অতি অবশ্যই শ্রম-উদ্দীপনা। কাজ করবার জন্য আগ্রহ, অটল

অধ্যবসায় দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে, এর উপরেই শ্রমিক ও কৃষকদের দ্রুত মুক্তি, জাতীয় অর্থনীতির উদ্ধার এখন নির্ভর করছে' (২৪তম খণ্ড)।

এই কর্তব্যকাজই লেনিন পার্টির জন্য ধার্য করেছিলেন।

গত বছরটি দেখিয়েছে যে, পার্টি সাফল্যের সঙ্গে এই কর্তব্যকাজ সম্পাদন করছে এবং এর পথে যে সমস্ত বাধা আসছে পার্টি তা স্থিরনিশ্চিতভাবে অতিক্রম করছে।

গত বছরে পার্টির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্পর্কে এরূপই হল অবস্থা।

২। শিল্প সংক্রান্ত গঠনকার্যের ক্ষেত্রে

পার্টির প্রথম অর্জিত বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে তার দ্বিতীয় অর্জিত বস্তু। পার্টির দ্বিতীয় অর্জিত বস্তু এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে গত বছরে ভারি শিল্পে পুঁজি গঠনের জন্য আমরা মোটের উপর সাফল্যের সঙ্গে **পুঁজির পুঞ্জীকরণের সমস্যার** সমাধান করেছি, উৎপাদনের উপকরণসমূহের উৎপাদনের বিকাশ আমরা **ত্বরান্বিত** করেছি এবং আমাদের দেশকে একটি **ধাতু**-প্রধান দেশে রূপান্তরিত করার জন্য পূর্বাহ্নেই অবশ্যপূরণীয় আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছি।

গত বছরে এটাই হল আমাদের দ্বিতীয় মৌলিক **অর্জিত বস্তু।**

হাল্‌কা শিল্পের সমস্যা কোন বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত করে না। আমরা সে সমস্যার সমাধান করেছিলাম কয়েক বছর আগে। ভারি শিল্পের সমস্যা অধিকতর দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ।

এই সমস্যা **অধিকতর দুরূহ** এইজন্য যে, এর সমাধান দাবি করে প্রচণ্ড অর্থ-বিনিয়োগ, এবং শিল্পগতভাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলির ইতিহাস দেখিয়েছে যে প্রভূত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ছাড়া ভারি শিল্প চলতে পারে না।

এই সমস্যা **আরও গুরুত্বপূর্ণ** এইজন্য যে, আমরা যদি ভারি শিল্পের অগ্রগতি না ঘটাই, তাহলে আমরা আদৌ কোন শিল্প গড়ে তুলতে পারি না, আমরা কোন শিল্পায়ন সম্পাদন করতে পারি না।

এবং যেহেতু আমরা কোন দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বা দীর্ঘমেয়াদী চরিত্রের কোন ক্রেডিট (বিশ্বাসপূর্বক ধারে বিক্রয়—অনুবাদক) পাইনি এবং পাচ্ছি না, সেইহেতু আমাদের পক্ষে সমস্যার তীব্রতা অধিকতর সুস্পষ্ট।

ঠিক এই কারণেই সমস্ত দেশের পুঁজিপতিরা আমাদের ঋণ দিতে বা

বিশ্বাসপূর্বক ধারে বিক্রয় করতে অস্বীকার করে, কেননা তারা ধরে নেয় যে আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় পুঁজির পুঞ্জীভবনের সমস্যার সমাধান করতে পারি না, আমাদের ভারি শিল্প পুনর্গঠনের কাজে আমাদের ভরাডুবি হবে এবং ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাসত্ববরণের জন্য তাদের কাছে যেতে আমরা বাধ্য হব।

কিন্তু গত বছরে এই ব্যাপারে আমাদের কাজের ফলসমূহ কি দেখায়? গত বছরের ফলসমূহের গুরুত্ব হল এই যে, সেগুলি পুঁজিপতি মশাইদের প্রত্যাশা-সমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করেছে।

গত বছরটি দেখিয়েছে যে আর্থিক দিক দিয়ে ইউ. এস. এস. আরকে প্রকাশ্য ও গোপনভাবে অবরোধ করা সত্ত্বেও পুঁজিপতিদের কাছে দাসত্ববরণ করে আমরা নিজেদের বিক্রি করিনি এবং নিজেদের চেষ্টাতেই আমরা সাফল্যের সঙ্গে পুঁজির পুঞ্জীকরণের সমস্যার সমাধান করেছি ও ভারি শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছি। এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর জাত-শত্রুরাও এখন তা অস্বীকার করতে পারে না।

বস্তুত:, প্রথমত:, যেহেতু গত বছর বৃহদায়তন শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৬০০,০০০,০০০ রুবলের উপরে, যার মধ্যে প্রায় ১,৩০০,০০০,০০০ রুবল নিয়োজিত হয়েছিল ভারি শিল্পে, আর সেখানে এ বছর বৃহদায়তন শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ৩,৪০০,০০০,০০০ রুবল, যার মধ্যে ভারি শিল্পে নিয়োজিত হবে, ২,৫০০,০০০,০০০ রুবলের উপরে; এবং দ্বিতীয়ত:, যেহেতু, গত বছর ভারি শিল্পের উৎপাদনে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি সহ বৃহদায়তন শিল্পে মোট উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছিল ২৩ শতাংশ এবং সেখানে এ বছর ভারি শিল্পের উৎপাদনে ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধিসহ বৃহদায়তন শিল্পের মোট উৎপাদনে ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়া উচিত—সেইহেতু এটা কি স্পষ্ট নয় যে ভারি শিল্প গড়ে তোলার জন্য পুঁজির পুঞ্জীকরণ আর আমাদের কাছে অনতিক্রম্য দুরূহতা নয়?

কিভাবে কেউ সন্দেহ করতে পারে যে, আমাদের পূর্বতন বেগ ছাপিয়ে গিয়ে এবং আমাদের 'যুগ যুগান্তের' পশ্চাৎপদতাকে পেছনে ফেলে আমাদের ভারি শিল্প বিকশিত করার লক্ষ্যপথে আমরা ত্বরান্বিত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছি?

এর পরে এটা কি বিস্ময়কর যে গত বছরে পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং পাঁচসালা পরিকল্পনার সর্বোচ্চ রূপ, বুর্জোয়া

লেখকেরা যাকে 'উন্মত্ত অলীক কল্পনা' বলে গণ্য করে এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধা-বাদীদের (বুখারিন গোষ্ঠী) আতংকিত করে, তা প্রকৃতপক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বনিম্ন রূপ?

লেনিন বলেছেন, 'রাশিয়ার মুক্তি শুধু কৃষকদের জোতসমূহে ভাল ফসলের মধ্যে নিহিত নেই—তা যথেষ্ট নয়, নিহিত নেই শুধু হাল্কা শিল্পের ভাল অবস্থার মধ্যে, যা কৃষকসমাজকে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করে—তাও যথেষ্ট নয়; আমাদের ভারি শিল্পেরও প্রয়োজন। আমরা যদি ভারি শিল্প রক্ষা না করি, আমরা যদি তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করি, তাহলে আমরা কোন শিল্পই গড়ে তুলতে পারব না, এবং ভারি শিল্প ব্যতীত স্বাধীন দেশ হিসেবে আমরা পুরোপুরি সর্বনাশের গহ্বরে তলিয়ে যাব।... ভারি শিল্পের প্রয়োজন হল রাষ্ট্রীয় অনুদান। আমরা যদি না তা সরবরাহ করি, তাহলে সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে আমরা সর্বনাশ-কবলিত হব—একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তো দূরের কথা' (২৭তম খণ্ড)।

এইভাবেই ভারি শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লেনিন তীক্ষ্ণভাবে পুঞ্জীকরণের সমস্যা এবং পার্টির কর্তব্যকাজকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন।

গত বছর দেখিয়েছে যে আমাদের পার্টি সাফল্যের সঙ্গে এই কর্তব্যকাজের মোকাবিলা করছে, দৃঢ়ভাবে পথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করছে।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, শিল্প আর কোন গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হবে না। ভারি শিল্প গড়ে তোলার কাজের সঙ্গে শুধু পুঁজির পুঞ্জীকরণের সমস্যাই জড়িত নেই। ক্যাডারের সমস্যাও জড়িত রয়েছে। সমস্যাগুলি হল:

(ক) সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের জন্য হাজার হাজার সোভিয়েত সমর্থক প্রযুক্তিবিদ্ ও বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করার সমস্যা, এবং

(খ) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে নতুন নতুন লাল প্রযুক্তিবিদ্ ও বিশেষজ্ঞদের ট্রেনিং দেবার সমস্যা।

যদিও পুঁজির পুঞ্জীকরণের সমস্যার মোটের উপর সমাধান হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু ক্যাডারের সমস্যার সমাধান এখনো বাকী রয়েছে। আর ক্যাডারদের সমস্যা হল এখন—যখন আমরা শিল্পের প্রযুক্তিগত পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছি—সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের মূল সমস্যা।

লেনিন বলেছেন, 'আমাদের যে প্রধান জিনিসের অভাব রয়েছে, তা হল সংস্কৃতি, প্রশাসন চালাবার দক্ষতা। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে

নেপ একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করার সম্ভাবনা আমাদের সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিত করে। এখন "কেবল" প্রলেতারিয়েত ও তার অগ্রবাহিনীর সাংস্কৃতিক শক্তিগুলির বিষয়' (২৭তম খণ্ড)।

এটা সুস্পষ্ট যে, লেনিন এখানে উল্লেখ করছেন 'সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহের' সমস্যার কথা, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক গঠনকাযের জন্য এবং বিশেষভাবে শিল্প গড়ে তোলা ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ক্যাডারদের সমস্যার কথা।

কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, ভারি শিল্পের জন্য অত্যাবশ্যক তাৎপর্যময় পুঁজির পুঞ্জীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও, যতদিন না আমরা ক্যাডারের সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারি ততদিন পর্যন্ত ভারি শিল্প গড়ে তোলার সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

অতএব পার্টির করণীয় কাজ হল, সমস্ত গুরুত্ব দিয়ে ক্যাডারের সমস্যার সমাধানের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া, এবং মূল্য যাই লাগুক না কেন, এই দুর্গ জয় করা।

গত বছরে আমাদের পার্টির দ্বিতীয় অর্জিত বস্তু সম্পর্কে এরূপই হল পরিস্থিতি।

৩। কৃষি সংক্রান্ত বিকাশের ক্ষেত্রে

সর্বশেষে, গত বছরে পার্টির তৃতীয় অর্জিত বস্তু সম্পর্কে—এইটি পূর্বতন দুটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। আমাদের কৃষির বিকাশের ক্ষেত্রে **মূলগত পরিবর্তনের** কথা আমি উল্লেখ করছি—ক্ষুদ্র, পশ্চাৎপদ। **স্বতন্ত্র** কৃষিকার্য থেকে আধুনিক প্রযুক্তি কৌশলের ভিত্তিতে বৃহদায়তন, উন্নত, **যৌথ** কৃষিকার্যে, যুক্তভাবে জমির চাষবাসে, মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনে, আর্টেলে (এতে উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলিই শুধু সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা যায়—অনুবাদক)। যৌথ খামারে এবং, সর্বশেষে, শত শত ট্রাক্টর এবং হার্ভেষ্টার কম্বাইনে সজ্জিত বিশাল বিশাল রাষ্ট্রীয় খামারে।

এখানে পার্টির অর্জিত বস্তু এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে, বহুসংখ্যক ক্ষেত্রে বিকাশের পুরানো, **ধনতান্ত্রিক** পথ থেকে—যে পথ শুধু ধনীদের একটি গোষ্ঠী, পুঁজিপতিদের উপকার সাধন করে, অথচ সে পথে কৃষকদের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশের ভাগ্যে জোটে সর্বনাশ এবং চরম দারিদ্র্য—কৃষকসমাজের

প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণকে বিকাশের নতুন সমাজতান্ত্রিক পথে সরিয়ে আনতে আমরা সফল হয়েছি; এই নতুন সমাজতান্ত্রিক পথ ধনী এবং পুঁজি-পতিদের উচ্ছেদ করে এবং নতুন নতুন লাইন বরাবর মধ্য ও গরিব কৃষকদের পুনঃসজ্জিত করে, সজ্জিত করে আধুনিক যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর এবং কৃষি সংক্রান্ত মেশিনপত্র দিয়ে, যাতে তারা দারিদ্র্য এবং কুলাকদের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে জমির সমবায়ী, যৌথ চাষবাসের রাজপথে আরোহণ করতে সক্ষম হয়।

পার্টির অর্জিত বস্তু এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে, অবিশ্বাস্য রকমের অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও, কুলাক ও পুরোহিত থেকে, ফিলিস্টাইন (সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন ও একান্ত বিষয়ী ব্যক্তি—অনুবাদক) এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীগণ পর্যন্ত সমস্ত রকমের অধঃপতনশীল শক্তিসমূহের বেপরোয়া প্রতিরোধ সত্ত্বেও, কৃষকসমাজের গভীরেই এই **মূলগত পরিবর্তন** ঘটাতে এবং বিরাট ব্যাপক গরিব ও মধ্য কৃষকসাধারণকে অনুগামী হিসেবে পেতে আমরা সফলতা অর্জন করেছি।

এখানে কিছু সংখ্যা-তথ্য দেওয়া হল।

(ক) ১৯২৮ সালে, রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের শস্য এলাকার পরিমাণ ছিল ১,৪২৫,০০০ হেক্টেয়ার এবং তা থেকে বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদন ছিল ৬,০০০,০০০ সেণ্টনারের চেয়ে বেশি পরিমাণ (৩৬,০০০,০০০ পুডের চেয়ে বেশি), এবং যৌথ খামারসমূহের শস্য এলাকার পরিমাণ ছিল ১,৩৯০,০০০ হেক্টেয়ার এবং তা থেকে বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩,৫০০,০০০ সেণ্টনার (২০,০০০,০০০ পুডের চেয়ে বেশি)।

১৯২৯ সালে রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের শস্য-এলাকার পরিমাণ ছিল ১,৮১৬,০০০ হেক্টেয়ার এবং তা থেকে বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮,০০০,০০০ সেণ্টনার (প্রায় ৪৭,০০০,০০০ পুড); এবং যৌথ খামারসমূহের শস্য-এলাকার পরিমাণ ছিল, ৪,২৬২,০০০ হেক্টেয়ার এবং তা থেকে বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩,০০০,০০০ সেণ্টনার (প্রায় ৭৮,০০০,০০০ পুড)।

আগামী বছরে, পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় খামারগুলির শস্য-এলাকার পরিমাণ সম্ভবতঃ হবে ৩,২৮০,০০০ হেক্টেয়ার এবং তা থেকে বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হবে ১৮,০০০,০০০ সেণ্টনার (প্রায় ১১০,০০০,০০০ পুড) এবং যৌথ খামারগুলির শস্য-এলাকার পরিমাণ নিশ্চিতরূপে হবে ১৫,০০০,০০০

হেক্টেয়ার এবং তা থেকে বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হবে প্রায় ৪১,০০০,০০০ সেণ্টনার (প্রায় ৩০০,০০০,০০০ পুড)।

অন্য কথায়, আগামী বছরে, ১৯৩০ সালে, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারগুলির বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদন হবে ৪০০,০০০,০০০ পুডের চেয়ে বেশি পরিমাণ অথবা সমগ্র কৃষির (গ্রামীণ জেলাগুলির বাইরে বিক্রীত শস্য) বিক্রয়যোগ্য শস্য উৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশি।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বিকাশের এরূপ প্রচণ্ড বেগের সমকক্ষ বেগ এমনকি আমাদের সামাজিকীকৃত বৃহদায়তন শিল্পেরও নেই, যদিও সাধারণভাবে তার বিকাশের বেগ অত্যন্ত বেশি।

এটা স্পষ্ট যে আমাদের তরুণ বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক কৃষির (যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামার) সামনে তার একটা বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং তার বিকাশ হবে সত্যসত্যই অতি বিস্ময়কর।

যৌথ খামারের বিকাশে এই অভূতপূর্ব সাফল্যের বিভিন্ন কারণ রয়েছে যেগুলির মধ্যে অন্ততঃ নিম্নোক্ত কারণগুলি উল্লেখযোগ্য।

সর্বপ্রথমে, কারণ হল এই ঘটনা যে, একটি সমবায়ী সংঘ-জীবন স্থাপন করার মাধ্যমে ব্যাপক কৃষকসমাজকে যৌথ কৃষিকার্যের দিকে লাগাতরভাবে পরিচালিত করে পার্টি ব্যাপক জনগণকে শিক্ষিত করবার নীতি কার্যে পরিণত করে। কারণ হল এই ঘটনা যে, যারা আন্দোলনের আগে আগে দৌড়ে যেতে এবং ডিক্রির দ্বারা যৌথ কৃষিকার্যের বিকাশ জোরপূর্বক কার্যকর করতে চেষ্টা করেছিল ('বামপন্থী' বুকনিবাজরা), তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা পার্টিকে পেছনে টেনে আনতে এবং আন্দোলনের পেছনে রাখতে চেষ্টা করেছিল (দক্ষিণপন্থী জড়বুদ্ধিসম্পন্নরা), তাদের বিরুদ্ধে পার্টি সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছিল। পার্টি যদি এই নীতি অনুসরণ না করত, তাহলে পার্টি যৌথ খামার আন্দোলনকে কৃষকদের নিজেদের একটি সত্যিকারের গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে পারত না।

> লেনিন বলেছেন, 'যখন পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকশ্রেণী এবং পেত্রোগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যেরা ক্ষমতা হস্তগত করল, তখন তারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করল যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের গঠনমূলক কাজ বিপুল অসুবিধাসমূহের সম্মুখীন হবে; সেজন্য আরও ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন; উপলব্ধি করল, ডিক্রি দ্বারা, আইনের দ্বারা জমির যৌথ চাষ প্রবর্তন করার

প্রচেষ্টা হবে চরম বোকামি, সংস্কারযুক্ত কৃষকদের একটি নগণ্য সংখ্যা এটা মেনে নিতে পারে, কিন্তু কৃষকদের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশের সামনে এরূপ কোন লক্ষ্য নেই। সেজন্য, বিপ্লবের অগ্রগতির স্বার্থে যা করা একান্ত প্রয়োজন, আমরা তাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলাম: কোন অবস্থাতেই ব্যাপক জনগণের অগ্রগতির আগে আগে দৌড়ে যাওয়া নয়, পরন্তু ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যতদিন না তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও নিজেদের সংগ্রামের ফলে, একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের উদ্ভব হয়' (**রচনাবলী**, ২৩তম খণ্ড)।

যৌথ খামারের বিকাশের ফ্রন্টে পার্টি কেন বিরাট জয় অর্জন করেছিল তার কারণ হল এই যে, পার্টি লেনিনের কৌশলগত নির্দেশ হুবহু কার্যকর করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষির ক্ষেত্রে বিকাশের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ হল এই যে, সোভিয়েত সরকার নতুন নতুন যন্ত্রপাতির জন্য, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য কৃষকদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনসমূহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিল; সোভিয়েত সরকার সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিল যে চাষবাসের পুরানো ধরনগুলি কৃষকসমাজকে হতাশার অবস্থায় রেখে দেয় এবং এই সমস্ত বিবেচনা করে সোভিয়েত সরকার সময় থাকতে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল—মেশিনভাড়া করার স্টেশনসমূহ, ট্রাক্টরের বিভাগসমূহ, মেশিন ও ট্রাক্টরের স্টেশনসমূহ সংগঠিত করে, জমির যৌথ চাষ সংগঠিত করে, যৌথ খামার স্থাপন করে এবং সর্বশেষে, রাষ্ট্রীয় খামারগুলির দ্বারা কৃষকের চাষবাসকে সমস্ত রকমের সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করে।

মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম একটি সরকারের, সোভিয়েতসমূহের সরকারের অভ্যুদয় হয়েছে যা তার কাজের দ্বারা **উৎপাদনের** ক্ষেত্রে কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতী কৃষক সাধারণকে সুসম্বদ্ধ এবং স্থায়ী সাহায্য প্রদান করতে তাদের তৎপরতা ও দক্ষতা প্রমাণ করেছে।

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতী কৃষক সাধারণ, যারা যুগ যুগ ধরে কৃষি সংক্রান্ত সাজসজ্জার অভাবজনিত দুর্ভোগ সহ্য করে এসেছে, তারা এই সাহায্যের জন্য আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়াতে এবং যৌথ খামার আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য ছিল?

এবং কেউ কি বিস্মিত হতে পারে এখন থেকে যদি 'গ্রামাঞ্চলের দিকে

তাকাও', শ্রমিকদের এই পুরানো শ্লোগানের সঙ্গে সংযোজিত হয়—যেটা সম্ভব মনে হয়—যৌথ খামারের কৃষকদের এই নতুন শ্লোগান, 'শহরের দিকে তাকাও'?

সর্বশেষে, যৌথ খামারের অগ্রগতির এই অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ হল এই ঘটনা যে, বিষয়টি হাতে নিয়েছিল আমাদের দেশের অগ্রসর শ্রমিকেরা। আমি শ্রমিকদের ব্রিগেডসমূহের কথা উল্লেখ করছি, যেগুলি শ'য়ে শ'য়ে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, ব্যাপক কৃষক সাধারণের মধ্যে যৌথ খামার আন্দোলনের সমস্ত বর্তমান ও সম্ভাব্য প্রচারকদের মধ্যে শ্রমিক প্রচারকেরাই হল সর্বোৎকৃষ্ট। এই ঘটনায় কি বিস্ময়কর কিছু থাকতে পারে যে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চাষবাসের তুলনায় বৃহদায়তন যৌথ চাষবাসের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে কৃষকদের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করতে শ্রমিকেরা সাফল্যলাভ করেছে, আরও বিশেষ করে যেহেতু বিদ্যমান যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহ হল এই সমস্ত সুবিধার লক্ষণীয় উদাহরণ?

যৌথ খামারের বিকাশের ক্ষেত্রে এগুলিই ছিল আমাদের অর্জিত বস্তু, যা আমার মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের অর্জিত বস্তুসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত।

প্রতিটি ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ হেক্টেয়ারের বৃহৎ বৃহৎ শস্য ফ্যাক্টরি সংগঠিত করার সম্ভাবনা ও উপযোগিতার বিরুদ্ধে 'বিজ্ঞান' দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি ধ্বসে পড়েছে, ধূলায় পর্যবসিত হয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োগ 'বিজ্ঞানের' আপত্তিসমূহ খণ্ডন করেছে এবং আর একবার দেখিয়েছে যে শুধু ব্যবহারিক প্রয়োগকেই 'বিজ্ঞানের' কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয় না, বিজ্ঞানকেও ব্যবহারিক প্রয়োগের কাছ থেকে শিখলে ভাল হয়।

বৃহৎ বৃহৎ শস্য ফ্যাক্টরি পুঁজিবাদী দেশসমূহে শিকড় গাড়ে না। কিন্তু আমাদের হল একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। এই 'সামান্য' পার্থক্যটিকে অতি অবশ্যই উপেক্ষা করলে চলবে না।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, আগে থেকে কতকগুলি জমির খণ্ড না কিনে অথবা জমির পূর্ণ খাজনা না দিয়ে—যা উৎপাদনের খরচ প্রচণ্ডভাবে না বাড়িয়ে পারে না—বৃহৎ বৃহৎ শস্য ফ্যাক্টরি সংগঠিত করা যায় না, কারণ সেখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। পক্ষান্তরে, আমাদের জমির পূর্ণ খাজনা

বিদ্যমান নেই, নেই জমি বেচাকেনা, কেননা আমাদের দেশের জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা নেই যা বৃহৎ বৃহৎ শস্য খামারের বিকাশের পক্ষে অনুকূল অবস্থাসমূহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় না।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে বৃহৎ শস্য খামারগুলির লক্ষ্য হল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা, অথবা সমস্ত অবস্থাতেই এমন মুনাফা অর্জন করা যা মুনাফার তথাকথিত গড় হারের সমান হবে, তা না হলে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, শস্য উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করার কোন উৎসাহ (incentive) থাকবে না। অন্যপক্ষে, আমাদের দেশে বৃহৎ বৃহৎ শস্য খামারগুলি রাষ্ট্র পরিচালনাধীন হওয়ায় সর্বোচ্চ মুনাফারও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই তাদের বিকাশের জন্য মুনাফার গড় হারেরও। সেগুলি একটি সর্বনিম্ন মুনাফায় নিজেদের সীমিত রাখে এবং অনেক সময়ে কোন মুনাফা ব্যতিরেকেই তাদের কাজ চালিয়ে যায়; এটি আবার বৃহৎ বৃহৎ শস্য খামারের বিকাশের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

সর্বশেষে, পুঁজিবাদের আওতায় বড় বড় শস্য খামারগুলি বিশেষ ঋণ সংক্রান্ত বা বিশেষ কর সংক্রান্ত সুবিধাসমূহ উপভোগ করে না, সেখানে সোভিয়েত ব্যবস্থাধীনে—সোভিয়েত প্রথা তো সমাজতান্ত্রিক সেক্টরকে সমর্থন করার জন্যই পরিকল্পিত—এরূপ সুবিধাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকবে।

শ্রদ্ধেয় 'বিজ্ঞান' এসব বিস্মৃত হয়েছিল।

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের (বুখারিন গোষ্ঠীর) নিম্নোক্ত দৃঢ় ঘোষণাসমূহ ধ্বসে পড়েছে এবং ধূলায় পর্যবসিত হয়েছে, যথা:

(ক) কৃষকেরা যৌথ খামারগুলিতে যোগ দেবে না,

(খ) যৌথ খামারগুলির দ্রুততর বিকাশ কেবলমাত্র ব্যাপক অসন্তোষ এবং কৃষক সম্প্রদায় ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটাবে,

(গ) গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের 'রাজপথ' যৌথ খামারগুলি নয়, পরন্তু তা হল সমবায়সমূহ,

(ঘ) যৌথ খামারগুলির বিকাশ এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ দেশকে শস্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করতে পারে।

বুর্জোয়া-উদারনৈতিক অর্থহীন উক্তি হিসেবে সে সব ধ্বসে পড়েছে, ধূলায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রথমতঃ, কৃষকেরা যৌথ খামারগুলিতে যোগদান করছে; যোগদান করছে গ্রামকে গ্রাম, ভোলস্তকে ভোলস্ত, জেলাকে জেলা হিসেবে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক যৌথ খামার সংক্রান্ত আন্দোলন বন্ধনকে দুর্বলতর করছে না, তাকে শক্তিশালী করছে, নতুন উৎপাদন-ভিত্তিতে তাকে স্থাপন করে। এখন এমনকি অন্ধেরাও দেখতে পারে যে, ব্যাপক কৃষকসমাজের প্রধান অংশের ভেতর যদি কোন গুরুতর অসন্তোষ থেকে থাকে, তার কারণ সোভিয়েত সরকারের যৌথ খামার সংক্রান্ত নীতি নয়, তার কারণ হল এই যে, কৃষকদের মেশিন ও ট্রাক্টর সরবরাহ করার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকার যৌথ খামার সংক্রান্ত আন্দোলনের সাথে সমান দ্রুতবেগে চলতে অক্ষম হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ, গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের 'রাজপথ' সম্পর্কে বিতর্ক হল পণ্ডিতী বিতর্ক, যা হল আইকেনওয়াল্ড এবং স্লেপকভ ধরনের তরুণ পেটি-বুর্জোয়া উদারনৈতিকদেরই উপযুক্ত। এটা সুস্পষ্ট যে, যতদিন কোন ব্যাপক যৌথ খামার সংক্রান্ত আন্দোলন ছিল না, ততদিন 'রাজপথ' ছিল সমবায় আন্দোলনের নিম্নতর রূপগুলি—সরবরাহ ও বিক্রির সমবায়সমূহ, কিন্তু যখন সমবায় আন্দোলনের উচ্চতর রূপের—যৌথ খামারের—অভ্যুদয় ঘটল, তখন শেষোক্তটি বিকাশের 'রাজপথ' হয়ে দাঁড়াল।

গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের রাজপথ (উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যতীত) হল লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা, সর্বনিম্ন থেকে (সরবরাহ ও বিক্রির সমবায়গুলি) সর্বোচ্চ (উৎপাদক এবং যৌথ খামার সমবায়গুলি) পর্যন্ত। যৌথ খামারকে সমবায়ের **বিপরীতে রেখে সমতায় করা** হল লেনিনবাদকে উপহাস করা এবং নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে নেওয়া।

চতুর্থতঃ, এখন এমনকি অন্ধেরাও দেখতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ ব্যতীত, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার সংক্রান্ত আন্দোলন ব্যতিরেকে, শস্য-সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা এইসব চূড়ান্ত সাফল্য-গুলি অর্জন করতে পারতাম না অথবা যা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, সেরূপ কোটি কোটি পুড শস্যের একটি জরুরি রিজার্ভ সঞ্চয় করতেও পারতাম না।

অধিকন্তু, এখন আস্থাসহকারে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা যেতে পারে যে, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার সংক্রান্ত আন্দোলনের কল্যাণে আমরা শস্যসংকট থেকে নিশ্চিতভাবে বেরিয়ে আসছি, অথবা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসেছি। আর যদি যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত করা হয়, তাহলে সন্দেহ

করার কোন কারণই নেই যে প্রায় তিন বছর সময়কালের মধ্যে আমাদের দেশ বিশ্বের বৃহত্তম শস্য উৎপাদক না হলেও বৃহত্তম শস্য উৎপাদকদের অন্যতম হবে।

বর্তমানের যৌথ খামার সংক্রান্ত আন্দোলনের **নতুন** বৈশিষ্ট্য কি? বর্তমানের যৌথ খামার সংক্রান্ত আন্দোলনের নতুন এবং চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল এই যে কৃষকরা যৌথ খামারগুলিতে যোগদান করছে ভিন্ন ভিন্ন দলে নয়—যা ছিল আগেকার বৈশিষ্ট্য—যোগ দিচ্ছে সমস্ত গ্রামকে গ্রাম, ভোলস্তকে ভোলস্ত, জেলাকে জেলা এবং এমনকি ওকরুগকে (Okrugs) ওকরুগ।

আর এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে, **মধ্য চাষী যৌথ খামারে যোগ দিচ্ছে**। এবং তাই-ই হল কৃষির বিকাশে মূলগত পরিবর্তন, যা গত বছরে সোভিয়েত সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জিত বস্তুর উপাদান।

ট্রটস্কিবাদের এই মেনশেভিক 'ধারণা' যে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে শ্রমিক-শ্রেণী ব্যাপক কৃষকসমাজের প্রধান অংশের অনুগামিতা অর্জন করতে অক্ষম, তা ধ্বসে পড়ছে এবং টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চূর্ণ হচ্ছে। এখন এমনকি অন্ধেরাও দেখতে পারে যে মাঝারি কৃষক যৌথ খামারের অভিমুখে মোড় ফিরিয়েছে। এখন এটা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে শিল্প ও কৃষির পাঁচসালা পরিকল্পনা হল একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পাঁচসালা পরিকল্পনা, এবং যারা আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করে না, আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানাবার তাদের কোন অধিকারই নেই।

সমস্ত দেশের পুঁজিবাদীগণ, যারা ইউ. এস. এস. আরে পুঁজিবাদ পুনরুজ্জীবিত করার—'ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্র নীতির'—স্বপ্ন দেখছে, তাদের সেই শেষ আশা ধ্বসে পড়ছে, ধূলায় পর্যবসিত হচ্ছে। তারা যে কৃষকদের পুঁজিবাদের জন্য জমি উর্বর করার বস্তু হিসেবে মনে করত, সেই কৃষকেরা দলবদ্ধভাবে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির' প্রশংসিত পতাকা পরিত্যাগ করে যৌথবাদ ও সমাজতন্ত্রের লাইনে চলে যাচ্ছে। পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের শেষ আশা ধ্বসে পড়ছে।

বলতে গেলে এটাই অগ্রসরমাণ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুরানো জগতের সমস্ত শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য আমাদের দেশের পুঁজিবাদী অংশসমূহের বেপরোয়া কঠোর প্রচেষ্টাগুলিকে ব্যাখ্যা করে—যে প্রচেষ্টাগুলি শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর করছে। পুঁজি সমাজতন্ত্রে 'পরিণত হতে' চায় না।

এটা আরও বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড চিৎকারকে ব্যাখ্যা করে যে চিৎকার সম্প্রতি তীব্রতর করেছে পুঁজির পাহারাদার-কুকুরেরা, তীব্রতর করেছে স্ত্রুভে এবং হেসেনরা, মিলিউকভ এবং কেরেনস্কিরা, দান এবং আব্রামোভিকরা আর তাদের মতো লোকেরা। পুঁজিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার শেষ আশা-ভরসা উবে যাচ্ছে—এটা অবশ্য তাদের পক্ষে তামাসার ব্যাপার নয়।

আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের এই প্রচণ্ড ক্রোধ এবং পুঁজির ভৃত্যদের এই উন্মত্ত গর্জনের আর কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে এই ঘটনা ছাড়া যে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কাযের সর্বাপেক্ষা দুরূহ ফ্রন্টে আমাদের পার্টি প্রকৃতপক্ষে একটি চূড়ান্ত বিজয়লাভ করেছে?

লেনিন বলেছেন, জমির সাধারণ, যৌথ, সমবায় এবং আর্টেল চাষের (আর্টেল—এতে উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলিকেই শুধু সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা যায়—অনুবাদক) সুবিধাগুলি কৃষকদের দেখাতে শুধু যদি আমরা কাযক্ষেত্রে সফল হই, সমবায়, আর্টেল চাষের দ্বারা শুধু যদি আমরা কৃষকদের সাহায্য করায় সফলতালাভ করি, তাহলে শ্রমিক-শ্রেণী, যার হাতে রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা, এই শ্রেণী কৃষকদের কাছে তার নীতির সঠিকতা প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ করবে এবং বিরাট ব্যাপক কৃষক-সমাজের প্রকৃত এবং স্থায়ী অনুগামিতা সে সত্যসত্যই অর্জন করবে' (**রচনাবলী**, ২৪তম খণ্ড)।

এইভাবেই লেনিন বিরাট ব্যাপক কৃষকসমাজকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে জয় করে আনার, কৃষকদের যৌথ খামার বিকাশিত করার লাইনে বদলাবার উপায়-সমূহের প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছিলেন।

গত বছরটি দেখিয়েছে যে, আমাদের পার্টি সফলতার সঙ্গে এই কর্তব্যকাজের মোকাবিলা করছে এবং তার পথের প্রতিটি বাধাকে দৃঢ়ভাবে অতিক্রম করছে।

লেনিন বলেছেন, 'কমিউনিস্ট সমাজে মধ্য চাষীরা আমাদের পক্ষে আসবে শুধুমাত্র তখনই যখন আমরা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কঠোরতা উপশম এবং উন্নতি সাধন করাব। আগামীকাল যদি আমরা তাদের এক লক্ষ প্রথম শ্রেণীর ট্রাক্টর সরবরাহ করতে পারতাম, তাদের জ্বালানি ও চালক দিতে পারতাম (আপনারা ভালভাবেই জানেন যে, বর্তমানে তা হল একটি অলীক কল্পনা), তাহলে মধ্য চাষী বলত: "আমি কম্যুনিয়ার পক্ষে" (অর্থাৎ কমিউনিজমের পক্ষে)। কিন্তু তা করতে গেলে আমাদের অতি

অবশ্যই প্রথমে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের পরাজিত করতে হবে, এই সমস্ত ট্রাক্টর দেবার জন্য তাদের বাধ্য করতে হবে, অথবা আমাদের উৎপাদনশীলতা এমনভাবে বিকশিত করতে হবে যাতে, আমরা নিজেরাই তাদের এসব দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। এই প্রশ্নটিকে সমাধানের এটিই হল একমাত্র সঠিক পদ্ধতি' (রচনাবলী, ২৪তম খণ্ড)।

এইভাবে লেনিন মধ্য চাষীকে প্রযুক্তিকৌশলে পুনঃসজ্জিত করা, তাকে কমিউনিজমের পক্ষে জিতে আনার উপায়সমূহের প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছিলেন।

গত বছরটি দেখিয়েছে যে, পার্টি এই কাজেরও সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। আমরা জানি, আগামী বছর, ১৯৩০ সালের বসন্তকাল নাগাদ আমাদের মাঠে ৬০,০০০-এর বেশি ট্রাক্টর নামবে, এক বছর বাদে নামবে ১০০,০০০-এর বেশি ট্রাক্টর, এবং তা থেকে দু'বছর পরে নামবে ২৫০,০০০-এর বেশি ট্রাক্টর। কয়েক বছর আগে যাকে 'অলীক কল্পনা' বলে গণ্য করা হতো, আমরা এখন তাকে সম্পাদন করতে, এমনকি ছাপিয়ে যেতেও সক্ষম।

আর সেইজন্য মধ্য চাষী এখন 'কম্যুনিয়ার' দিকে ঝুঁকেছে।

পার্টির তৃতীয় অর্জিত বস্তু সম্পর্কে এরূপই হল পরিস্থিতি।

গত বছরে আমাদের পার্টির মৌলিক অর্জিত বস্তুগুলি হল এই।

সিদ্ধান্তসমূহ

আমরা শিল্পায়নের পথে পুরোদমে সামনের দিকে এগোচ্ছি—যুগ-যুগান্তের পুরানো 'রুশীয়' পশ্চাৎপদতা পেছনে ফেলে, সমাজতন্ত্রের দিকে।

আমাদের দেশ একটি ধাতুর, অটোমোবাইলের, ট্রাক্টরের দেশ হয়ে উঠছে।

এবং যখন আমরা ইউ. এস. এস. আরকে একটি অটোমোবাইলের উপর এবং মুঝিককে (রুশ কৃষক—অনুবাদক) ট্রাক্টরের উপর চাপিয়েছি, তখন গুণবান পুঁজিপতিরা, যারা তাদের 'সভ্যতা' সম্পর্কে এত গর্ব করে, তারা আমাদের ধরে ফেলে যেন! আমাদের দেখতে হবে তখন কোন্ কোন্ দেশ পশ্চাৎপদ এবং কোন্ কোন্ দেশ উন্নত বলে পরিগণিত হবে।

৩রা নভেম্বর, ১৯২৩

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫৯
৭ই নভেম্বর, ১৯২৯
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

বিশেষ দূর প্রাচ্য বাহিনীর[১৪] মুখপত্র 'ত্রেভোগা' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বোর্ডের নিকট

বিশেষ দূর প্রাচ্য বাহিনীর সৈন্যগণ ও কম্যাণ্ডাররা, যাঁরা চীনা জমিদার ও পুঁজিপতিদের অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অক্টোবর বিপ্লবের অধিকার ও স্বার্থসমূহ উর্ধ্বে তুলে ধরছেন, তাঁদের প্রতি সৌভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চীনা প্রতিবিপ্লবীদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখুন, প্রতিটি আঘাতের জবাব দিন চূর্ণকারী আঘাত দিয়ে, আর জমিদারী ও পুঁজিবাদী জোয়াল ভেঙে গুড়িয়ে দেবার জন্য এইভাবে চীনদেশে আমাদের ভাইদের—চীনা শ্রমিক ও কৃষকদের সাহায্য করুন।

মনে রাখুন এই উৎসবের দিনে ইউ. এস. এস. আরের বিরাট ব্যাপক মেহনতী জনগণ সস্নেহে আপনাদের স্মরণ করছে, আপনাদের সঙ্গে একত্রে মহান বার্ষিকীদিনের উৎসব পালন করছে ও বিশেষ দূর প্রাচ্য বাহিনীর সাফল্যসমূহে আপনাদের আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণ করছে।

অক্টোবর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

বিশেষ দূর প্রাচ্য বাহিনী দীর্ঘজীবী হোক!

চীনের শ্রমিক ও কৃষকেরা দীর্ঘজীবী হোক!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫৯

৭ই নভেম্বর, ১৯২৯

একটি প্রয়োজনীয় সংশোধন

প্রাভদা, তার ১৬ই ডিসেম্বরের ২৯৬ নং সংখ্যায় (তার 'পার্টির বিষয়াবলী' অধ্যায়ে) একটি স্বাক্ষরবিহীন প্রবন্ধ ছেপেছে যার শিরোনামা হল, **'বিভ্রান্তি কি অবশ্যই থাকবে ?'** প্রবন্ধটিতে **'লেনিনবাদের উপর ভূমিকাস্বরূপ রচনা'** নামক **'কমসোমোলস্কায়া প্রাভদার'**[15] একটি প্রবন্ধের বক্তব্যসমূহের সমালোচনা রয়েছে, যে প্রবন্ধটিতে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের ফাটলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থাসমূহের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে।

সমালোচিত প্রবন্ধটি থেকে লেখক নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন: 'লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল **দুর্বলতম**, সেখানেই বিপ্লব আরম্ভ হয়।' তিনি আরও এই অনুচ্ছেদের সঙ্গে বুখারিনের **উত্তরণ-কালীন অর্থনীতি** পুস্তকের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদের **সমীকরণ করেছেন:** 'পুঁজিবাদী বিশ্ব প্রথার ধ্বসে-পড়া **দুর্বলতম জাতীয়-অর্থ নৈতিক প্রথাগুলির** সঙ্গেই শুরু হয়েছিল।' তারপর লেখক বুখারিনের বই-এর অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে পরিচালিত লেনিনের সমালোচনামূলক মন্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করেন এবং এই সিদ্ধান্ত টানেন যে **'লেনিনবাদের উপর ভূমিকাস্বরূপ রচনা'** নামক **কমসোমোল-স্কায়া প্রাভদার** প্রবন্ধটি বুখারিনের ভুলের অনুরূপ ভুলের অপরাধে অপরাধী।

আমার মনে হয়, **'বিভ্রান্তি কি অবশ্যই থাকবে ?'** প্রবন্ধটির লেখক ভুল করছেন। কোন অবস্থাতেই 'যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল দুর্বলতম, সেখানেই বিপ্লব আরম্ভ হয়' তত্ত্বটির সঙ্গে 'যেখানে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রথা হল দুর্বলতম, সেখানে বিপ্লব ঘটে', বুখারিনের এই তত্ত্বের **সমীকরণ করা চলে** না। কেন? কারণ যেখানে প্রথম তত্ত্বটি সাম্রাজ্যবাদী শৃংখলের দুর্বলতার কথা বলছে—**যা ভাঙতে হবে**—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দুর্বলতার কথা বলছে, সেখানে বুখারিন সেই দেশটির জাতীয়-অর্থনৈতিক প্রথার দুর্বলতার কথা বলছেন, **যাকে** (দেশটিকে) সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল **ভাঙতে হবে, অর্থাৎ** সাম্রাজ্যবাদ-**বিরোধী** শক্তিগুলির দুর্বলতার কথা বলছেন। তত্ত্ব দুটি কোন-মতেই এক বস্তু নয়। তার চেয়ে আরও কিছু বেশি, এই দুটি তত্ত্ব পরস্পর-বিরোধী।

বুখারিনের তত্ত্ব অনুসারে, যেখানে জাতীয়-অর্থনৈতিক প্রথা দুর্বলতম, সেখানেই সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্ট ভেঙে পড়ে। অবশ্যই এটা অসত্য। এটা যদি সত্য হতো, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব রুশদেশে শুরু হতো না, শুরু হতো মধ্য আফ্রিকার কোথাও। সে যাই হোক, **'লেনিনবাদের উপর ভূমিকা-স্বরূপ রচনা'** যা বলে তা হল বুখারিনের তত্ত্বের **ঠিক বিপরীত,** অর্থাৎ যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল দুর্বলতম সেখানে তা ভেঙে পড়ে। আর এটাই সম্পূর্ণ সত্য। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শিকল কোন বিশেষ দেশে ভেঙে পড়ে ঠিক এই জন্যই যে, সেই দেশটিতেই এটি (শিকলটি) সেই বিশেষ মুহূর্তে **দুর্বলতম।** তা না হলে শিকলটি ভাঙত না। অন্যথায়, লেনিনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে মেনশেভিকরা সঠিক হতো।

এবং একটি বিশেষ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শৃংখলের দুর্বলতা কি নির্ধারিত করে? নির্ধারিত করে সেই দেশে শিল্পবিকাশ এবং সাংস্কৃতিক স্তরের কোন একটি সর্বনিম্ন অবস্থার অস্তিত্ব। নির্ধারিত করে সেই দেশে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর কোন ন্যূনতম সংখ্যার অস্তিত্ব। নির্ধারিত করে সেই দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিক অগ্রবাহিনীর বৈপ্লবিক নীতি ও মনোভাব। নির্ধারিত করে সেই দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একটি বৃহদায়তন ও স্থায়ী মিত্রের (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষকসমাজ) অস্তিত্ব—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রামে যে মিত্র শ্রমিকশ্রেণীর অনুগামী হতে সক্ষম। তাই, প্রয়োজন সেই সমস্ত অবস্থার সংযুক্তি যা সেই দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিচ্ছিন্নতা এবং উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

'বিভ্রান্তি কি অবশ্যই থাকবে?' প্রবন্ধের লেখক সুস্পষ্টভাবে দুটি **সম্পূর্ণরূপে পৃথক জিনিসকে** গুলিয়ে ফেলেছেন।

বস্তুতঃ—বিভ্রান্তি কি অবশ্যই থাকবে?

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯৮

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

কমরেড স্তালিনের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে যে-সমস্ত সংগঠন ও কমরেড তাঁকে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি

যে শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব ধ্যানধারণায় ও প্রতিমূর্তিতে আমাকে ধারণ ও লালন-পালন করেছিল, আপনাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সেই শ্রেণীর মহান পার্টির সম্মানে প্রদত্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি। এবং ঠিক যেহেতু আমাদের মহিমান্বিত লেনিনবাদী পার্টির সম্মানে প্রদত্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি, সেজন্য আপনাদেরকে আমার বলশেভিক ধন্যবাদ দিতে আমি সাহস করছি।

কমরেডগণ, আপনাদের এতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে ভবিষ্যতেও শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্যসাধনে, প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং বিশ্ব সাম্যবাদের লক্ষ্য সাধনে আমি আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত দক্ষতা, এবং প্রয়োজন হলে আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু উৎসর্গ করতে আমি প্রস্তুত।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহ,

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৩০২

২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৯

ইউ. এস. এস. আরে কৃষি সংক্রান্ত নীতির প্রশ্নগুলি সম্পর্কে

(কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে মার্কসবাদী ছাত্রদের সম্মেলনে
প্রদত্ত ভাষণ, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২৯) ১৬

কমরেডগণ, বর্তমান সময়ে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ঘটনা হল,—যা সার্বজনীন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে—যৌথ খামার আন্দোলনের প্রচণ্ড অগ্রগতি।

বর্তমানের যৌথ খামার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল, যৌথ খামারগুলিতে শুধু গরিব কৃষকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোষ্ঠীই যোগদান করছে না—এ পর্যন্ত যেমনটি হয়ে এসেছে—ব্যাপক হারে মাঝারি কৃষকেরাও সে-সবে যোগ দিচ্ছে। এর অর্থ হল, মেহনতী কৃষকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সেকশনের আন্দোলন থেকে, যৌথ খামার আন্দোলন কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক লক্ষ লক্ষ কৃষক সাধারণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, এটি প্রচণ্ডভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে যে যৌথ খামার আন্দোলন—যা একটি শক্তিশালী ও জায়মান **কুলাক-বিরোধী** তুষারপাতের ন্যায় প্রচণ্ড আন্দোলনের চরিত্র ধারণ করেছে—তার পথ থেকে কুলাকদের প্রতিরোধ ঝেঁটিয়ে অপসারণ করছে, কুলাকশ্রেণীকে চূর্ণবিচূর্ণ করছে এবং গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পথ প্রস্তুত করছে।

কিন্তু যেখানে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে অর্জিত **ব্যবহারিক** সাফল্যগুলি সম্পর্কে আমাদের গর্ব করার যুক্তি রয়েছে, সেখানে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এবং বিশেষভাবে কৃষিক্ষেত্রে, আমাদের **তাত্ত্বিক** কাজকর্ম সম্পর্কে তা বলা যেতে পারে না। অধিকন্তু, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাত্ত্বিক চিন্তা ব্যবহারিক সাফল্যগুলির সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছে না এবং ব্যবহারিক সাফল্যসমূহ ও তাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশের মধ্যে কিছুটা ফারাক রয়েছে। কিন্তু এটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় যে তাত্ত্বিক কাজকর্ম ব্যবহারিক কাজের সাথে শুধু সমান তালেই চলবে না, তা ব্যবহারিক কাজের পুরোবর্তীও থাকবে এবং সমাজতন্ত্রের জয়ের জন্য আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্মে রত কর্মীদের সংগ্রামে তাদের সজ্জিতও করবে।

তত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে আমি বেশি কিছু বলব না। তত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনারা ভালভাবেই অবগত আছেন। আপনারা জানেন, তত্ত্ব যদি সঠিক তত্ত্ব হয়, তাহলে তা ব্যবহারিক কাজকর্মে রত কর্মীদের দেয় দিক্-স্থিতি নির্ণয়ের ক্ষমতা, পরিপ্রেক্ষিতের স্পষ্টতা, তাদের কাজের উপর বিশ্বাস এবং তাদের লক্ষ্যের বিজয়লাভ সম্পর্কে আস্থা। আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে এ সবই হল, এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তা হবে, প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল, ঠিকঠিক এই ক্ষেত্রে, আমাদের অর্থনীতির প্রশ্নগুলির আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা পেছনে পড়তে আরম্ভ করেছি।

অন্য আর কিভাবে আমরা এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারি যে আমাদের দেশে, আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে, আমাদের অর্থনীতির প্রশ্নসমূহের উপর বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া তত্ত্বগুলি এখনো প্রচলিত রয়েছে? কিভাবে আমরা এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারি যে এই সমস্ত তত্ত্ব এবং হবুতত্ত্বগুলি এখনো যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে না? কিভাবে আমরা এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারি যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতির কতকগুলি মৌলিক তত্ত্ব, যে সব হল বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া তত্ত্বগুলির সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রতিষেধক, সেগুলি ভুলে যাবার উপক্রম হয়েছে, সেগুলিকে আমাদের পত্রপত্রিকায় জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে না এবং কোনও কারণে সেগুলিকে পাদপ্রদীপের সামনে রাখা হচ্ছে না? এটা উপলব্ধি করা কি শক্ত যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে বুর্জোয়া তত্ত্বগুলির বিরুদ্ধে যদি অদম্য তীব্রতাপূর্ণ সংগ্রাম চালু করা না হয় তাহলে আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের উপর সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করা অসম্ভব হবে?

নতুন বাস্তব অভিজ্ঞতা উত্তরণমূলক সময়কালের অর্থনীতির সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটাচ্ছে। নেপের, শ্রেণীসমূহের, গঠন-কার্যের হারের, কৃষকসমাজের সঙ্গে বন্ধনের, পার্টির নীতির প্রশ্নগুলি এখন নতুন ধরনে উপস্থাপিত হচ্ছে। আমাদের যদি বাস্তব অবস্থার পেছনে পড়ে থাকতে না হয়, তাহলে নতুন পরিস্থিতির আলোকে এই সমস্ত সমস্যার উপর আমাদের অবিলম্বে অবশ্যই কাজ শুরু করতে হবে। আমরা যদি এটা না করি, তাহলে যে বুর্জোয়া তত্ত্বগুলি আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের কর্মীদের মাথার মধ্যে ঠেসে ঠেসে আবর্জনা ভরে দিচ্ছে, সেগুলিকে পরাভূত করা অসম্ভব হবে। আমরা যদি এটা না করি তাহলে এই যে বুর্জোয়া তত্ত্বগুলি দুর্ধর্ষ সংস্কারের

পরিণত হচ্ছে তাদের সমূলে উৎপাটিত করা অসম্ভব হবে। কেননা তত্ত্বের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কারগুলির সাথে লড়াই করেই একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিকে সংহত করা সম্ভব।

যে সমস্ত বুর্জোয়া সংস্কারকে তত্ত্ব বলা হয়, তাদের অন্তত: কতকগুলির চরিত্র আমি এখন বর্ণনা করতে এবং আমাদের গঠনকাযের কতকগুলি মূল সমস্যার আলোকে আমি সেগুলির ত্রুটি ও অগভীরতা বিশ্লেষণ করতে চাই।

১। 'ভারসাম্যের' তত্ত্ব

আপনারা নিশ্চিতরূপে জানেন যে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সেক্টরসমূহের মধ্যে 'ভারসাম্যের' তথাকথিত তত্ত্ব এখনো কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অবশ্য এই তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের শিবিরের কতকগুলি লোক দ্বারা প্রচারিত হচ্ছে।

তত্ত্বটি ধরে নেয় যে, প্রথমত: আমাদের আছে একটি সমাজতান্ত্রিক সেক্টর—এটা যেন একটা কক্ষ—এবং এর সাথে আছে আর একটি অসমাজতান্ত্রিক সেক্টর—যদি চান তাকে পুঁজিবাদী সেক্টরও বলতে পারেন—এটা হল আর একটি কক্ষ। এই দুটি কক্ষ রয়েছে পৃথক পৃথক লাইনের উপর এবং পরস্পরকে স্পর্শ না করে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধে সামনের দিকে হড়কিয়ে চলে। জ্যামিতি শেখায় যে সমান্তরাল রেখাগুলি মেশে না। কিন্তু এই অসাধারণ তত্ত্বের উদ্ভাবকেরা বিশ্বাস করেন যে এই সমস্ত সমান্তরাল লাইনগুলি পরিণামে মিশে যাবে এবং যখন তারা মিশে যাবে, তখন আমরা সমাজতন্ত্র অর্জন করব। এই তত্ত্ব এই ঘটনাটি দেখেও দেখে না যে এই সমস্ত তথাকথিত 'কক্ষের' পেছনে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং তাদের গতি সংঘটিত হয় প্রচণ্ড শ্রেণী সংগ্রামের, জীবন-মরণ সংগ্রামের পথে—এই সংগ্রাম ঘটে 'কে কাকে হারাবে?' এই নীতির ভিত্তিতে।

এটা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে, এই তত্ত্বের সঙ্গে লেনিনবাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এটা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে, বাস্তবক্ষেত্রে, এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত কৃষক-চাষবাসের নীতি ও মনোভাবকে রক্ষা করা, যৌথ খামারগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কুলাক অংশগুলিকে একটি 'নতুন' তাত্ত্বিক অস্ত্রে সজ্জিত করা এবং যৌথ খামারগুলির অপযশ করা।

তৎসত্ত্বেও, এই তত্ত্বটি আমাদের পত্রপত্রিকায় এখনো চালু রয়েছে। আর এটা বলা যেতে পারে না যে এটি আমাদের তত্ত্ববিদ্‌দের কাছ থেকে কোন গুরুতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে—একেবারে ধরাশায়ী করা প্রতিরোধের কথা তো দূরের ব্যাপার।

আর, তাছাড়া যা কিছু প্রয়োজন তা হল, কোন চিহ্ন না রেখে ভারসাম্যের তত্ত্বটি নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে, মার্কসবাদের ভাণ্ডার থেকে পুনরুৎপাদনের তত্ত্ব নিয়ে সেক্টরগুলির ভারসাম্যের তত্ত্বের বিরুদ্ধে স্থাপন করা। বস্তুতঃ, উৎপাদনের মার্কসবাদী তত্ত্ব শেখায় যে, বছরের পর বছরে সঞ্চয় না করে আধুনিক সমাজের অগ্রগতি ঘটতে পারে না এবং সঞ্চয় অসম্ভব হয় যদি না বছরের পর পর পুনরুৎ-পাদনের সম্প্রসারণ হয়। এটা স্পষ্ট ও বোধগম্য। আমাদের বৃহদায়তন, কেন্দ্রায়িত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অগ্রগতি ঘটছে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী, কারণ বছর থেকে বছরে এই শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার রয়েছে সঞ্চয় এবং তা বিরাট পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের বৃহদায়তন শিল্প আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পুরোটা নয়। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র চাষী ভিত্তিক অর্থনীতি এখনো জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাধান্যপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আমরা কি বলতে পারি যে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের নীতি অনুযায়ী আমাদের ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে? না, আমরা তা পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র চাষী ভিত্তিক অর্থনীতির বেশির ভাগের যে কোন বাৎসরিক সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন নেই, শুধু তাই নয়, পক্ষান্তরে তা এমনকি সহজ পুনরুৎপাদন অর্জন করতেও কদাচিৎ সক্ষম হয়। আমরা কি আমাদের সমাজীকৃত শিল্পকে দ্রুততর গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যদি কিনা আমাদের থাকে ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক অর্থনীতির ন্যায় একটি কৃষি সংক্রান্ত ভিত্তি, যা সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনে সক্ষম নয় এবং, অধিকন্তু, যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এখনো প্রাধান্যপূর্ণ স্থান দখল করে আছে? না, আমরা তা পারি না। কোন দীর্ঘ সময় ধরে দুটি পৃথক পৃথক ভিত্তির উপর সোভিয়েতের ক্ষমতা এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য কি অবস্থান করতে পারে: সর্বাধিক বৃহদায়তন এবং কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের এবং সর্বাধিক বিচ্ছিন্ন এবং পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র-পণ্য কৃষক অর্থনীতির উপর? না, তারা তা পারে না। আগে বা পরে তা সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পুরোদস্তুর ধ্বসে-পড়ায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হবে।

তাহলে বের হবার রাস্তা কি? বের হবার রাস্তা নিহিত আছে কৃষিকে বৃহদায়তন করার মধ্যে, কৃষি যাতে সঞ্চয় ঘটাতে সমর্থ হয় তার মধ্যে, সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের মধ্যে এবং এইভাবে জাতীয় অর্থনীতির কৃষি সংক্রান্ত ভিত্তি পরিবর্তন করার মধ্যে।

কিন্তু কিভাবে কৃষিকে বৃহদায়তন করা যাবে?

এটা করার দুটি পথ আছে। একটি পথ হল ধনতান্ত্রিক পথ, যাতে কৃষিতে পুঁজিবাদ স্থাপন করে কৃষিকে বৃহদায়তন করতে হয়—এই পথে চললে কৃষকসমাজ দারিদ্র্য-পীড়িত হয় এবং কৃষিতে পুঁজিবাদী কৃষি সংস্থাগুলি বিকশিত হয়। সোভিয়েত অর্থনীতির সঙ্গে বেমানান বলে আমরা এই পথকে বাতিল করি।

আর একটা পথ আছে: সমাজতান্ত্রিক পথ, যা হল কৃষিতে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলি প্রবর্তন করার পথ—এই পথে খুদে কৃষক-খামারগুলিকে বৃহৎ বৃহৎ যৌথ খামারগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা হয়; এই যৌথ খামারগুলিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং চাষবাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় আর এগুলি আরও বিকশিত হতে সক্ষম, কেননা এরূপ খামারসমূহ সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন অর্জন করতে পারে।

এবং তাই, প্রশ্নটি গিয়ে দাঁড়ায় এইভাবে: এই পথে না হয় অন্য পথে, হয় পশ্চাদভিমুখে—পুঁজিবাদে, না হয় অগ্রাভিমুখে—সমাজতন্ত্রে। এ ছাড়া কোন তৃতীয় পথ নেই, থাকতে পারে না।

'ভারসাম্যের' তত্ত্ব হল একটি তৃতীয় পথ নির্দেশিত করার প্রচেষ্টা। এবং ঠিক যেহেতু এই তত্ত্বের ভিত্তি একটি তৃতীয় (অ-বিদ্যমান) পথের উপর রচিত, সেইহেতু এটা কাল্পনিক ও মার্কসবাদ-বিরোধী।

তাহলে, আপনারা দেখছেন, কোন চিহ্ন না রেখে 'ভারসাম্যের' তত্ত্বকে নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন তা হল এই তত্ত্বের বিপরীতে মার্কসের পুনরুৎপাদনের তত্ত্বকে স্থাপিত করা।

তাহলে, কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অনুধাবনরত আমাদের মার্কসবাদী ছাত্রেরা এটা করেন না কেন? এটা কার স্বার্থে যে আমাদের পত্রপত্রিকায় 'ভারসাম্যের' এই উপহাসাস্পদ তত্ত্ব প্রকাশিত হবে, অথচ পুনরুৎপাদনের মার্কসবাদী তত্ত্বকে রাখা হবে লুকিয়ে?

২। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে 'স্বতঃস্ফূর্ততার' তত্ত্ব

রাজনৈতিক অর্থনীতির দ্বিতীয় সংস্কার, তত্ত্বের দ্বিতীয় বুর্জোয়া নমুনাটি এখন আলোচনা করা যাক। আমার মনে রয়েছে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে 'স্বতস্ফূর্ততার' তত্ত্ব—মার্কসবাদের সঙ্গে এই তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু এরই পক্ষে আমাদের দক্ষিণপন্থী শিবিরের কমরেডরা গভীর উৎসাহের সঙ্গে ওকালতি করছেন।

এই তত্ত্বের উদ্ভাবকেরা মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে জোর দেন। এমন একটা সময় ছিল যখন পুঁজিবাদ আমাদের দেশে বিদ্যমান ছিল, শিল্প বিকশিত হতো পুঁজিবাদী ভিত্তিতে এবং গ্রামাঞ্চল পুঁজিবাদী শহরকে অনুসরণ করত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আপনা থেকেই, আর পুঁজিবাদী শহরের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হতো। যেহেতু পুঁজিবাদের অধীনে **সেই রকমটি** ঘটছে, সেইহেতু সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধীনে ঠিক একই জিনিস কেন তুল্যরূপে ঘটবে না? গ্রামাঞ্চল, ক্ষুদ্র চাষী ভিত্তিক চাষবাস সমাজতান্ত্রিক শহরের প্রতিমূর্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপান্তরিত হয়ে কেন সমাজতান্ত্রিক শহরকে আপনা থেকেই অনুসরণ করবে না? এই সমস্ত যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে এই তত্ত্বের উদ্ভাবকেরা দৃঢ়রূপে বলেন যে, গ্রামাঞ্চল সমাজতান্ত্রিক শহরকে আপনা থেকেই অনুসরণ করতে পারে। সুতরাং, প্রশ্ন ওঠে: রাষ্ট্রীয় খামার এবং যৌথ খামারসমূহ সংগঠিত করায় মাথাব্যথা করা কি আমাদের পক্ষে লাভজনক, যাই ঘটুক না কেন যদি গ্রামাঞ্চল সমাজতান্ত্রিক শহরকে অনুসরণ করতে পারে, তাহলে এ নিয়ে লড়াই-এর মাঠে নেমে পড়া কি আমাদের পক্ষে লাভজনক?

এখানে আপনারা আর একটি তত্ত্ব পাচ্ছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে যা গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদী অংশসমূহকে যৌথ খামারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে একটি নতুন অস্ত্র সরবরাহ করতে চায়।

এই তত্ত্বের মার্কসবাদ-বিরোধী চরিত্র সমস্ত সন্দেহের অতীত।

এটা কি বিস্ময়কর নয় যে আমাদের তত্ত্ববিদেরা এই অদ্ভুত তত্ত্বটি, যা আমাদের ব্যবহারিক কাজে রত যৌথ খামার-কর্মীদের মাথার মধ্যে ঠেলে ঠেলে আবর্জনা পুরে দিচ্ছে—তার বেলুন ফাটিয়ে দেবার জন্য এখনো কোন কষ্ট স্বীকার করেননি?

কোন সন্দেহ নেই যে ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যবাদী গ্রামাঞ্চলের সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক শহরের নেতৃত্ব প্রদানকারী ভূমিকা হল বিরাট এবং অপরিমেয়

মূল্যের। বস্তুতঃ এর উপরেই কৃষিকে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে শিল্পের ভূমিকার ভিত্তি স্থাপিত। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক গ্রামাঞ্চলকে আপনা থেকেই শহরকে অনুসরণ করাতে এই উপাদান কি যথেষ্ট? না, তা যথেষ্ট নয়।

পুঁজিবাদের অধীনে গ্রামাঞ্চল আপনা থেকেই শহরকে অনুসরণ করে এইজন্য যে, শহরের পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কৃষকের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পণ্য-ভিত্তিক অর্থনীতি হল মূলগতভাবে **একই ধরনের** অর্থনীতি। অবশ্য, ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক অর্থনীতি এখনো পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়। কিন্তু তা, মূলগত-ভাবে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমবৈশিষ্ট্যের অর্থনীতি, কেননা তার ভিত্তি উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার উপর রচিত। লেনিন হাজারবার সঠিক ছিলেন, যখন তিনি বুখারিনের **উত্তরণকালীন অর্থনীতির** উপর তাঁর মন্তব্যসমূহে তিনি 'শ্রমিকশ্রেণীর **সমাজতান্ত্রিক** প্রবণতার'[১৭] তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যে 'কৃষকসমাজের পণ্যদ্রব্য-**পুঁজিবাদী** প্রবণতার' উল্লেখ করেন (মোটা হরফ লেনিনের)। এটাই ব্যাখ্যা করে কেন 'খুদে উৎপাদন পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াদের অবিরত, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং ব্যাপক হারে জন্ম দেয়'[১৮] (লেনিন)।

এটা কি বলা সম্ভব যে মূলগতভাবে ক্ষুদ্র পণ্য-ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি শহরগুলির সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে একই ধরনের অর্থনীতি? স্পষ্টতঃ, মার্কসবাদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে এরূপ বলা অসম্ভব। নচেৎ লেনিন বলতেন না, 'যতদিন পর্যন্ত আমরা ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক দেশে বাস করছি, ততদিন রাশিয়ায় সাম্যবাদের তুলনায় পুঁজিবাদের পক্ষে নিশ্চিততর অর্থ-নৈতিক ভিত্তি থাকছে।'[১৯]

সুতরাং, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে 'স্বতঃস্ফূর্ততার' তত্ত্ব হল একটি পচাগলা, লেনিনবাদ-বিরোধী তত্ত্ব।

সুতরাং, যাতে ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক গ্রামাঞ্চল সমাজতান্ত্রিক শহরকে অনুসরণ করতে পারে, তারজন্য **প্রয়োজন**—অন্য কিছু বাদ দিলেও—সমাজতন্ত্রের ভিত্তিসমূহ হিসেবে রাষ্ট্রীয় খামার এবং যৌথ খামারগুলির আকারে বৃহৎ বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক খামারগুলি **প্রবর্তন করা,** যেগুলি—সমাজতান্ত্রিক শহরের নেতৃত্বে—কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক সাধারণের **নেতৃত্ব গ্রহণ করতে** সক্ষম হবে।

সেইহেতু, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে 'স্বতঃস্ফূর্ততার' তত্ত্ব হল একটি মার্কসবাদ বিরোধী তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক শহর ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক গ্রামাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিতে পারে শুধুমাত্র যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি প্রবর্তন করে এবং একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গ্রামাঞ্চলকে রূপান্তরিত করে।

এটা বিস্ময়কর যে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে স্বতঃস্ফূর্ততার' মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্ব এ পর্যন্ত আমাদের কৃষি তত্ত্ববিদদের কাছ থেকে যথাযথ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি।

৩। ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক চাষবাসের 'স্থিতিশীলতার' তত্ত্ব

রাজনৈতিক অর্থনীতির দ্বিতীয় সংস্কার, ক্ষুদ্র চাষী ভিত্তিক চাষবাসের 'স্থিতিশীলতার' তত্ত্বটি এখন আলোচনা করা যাক। সকলেই বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির এই যুক্তির সঙ্গে পরিচিত যে, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উপর বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলি সম্পর্কে সুপরিচিত মার্কসীয় তত্ত্ব একমাত্র শিল্প সম্পর্কে প্রয়োগসাধ্য, কৃষি সম্পর্কে নয়। ডেভিড ও হাজের মতো সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক তত্ত্ববদেরা, যাঁরা এই তত্ত্বের পক্ষে ওকালতি করেন, তাঁরা এই ঘটনার উপর 'তাঁদের যুক্তি খাড়া করার' চেষ্টা করেছেন যে, ক্ষুদ্র চাষী হল সহনশীল, দীর্ঘকাল ধরে ধৈর্যশীল, যদি সে শুধুমাত্র তার ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড আঁকড়ে থাকতে পারে তাহলে সে যে-কোন অভাব সহ্য করতে প্রস্তুত এবং এর ফলে কৃষিতে বৃহদায়তন অর্থনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষুদ্র চাষী ভিত্তিক অর্থনীতি স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে।

এটা উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে এরূপ 'স্থিতিশীলতা' যে-কোন অ-স্থিতিশীলতার চেয়ে মন্দতর। এটা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে এই মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্বের একটিই মাত্র লক্ষ্য রয়েছে: পুঁজিবাদী প্রথা যা বিরাট ব্যাপক ক্ষুদ্র কৃষকদের ধ্বংস করে তাকে প্রশংসা করা ও শক্তিশালী করা। আর ঠিক যেহেতু এই তত্ত্ব এই লক্ষ্যটিকে অনুসরণ করে, সেইহেতু এটিকে চূর্ণ করতে মার্কসবাদীদের পক্ষে এত সহজ হয়েছে।

কিন্তু ঠিক এখনই আলোচ্য বিষয় তা নয়। আলোচ্য বিষয় হল এই যে, আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্ম, আমাদের বাস্তবতা এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে নতুন নতুন যুক্তি জুগিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের তত্ত্ববিদেরা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে এই নতুন হাতিয়ারটিকে ব্যবহার করেন না, বা

করতে পারেন না। আমার মনে রয়েছে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করা, জমির জাতীয়করণ করার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহারিক কাজ, মনে রয়েছে আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্ম, যা ক্ষুদ্র কৃষককে তার ক্ষুদ্র জমিখণ্ডের প্রতি তার দাসসুলভ আসক্তি থেকে মুক্ত করে এবং তার দ্বারা ক্ষুদ্রায়তন কৃষকের চাষবাস থেকে বৃহদায়তন যৌথ চাষবাসে পরিবর্তনে সাহায্য করে।

বস্তুতঃ, সেটা কি যা পশ্চিম ইউরোপের ক্ষুদ্র কৃষককে তার ক্ষুদ্র পণ্য-ভিত্তিক চাষবাসে বেঁধে রেখেছে, এখনো বেঁধে রাখছে এবং বেঁধে-রাখা চালিয়ে যাবে? প্রথমতঃ, এবং প্রধানতঃ এই ঘটনা যে, সে তার ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের মালিক এবং জমির ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্বও রয়েছে। একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড ক্রয় করার জন্য সে বহু বছর ধরে অর্থ সঞ্চয় করেছে; সে তার ক্ষুদ্র জমিখণ্ড কিনেছে, সে এটিকে হাত ছাড়া করতে চায় না, এবং যদি সে তার ক্ষুদ্র জমিখণ্ডকে, তার ব্যক্তিগত অর্থনীতির ভিত্তিকে আঁকড়ে থাকতে পারে, তাহলে সে যে কোন রকমের অভাব সহ্য-করা, বর্বরতায় এবং শোচনীয় দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হওয়াকেই বরং বেছে নেবে।

এটা কি বলা যেতে পারে যে সোভিয়েত ব্যবস্থাধীনে, এই উপাদান, এই ধরনে, আমাদের দেশে চালু থেকে যেতে পারে? না, তা বলা যায় না। এটা বলা যেতে পারে না এই জন্য যে, আমাদের দেশে জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। এবং ঠিক যেহেতু আমাদের দেশে জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, সেইহেতু—পশ্চিমে যা দেখা যায়—ক্ষুদ্র জমিখণ্ডের প্রতি সেরূপ দাসসুলভ আসক্তি আমাদের কৃষকেরা প্রদর্শন করে না। আর এই ঘটনা ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক চাষবাস থেকে যৌথ চাষবাসে পরিবর্তনকে সহজতর না করে পারে না।

এটা হল অন্যতম কারণ যে কেন বৃহৎ বৃহৎ খামারগুলি, আমাদের গ্রামাঞ্চলের যৌথ খামারগুলি আমাদের দেশে—যেখানে জমি জাতীয়করণ করা হয়েছে—ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক খামারগুলির উপর তাদের উৎকর্ষ এত সহজে প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়।

এটাই হল সোভিয়েতের কৃষি সংক্রান্ত আইনগুলির বিরাট বৈপ্লবিক তাৎপর্য, যে আইনগুলি জমির পূর্ণ খাজনা ও জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করেছে এবং জমির জাতীয়করণ সম্পাদন করেছে।

তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, সেইসব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ,

যারা বৃহদায়তন চাষবাসের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রায়তন চাষবাসের স্থিতিশীলতা ঘোষণা করে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের হাতে একটা নতুন যুক্তি রয়েছে।

কেন তাহলে বিভিন্ন বুর্জোয়া তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামে আমাদের কৃষি সংক্রান্ত তত্ত্ববিদেরা এই নতুন যুক্তির পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার করেন না?

আমরা যখন জমির জাতীয়করণ করেছিলাম, তখন, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, আমাদের ব্যতিক্রমের বিষয় ছিল, **পুঁজির (ক্যাপিটাল)** তৃতীয় খণ্ডে, মার্কসের সুবিদিত গ্রন্থ, **উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বসমূহ** এ উপস্থাপিত তত্ত্বগত পূর্বানুমান, ব্যতিক্রমের বিষয় ছিল কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহে লেনিনের রচনাবলী, যা তত্ত্বগত চিন্তার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের প্রতীক, সেইসব রচনায় উপস্থাপিত তত্ত্বগত পূর্বানুমান। আমি সাধারণভাবে জমির খাজনা এবং বিশেষভাবে জমির পূর্ণ খাজনার কথা উল্লেখ করছি। এখন এটা স্পষ্ট যে, এই-সব রচনাবলীতে উপস্থাপিত তত্ত্বগত নীতিগুলি শহরে ও গ্রামে আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা চমৎকারভাবে দৃঢ়তর রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে।

একমাত্র অবোধগম্য জিনিস হল এই যে, কেন চায়ানভের মতো 'সোভিয়েত' অর্থনীতিবিদ্‌দের বিজ্ঞান বিরোধী তত্ত্বগুলি আমাদের পত্রপত্রিকায় অবাধে প্রকাশিত হচ্ছে, অথচ জমির খাজনা এবং পূর্ণ খাজনা সম্পর্কে আলোচনা-সম্বলিত মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের প্রতিভাসমৃদ্ধ রচনাবলী কেন জনপ্রিয় করা হয় না, পুরোভাগে আনা হয় না এবং লুকিয়ে রাখা হয়।

নিঃসন্দেহে, আপনাদের স্মরণে আছে এঙ্গেলসের সুবিখ্যাত পুস্তিকাটি—**কৃষক সমস্যা**। নিশ্চিতরূপে আপনাদের স্মরণে আছে, ক্ষুদ্র কৃষকদের সমবায়ী চাষবাসের, যৌথ চাষবাসের পথে উত্তরণের বিষয়টিকে এঙ্গেলস কত সতর্কতা সহকারে মোকাবিলা করেছেন। এঙ্গেলসের রচনা থেকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অনুচ্ছেদটি আমাকে উদ্ধৃত করার অনুমতি দিন:

> 'আমরা নিশ্চিতরূপে ক্ষুদ্র কৃষকের পক্ষে, তার ভাগ্যকে সহনযোগ্য করার ক্ষেত্রে আদৌ যা কিছু অনুমোদনযোগ্য তা আমরা করব, সে যদি সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তার সমবায়ে উত্তরণকে সহজতর করব, এবং এমনকি যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সে তখনো অক্ষম থাকে, তাহলে বিষয়টি পুনরায় ভেবে দেখার জন্য সে যাতে তার ক্ষুদ্র জমিখণ্ডে দীর্ঘ সময়ের

জন্য অবস্থান করতে পারে তার জন্য তাও সম্ভবপর করব[20]। (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

আপনারা দেখছেন, কত সতর্কতার সঙ্গে এঙ্গেলস ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাস থেকে যৌথ চাষবাসে উত্তরণের বিষয়টির মোকাবিলা করেছেন। এই সতর্কতা, যা এঙ্গেলস দেখিয়েছেন এবং যা প্রথম দর্শনে অতিরঞ্জিত মনে হয়, তাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? তিনি কি থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন? সুস্পষ্ট-ভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন জমির ব্যক্তিগত মালিকানার বিদ্যমানতা থেকে, অগ্রসর হয়েছিলেন 'ক্ষুদ্র জমিখণ্ড' যা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে শক্ত হবে। পশ্চিম দেশগুলির কৃষক সম্প্রদায় হল এই ধরনের। পুঁজিবাদী দেশসমূহ, যেগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে, সেখানকার কৃষক সম্প্রদায় হল এরূপ। স্বভাবতঃই, সেখানে বিপুল সতর্কতার প্রয়োজন।

এটা কি বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে, ইউ. এস. এস. আরে এরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে? না, তা বলা যেতে পারে না। বলা যেতে পারে না এই জন্য যে, আমাদের দেশে জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, যা কৃষককে তার ব্যক্তিগত খামারে আবদ্ধ করে রাখে। বলা যেতে পারে না এইজন্য যে, আমাদের দেশে জমি জাতীয়কৃত হয়েছে এবং এই ঘটনা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৃষকের যৌথ লাইনে উত্তরণকে সহজতর করে।

অধিকতর সহজে এবং দ্রুততার সঙ্গে আমাদের দেশে যে যৌথ খামার আন্দোলন সাম্প্রতিককালে বিকশিত হচ্ছে এটা হল তার অন্যতম কারণ।

দুঃখের বিষয় হল, আমাদের দেশের কৃষি সংক্রান্ত তত্ত্ববিদেরা আমাদের দেশের কৃষকসমাজের অবস্থা এবং পশ্চিমের কৃষকসমাজের অবস্থার মধ্যেকার পার্থক্যকে উপযুক্ত স্পষ্টতার সঙ্গে ব্যক্ত করতে এখনো কোন প্রচেষ্টা করেননি। আর, তা সত্ত্বেও আমরা যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজ করছি শুধু তাদের পক্ষে নয়, সমস্ত দেশের কমিউনিস্টদের পক্ষে এটা হবে সর্বাধিক মূল্যবান। কেননা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখলের প্রথম দিন থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জমির জাতীয়করণের ভিত্তিতে অথবা এই ভিত্তি ছাড়াই সমাজ-তন্ত্রকে গড়ে তুলতে হবে কিনা, তা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পক্ষে ঔদাসীন্যের বিষয় নয়।

আমার সাম্প্রতিক প্রবন্ধে ('বিরাট পরিবর্তনের একটি বছর'—এই খণ্ডের ১২০-১৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ক্ষুদ্র চাষবাসের উপর বৃহদায়তন চাষবাসের উৎকর্ষ

প্রমাণ করবার জন্য আমি কতকগুলি যুক্তি উপস্থিত করেছি; এতে আমার মনে ছিল বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রীয় খামারের কথা। এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে, এই সমস্ত যুক্তিই বৃহৎ বৃহৎ অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে যৌথ খামারগুলির পক্ষেও সম্পূর্ণরূপে ও সমগ্রভাবে প্রয়োগসাধ্য। উন্নত যৌথ খামারগুলি, যাদের আছে ইচ্ছামত ব্যবহারযোগ্য মেশিন ও ট্রাক্টর, আমি শুধু তাদের কথা বলছি না, আমি প্রাথমিক স্তরের যৌথ খামারগুলির কথাও বলছি, যারা ঠিক যেন যৌথ খামার বিকাশের উৎপাদনপর্বের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যাদের ভিত্তি কৃষকের খামারের যন্ত্রপাতির উপর স্থাপিত। আমি প্রাথমিক স্তরের সেইসব যৌথ খামারের কথা উল্লেখ করছি, যেগুলি সম্পূর্ণ যৌথায়নের অঞ্চলগুলিতে গঠিত হচ্ছে এবং যাদের ভিত্তি কৃষকদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতিসমূহের কেবলমাত্র একত্রীকরণের উপর স্থাপিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূর্বতন ডন এলাকার খোপার অঞ্চলের যৌথ খামারগুলির কথাই ধরা যাক। বাহ্যিকভাবে, প্রযুক্তিগত সাজসজ্জার দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্ত যৌথ খামারগুলির ক্ষুদ্র চাষী-ভিত্তিক খামারগুলির (খুব অল্প কয়েকটি মেশিন এবং ট্রাক্টর) সঙ্গে পার্থক্য নেই বললেও চলে। এবং তৎসত্ত্বেও যৌথ খামারগুলির জোতগুলির মধ্যে কৃষকদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতিসমূহের কেবল-মাত্র একত্রীকরণ থেকে এমন সব ফল পাওয়া গেছে যা আমাদের ব্যবহারিক কাজে রত কর্মীরা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। এইসব ফল কি ধরনের?—এই ঘটনায় যে যৌথ চাষবাসের উত্তরণ ৩০, ৪০ ও ৫০ শতাংশ করে শস্য-এলাকার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এই সমস্ত 'বিহ্বলকর' ফলের ব্যাখ্যা কিভাবে করা যাবে? ব্যাখ্যা করা যাবে এই ঘটনার দ্বারা যে, তারা ব্যক্তিগত শ্রমের অবস্থাধীনে ক্ষমতাহীন ছিল, সেই সমস্ত কৃষকেরা একবার তাদের যন্ত্রপাতিসমূহ একত্রীভূত করে যৌথ খামারগুলিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকলে তারা একটি বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে; এই ঘটনার দ্বারা যে, ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা চাষাবাদ করা দুরূহ, অবহেলিত জমি ও কুমারী মাটি চাষ করা কৃষকদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে; এই ঘটনার দ্বারা যে কৃষকেরা কুমারী মাটির সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে, এই ঘটনার দ্বারা যে পতিত জমি, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ড, মাঠের সীমানাগুলি ইত্যাদিতে এখন চাষাবাদ করতে পারা গেছে।

অবহেলিত জমি ও কুমারী মাটি চাষ করার বিষয়টি আমাদের কৃষির পক্ষে প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন, পুরানো দিনগুলিতে রাশিয়ার বিপ্লবী

আন্দোলনে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বস্তু ছিল কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নটি। আপনারা জানেন, কৃষি সংক্রান্ত আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জমির ঘাটতি লোপ করা। সে-সময়ে অনেকে মনে করতেন যে জমির এই ঘাটতি হল চূড়ান্ত অর্থাৎ রাশিয়ায় চাষের উপযুক্ত আর কোন অব্যবহৃত জমি নেই। আর কি পরিস্থিতি বাস্তবপক্ষে প্রমাণিত হয়েছে? এখন এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইউ. এস. এস. আরে কোটি কোটি হেক্টেয়ার অব্যবহৃত জমি প্রাপ্তি-সাধ্য ছিল এবং এখনো প্রাপ্তিসাধ্য রয়েছে। কিন্তু কৃষকেরা তাদের তুচ্ছ যন্ত্র-পাতি দিয়ে এই জমি চাষ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিল। এবং ঠিক যেহেতু তার অবহেলিত জমি ও কুমারী মাটি চাষ করতে অক্ষম ছিল, সেহেতু তারা সাগ্রহে চাইত 'নরম মাটি', জমিদারদের জমি, চাইত এমন সব জমি যা কৃষকদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যক্তিগত শ্রম দ্বারা চাষ করা যেত। 'জমির ঘাটতির' মূলে ছিল তাই। সেজন্য, এটা বিস্ময়কর নয় যে ট্রাক্টরগুলির দ্বারা সজ্জিত আমাদের গ্রেন ট্রাষ্ট প্রায় দু'কোটি হেক্টেয়ার অব্যবহৃত জমি এবং ক্ষুদ্র চাষীর যন্ত্রপাতিসমূহের সাহায্যে ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা চাষাবাদের অযোগ্য এবং কৃষকদের দ্বারা অ-দখলীকৃত জমি চাষাবাদের আয়ত্তে আনতে এখন সমর্থ।

যৌথ খামার আন্দোলনের সমস্ত পর্যায়ে—এর প্রাথমিক এবং যখন তা ট্রাক্টর দ্বারা সজ্জিত সেই উন্নততর পর্যায়, উভয়টিতেই—যৌথ খামার আন্দোলনের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এই একটি ঘটনার মধ্যে যে অবহেলিত জমি ও কুমারী মাটিকে চাষাবাদের আয়ত্তে আনা কৃষকদের পক্ষে এখন সম্ভব হয়েছে। কৃষকদের যৌথ শ্রমে উত্তরণের অনুষঙ্গী শস্য-এলাকার প্রভূত সম্প্রসারণের গোপন কথা হল এই। ব্যক্তিগত কৃষকদের খামারের উপর যৌথ খামারের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এটা হল অন্যতম কারণ।

বলা বাহুল্য, যখন আমাদের মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলি এবং ট্রাক্টরের বিভাগগুলি পরিপূর্ণ যৌথায়নের অঞ্চলগুলিতে নবগঠিত যৌথ খামারগুলির সাহায্যে আসবে এবং যৌথ খামারগুলি ট্রাক্টর এবং হার্ভেষ্টার কম্বাইনগুলির অধিকারী হতে সমর্থ হবে, তখন ব্যক্তিগত কৃষকদের খামারগুলির উপর যৌথ খামারগুলির উৎকর্ষ আরও বেশি তর্কাতীত হবে।

৪। শহর ও গ্রাম

তথাকথিত 'কাঁচি' সম্পর্কে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের দ্বারা লালিত একটি

সংস্কার বিদ্যমান রয়েছে, তার বিরুদ্ধে একটি নিষ্করুণ যুদ্ধ অতি অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে, যেমন যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে সমস্ত বুর্জোয়া তত্ত্বের বিরুদ্ধে, যেগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে, সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। আমার মনে রয়েছে সেই তত্ত্বটির কথা যাতে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তুলনায় অক্টোবর বিপ্লবে কৃষকসমাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং বস্তুতঃ অক্টোবর বিপ্লব কৃষকসমাজের কোন কল্যাণই সাধন করেনি।

এক সময়ে একজন 'সোভিয়েত' অর্থনীতিবিদ্ এই সংস্কারটিকে জোরগলায় পত্রপত্রিকায় প্রচার করতেন। সত্য বটে, এই 'সোভিয়েত' অর্থনীতিবিদ্টি পরবর্তীকালে এই তত্ত্ব বর্জন করেন। (**একটি কণ্ঠস্বর** : 'তিনি কে ছিলেন?') তিনি হলেন গ্রোম্যান। কিন্তু ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ বিরোধীপক্ষ এই তত্ত্বটিকে লুফে নিয়ে পার্টির বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করল। অধিকন্তু, 'সোভিয়েত' সরকারী মহলে এখনো তা যে চালু নেই, তা দাবি করার কোন যুক্তি নেই।

কমরেডগণ, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রশ্নটি শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সম্পর্কগুলির সমস্যা সম্পর্কে কিছু বিবৃত করে। প্রশ্নটি শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বিরোধ নির্মূল করার সমস্যা সম্পর্কে কিছু বিবৃত করে, বিবৃত করে 'কাঁচির' জরুরি প্রশ্ন সম্পর্কে। তাই আমি মনে করি, এই অদ্ভুত তত্ত্বটি পরীক্ষিত হবার যোগ্য।

এটা কি সত্য যে অক্টোবর বিপ্লব কৃষকদের কাছে কোন কল্যাণই এনে দেয়নি? তথ্যসমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক।

সুবিদিত পরিসংখ্যানবিদ্, কমরেড নেমকিনভের তৈরী একটা তালিকা আমার সামনে রয়েছে। 'শস্যফ্রন্টের প্রশ্নে'[২১] আমার প্রবন্ধে এই তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে প্রাক্-বৈপ্লবিক জমিদারেরা ৬০০,০০০,০০০ পুডের চেয়ে কম শস্য, 'উৎপাদন করেছিল'। সুতরাং **জমিদারেরা** তখন ৬০০,০০০,০০০ পুড শস্যের মালিক ছিল।

তালিকায় দেখানো হয়েছে যে, সে-সময়ে **কুলাকেরা** ১,৯০০,০০০,০০০ পুড শস্য 'উৎপাদন করেছিল'। সে-সময়ে কুলাকেরা যে বিপুল ক্ষমতা ধারণ করত, এটা তারই প্রতীক।

এই একই তালিকায় দেখানো হয়েছে যে **গরিব ও মাঝারি কৃষকেরা** ২,৫০০,০০০,০০০ পুড শস্য উৎপাদন করেছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের আগে, পুরানো গ্রামাঞ্চলে এরূপই ছিল অবস্থা।

অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে গ্রামাঞ্চলে কি পরিবর্তন ঘটেছে? আমি একই তালিকা থেকে তথ্য উদ্ধৃত করছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৭ সালটা ধরা যাক। সে-বছর, **জমিদারেরা** কত শস্য উৎপাদন করেছিল? স্পষ্টতঃই, তারা কিছুই উৎপাদন করেনি, করতেও পারেনি, কেননা অক্টোবর বিপ্লব তাদের বিলোপ করেছিল। আপনারা উপলব্ধি করবেন যে, কৃষকসমাজের পক্ষে এটা অতি অবশ্যই বিরাট স্বস্তির ব্যাপার হয়েছিল, কেননা কৃষকেরা জমিদারের জোয়াল থেকে মুক্ত হয়েছিল। এটা নিশ্চিতই কৃষকসমাজের পক্ষে বিরাট লাভ, যা তারা অক্টোবর বিপ্লবের ফলে পেল।

১৯২৭ সালে **কুলাকেরা** কত শস্য উৎপাদন করেছিল? ১,৯০০,০০০,০০০ পুডের বদলে ৬০ কোটি পুড শস্য। এইভাবে, অক্টোবর বিপ্লবের অনুবর্তী সময়কালে কুলাকেরা তাদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ক্ষমতা হারিয়েছিল। আপনারা উপলব্ধি করবেন, গরিব ও মাঝারি কৃষকদের অবস্থা এতে নিশ্চিতরূপে অনেকটা ঝঞ্ঝাটমুক্ত হয়েছিল।

আর **গরিব ও মাঝারি** কৃষকেরা ১৯২৭ সালে কত শস্য উৎপাদন করেছিল? ২,৫০০,০০০,০০০ পুডের বদলে ৪০০ কোটি পুড শস্য। এইরূপে, অক্টোবর বিপ্লবের পরে গরিব ও মাঝারি কৃষকেরা প্রাক্-বিপ্লব সময়ের তুলনায় ১,৫০০,০০০,০০০ পুড অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করল।

এখানে আপনারা এইসব তথ্যই পাচ্ছেন যে অক্টোবর বিপ্লব গরিব ও মাঝারি কৃষকদের দোরগোড়ায় প্রচণ্ড লাভ এনে দিয়েছে।

এটাই অক্টোবর বিপ্লব এনে দিয়েছে গরিব ও মাঝারি কৃষকদের দোর-গোড়ায়।

এর পরে, কিভাবে এটা দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে অক্টোবর বিপ্লব কৃষকদের কোন কল্যাণ সাধন করেনি?

কিন্তু কমরেডগণ, এটাই সব কিছু নয়। অক্টোবর বিপ্লব জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করেছে, বিলোপ করেছে জমির কেনাবেচা, করেছে জমির জাতীয়করণ সম্পাদন। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে, শস্য উৎপাদন করার জন্য কৃষকদের এখন জমি কেনার প্রয়োজন নেই। পূর্বে জমি নিজের জন্য সংগ্রহ করতে তাকে বছরের পর বছর সঞ্চয় করে আসতে হতো; একখণ্ড জমি কেনার জন্য সে দেনাগ্রস্ত হতো, দাসত্বের কবলে পড়ত। জমি কিনতে

তার যা খরচ করতে হতো, স্বভাবতঃই তাতে শস্য উৎপাদনের খরচ বেড়ে যেত। এখন কৃষকের আর তা করতে হয় না। এখন সে জমি না কিনেই শস্য উৎপাদন করতে পারে। এর ফলে, জমি কেনার জন্য কৃষকেরা পূর্বে যে শত শত মিলিয়ন রুবল খরচ করত, এখন সে-সব তার পকেটেই থেকে যায়। এটা কি কৃষকদের অবস্থা অনেকটা ঝঞ্ঝাটমুক্ত করে, না করে না? স্পষ্টতঃই তা করে।

আরও। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত, পুরানো ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে ব্যক্তিগত পরিশ্রমে মাটি খুঁড়তে কৃষকেরা বাধ্য হতো। সকলেই জানেন, উৎপাদনের পুরানো ধরনের হাতিয়ারের—যা এখন অনুপযোগী—সাহায্যে ব্যক্তিগত শ্রম চলনসই জীবনযাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন কিছু লাভ আনে না, এমন কিছু লাভ আনে না যা তার বস্তুগত অবস্থা উন্নীত করার পক্ষে, তার কৃষ্টি বিকশিত করার পক্ষে এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের রাজপথে তার ওঠার পক্ষে প্রয়োজনীয়। আজ, যৌথ খামার আন্দোলনের ত্বরান্বিত বিকাশের পরে, কৃষকেরা তাদের প্রতিবেশীদের শ্রমের সঙ্গে তাদের শ্রম সংযুক্ত করতে, যৌথ খামারগুলিতে ঐক্যবদ্ধ হতে, কুমারী মাটি চাষ করতে, অবহেলিত জমির সদ্ব্যবহার করতে, মেশিন ও ট্রাক্টর পেতে এবং তার দ্বারা শ্রমের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাড়াতে সমর্থ হয়েছে। আর, তার অর্থ কি? তার অর্থ হল এই যে, যৌথ খামারে যোগদান করে কৃষকেরা পূর্বে যে শ্রম ব্যয় করে যা উৎপাদন করতে পারত, আজ সেই একই শ্রম ব্যয় করে সে তারচেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করতে পারে। সুতরাং, তার অর্থ হল এই যে, সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও যে খরচে শস্য উৎপাদিত হতো, এখন তারচেয়ে অনেক কম খরচে শস্য উৎপাদিত হবে। সর্বশেষে, তার অর্থ হল এই যে, মূল্যের স্থিতিশীলতার দরুণ কৃষক এ পর্যন্ত তার শস্যের জন্য যতটা পেয়ে এসেছে, এখন তার তুলনায় অনেক বেশি পেতে পারে।

এ সব কিছুর পরে, কিভাবে এটা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অক্টোবর বিপ্লব কৃষকদের কোন লাভ আনয়ন করেনি?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, যারা এসব গল্পকথা বলে তারা স্পষ্টতঃই পার্টি ও সোভিয়েত ক্ষমতা সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে?

কিন্তু এ থেকে কি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে?

এ থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে, 'কাঁচি'-র প্রশ্নটি, 'কাঁচিকে'

বিলোপ করার প্রশ্নটিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। এ থেকে এইটি বেরিয়ে আসে যে, যৌথ-খামার আন্দোলন যদি বর্তমান হারে বাড়তে থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে 'কাঁচি' উঠে যাবে। এ থেকে এইটি বেরিয়ে আসে যে, গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার সম্পর্কসমূহের প্রশ্ন এখন একটি নতুন ভিত্তির উপর স্থাপিত হচ্ছে এবং শহর ও গ্রামের ভিতরকার বিরোধ ত্বরিৎগতিতে অন্তর্হিত হবে।

কমরেডগণ, এই ঘটনা আমাদের সমগ্র গঠনকার্যের পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। এটি কৃষকের মানসিকতাকে রূপান্তরিত করে এবং শহরের দিকে তার দৃষ্টি ফেরায়। এটি শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বিরোধ নির্মূল করার ভিত্তি সৃষ্টি করে। 'গ্রামাঞ্চলের দিকে মুখ ফেরাও', পার্টির এই স্লোগানটির সঙ্গে 'শহরের দিকে মুখ ফেরাও', যৌথ খামারের কৃষকদের এই স্লোগানটি সম্পূরিত হবার ভিত্তি এই ঘটনা সৃষ্টি করে।

এতে বিস্ময়করও কিছু নেই, কেননা কৃষক এখন শহর থেকে পাচ্ছে মেশিন, ট্রাক্টর, কৃষিবিৎ, সংগঠক এবং চূড়ান্তভাবে কুলাকদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের পরাস্ত করার জন্য প্রত্যক্ষ সাহায্য। পুরানো ধরনের কৃষকদের ছিল শহরের উপর প্রচণ্ড অবিশ্বাস, শহরকে সে লুঠেরা হিসেবে গণ্য করত, আজ সেই ধরনের কৃষক পেছনে চলে যাচ্ছে। তার জায়গা নিচ্ছে নয়া কৃষক, যৌথ খামারের কৃষক, যে শহরের দিকে এই ভরসা নিয়ে তাকায় যে সে শহরের কাছ থেকে **উৎপাদনের ক্ষেত্রে** সত্যিকারের সাহায্য পাবে। পুরানো ধরনের কৃষক, যে ছিল গরিব কৃষকদের স্তরে নেমে যাবার ভয়ে ভীত এবং কেবলমাত্র গোপনে (কেননা সে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারত!) কুলাকদের অবস্থায় উঠত, তার জায়গা নিচ্ছে নয়া কৃষক, তার সামনে রয়েছে নয়া প্রত্যাশা—একটি যৌথ খামারে যোগ দেবার এবং দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এসে অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির রাজপথে ওঠার প্রত্যাশা।

কমরেডগণ, ঘটনাসমূহ এরূপ মোড়ই নিচ্ছে।

এটা আরও বেশি দুঃখজনক, কমরেডগণ, যে, যে সমস্ত বুর্জোয়া তত্ত্ব অক্টোবর বিপ্লবের লাভগুলির এবং জায়মান যৌথ খামার আন্দোলনের মর্যাদাহানি করতে চায়, আমাদের কৃষি সংক্রান্ত তত্ত্ববিদেরা সেগুলি ফাটিয়ে দিতে এবং সমূলে উৎপাটিত করতে সমস্ত রকমের উপায় অবলম্বন করেননি।

৫। যৌথ খামারগুলির চরিত্র

অর্থনীতির একটা বৈশিষ্ট্য (type) হিসেবে যৌথ খামার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম রূপ। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

এখানে একজন বক্তা যৌথ খামারগুলির সুনামহানি করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক সংগঠন হিসেবে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপের সাথে যৌথ খামারগুলির কোন সম্পর্ক নেই। আমাকে অবশ্যই বলতে হবে, কমরেডগণ, যৌথ খামারগুলির এরূপ চরিত্রায়ণ একেবারে ভুল। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে সত্যিকারের ঘটনার সঙ্গে এরূপ চরিত্রায়ণের কোন সম্পর্কই নেই।

একটি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কিসে নির্ধারিত হয়? স্পষ্টতঃই নির্ধারিত হয় উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় অবস্থিত জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কসমূহের দ্বারা। অন্য কিভাবে একটি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হতে পারে? কিন্তু যৌথ খামারগুলিতে কি এমন এক শ্রেণীর লোকজন আছে যারা উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিক এবং আর এক শ্রেণীর লোকজন আছে যারা উৎপাদনের এইসব উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত? যৌথ খামারগুলিতে কি একটি শোষক-শ্রেণী এবং একটি শোষিতশ্রেণী আছে? যৌথ খামারগুলি কি রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত জমিতে উৎপাদনের প্রধান প্রধান হাতিয়ারের সামাজীকরণের প্রতিনিধিত্ব করে না? এ কথা দৃঢ়ভাবে বলার কি যুক্তি আছে যে যৌথ খামারগুলি অর্থনীতির একটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি রূপের প্রতিনিধিত্ব করে না?

অবশ্যই যৌথ খামারগুলিতে স্ববিরোধিতা রয়েছে। অবশ্যই যৌথ খামারগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং এমনকি কুলাকের উদ্বর্তনও আছে, যা এখনো অন্তর্হিত হয়নি কিন্তু যা সময়ের গতিপথে চলে যেতে বাধ্য, যখন যৌথ খামারগুলি অধিকতর শক্তিশালী হবে, যখন তারা আরও মেশিনে সজ্জিত হবে। কিন্তু এটা কি অস্বীকার করা যেতে পারে যে, সামগ্রিকভাবে যৌথ খামারগুলি তাদের সমস্ত স্ববিরোধিতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়েও একটি অর্থনৈতিক বাস্তব ঘটনা হিসেবে বিকাশের কুলাক, ধনতান্ত্রিক পথের বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্যে, মোটের উপর, গ্রামাঞ্চলের বিকাশের একটি নতুন পথ, গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথের প্রতিনিধিত্ব করে? এটা কি অস্বীকার করা যেতে পারে যে, যৌথ খামারগুলি (আমি খাঁটি যৌথ খামারের

কথা বলছি, কৃত্রিম যৌথ খামারের কথা উল্লেখ করছি না), আমাদের অবস্থায়, গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের একটি ঘাঁটি ও কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করে—এমন একটি ঘাঁটি ও কেন্দ্র যা পুঁজিবাদী উপাদানগুলির সঙ্গে বেপরোয়া সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, যৌথ খামারগুলির অখ্যাতি করা এবং তাদেরকে অর্থনীতির একটা বুর্জোয়া রূপ বলে ঘোষণা করা, কিছু কিছু কমরেড যা করতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের সেই প্রচেষ্টাগুলি একেবারে ভিত্তিহীন?

১৯২৩ সালে আমাদের কোন ব্যাপক যৌথ খামার আন্দোলন ছিল না। **সমবায় সম্পর্কে** পুস্তিকায় লেনিন সমস্ত ধরনের সমবায় মনে রেখেছিলেন,—সমবায়ের নিম্নতর রূপগুলি (সরবরাহ ও ক্রয়বিক্রয়ের সমবায়গুলি) এবং তার উচ্চতর রূপগুলি (যৌথ সমবায়সমূহ), দুই-ই। সে-সময় তিনি সমবায়, সমবায়ী উদ্যোগগুলি সম্পর্কে কি বলেছিলেন? লেনিনের **সমবায় সম্পর্কে** পুস্তিকাটি থেকে একটি উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হল:

'আমাদের বর্তমান প্রথার অধীনে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির পার্থক্য রয়েছে, কেননা শেষোক্তগুলি হল যৌথ উদ্যোগ, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে তাদের **পার্থক্য থাকে না** যদি যে জমির উপর তারা স্থাপিত তা এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলি রাষ্ট্রের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারভুক্ত হয়' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**রচনাবলী**, ২৭তম খণ্ড)।

অতএব, লেনিন সমবায়গুলিকে নিছক নিঃসম্পর্কিত হিসেবে ধরছেন না, ধরছেন আমাদের বর্তমান প্রথার সাথে সম্পর্কিত হিসেবে, ধরছেন এই ঘটনার সম্পর্কে যে তারা রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত জমির উপর তাদের কাজকর্ম চালায়, কাজকর্ম চালায় এমন একটি দেশে যেখানে উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহ রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত। আর এই আলোকে তাদের বিবেচনা করে লেনিন ঘোষণা করছেন যে, সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে তাদের পার্থক্য নেই।

সাধারণভাবে সমবায়ী উদ্যোগগুলি সম্পর্কে এটাই লেনিন বলেছেন।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে আমাদের পরিবৃত্তিকালে যৌথ খামারগুলি সম্পর্কে একই রূপ বলার আরও বেশি যুক্তি আছে?

প্রাসঙ্গিকভাবে এটাই ব্যাখ্যা করে কেন লেনিন আমাদের পরিস্থিতিসমূহে

'সমবায়ের কেবল উদ্ভবকে' 'সমাজতন্ত্রের জায়মানতার সঙ্গে সমরূপ' বলে গণ্য করেছিলেন।

তাহলে আপনারা দেখছেন, উপরে যে বক্তার কথা আমি উল্লেখ করেছি, তিনি যৌথ খামারগুলির অখ্যাতি করার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্ব ভুল করে বসেছেন।

এই ভুল তাঁকে আর একটি ভুলে নিয়ে যায়—যৌথ খামারগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে। তিনি যৌথ খামারগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম এমন সব উজ্জ্বল রং-এ চিত্রিত করেছেন যে কারো মনে হতে পারে, যৌথ খামারগুলি যেখানে উপস্থিত নেই সেখানকার শ্রেণী-সংগ্রামের সাথে যৌথ খামারগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রামের কোন **পার্থক্য নেই**। বস্তুতঃ, কারো মনে হতে পারে, যৌথ খামারগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম অধিকতর ভয়ংকর। প্রসঙ্গক্রমে, উল্লিখিত বক্তাটিই একমাত্র ব্যক্তি নন, যিনি এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে অসার আলোচনা, যৌথ খামারগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে অভিযোগ তোলা, কলরব করা আমাদের হৈচৈকারী 'বামপন্থীদের' এখন একটা বৈশিষ্ট্য। এই কলরব সম্পর্কে সবচেয়ে মজাদার জিনিস হল এই যে, কলরবকারীরা যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম নেই সেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম 'দেখতে পায়', আর যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম বিদ্যমান থাকে এবং থাকে জলন্তভাবে বিদ্যমান, সেখানে তারা তা দেখতে পায় না।

শ্রেণী সংগ্রামের উপাদানগুলি কি যৌথ খামারসমূহে আছে? হাঁ, আছে। যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অথবা এমনকি কুলাক মানসিকতার অবশেষ থেকে যাবে, যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত অসমতার কিছুটা মাত্রা থেকে যাবে, ততদিন পর্যন্ত যৌথ খামারগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রামের উপাদানসমূহ থাকতে বাধ্য। এটা কি বলা যেতে পারে যে যৌথ খামারগুলির এই অসমতা যৌথ খামারগুলি যেখানে উপস্থিত নেই সেখানকার অসমতার সমতুল্য? না, তা বলা যেতে পারে না। আমাদের 'বামপন্থী' বুকনিওয়ালারা যে ভুল করে তা ঠিক এই পার্থক্য না দেখার মধ্যেই নিহিত।

যৌথ খামারগুলি যেখানে উপস্থিত নেই, সেখানে যৌথ খামারগুলির প্রতিষ্ঠার **আগেকার** শ্রেণী-সংগ্রামের অর্থ কি? তার অর্থ হল—যে কুলাক উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণসমূহের **মালিক** এবং যে উৎপাদনের এই সমস্ত হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণের সাহায্যে গরিব কৃষকদের দাসত্ববন্ধনে

রাখে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এটা হল বাঁচা-মরার সংগ্রাম।

কিন্তু অস্তিত্ব আর যাদের, সেই যৌথ খামারগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রামের অর্থ কি? তার অর্থ প্রথমতঃ হল কুলাক পরাস্ত হয়েছে এবং উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, তার অর্থ হল, উৎপাদনের প্রধান প্রধান হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণের সমাজীকরণের ভিত্তিতে গরিব ও মাঝারি কৃষকেরা যৌথ খামারগুলিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষে তার অর্থ হল, যৌথ খামারসমূহের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ, যাদের কেউ কেউ এখনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও কুলাক অবশেষের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি এবং যৌথ খামারগুলিতে যে কিছুটা পরিমাণ অসমতা বিদ্যমান রয়েছে তাকে নিজেদের সুবিধায় পর্যবসিত করতে চেষ্টা করছে, এবং সে-সময়ে কিন্তু অন্যেরা এই অবশেষ, এই অসমতা নির্মূল করতে চায়। এটা কি স্পষ্ট নয় যে একমাত্র অন্ধেরাই অস্তিত্ব আছে যাদের সেই যৌথ খামারগুলির শ্রেণী-সংগ্রাম এবং যৌথ খামারগুলি যেখানে উপস্থিত নেই সেখানকার শ্রেণী-সংগ্রামে পার্থক্য দেখতে অসমর্থ হয়?

একবার যৌথ খামারগুলির অস্তিত্ব ঘটলে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমাদের তা হয়ে গেছে—এটা বিশ্বাস করা ভুল হবে। যৌথ খামারগুলির সদস্যেরা ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক হয়ে গেছে এটা বিশ্বাস করা আরও বেশি ভুল হবে। না, যৌথ খামারের কৃষককে ঢেলে সাজাতে হলে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতাকে সঠিক পথে আনতে এবং তাকে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত কর্মপরায়ণ সদস্য করতে হলে এখনো অনেক কিছু কাজ করতে হবে। আর যত দ্রুত যৌথ খামারগুলিকে মেশিন দেওয়া হবে, ট্রাক্টর সরবরাহ করা হবে, তত দ্রুত এটি অর্জিত হবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের লিভার হিসেবে যৌথ খামারগুলির অত্যন্ত বিরাট গুরুত্বের মূল্য তাতে এতটুকুও হ্রাস পায় না। যৌথ খামারগুলির বিরাট গুরুত্ব যথার্থতঃই এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে সেগুলি কৃষিতে মেশিনারি ও ট্রাক্টরসমূহের নিযুক্তির জন্য প্রধান ঘাঁটির প্রতিনিধিত্ব করে এবং কৃষককে ঢেলে সাজানো এবং সমাজতন্ত্রের নীতি ও মনোভাবে তার মানসিকতার পরিবর্তন করানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভিত্তি গঠন করে। লেনিন সঠিকই বলেছিলেন:

'ছোট চাষীকে নতুন করে তৈরী করা, তার সমস্ত মানসিকতা এবং

অভ্যাসসমূহকে ঢেলে সজানো হল বহু প্রজন্মের কাজ। ছোট চাষীর ব্যাপারে, এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে তার সমস্ত মানসিকতা, বলতে গেলে, সুস্থ পথে স্থাপন করা যেতে পারে, কেবলমাত্র বস্তুগত ভিত্তির দ্বারা, প্রযুক্তিগত উপায়-উপকরণের দ্বারা, কৃষিতে ব্যাপক পরিধিতে ট্রাক্টর ও মেশিন প্রবর্তন করে, ব্যাপক পরিধিতে বিদ্যুতিকরণের দ্বারা' (**রচনাবলী,** ২৬তম খণ্ড)।

কে অস্বীকার করতে পারে যে, যৌথ খামারগুলি, অর্থনৈতিক অগ্রগতির লিভার, কৃষির সমাজতান্ত্রিক বিকাশের লিভার হিসেবে মেশিন ও ট্রাক্টর সহ, বাস্তবিকপক্ষে হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সেই রূপ যা একমাত্র বিরাট ব্যাপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চাষীদের বৃহদায়তন চাষবাসের মধ্যে টেনে আনতে পারে?

আমাদের 'বামপন্থী' বুকনিওয়ালারা সে সমস্ত ভুলে গেছে।

আর ভুলে গেছেন আমাদের বক্তাও।

৬। শ্রেণী-পরিবর্তনসমূহ এবং পার্টির নীতিতে মোড়

সর্বশেষে, আমাদের দেশে শ্রেণী-পরিবর্তনসমূহের এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের আক্রমণের প্রশ্ন।

গত বছরে আমাদের পার্টির কাজের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল এই যে, পার্টি হিসেবে, সোভিয়েত ক্ষমতা হিসেবে আমরা:

(ক) গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত ফ্রন্ট বরাবর একটি আক্রমণ বিবর্ধিত করেছি।

(খ) আপনারা জানেন, এই আক্রমণ দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে অত্যন্ত প্রশংসনীয়, **সদর্থক** ফলসমূহ।

এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে, আমরা কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহ **নিয়ন্ত্রিত করার** নীতি থেকে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের **নির্মূল করার** নীতিতে অতিক্রান্ত হয়েছি। এর অর্থ হল এই যে, আমাদের সমগ্র নীতির অন্যতম চূড়ান্ত পরিবর্তন সম্পাদন করেছি এবং সম্পাদন করে চলেছি।

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পার্টি, কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহ **নিয়ন্ত্রিত করার** নীতি আঁকড়ে ছিল। আপনারা জানেন অষ্টম কংগ্রেসের

মতো দূরবর্তীকালে এই নীতি ঘোষিত হয়েছিল। এই নীতি পুনরায় ঘোষিত হয় নেপ প্রবর্তনের সময় এবং আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেসে। প্রিয়োব্রাঝেন্স্কির তত্ত্বসমূহ[22] (১৯২২) সম্পর্কে লেনিনের সুবিদিত চিঠির কথা সকলের স্মরণে আছে, যাতে লেনিন আর একবার এই নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজনে প্রত্যাবর্তন করেন। চূড়ান্তভাবে এই নীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হয় আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে আর এই সেদিন পর্যন্ত এই নীতিই আমরা অনুসরণ করছিলাম।

এই নীতি কি সঠিক ছিল? হাঁ, সেই সময়ে এই নীতি সম্পূর্ণরূপে সঠিক ছিল। পাঁচ বা তিন বছর আগে কুলাকদের বিরুদ্ধে এরূপ আক্রমণের দায়িত্ব কি আমরা নিতে পারতাম? না, আমরা পারতাম না। তা হতো সর্বাধিক বিপজ্জনক হঠকারিতার কাজ। তা হতো আক্রমণকে নিয়ে একটা অতি বিপজ্জনক খেলা। কেননা আমরা নিশ্চিতরূপে ব্যর্থ হতাম এবং আমাদের ব্যর্থতা কুলাকদের অবস্থানকে শক্তিশালী করত। কেন? কারণ তখনো গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারের বিস্তৃত জালের আকারে আমাদের জোরদার বস্তু ছিল না, যেগুলি কুলাকদের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ আক্রমণের পক্ষে একটা ভিত্তির কাজ করতে পারত। কেননা সেই সময়ে আমরা কুলাকদের পুঁজিবাদী উৎপাদনের **বদলে** যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন তখনো **খাড়া করতে** পারতাম না।

১৯২৬-২৭ সালে জিনোভিয়েভ-ট্রট্স্কি বিরোধীপক্ষ কুলাকদের বিরুদ্ধে একটি তাৎক্ষণিক আক্রমণের নীতি পার্টির উপর চাপাতে চেষ্টা করেছিল। পার্টি সেই বিপজ্জনক হঠকারিতার কাজে নেমে পড়েনি। কেননা পার্টি জানত যে গভীরভাবে চিন্তাশীল লোকেরা একটা আক্রমণ নিয়ে খেলা-খেলা করতে পারে না। কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একে কুলাকদের বিরুদ্ধে আলংকারিক ভাষায় বক্তৃতা করার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। অথবা একে গুলিয়ে ফেললে চলবে না কুলাকদের বিরুদ্ধে সামান্য বিরক্তিপূর্ণ কাজকর্মের সঙ্গে, যা জিনোভিয়েভ-ট্রট্স্কি বিরোধীপক্ষ পার্টির উপর এইটেই চাপাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণে নেমে পড়ার অর্থ হল এই যে আমাদের অতি অবশ্যই কুলাকদের চূর্ণ করতে হবে, শ্রেণী হিসেবে তাদের নির্মূল করতে হবে। আমরা যদি এই লক্ষ্যে সজ্জিত না হই, তাহলে এই আক্রমণ হবে কেবল বাগাড়ম্বর, পিনের

খোঁচা দেওয়া, বড় বড় বুকনি মারা, সত্যিকারের বলশেভিক আক্রমণ ছাড়া অন্য কিছু। কুলাকদের বিরুদ্ধে নেমে পড়ার অর্থ হল এই যে আমাদের তার জন্য অতি অবশ্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার পরে কুলাকদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হবে, এমন কঠিন আঘাত যাতে তারা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। একেই আমরা, বলশেভিকরা, সত্যিকারের আক্রমণ বলি। পাঁচ কিংবা তিন বছর আগে সাফল্যের কোন আশা নিয়ে আমরা কি এরূপ একটি আক্রমণের দায়িত্ব নিতে পারতাম? না, আমরা পারতাম না।

বস্তুতঃ, ১৯২৭ সালে ৬০০,০০০,০০০ পুডের চেয়ে বেশি শস্য কুলাকেরা উৎপাদন করেছিল, যার প্রায় ১৩০,০০০,০০০ পুড শস্য তারা গ্রামীণ জেলা-গুলির বাইরে বিক্রি করেছিল। এটা ছিল বরং একটা গুরুতর ক্ষমতা, যাকে হিসেবের মধ্যে ধরতেই হতো। সে সময়ে আমাদের যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি কত পরিমাণ শস্য উৎপাদন করেছিল? প্রায় ৮০,০০০,০০০ পুড, যার থেকে প্রায় ৩৫,০০০,০০০ পুড বাজারে পাঠানো হয়েছিল (বিক্রেয় শস্য)। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন, আমরা কি তখন কুলাকদের উৎপাদন এবং কুলাকদের বিক্রেয় শস্যের **বদলে** আমাদের যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদন ও বিক্রেয় শস্য **প্রতিস্থাপন করতে** পারতাম? স্পষ্টতঃই, আমরা তা পারতাম না।

এমন অবস্থায় কুলাকদের বিরুদ্ধে একটা দৃঢ়পণ আক্রমণে নেমে পড়ার অর্থ কি হতো? অর্থ হতো নিশ্চিত ব্যর্থতা বরণ করা, কুলাকদের অবস্থানকে শক্তিশালী করা এবং শস্যবিহীন হয়ে পড়া। এই জন্যই সে-সময়ে কুলাকদের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ আক্রমণে আমরা নেমে পড়তে পারতাম না, নামা উচিতও হতো না, জিনোভিয়েভ-ট্রট্স্কি বিরোধীপক্ষের হঠকারিতাবাদী বক্তৃতাবাজি সত্ত্বেও।

কিন্তু আজ? এখন অবস্থাটা কি? এখন আমাদের পর্যাপ্ত বস্তুগত ভিত্তি আছে যাতে কুলাকদের উপর আমরা আঘাত হানতে পারি, তাদের প্রতিরোধ ভাঙতে পারি, শ্রেণী হিসেবে তাদের নির্মূল করতে পারি এবং তাদের উৎপাদনের **বদলে** যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদন **প্রতিস্থাপন করতে** পারি। আপনারা জানেন যে ১৯২৯ সালে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ ৪০০,০০০,০০০ পুডের কম হয়নি (১৯২৭ সালে কুলাকদের মোট উৎপাদনের তুলনায় ২০০,০০০,০০০ পুড শস্য

কম)। আপনারা আরও জানেন, ১৯২৯ সালে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলি সরবরাহ করেছে ১৩০,০০০,০০০ পুডের চেয়ে বেশি পরিমাণ বিক্রেয় শস্য (অর্থাৎ ১৯২৭ সালে কুলাকেরা যা সরবরাহ করেছিল তার চেয়ে বেশি)। সর্বশেষে, আপনারা জানেন, ১৯৩০ সালে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদনের পরিমাণ ৯০০,০০০,০০০ পুড শস্যের চেয়ে কম হবে না (অর্থাৎ কুলাকদের ১৯২৭ সালের মোট উৎপাদনের চেয়ে বেশি) এবং তাদের বিক্রেয় শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৪০০,০০০,০০০ পুডের চেয়ে কম হবে না (অর্থাৎ ১৯২৭ সালে কুলাকেরা যা সরবরাহ করেছিল তার চেয়ে অতুলনীয়-ভাবে বেশি)।

কমরেডগণ, বর্তমানে আমাদের অবস্থাটা হল এই।

এখানেই আপনারা পাচ্ছেন আমাদের দেশের অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেটি।

আপনারা দেখছেন যে, এখন আমাদের এমন বস্তুগত ভিত্তি হয়েছে যাতে কুলাকদের উৎপাদনের **পরিবর্তে** যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদন **প্রতিস্থাপন** করা যায়। ঠিক এই জন্যই কুলাকদের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ়পণ আক্রমণ এখন অনস্বীকার্য সাফল্য অর্জন করছে।

যদি আমরা কুলাকদের বিরুদ্ধে একটি প্রকৃত ও দৃঢ়পণ আক্রমণের—কুলাকদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র বাগাড়ম্বরের নয়—পরিকল্পনা করি, তাহলে কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অতি অবশ্যই এইভাবে পরিচালনা করতে হবে।

এইজন্যই সম্প্রতি আমরা কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহ **নিয়ন্ত্রিত করার** নীতি থেকে **শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার** নীতিতে অতিক্রান্ত হয়েছি।

আচ্ছা, এখন বি-কুলাকীকরণের নীতি সম্পর্কে কি হবে? আমরা কি সম্পূর্ণ সমবায়ীকরণের অঞ্চলগুলিতে বি-কুলাকীকরণ মঞ্জুর করতে পারি? বিভিন্ন এলাকায় এই প্রশ্নটি করা হয়। এটি একটি হাস্যাস্পদ প্রশ্ন! যতদিন পর্যন্ত কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাগুলি নিয়ন্ত্রিত করার নীতি আমরা অনুসরণ করে এসেছিলাম, যতদিন পর্যন্ত কুলাকদের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ আক্রমণে চলে যেতে আমরা অসমর্থ ছিলাম, যতদিন পর্যন্ত কুলাকদের উৎপাদনের পরিবর্তে যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির

উৎপাদন প্রতিস্থাপন করতে আমরা অক্ষম ছিলাম, ততদিন পর্যন্ত আমরা বি-কুলাকীকরণ মঞ্জুর করতে পারতাম না। সে-সময়ে বি-কুলাকীকরণ মঞ্জুর না করার নীতি ছিল সঠিক। কিন্তু এখন? এখন ঘটনা হল অন্যরকম। এখন আমরা কুলাকদের বিরুদ্ধে একটা দৃঢ়পণ আক্রমণ পরিচালনা করতে, তাদের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে এবং তাদের উৎপাদনের বদলে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদন প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম। এখন বি-কুলাকীকরণ সম্পাদন করছে ব্যাপক গরিব ও মাঝারি কৃষক নিজেরাই, তারা পুরোদস্তুর সমবায়ীকরণকে কার্যে পরিণত করছে। এখন, সম্পূর্ণ সমবায়ীকরণের অঞ্চলগুলিতে বি-কুলাকীকরণ আর শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়, এখন তা যৌথ খামারগুলি গড়ে তোলা ও বিকশিত করার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং বি কুলাকীকরণ সম্পর্কে দীর্ঘায়ত আলোচনা করা এখন হাস্যকর ও বোকামি। মাথা চলে গেলে চুলের জন্য কেউ আর বিলাপ করে না।

আর একটি প্রশ্ন আছে যা কম হাস্যাস্পদ মনে হয় না: যৌথ খামারগুলিতে যোগদান করতে কুলাকদের অনুমতি দেওয়া যাবে কিনা? নিশ্চিতরূপে না, কেননা তারা হল যৌথ খামার আন্দোলনের শপথাবদ্ধ শত্রু।

৭। সিদ্ধান্তসমূহ

কমরেডগণ, উপরে উল্লিখিত হয়েছে ছয়টি মূল প্রশ্ন যা আমাদের কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিতে অনুধাবনরত মার্কসবাদী ছাত্রগণের তাত্ত্বিক কাজকর্ম উপেক্ষা করতে পারে না।

এই সমস্ত প্রশ্নের গুরুত্ব, সর্বোপরি, নিহিত রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে প্রশ্নগুলির একটি মার্কসবাদী বিশ্লেষণ বিভিন্ন বুর্জোয়া তত্ত্বগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম করে তোলে, যেসব তত্ত্ব কখনো কখনো—আমাদের লজ্জা দিয়ে—আমাদের নিজেদের কমরেডরা, কমিউনিস্টগণ প্রচার করেন এবং যেগুলি ব্যবহারিক কার্যে রত আমাদের কমরেডদের মাথার মধ্যে আবর্জনা ঠেসে ঠেসে পুরে দেয়। আর এই তত্ত্বগুলিকে বহুদিন পূর্বেই উন্মূলিত ও পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। কেননা এই সমস্ত এবং অনুরূপ তত্ত্বগুলির বিরুদ্ধে অদম্য তীব্রতাপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিতে অনুধাবনরত মার্কসবাদী ছাত্রদের তাত্ত্বিক চিন্তা বিকশিত ও শক্তিশালী হতে পারে।

সর্বশেষে, এই সমস্ত প্রশ্নের গুরুত্ব এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে সেগুলি উত্তরণকালীন সময়পর্বের অর্থনীতির পুরানো সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

নেপের, শ্রেণীগুলির, যৌথ খামারসমূহের, উত্তরণকালীন সময়পর্বের অর্থনীতির প্রশ্নগুলি এখন নতুন পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হচ্ছে।

যারা নেপকে একটি পশ্চাদপসরণ—এবং শুধুমাত্র একটি পশ্চাদপসরণ—হিসেবে ব্যাখ্যা করে, তাদের ভুল অবশ্যই উদ্ঘাটিত করতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে, এমনকি যখন নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তিত হ'চ্ছিল, তখন লেনিন বলেছিলেন যে এটা শুধু একটা পশ্চাদপসরণ নয়, এটা শহরে ও গ্রামে পুঁজিবাদী অংশগুলির বিরুদ্ধে একটা নতুন, দৃঢ়পণ আক্রমণের প্রস্তুতিও বটে।

যাঁরা মনে করেন শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শুধুমাত্র একটা সংযোগ হিসেবে নেপের প্রয়োজন তাঁদের ভুল উদ্ঘাটিত করতে হবে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যে-কোন রকমের একটা সংযোগ আমাদের প্রয়োজন নয়। আমাদের যা প্রয়োজন তা হল এমন একটি সংযোগ যা সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত করবে। এবং আমরা যদি নেপ আঁকড়ে ধরে থাকি, তার কারণ হল, নেপ সমাজতন্ত্রের স্বার্থের উপযোগী। যখন নেপ সমাজতন্ত্রের স্বার্থের উপযোগী থাকবে না, তখন আমরা নেপ থেকে অব্যাহতি নেব। লেনিন বলতেন যে নেপকে সাগ্রহে চালু করা হয়েছে অনেক দিনের জন্য। কিন্তু তিনি কখনো বলেননি যে নেপকে চিরদিনের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে।

পুনরুৎপাদনের মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রশ্নটি জনপ্রিয় করে তোলার প্রশ্নটিকেও আমাদের অতি অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ব্যালান্স-শীটের কাঠামোটিকে আমাদের অতি অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে। ১৯২৬ সালে জাতীয় অর্থনীতির ব্যালান্স শীট হিসেবে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো যা প্রকাশ করেছিলেন তা ব্যালান্স-শীট নয়, সংখ্যা নিয়ে ম্যাজিক দেখানো। বাজারভ এবং গ্রোম্যান জাতীয় অর্থনীতির ব্যালান্স-শীটের সমস্যাকে যে ধরনে মোকাবিলা করছেন তাও যথাযোগ্য নয়। বিপ্লবী মার্কসবাদীরা যদি উত্তরণকালীন সময়পর্বের অর্থনীতির প্রশ্নগুলিতে নিজেদের আদৌ একান্তভাবে নিয়োজিত করতে চান, তাহলে ইউ. এস. এস. আরের জাতীয় অর্থনীতির ব্যালান্স-শীটের কাঠামো তাঁদের নিজেদেরই খাড়া করতে হবে।

কাজটা ভালই হবে যদি আমাদের মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা একটি স্পেশাল গ্রুপকে নিযুক্ত করেন যাদের কাজ হবে উত্তরণকালীন সময়পর্বের অর্থনীতির সমস্যাগুলি যে ধরনে বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে উপস্থাপিত হচ্ছে সেই নতুন ধরনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

প্রাভদা, সংখ্যা ৩০৯

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় অ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ,

হাজার হাজার ত্রুটি স্বীকার করছি; অনুগ্রহ ক'রে আমার বিলম্বিত (অত্যন্ত বিলম্বিত!) জবাবের জন্য আমার উপর ক্ষেপে যাবেন না। আমার ভীষণভাবে অত্যধিক খাটুনি চলছে। তার থেকেও বেশি হল, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম না। অবশ্য সেটা কোন কৈফিয়ৎ নয়। তবে এটা একটা ব্যাখ্যার কাজ করতে পারে।

(১) আত্মসমালোচনা ছাড়া আমরা চলতে পারি না—চলতে পারিই না, অ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ। আত্মসমালোচনা ব্যতিরেকে, নিশ্চলতা, যন্ত্রপাতির দুর্নীতিগ্রস্ততা, আমলাতান্ত্রিকতার উদ্ভব, শ্রমিকশ্রেণীর সৃজনশীল উদ্যোগের রস শুকিয়ে যাওয়া হয়ে পড়ে অপরিহার্য। অবশ্য আত্মসমালোচনা শত্রুদের খোরাক জোগায়। সে-সম্পর্কে আপনার বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক। কিন্তু তা আবার আমাদের অগ্রগতি, মেহনতী জনগণের গঠনমূলক কর্মশক্তির বন্যা উন্মুক্ত করা, প্রতিযোগিতার বিকাশ, শক ব্রিগেড ইত্যাদির জন্যও খোরাক জোটায়। সদর্থক দিকটা নঞর্থক দিকটার সঙ্গে সমভার হয় এবং গুরুত্বে ছাপিয়েও যায়।

এটা সম্ভব যে আমাদের পত্রপত্রিকা আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহকে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয় এবং কখনো কখনো এমনকি (অনিচ্ছাকৃতভাবে) সেগুলি বিজ্ঞাপন করে। তা সম্ভব এবং এমনকি বিশ্বাসযোগ্যও বটে। আর এটা, অবশ্য, খারাপ। তাই আপনি দাবি করেছেন যে আমাদের অর্জিত সাফল্যসমূহ আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সঙ্গে সমভার হোক (আমি বলব: ছাপিয়ে যাক)। আপনি, অবশ্য, সে বিষয়েও সঠিক। আমরা নিশ্চিততমরূপে এই ত্রুটি সংশোধন করব এবং করব দেরী না করে। সে-সম্পর্কে আপনার সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না।

(২) আমাদের যুবকেরা বিভিন্ন ধরনের। অসন্তোষভরে খুঁতখুঁত করনেওয়ালারা রয়েছে, রয়েছে শ্রান্ত এবং হতাশাগ্রস্তেরা (ঝেনিনের মতো)। আবার রয়েছে এমন সব যুবক যারা হাসিখুশী, তেজস্বী, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন

এবং বিজয় অর্জনে অদম্যরূপে দৃঢ়পণ। এখন যখন আমরা জীবনের পুরানো সম্পর্কগুলি ভেঙে ফেলে নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলছি, যখন 'রীতিগত রাস্তা ও গতিপথ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে এবং নতুন অ-রীতিগত গতিপথ স্থাপিত হচ্ছে এবং জনসমাজের সমগ্র অংশগুলি যারা প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করত তারা গাড্ডায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর সাধারণের সারি থেকে বাইরে গিয়ে পড়ছে ও পথ করে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য যারা পূর্বে ছিল নিপীড়িত ও পদদলিত—তখন এটা ঘটতে পারে না যে যুবকেরা ব্যাপক হারে আমাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন; সমপ্রকৃতির লোকজন হবে এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বা বিভাজন থাকবে না। প্রথমতঃ, যুবকদের মধ্যে ধনবান পিতামাতার পুত্রেরা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এমনকি যদি আমরা আমাদের নিজেদের (সামাজিক মর্যাদায়) যুবকদের কথাও ধরি, তাহলে, এমন একটা কিছু যা হবেই হবে এবং সেজন্য যা কাম্য এবং অধিকন্তু, আরও কিছু যার কোন সাদৃশ্য নেই 'সার্বজনীন স্বর্গসুখের' স্বর্গীয় নির্দোষ সুখের কাহিনীর সঙ্গে—যা প্রত্যেককেই 'বেশি পরিশ্রম না করার' এবং 'সুখে সময় কাটানোর' সুবিধা-সুযোগ দেবে—তার চিত্র হিসেবে পুরানোর প্রচণ্ড ভাঙচুর এবং নতুনের দ্রুতগতি গড়ে-ওঠা যথাযথভাবে উপলব্ধি করার পক্ষে তাদের সকলেরই বলিষ্ঠতা, ক্ষমতা, চরিত্র ও বোধশক্তি নেই। স্বভাবতঃই, 'এরূপ চরম উদ্বেগপূর্ণ প্রচণ্ড আলোড়নের' সময় আমরা নিশ্চিতরূপে এমন সব লোক পাব, যারা ক্লান্ত, অত্যধিক খাটুনির চাপে যাদের মনমেজাজ বিপর্যস্ত, যারা ক্লান্তিকরভাবে নিঃশেষিত, হতাশাগ্রস্ত, যারা সাধারণের সারি থেকে সরে পড়ছে এবং, সর্বশেষে, শত্রুর শিবিরে গিয়ে উঠছে। এগুলি হল বিপ্লবের অপরিহার্য 'উপরিব্যয়'।

এখন প্রধান বিষয় হল এই যে, অসন্তোষভরে খুঁতখুঁত করনেওয়ালারা যুবকদের মধ্যে মেজাজ ও সুরসঙ্গতি স্থাপন করছে না, স্থাপন করছে আমাদের জঙ্গী যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্যেরা, যারা হল পুঁজিবাদের বলশেভিক ধ্বংসসাধনকারীদের এক নতুন ও সংখ্যায় বহু প্রজন্মের, সমাজতন্ত্রের বলশেভিক নির্মাতাদের এবং যারা নিপীড়িত ও দাসত্ব কবলিত তাদের সকলের বলশেভিক মুক্তিদাতাদের অন্তঃসার। সেখানেই নিহিত রয়েছে আমাদের শক্তি। আর সেখানেই নিহিত রয়েছে আমাদের বিজয়লাভের অঙ্গীকার।

(৩) অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, তাদের উপর সংগঠিত মতাদর্শগত (এবং অন্যান্য) প্রভাব খাটিয়ে খুঁতখুঁত করনেওয়ালা, ঘ্যানঘ্যান্ করে কাঁদুনে,

সন্দেহবাদী ইত্যাদির সংখ্যা কমাবার চেষ্টা আমরা করব না। পক্ষান্তরে, আমাদের পার্টির, আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির, আমাদের পত্রপত্রিকার এবং আমাদের সোভিয়েতসমূহের অন্যতম প্রধান কর্তব্যকাজ হল এই প্রভাব সংগঠিত করে মোটা রকমের ফল অর্জন করা। আমরা (আমাদের বন্ধুরা) সেজন্য সর্বান্তঃকরণে আপনার উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করছি:

(১) ঝা রুস্তেরম্[২৩] নামক একটা সাময়িক পত্রিকা চালু করার, এবং

(২) এ. তলস্তয় এবং অন্যান্য সাহিত্যিক শিল্পীদের অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানিয়ে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক জনপ্রিয় মতবাদসমূহের সংগ্রহ প্রকাশ করার।

এটা আরও বলা শুধুমাত্র প্রয়োজন যে, এ দুটির কোন একটির দা য়ত্ব রাদেক বা তাঁর কোন বন্ধুর পরিচালনায় রাখা যেতে পারে না। এটা রাদেকের সৎ অভিপ্রায় বা সততার প্রশ্ন নয়। এটা হল উপদলীয় সংগ্রামের নিয়মনীতির একটি প্রশ্ন, যাকে (অর্থাৎ সংগ্রামকে) তিনি ও তাঁর বন্ধুরা পুরোপুরি বর্জন করেননি (কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্য রয়ে গেছে এবং এগুলিই তাঁদের সংগ্রাম করতে প্রেরণা দেবে)। আমাদের পার্টির ইতিহাস (শুধু আমাদের পার্টির ইতিহাসই নয়) শেখায় যে, ঘটনাসমূহের নিয়মনীতি মানবিক অভিপ্রায়ের নিয়মনীতি থেকে অধিকতর শক্তিশালী। এই সমস্ত দায়িত্ব রাজনৈতিকভাবে বিশ্বস্ত কমরেডদের হস্তে অর্পণ করা এবং রাদেক ও তাঁর বন্ধুদের সহযোগী হিসেবে আমন্ত্রণ করা অধিকতর নিরাপদ হবে। হাঁ, তাই-ই অধিকতর নিরাপদ হবে।

(৪) একটি বিশেষ সাময়িক পত্রিকা, ও ভয়েন (যুদ্ধ সম্পর্কে) বের করার প্রশ্নটি পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বর্তমান সময়ে এরূপ একটি সাময়িক পত্রিকা বের করার কোন যুক্তি নেই। আমরা মনে করি, বিদ্যমান রাজনৈতিক সংবাদপত্রসমূহে যুদ্ধের প্রশ্নগুলি (আমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছি) আলোচনা করা অধিকতর সুবিধাজনক। আরও বেশি এইজন্য যে যুদ্ধের প্রশ্নগুলিকে রাজনীতির প্রশ্নগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—যুদ্ধ হল রাজনীতিরই একটি অভিব্যক্তি।

যুদ্ধের কাহিনীগুলির সম্পর্কে বলতে হয় যে সেগুলিকে বহু বাদবিচার করে বের করতে হবে। "যুদ্ধের 'বিভিষিকা' বর্ণনাকারী এবং সমস্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে

(শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, অন্য সমস্ত ধরনের যুদ্ধেরও) একটি প্রচণ্ড অনীহা জন্মানো বহু সংখ্যক সাহিত্যিক-গল্প দিয়ে বই-এর বাজার ভর্তি। এগুলি হল বুর্জোয়া-শান্তিবাদী গল্প, এদের বিশেষ কোন মূল্য নেই। আমাদের দরকার এমন সব গল্পের, যেগুলি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিভিষিকাসমূহ থেকে পাঠককে এই ধরনের যুদ্ধগুলির সংগঠক সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি থেকে অব্যাহতি পাবার প্রয়োজনের দিকে পরিচালিত করবে। তা ছাড়া আমরা সমস্ত যুদ্ধেরই বিরুদ্ধে নই। প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ হিসেবে আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসমূহের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা মুক্তি আনয়নকারী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী যুদ্ধগুলির পক্ষে, এই ঘটনা সত্ত্বেও যে এরূপ যুদ্ধ, আমরা জানি, 'রক্তপাতের বিভীষিকা' থেকে শুধু অমুক্তই নয়, রক্তপাতের বিভীষিকা এই যুদ্ধগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আছেও।

আমার মনে হয়, যুদ্ধের 'বিভীষিকাসমূহের' বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত ও ব্যাপক প্রচারকার্য চালু করতে চাইবার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের লাইনের সঙ্গে ভরোনস্কির লাইনের কোন পার্থক্য নেই।

(৫) আপনি এটা বলায় সম্পূর্ণ সঠিক যে এখানে, আমাদের পত্রপত্রিকায়, ধর্ম-বিরোধী প্রচারের বিষয়টিতে বিরাট তালগোল পাকানো চলছে। মাঝে মাঝে অসাধারণ বোকামি কাজ করা হয়, যেগুলি শত্রুর পক্ষে লাভের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এইক্ষেত্রে আমাদের সামনে অনেক কিছু করণীয় কাজ রয়েছে। কিন্তু ধর্ম-বিরোধী কাজকর্মে নিযুক্ত আমাদের কমরেডদের সঙ্গে আপনার উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করার সুযোগ আমার এখনো হয়নি। পরের-বার আমি আপনাকে এ সম্পর্কে লিখব।

(৬) কামেগুলভ যা বলছেন আমি তা করতে পারি না। সময়ের অভাব! তা ছাড়া, কি ধরনের সমালোচক আমি, তা বলাই বাহুল্য!

যা বলবার ছিল, সবই বললাম।

আমি উষ্ণভাবে আপনার হাত জড়িয়ে ধরছি এবং আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

আপনার অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ।

জে. স্তালিন

আমাকে বলা হয়েছে যে, রাশিয়া থেকে একজন চিকিৎসকের আপনার প্রয়োজন। সত্যই কি তাই? আপনি কাকে চান? আমাদের জানান, আমরা তাঁকে পাঠাব।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩০ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্ন করার নীতি সম্পর্কে

১৬ নং ক্র্যাস্‌নায়া জ্‌ভেজ্‌দাতে[২৪] 'শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্ন-করণ' প্রবন্ধটি অনস্বীকার্যভাবে মোটের উপর সঠিক, কিন্তু তাতে দুটি ভ্রম রয়েছে। আমার মনে হয় এই ভ্রম দুটিকে অতি অবশ্যই শুদ্ধ করতে হবে।

১। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে:

'পুনরুজ্জীবনকালে শহর ও গ্রামের পুঁজিবাদী অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার একটি নীতি আমরা পরিচালিত করেছিলাম। পুনর্গঠনের সময়কালের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিয়ন্ত্রিত করার নীতি থেকে তাদের উচ্ছেদ করার নীতিতে অতিক্রান্ত হলাম।'

বক্তব্যটি ভুল। পুঁজিবাদী অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার নীতি এবং তাদের উচ্ছেদ করার নীতি দুটি পৃথক নীতি নয়। সেগুলি একটি এবং একই নীতি। গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে উচ্ছেদ করা হল, পুঁজিবাদী অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার নীতির, কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহ নিয়ন্ত্রিত করার নীতির অপরিহার্য ফল এবং **উপাদানমূলক** অংশ। গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী **অংশগুলির** উচ্ছেদসাধন শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদসাধনের সমতুল্য বলে অতি অবশ্যই গণ্য হবে না। গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলির উচ্ছেদ-সাধনের অর্থ হল কুলাকদের **স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেকশনকে** উচ্ছেদ ও পরাস্ত করা, যারা করের বোঝা ও সোভিয়েত সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহের পদ্ধতির ভার বহন করতে অক্ষম তাদের উচ্ছেদ ও পরাস্ত করা। স্বভাবতঃই, কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার নীতি ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার নীতি কুলাকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেকশনের উচ্ছেদ-সাধনে পর্যবসিত না হয়ে পারে না। সুতরাং, কুলাকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেক-শনের উচ্ছেদসাধনকে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার নীতির একটি অপরিহার্য পরিণতি ও উপাদানমূলক অংশ হিসেবে ছাড়া ভিন্নভাবে গণ্য করা যেতে পারে না।

আমরা এই নীতি অনুসরণ করেছিলাম শুধু পুনরুজ্জীবনের সময়কালে নয়, পুনর্গঠনের সময়পর্বেও, অনুসরণ করেছিলাম পঞ্চদশ কংগ্রেসের (ডিসেম্বর,

১৯২৭) অনুবর্তী এবং আমাদের পার্টির ষোড়শ সম্মেলনের (এপ্রিল, ১৯২৯) পরিবৃত্তিকালে, অনুসরণ করেছিলাম সেই সম্মেলনের পরে একেবারে ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত, যখন সম্পূর্ণ সমবায়ীকরণের পর্যায়ের সূত্রপাত হল এবং যখন শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার নীতিতে পরিবর্তন শুরু হল।

যদি কেউ আমাদের পার্টির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি অনুধাবন করেন—ধরা যাক ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের চতুর্দশ কংগ্রেস (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের উপর প্রস্তাবটি দেখুন[২৫]) থেকে ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসের ষোড়শ সম্মেলন পর্যন্ত ('কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনে উপায়-উপকরণ'-এর উপর প্রস্তাবটি দেখুন[২৬]), তাহলে তিনি এটা লক্ষ্য না করে পারবেন না যে 'কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহ নিয়ন্ত্রিত করা' সম্পর্কে তত্ত্ব অথবা 'গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের উদ্ভবকে সীমাবদ্ধ করা' সম্পর্কে তত্ত্ব, 'গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে উচ্ছেদ করা' সম্পর্কে এবং 'গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে পরাস্ত করা' সম্পর্কে তত্ত্ব দুটির পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

তার অর্থ কি?

তার অর্থ হল এই যে, কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহকে সীমাবদ্ধ করা এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার নীতি থেকে পার্টি গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশসমূহের উচ্ছেদসাধন পৃথক করে দেখে না।

পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস এবং ষোড়শ পার্টি সম্মেলন, দুটিই সর্বান্তঃকরণে দাঁড়িয়েছিল 'কৃষি বুর্জোয়াদের শোষণ করার স্বাভাবিক প্রবণতাসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার' নীতির পক্ষে ('গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম' সম্পর্কে পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব[২৭]), দাঁড়িয়েছিল 'গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের বিকাশ সীমাবদ্ধ করতে নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করার' (ঐ) নীতির পক্ষে, দাঁড়িয়েছিল 'কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহ স্থিরনিশ্চিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করার' নীতির পক্ষে (পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন[২৮]), দাঁড়িয়েছিল 'কুলাক ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের আরও অধিকতর সুসম্বদ্ধ এবং লাগাতর সীমাবদ্ধকরণে অতিক্রান্ত হওয়ার' (ঐ) অর্থে 'কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণের' নীতির পক্ষে, দাঁড়িয়েছিল শহরে ও গ্রামাঞ্চলে 'ব্যক্তিগত-পুঁজিবাদী অর্থনীতির অংশসমূহের' 'আরও বেশি দৃঢ়পণ অর্থনৈতিকভাবে উচ্ছেদসাধনের' নীতির পক্ষে (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের উপর পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন[২৯])।

সুতরাং, (ক) পুঁজিবাদী অংশসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার নীতি ও তাদের

উচ্ছেদসাধনের নীতিকে দুটি পৃথক নীতি বলে চিত্রিত করায় উপরিউক্ত লেখক ভুল করেছেন। ঘটনাসমূহ দেখায় যে আমাদের রয়েছে পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রিত করার একটি সাধারণ নীতি, যার একটি উপাদানমূলক অংশ ও ফল হল কুলাকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশকে উচ্ছেদ করা।

সুতরাং, (খ) গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উচ্ছেদসাধন শুরু হয়েছিল কেবলমাত্র পুনর্গঠনের, পঞ্চদশ কংগ্রেসের সময়কালে—এই কথা দৃঢ়রূপে বলায় উপরিউক্ত প্রবন্ধের লেখক ভুল করেছেন। বস্তুতঃ, পঞ্চদশ কংগ্রেসের আগে পুনরুজ্জীবনের সময় এবং পঞ্চদশ কংগ্রেসের পরে পুনর্গঠনের সময়, উভয় পর্বেই উচ্ছেদসাধন আরম্ভ হয়েছিল। পঞ্চদশ কংগ্রেসের পরিবৃত্তিকালে কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাগুলি নতুন ও অতিরিক্ত উপায়গুলির দ্বারা কেবলমাত্র তীব্রান্বিত হয়েছিল যার ফলে কুলাকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেকশনগুলির উচ্ছেদসাধন তীব্রান্বিত হতে বাধ্য ছিল।

(২) প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে :

> 'শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদসাধনের নীতি পুঁজিবাদী অংশসমূহের নীতির সম্পূর্ণ অনুবর্তী হয় এবং (প্রথমোক্ত) নীতিটি নতুন পর্যায়ে (শেষোক্ত) নীতির ক্রমানুবর্তন।'

এই বক্তব্যটি ভুল এবং সেজন্য অসত্য। স্বভাবতঃই শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার নীতি আকাশ থেকে পড়েনি। এর জন্য রাস্তা প্রস্তুত হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং সেই কারণে উচ্ছেদ করার সমগ্র পূর্ববর্তী সময়পর্বের দ্বারা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তা গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার (এবং উচ্ছেদ করার) নীতি থেকে **মূলগতভাবে** পৃথক নয় এবং তা হল নিয়ন্ত্রিত করার নীতির **ক্রমানুবর্তন**। আমাদের লেখক যা বলছেন তা বলার অর্থ হল, ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে গ্রামাঞ্চলের বিকাশে যে একটা **পরিবর্তন** ঘটেছে তা অস্বীকার করা। তিনি যা বলছেন তা বলার অর্থ হল, এই সময়কালে গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির নীতিতে আমরা যে একটা **মোড়** কার্যকর করেছি সে ঘটনাকে অস্বীকার করা। তিনি যা বলছেন তা বলার অর্থ হল, পার্টির **নতুন** নীতির বিরোধিতায় পঞ্চদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যারা আঁকড়ে ধরে আছে, আমাদের পার্টির সেই দক্ষিণপন্থী লোকজনদের জন্য কোন একটি মতাদর্শগত আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করা, যেমন কিনা এক সময় যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের

উন্নতিবর্ধন করার নীতির বিরোধিতায় চতুর্দশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ ক্রমাগত আঁকড়ে ধরে বসে ছিলেন।

গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করা (এবং উচ্ছেদ করার) নীতির তীব্রতাবৃদ্ধি ঘোষণা করায় পঞ্চদশ কংগ্রেসের ভিন্নপথে গমনের সঠিক বিষয়টি কি ছিল? তার ভিন্নপথে গমনের সঠিক বিষয়টি ছিল এই যে, কুলাকদের নিয়ন্ত্রিত করা সত্ত্বেও, **শ্রেণী হিসেবে** তারা আপাততঃ **টিঁকে থাকতে বাধ্য** ছিল। **এই সমস্ত কারণে** জমির খাজনাবিলি দেওয়া সম্পর্কে আইনটি পঞ্চদশ কংগ্রেস চালু রেখে দিল, যদিও কংগ্রেস ভালভাবেই জানত যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কুলাকেরা জমি ভাড়া দেয়। **এই সমস্ত কারণে** গ্রামাঞ্চলে শ্রম ভাড়া করা সম্পর্কে আইনটি পঞ্চদশ কংগ্রেস চালু রেখে দিল এবং দাবি করল যে এই আইনটি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। **এই সমস্ত কারণে** আবার ঘোষণা করা হল যে বি-কুলাকীকরণ অননুমোদনযোগ্য।* এই সমস্ত আইন ও সিদ্ধান্ত কি গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশসমূহকে **নিয়ন্ত্রিত করার** (এবং উচ্ছেদ করার) নীতির বিরোধিতা করে? নিশ্চিতরূপে **নয়**। এই সমস্ত আইন ও সিদ্ধান্ত কি শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের **নির্মূল করার** নীতির বিরোধিতা করে? নিশ্চিতরূপে, **তারা তা করে**! সুতরাং, পুরোপুরি সমবায়ীকরণ, যা এখন লাফিয়ে লাফিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তার এলাকাগুলিতে এই সমস্ত আইন ও সিদ্ধান্তসমূহকে বাতিল করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে, পুরোপুরি সমবায়ীকরণের এলাকাগুলিতে যৌথ খামার আন্দোলনের অগ্রগতির দ্বারাই সেগুলি ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে গেছে।

তাহলে কি দৃঢ়রূপে বলা যেতে পারে যে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার নীতি হল গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার (এবং উচ্ছেদ করার) নীতির **ক্রমানুবর্তন**? স্পষ্টতঃ তা বলা যেতে পারে না।

উপরিউক্ত প্রবন্ধটির লেখক ভুলে যাচ্ছেন যে, শ্রেণী হিসেবে কুলাকশ্রেণীকে করারোপের ব্যবস্থাসমূহ বা অন্য কোনরূপে সীমাবদ্ধকরণের দ্বারা উচ্ছেদ করা যায় না, যদি কিনা এই শ্রেণীকে উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহ এবং জমির অবাধ ব্যবহারের অধিকার **রাখতে দেওয়া** হয় এবং যদি কিনা আমাদের ব্যবহারিক কার্যকলাপে গ্রামাঞ্চলে আমরা **বজায় রাখি** শ্রম ভাড়া নেবার আইন, জমির খাজনাবিলি দেবার আইন এবং বি-কুলাকীকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা। লেখক ভুলে যাচ্ছেন যে, কুলাকদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার

নীতি কুলাকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেকশনকে উচ্ছেদ করার উপর কেবলমাত্র নির্ভর করতে আমাদের সক্ষম করে, যা আবার শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের আপাততঃ **বজায় রাখার** বিরোধিতা করে না, কিন্তু পক্ষান্তরে তাকে সাময়িকভাবে মেনে নেয়। শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদ করার উপায় হিসেবে কুলাক-দের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেকশনকে নিয়ন্ত্রিত ও উচ্ছেদ করার নীতি অপর্যাপ্ত। শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদসাধন করতে হলে, প্রকাশ্য সংগ্রামে এই শ্রেণীর প্রতিরোধ অতি অবশ্যই **চূর্ণ করতে হবে** এবং তাকে তার অস্তিত্ব ও বিকাশের উৎপাদনমূলক উৎসসমূহ থেকে আত অবশ্যই **বঞ্চিত করতে হবে** (জমির অবাধ ব্যবহার, উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহ, জমির খাজনাবিলি দেওয়া, শ্রমভাড়া করার অধিকার ইত্যাদি)।

এটাই হল শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার নীতি অভিমুখীন একটি **মোড়**। এটি ব্যতিরেকে, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদ করার কথাবার্তা হল শূন্যগর্ভ বকবকানি, যা কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের পক্ষে গ্রহণীয় ও লাভজনক। এটি ব্যতিরেকে, গ্রামাঞ্চলের মোটারকমের, সম্পূর্ণের কথা দূরে থাকুক, সমবায়ীকরণ অকল্পনীয়। এটা ভালভাবেই উপলব্ধি করে আমাদের গরিব ও মাঝারি কৃষকেরা, যারা কুলাকদের চূর্ণ করে পুরোপুরি সমবায়ীকরণ চালু করছে। স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, আমাদের কিছু কিছু কমরেড এখনো এটা উপলব্ধি করছেন না।

'কাজেই, গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির বর্তমান নীতি পুরানো নীতির একটি **ক্রমানুবর্তন** নয়, তা হল গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে **নিয়ন্ত্রিত করার** (এবং উচ্ছেদ করার) পুরানো নীতি থেকে সরে এসে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের **নির্মূল করার** নতুন নীতি অভিমুখীন একটি **মোড়**।

ক্র্যাস্নায়া জ্ভেজ্দা, সংখ্যা ১৮

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩০

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

স্বের্দলভ কমরেডদের প্রশ্নসমূহের জবাব[৩০]

১। স্বের্দলভ কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রশ্নসমূহ

(১) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের[৩১] তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত আর. সি. পি (বি)র রণকৌশলের উপর তত্ত্বগুলিতে লেনিন সোভিয়েত রাশিয়ায় দুটি প্রধান শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন।

আমরা এখন কুলাকদের ও শ্রেণী হিসেবে নতুন বুর্জোয়াদের নির্মূল করার কথা বলছি।

তার অর্থ কি এই যে **নেপের** সময়কালে আমাদের দেশে একটি তৃতীয় শ্রেণী গঠিত হয়েছে?

(২) কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ অনুধাবনরত মার্কসবাদী ছাত্রদের সম্মেলনে আপনার ভাষণে আপনি বলেছিলেন, 'আমরা যদি **নেপ** আঁকড়ে ধরে থাকি, তার কারণ হল **নেপ** সমাজতন্ত্রের স্বার্থের উপযোগী। যখন **নেপ** সমাজতন্ত্রের স্বার্থের উপযোগী থাকবে না, তখন আমরা **নেপ** থেকে অব্যাহতি নেব।' এই 'অব্যাহতি নেওয়া' কিভাবে বুঝতে হবে এবং তা কোন্ রূপ ধারণ করবে?

(৩) সমবায়ীকরণে চূড়ান্ত সাফল্যসমূহ এবং শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের দুরীকরণ অর্জিত হলে, যে শ্লোগান এখন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সম্পর্কসমূহ নির্ধারণ করে সেই শ্লোগানের ক্ষেত্রে পার্টির কি কি সংশোধন আনতে হবে: 'এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্জন না করে, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি সমঝওতায় আসা এবং কেবলমাত্র দরিদ্র কৃষকদের উপর দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপন করা' (**লেনিন**)?[৩২]

(৪) কি কি পদ্ধতিতে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের দুরীকরণ কার্যকরী করতে হবে?

(৫) দুটি শ্লোগানের: একটি পুরোপুরি সমবায়ীকরণের এলাকাগুলিতে —শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূলীকরণ এবং অন্যটি অসম্পূর্ণ সমবায়ীকরণের এলাকাগুলিতে, কুলাকদের নিয়ন্ত্রিত ও উচ্ছেদকরণ—যুগপৎ প্রয়োগের ফলে

শেষোক্ত এলাকাগুলিতে কুলাকদের আত্ম-নিশ্চিহ্নকরণ কি ঘটবে না (তাদের সম্পত্তি, উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ক্ষয়করণ ইত্যাদি)?

(৬) শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং আমাদের দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রায়ণ, অর্থনৈতিক সংকট ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লবের জোয়ারবৃদ্ধি 'সাময়িক নিবৃত্তি'-র স্থায়িত্বের উপর কি প্রভাব খাটাতে পারে?

(৭) পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বর্তমানের বৈপ্লবিক তরঙ্গস্ফীতির একটি সোজাসুজি বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে অতিক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার মত কি?

(৮) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এইসব নতুন নতুন অগ্রগতি, সমগ্র ফ্যাক্টরি শপগুলির পার্টিতে যোগদান করার সিদ্ধান্ত যাতে বৈশিষ্ট্য প্রদান করছে, তাকে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আরও সম্পর্কসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে?

(৯) যৌথ খামার আন্দোলনের প্রচণ্ড পরিসরের ব্যাপারে, গ্রামাঞ্চলে পার্টির সম্প্রসারণ একটি বাস্তব প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরূপ সম্প্রসারণের সীমা এবং যৌথ খামারসমূহের চাষীদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের পার্টিতে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে আমাদের নীতি কি হবে?

(১০) রাজনৈতিক অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলির প্রশ্নে অর্থনীতি-বিদ্‌দের যেসব বিতর্ক চলছে সে সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি?

২। কমরেড স্তালিনের জবাব

প্রথম প্রশ্ন: লেনিন দুটি প্রধান শ্রেণীর কথা বলেছিলেন। কিন্তু অবশ্যই তিনি একটি তৃতীয় শ্রেণী, পুঁজিবাদী শ্রেণীর (কুলাক, শহুরে পুঁজিবাদী বুর্জোয়ারা) কথা জানতেন। অবশ্যই, কুলাক এবং শহুরে পুঁজিবাদী বুর্জোয়ারা কেবলমাত্র নেপ প্রবর্তনের পরে শ্রেণী হিসেবে 'নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে'নি। তারা নেপ প্রবর্তনের আগেও ছিল, তবে ছিল একটি দ্বিতীয় শ্রেণী হিসেবে। নেপ, তার প্রথম পর্যায়গুলিতে এই শ্রেণীর উদ্ভবকে কিছুটা পরিমাণে সহজতর করেছিল। কিন্তু তা সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের উদ্ভবকে আরও বেশি বৃহত্তর পরিমাণে সাহায্য করেছিল। সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর পার্টি কর্তৃক আক্রমণ চালু করার পর, গ্রামীণ, এবং অংশতঃ শহুরে, পুঁজিবাদীদের শ্রেণীকে ধ্বংস ও বিলুপ্তি সাধনের অভিমুখে ঘটনাসমূহ একটা তীব্র মোড় নিয়েছে।

সঠিকতার খাতিরে এটা উল্লেখ করতে হবে যে, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্ন করার শ্লোগানকে নতুন, শহুরে বুর্জোয়াদের নিশ্চিহ্ন করা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার নির্দেশ পার্টি দেয়নি। নেপজনেরা বহুদিন পূর্বে তাদের উৎপাদনের ভিত্তি থেকে মোটের উপর বঞ্চিত হয়েছিল এবং সেজন্য তারা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে কোন মোটারকমের ভূমিকা পালন করে না; আর কুলাকেরা সেদিনও পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রভূত অর্থনৈতিক প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং আমরা **কেবলমাত্র এখন** তাদের উৎপাদনের ভিত্তি থেকে বঞ্চিত করছি—এ দুটির (নেপজন ও কুলাকদের—অনুবাদক) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন।

আমার মনে হয়, আমাদের কিছু কিছু সংগঠন এই পার্থক্য ভুলে যায় এবং শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্নকরণের শ্লোগানের সঙ্গে শহুরে বুর্জোয়াদের নিশ্চিহ্নকরণের শ্লোগান 'সম্পূরণ করতে' চেষ্টা করার ভুল করে বসে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে অনুধাবনরত মার্কসবাদী ছাত্রদের সম্মেলনে আমার প্রদত্ত ভাষণের বাক্যটির অর্থ এইভাবে বুঝতে হবে যে আমরা 'নেপ থেকে অব্যাহতি নেব' তখন, যখন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণ স্বাধীনতা মঞ্জুর করার আমাদের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না, যখন এই স্বাধীনতা মঞ্জুর করা কেবলমাত্র প্রতিকূল ফল প্রদান করবে, যখন তার ব্যক্তিগত লগ্নী অর্থ এবং পুঁজিবাদের কিছুটা পুনরুজ্জীবনের সহনশীলতা সহ ব্যক্তিগত ব্যবসায় ব্যতিরেকে, আমরা আমাদের নিজেদের ব্যবসায় সংক্রান্ত সংগঠনগুলির মাধ্যমে শহর ও গ্রামের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ স্থাপন করতে সক্ষম হব।

তৃতীয় প্রশ্ন: এটা স্পষ্ট যে, যখন যৌথ খামারসমূহ ইউ. এস. এস. আরের অঞ্চলগুলির অধিকাংশ অন্তর্ভুক্ত করবে, তখন কুলাকেরা নির্মূল হবে—অতএব ইলিচের সূত্রায়ণের এই অংশ বাতিল হয়ে যাবে। যৌথ খামারগুলির মাঝারি ও গরিব কৃষকদের ব্যাপারে, যখন যৌথ খামারগুলি মেশিন ও ট্রাক্টরে সজ্জিত হবে, তখন তারা সমবায়ীকৃত গ্রামাঞ্চলের মেহনতী সদস্যদের একটি মাত্র শ্রেণীতে মিশে যাবে। অনুরূপভাবে, 'মাঝারি কৃষক' ও 'গরিব কৃষকের' ধারণাসমূহ ভবিষ্যতে আমাদের শ্লোগানগুলি থেকে অন্তর্হিত হবে।

চতুর্থ প্রশ্ন: শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্নকরণ ঘটানোর প্রধান পদ্ধতি হল ব্যাপক সমবায়ীকরণের পদ্ধতি। আর সমস্ত উপায়কে অতি অবশ্যই এই

প্রধান পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যা কিছু এই পদ্ধতির পরিপন্থী অথবা তার কার্যকারিতা হ্রাস করে, সে সবকিছুকে অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

পঞ্চম প্রশ্ন: 'শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্নকরণ' এবং 'কুলাকদের নিয়ন্ত্রিতকরণ', এই শ্লোগান দুটিকে অতি অবশ্যই **স্বপ্রধান** ও **সমপর্যায়ের** শ্লোগান বলে গণ্য করা হবে না। যে মুহূর্তে আমরা শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্ন করার শ্লোগানে অতিক্রান্ত হলাম, সেই মুহূর্তে সেটি হয়ে দাঁড়াল **মুখ্য** শ্লোগান; এবং অসম্পূর্ণ সমবায়ীকরণের এলাকাগুলিতে কুলাকদের নিয়ন্ত্রিত করার শ্লোগানটি একটি স্বপ্রধান শ্লোগান থেকে মুখ্য শ্লোগানের একটি **সম্পূরক**, একটি **সহায়ক** শ্লোগানে পরিণত হয়, এমন একটি শ্লোগানে পরিণত হয় যা এইসব এলাকায় মুখ্য শ্লোগানে উত্তরণের জন্য অবস্থাসমূহের সৃষ্টি সহজতর করে। আপনারা দেখছেন, আজকের অবস্থাসমূহে, 'কুলাকদের নিয়ন্ত্রিত করার' শ্লোগানের হাল এক বছর পূর্বে বা তার আগে যা ছিল তা থেকে মূলগতভাবে পৃথক।

এটি উল্লেখ করতে হবে যে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মুখপত্র ধরনের কিছু কিছু পত্রপত্রিকা এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মর্ম উপলব্ধি করে না।

এটা সম্ভব ও বিশ্বাসযোগ্য যে অসম্পূর্ণ সমবায়ীকরণের এলাকাগুলিতে, বি-কুলাকীকরণ পূর্বাহ্ণেই উপলব্ধি করে, কুলাকদের একটি অংশ 'আত্মনিশ্চিহ্নকরণের আশ্রয় নেবে' এবং 'তাদের সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ধ্বংস করবে'। নিশ্চিতরূপে, এসব ব্যাহত করার জন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এটা আদৌ বেরিয়ে আসে না যে, সমবায়ীকরণের অংশ হিসেবে নয়, সমবায়ীকরণের পূর্বে গৃহীত এবং সমবায়ীকরণ ব্যতিরেকে স্বপ্রধান একটা কিছু হিসেবে আমাদের বি-কুলাকীকরণকে মঞ্জুর করতে হবে। তা মঞ্জুর করার অর্থ হবে বাজেয়াপ্ত-করা কুলাক-সম্পত্তিকে যৌথ খামারসমূহের **সামাজিকীকরণের** নীতির পরিবর্তে **স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র** কৃষকদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিসাধনের জন্য এই সম্পত্তির **অংশ ভাগ** করে নেবার নীতি প্রতিস্থাপন করা। এই রকম প্রতিস্থাপন হবে এক ধাপ পেছিয়ে যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া নয়। কুলাক-সম্পত্তির 'ক্ষতিকরণ' ব্যাহত করার একটি মাত্র পথ আছে, এই পথ হল যে সমস্ত এলাকায় সমবায়ীকরণ অসম্পূর্ণ সেই সমস্ত এলাকায় সমবায়ীকরণের জন্য কঠিনতর পরিশ্রম করা।

ষষ্ঠ প্রশ্ন: আপনারা যে উপায় ও অবস্থাসমূহ পরপর বর্ণনা করছেন তাতে

'সাময়িক নিবৃত্তির' সময়কাল বেশ কিছু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হতে পারে। কিন্তু তারা নিশ্চিতভাবে আমাদের প্রতিরক্ষার উপায়সমূহ শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করতে বাধ্য। অনেকখানি নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের শিবিরের অভ্যন্তরে স্ববিরোধিতাসমূহের উদ্ভবের উপর, এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির আরও অগ্রগতির উপর। কিন্তু তা হল আর একটি প্রশ্ন।

সপ্তম প্রশ্ন: একটি 'বৈপ্লবিক তরঙ্গস্ফীতি' এবং একটি 'সোজাসুজি বিপ্লবী পরিস্থিতির' মধ্যে কোন বাঁধা-ধরা লাইন নেই। কেউ বলতে পারে না, 'এই বিন্দু পর্যন্ত হল একটি বৈপ্লবিক তরঙ্গস্ফীতি; এর পরে আমরা লাফিয়ে উঠব একটি সোজাসুজি বিপ্লবী পরিস্থিতিতে'। কেবলমাত্র চুলচেরা পণ্ডিতরা প্রশ্নটিকে ওইভাবে রাখতে পারেন। প্রথমটি 'প্রত্যক্ষ করা যায় না এমনভাবে' দ্বিতীয়টিতে অতিক্রান্ত হয়। কর্তব্যকাজ হল, যাকে বলা হয় একটি সোজাসুজি বিপ্লবী পরিস্থিতি, তার 'সূত্রপাতের' জন্য **অপেক্ষা না করে,** চূড়ান্ত বিপ্লবী যুদ্ধসমূহের জন্য প্রলেতারিয়েতকে **এখনই** প্রস্তুত করা।

অষ্টম প্রশ্ন: পার্টিতে যোগ দেবার জন্য সমগ্র ফ্যাক্টরি শপগুলি এবং এমনকি সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলির অভিপ্রায় হল বিরাট ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর প্রচণ্ড বৈপ্লবিক তরঙ্গস্ফীতির একটি লক্ষণ, পার্টির নীতির সঠিকতার একটি লক্ষণ, শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের দ্বারা এই নীতির প্রকাশ্যভাবে অভিব্যক্ত সমর্থনের লক্ষণ। কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না যে পার্টিতে যোগ দিতে যারাই ইচ্ছা প্রকাশ করবে তাদেরই পার্টিতে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। শপ ও ফ্যাক্টরিগুলিতে সব ধরনেরই লোকজন আছে, এমনকি আছে অন্তর্ঘাতকেরাও। সেই জন্য সদস্যপদের জন্য প্রতিটি প্রার্থী সম্পর্কে **ব্যক্তিগতভাবে** যাচাই করার প্রমাণিত ও পরীক্ষিত পদ্ধতি পার্টিকে অতি অবশ্যই প্রয়োগ করে যেতে হবে, এই পদ্ধতি চালিয়ে যেতে হবে পার্টিতে **ব্যক্তিগতভাবে** প্রবেশাধিকার দিতে। আমরা শুধু সংখ্যা চাই না, যোগ্যতা ও গুণও চাই।

নবম প্রশ্ন: বলা বাহুল্য, যৌথ খামারগুলিতে সংখ্যাগতভাবে পার্টি কম-বেশি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে। এটা কাম্য যে, যৌথ খামার আন্দোলনের সমস্ত লোকজনই কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ইস্পাতদৃঢ় হয়েছে, বিশেষতঃ কৃষি-শ্রমিক ও গরিব কৃষকেরা, তারা পার্টির কর্মীসারিতে এসে তাদের

কর্মশক্তিসমূহ প্রয়োগ করবে। স্বভাবতঃই, ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করা এবং ব্যক্তিগত ভিত্তিতে পার্টিতে ভর্তি করা এখানে বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে।

দশম প্রশ্ন: আমার মনে হয়, অর্থনীতিবিদ্দের মধ্যে বিতর্কসমূহে অনেক কিছু রয়েছে যা পণ্ডিতী ও কষ্টকল্পিত। বিতর্কগুলির বহিঃস্থ দিক সরিয়ে রেখে, বিবদমান পক্ষগুলির প্রধান প্রধান ভুল হল নিম্নরূপ:

(ক) কোন পক্ষই দুই ফ্রন্টে সংগ্রাম করার পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম বলে নিজেদের প্রমাণিত করেনি: 'রুবিনবাদ' এবং 'যান্ত্রিকতাবাদ'[৩৩] উভয়ের বিরুদ্ধে।

(খ) উভয়পক্ষই সোভিয়েত অর্থনীতি ও বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের মূলগত প্রশ্নগুলি থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহুদীদের পুরানো নিয়মাবলীসুলভ বিমূর্তনের রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এইভাবে তারা বিমূর্ত বিষয়বস্তুসমূহের উপর প্রচেষ্টার দুটি বছর অপচয় করেছে—অবশ্যই এতে আমাদের শত্রুদের তুষ্টি ও সুবিধা ঘটেছে।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ — জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৪০
১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০

সাফল্যে দিশেহারা

(যৌথ খামার আন্দোলনের প্রশ্নগুলি সম্পর্কে)

যৌথ খামার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের সাফল্যগুলির কথা এখন সকলেই বলছে। এমনকি আমাদের শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে সাফল্যগুলি মোটা রকমের। আর সত্যসত্যই সাফল্যগুলি অতিশয় বিরাট।

এটা সত্য ঘটনা যে, এ বছরের ২০শে ফেব্রুয়ারি নাগাদ ইউ. এস. এস. আর ব্যাপী কৃষি খামারগুলির ৫০ শতাংশ যৌথ খামারে পরিণত হয়েছে। তার অর্থ হল এই যে ১৯৩০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি নাগাদ আমরা সমবায়ীকরণের পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপূরণ ১০০ শতাংশের বেশি **ছাপিয়ে গেছি**।

এটা সত্য ঘটনা যে, এ বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারি যৌথ খামারগুলি বসন্তকালে বপনের জন্য ৩৬,০০০,০০০ সেণ্টনার-এর বেশি অর্থাৎ প্রায় ২২০,০০০,০০০ পুড বীজ মজুত করতে **ইতিমধ্যেই সফল** হয়েছে, যা হল পরিকল্পনার ৯০ শতাংশের বেশি। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, শুধুমাত্র যৌথ খামারগুলির ২২০,০০০,০০০ পুড বীজ সঞ্চয় করা—তা আবার শস্য সংগ্রহ পরিকল্পনার সফল পরিপূরণের পর—একটা প্রচণ্ড সাফল্য অর্জন।

এসব কি প্রকট করে?

প্রকট করে যে, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে গ্রামাঞ্চলের আমূল পরিবর্তন ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে।

এটা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই যে, আমাদের দেশের নিয়তির পক্ষে, আমাদের দেশের যে নির্দেশিকা শক্তি সেই সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এবং সর্বশেষে, পার্টির নিজের পক্ষে এই সমস্ত সাফল্য হল চরম গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক ফলাফলের কথা না বললেও এই সমস্ত সাফল্য পার্টির নিজের আভ্যন্তরীণ জীবনের, পার্টির শিক্ষার পক্ষে প্রভূত মূল্যবান। এরা আমাদের পার্টিকে প্রফুল্লতার একটা মানসিকতায় এবং তার শক্তির উপর আস্থায় অনুপ্রাণিত করে। এই সাফল্যগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে আমাদের লক্ষ্যসাধনে বিজয়লাভের উপর আস্থায় সজ্জিত করে। এগুলি আমাদের পার্টির প্রতি লক্ষ লক্ষ রিজার্ভ লোকজনকে টেনে আনে।

এই কারণে পার্টির কর্তব্যকাজ হল: অর্জিত সাফল্যগুলি সুসংহত করা এবং আমাদের অধিকতর অগ্রগতির জন্য সেগুলিকে রীতিবদ্ধভাবে কাজে লাগানো।

কিন্তু সাফল্যগুলির কিছু নিন্দনীয় অংশও আছে, বিশেষ করে সেগুলি যখন তুলনামূলক 'সহজসাধ্যতার' সঙ্গে—বলতে গেলে, 'অপ্রত্যাশিতভাবে' —অর্জিত হয়। এরূপ সাফল্যসমূহ কখনো কখনো অসার দম্ভ ও আত্মগর্বের মনোভাব প্ররোচিত করে: 'আমরা সব কিছুই অর্জন করতে পারি!', 'এমন কিছু নেই যা আমরা পারি না!' একেবারে বিরল ঘটনা নয় যে জনগণ এইসব সাফল্যে প্রমত্ত হয়ে পড়ে; তারা সাফল্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তারা সমস্ত সংহতিবোধ হারায়, হারায় বাস্তব ঘটনাসমূহ উপলব্ধি করার ক্ষমতা; নিজেদের শক্তির অতিমূল্যায়ন এবং শত্রুর শক্তির কম মূল্য নির্ণয় করার দিকে তারা প্রবণতা দেখায়; 'তুড়ি দিয়ে' সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সমস্ত প্রশ্ন সমাধান করার জন্য হঠকারী সব প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরূপ অবস্থায়, অর্জিত সাফল্যগুলি সুসংহত করা এবং অধিকতর অগ্রগতির নিমিত্ত সেগুলি রীতিবদ্ধভাবে কাজে লাগানোর জন্য আগ্রহের কোন অবকাশ নেই। কেন আমরা অর্জিত সাফল্যগুলি সুসংহত করব, যখন, ঘটনা যেরূপ ঘটেছে, আমরা 'এক তুড়ি মেরে' সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয়লাভের দিকে ছুটে যেতে পারি: 'আমরা সব কিছুই অর্জন করতে পারি!', 'এমন কিছু নেই যা আমরা পারি না!'

এই নিমিত্ত, পার্টির কর্তব্যকাজ হল: আমাদের লক্ষ্যসাধনের পক্ষে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর এই সমস্ত অনুভূতির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালানো এবং সেগুলিকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করা।

এটা বলা যেতে পারে না যে, এই সমস্ত বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর অনুভূতি আমাদের পার্টির কর্মীসারিতে আদৌ বহুবিস্তৃত। কিন্তু এগুলি আমাদের পার্টিতে বিদ্যমান রয়েছেই এবং এ কথা দৃঢ়ভাবে বলার কোন যুক্তি নেই যে সেগুলি আরও জোরদার হবে না। এবং তাদের যদি অবাধ সুবিধা-সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, যৌথ খামার আন্দোলন বেশ ভালভাবেই দুর্বলতর হবে এবং তা ভেঙে পড়ার আশংকা একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এই জন্যেই আমাদের পত্রপত্রিকার করণীয় কাজ হল: এগুলিকে এবং

অনুরূপ লেনিনবাদ-বিরোধী অনুভূতিসমূহকে প্রকাশ্যে নিন্দা ও অভিযুক্ত করা।

কতকগুলি ঘটনা।

(১) অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, আমাদের যৌথ খামার নীতির সাফল্য-সমূহের কারণ হল এই ঘটনা যে, যৌথ খামার আন্দোলনের **স্বেচ্ছাক্রিয় চরিত্রে** এবং ইউ. এস. এস. আরের বিভিন্ন অঞ্চলের **অবস্থাসমূহের বৈচিত্র্য বিবেচনার বিষয়ীভূত করার** উপর এই নীতি নির্ভরশীল। যৌথ খামার-গুলিকে অবশ্যই জোরপূর্বক স্থাপিত করা চলবে না। তা হবে বোকামি ও প্রতিক্রিয়াশীল কাজ। যৌথ খামার আন্দোলন অতি অবশ্যই নির্ভরশীল হবে কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক সাধারণের সক্রিয় সমর্থনের উপর। উন্নত এলাকাগুলিতে যৌথ খামার গঠনের উদাহরণসমূহ অতি অবশ্যই অনুন্নত এলাকাগুলিতে যান্ত্রিকভাবে স্থানান্তরিত করা চলবে না। তা হবে বোকামি ও প্রতিক্রিয়াশীল কাজ। এরূপ 'নীতি' এক আঘাতে সমবায়ীকরণের ধারণার সুনামহানি করবে। যৌথ খামারের বিকাশের দ্রুততা ও পদ্ধতিসমূহ নির্ধারিত করার ক্ষেত্রে ইউ. এস. এস. আরের বিভিন্ন এলাকার অবস্থাসমূহের বৈচিত্র্যকে অতি অবশ্যই সযত্নে বিবেচনা করতে হবে।

যৌথ খামার আন্দোলনে আমাদের শস্য-জন্মানো এলাকাগুলি অন্য সকল এলাকার পুরোবর্তী রয়েছে। এটা কেন?

প্রথমতঃ, যেহেতু এইসব এলাকাগুলিতে রয়েছে ইতিমধ্যেই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তম সংখ্যক রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারগুলি, যাদের কল্যাণে নতুন প্রযুক্তিগত সাজসজ্জার ক্ষমতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে, চাষবাসের নতুন, যৌথ সংগঠনের ক্ষমতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চিত হতে কৃষকেরা সুযোগ পেয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু শস্য সংগ্রহের ব্যাপক ও সংগঠিত প্রচারকার্যের সময়-কালে কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সমস্ত এলাকার দু'বছরের শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা ঘটেছে এবং তা যৌথ খামার আন্দোলনের বিকাশের পথ সুগম না করে পারেনি।

সর্বশেষে, যেহেতু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এইসব এলাকাতে শিল্প-কেন্দ্রগুলি থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ক্যাডারদের ব্যাপকভাবে সরবরাহ করা হয়েছে।

এটা কি বলা যেতে পারে যে, এই সমস্ত বিশেষভাবে অনুকূল অবস্থা অন্য সমস্ত এলাকায় বিরাজিত রয়েছে, বিরাজিত রয়েছে ভোগ্যশস্য

ব্যবহারকারীদের এলাকায়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের উত্তরের অঞ্চলগুলিতে—অথবা বিরাজিত রয়েছে সেইসব এলাকায় যেখানে এখনো পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাগুলি রয়েছে—ধরা যাক, তুর্কিস্তানের মতো জায়গায়?

না, তা বলা যেতে পারে না।

স্পষ্টতঃ, ইউ. এস. এস. আরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থাসমূহের বৈচিত্র্যকে হিসেবের বিষয়ীভূত করার নীতি, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত নীতির সঙ্গে একত্রে, হল একটি নিরেট যৌথ খামার আন্দোলনের পক্ষে পূর্বাহ্নেই অবশ্যপূরণীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহের অন্যতম।

কিন্তু কখনো কখনো বাস্তবিকপক্ষে কি ঘটে? এটা কি বলা যেতে পারে যে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত নীতি এবং স্থানীয় বিশেষত্বসমূহ হিসেবে ধরে নেবার নীতি কতকগুলি এলাকায় লংঘিত হয় না? না, দুর্ভাগ্যক্রমে তা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা জানি, ভোগ্যশস্য ব্যবহারকারীদের অঞ্চলের উত্তরের কতকগুলি এলাকায়, যেখানে যৌথ খামারগুলির আশু সংগঠনের পক্ষে অবস্থাসমূহ শস্য-জন্মানো এলাকাগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল, সেইসব এলাকায় বিরল প্রচেষ্টাসমূহ চালানো হয় না, যৌথ খামারগুলির সংগঠনের পক্ষে প্রস্তুতিমূলক কাজকর্মের বদলে যৌথ খামার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হুকুমজারি, যৌথ খামারগুলির অগ্রগতির প্রশ্নে কাগুজে প্রস্তাবসমূহ, কাগজেকলমে যৌথ খামারসমূহের সংগঠন প্রতিস্থাপন করার—সেইসব যৌথ খামারগুলির, যাদের এখনো কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, অথচ যাদের 'অস্তিত্ব' ঘোষণা করা হয় ঝুড়ি ঝুড়ি দম্ভ-প্রণোদিত প্রস্তাবসমূহে।

অথবা, ধরা যাক তুর্কিস্তানের কতকগুলি এলাকা, যেখানে যৌথ খামারসমূহের আশু সংগঠনের পক্ষে অবস্থাসমূহ ভোগ্যশস্য ব্যবহারকারীদের অঞ্চলের উত্তরের অঞ্চলসমূহের তুলনায় আরও কম অনুকূল। আমরা জানি তুর্কিস্তানের কতকগুলি এলাকায়, সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করার হুমকি দিয়ে, যে সমস্ত কৃষক এখনো যৌথ খামারগুলিতে যোগ দিতে প্রস্তুত নয়, তাদের সেচের জল এবং যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্র থেকে বঞ্চিত করা হবে, এই হুমকি দিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে ইউ. এস. এস. আরের অগ্রসর এলাকাগুলিকে 'ধরে ফেলা এবং ছাপিয়ে যাবার' জন্য।

এই সার্জেন্ট প্রিশিবিয়েভ 'নীতি' এবং যৌথ খামার আন্দোলনের ক্ষেত্রে

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত নীতি ও স্থানীয় বিশেষত্বগুলিকে হিসেবের বিষয়ীভূত করার উপর নির্ভর করার নীতির মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? স্পষ্টতঃই, এই দুটি নীতির মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই এবং থাকতে পারে না।

এই সমস্ত বিকৃতি, যৌথ খামার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই হুকুমজারি, কৃষকদের বিরুদ্ধে এইসব মূল্যহীন হুমকির দ্বারা কে লাভবান হয়? আমাদের শত্রুরা ছাড়া আর কেউ লাভবান হয় না।

এই সমস্ত বিকৃতির ফল কি হতে পারে?—আমাদের শত্রুদের শক্তিশালী করা এবং যৌথ খামার আন্দোলনের ধারণার সুনামহানি করা।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে এই সমস্ত বিকৃতির স্রষ্টারা, যারা নিজেদের 'বামপন্থী' বলে বিবেচনা করে, তারা বাস্তবক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের লাভের উৎস হচ্ছে?

(২) আমাদের পার্টির রাজনৈতিক রণনীতির সর্বাধিক প্রধান উৎকর্ষ-সমূহের অন্যতম হল এই যে, পার্টি যে-কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে আন্দোলনের **প্রধান যোগসূত্র** নির্ণয় করতে পারে, যাকে আঁকড়ে ধরে সমস্যার সমাধান অর্জনের জন্য পার্টি সমগ্র শিকলটিকে একটি সাধারণ লক্ষ্যাভিমুখে টেনে নিয়ে যায়। এটা কি বলা যেতে পারে যে, যৌথ খামারের বিকাশের প্রথায় যৌথ খামার আন্দোলনের প্রধান যোগসূত্র পার্টি ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছে? হাঁ, তা বলা যেতে পারে এবং বলা উচিত।

এই প্রধান যোগসূত্রটি কি?

এটা কি, তবে, জমির **যুক্ত চাষবাসের জন্য সমিতি**? না, তা নয়। জমির যুক্ত চাষবাসের জন্য সমিতিসমূহ, যাতে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ এখনো সমাজীকৃত হয়নি, সেগুলি ইতিমধ্যেই যৌথ খামার আন্দোলনের একটা অতীত পর্যায় হয়ে গেছে।

এটা কি **কৃষিগত কমিউন**? না, তাও নয়। যৌথ খামার আন্দোলনে কমিউনগুলি এখনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কৃষিগত কমিউনসমূহ—যাতে শুধু উৎপাদন নয়, বণ্টনও সমাজীকৃত হয়—সেগুলি **প্রাধান্যপূর্ণ** রূপ হবার পক্ষে অবস্থাসমূহ এখনো পরিপক্ক নয়।

যৌথ খামার আন্দোলনের প্রধান যোগসূত্র, বর্তমান মুহূর্তে তার **প্রাধান্য-পূর্ণ** রূপ, যে যোগসূত্রটিকে এখন আঁকড়ে ধরতে হবে, তা হল **কৃষিগত আর্টেল**।

কৃষিগত আর্টেলে, প্রধানতঃ শস্য-চাষের জন্য উৎপাদনের মূল উপায়-উপকরণসমূহ—শ্রম, জমি, মেশিনপত্র, এবং অন্যান্য হাতিয়ারসমূহের ব্যবহার, চাষবাসের জন্য জন্তুসমূহ, খামারের বাড়িঘর—সমাজীকৃত হয়। আর্টেলে, পারিবারিক জমির খণ্ডসমূহ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব্জী বাগান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের বাগান), বাসগৃহসমূহ, গব্যশালার গৃহপালিত পশুসমূহের অংশ, ছোটখাটো পশু-সম্পত্তি, হাঁস, মুর্গী প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষিসমূহ ইত্যাদি সমাজীকৃত হয় না।

আর্টেল হল যৌথ খামার আন্দোলনের প্রধান যোগসূত্র কারণ এটাই হল রূপ যা শস্য-সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্টভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। আর শস্য-সমস্যা হল কৃষির সমগ্র প্রথায় প্রধান যোগসূত্র, কেননা এই সমস্যার সমাধান না হলে, কি পশুদের (বড় ও ছোট) সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা, কি শিল্প সংক্রান্ত এবং বিশেষ শস্য ফলন যা শিল্পের জন্য প্রধান প্রধান কাঁচা-মাল জোগায়, তার সমস্যা, কোনটাকেই সমাধান করা অসম্ভব হবে। এই জন্যই বর্তমান মুহূর্তে কৃষিগত আর্টেল হল যৌথ খামার আন্দোলনের প্রথায় প্রধান যোগসূত্র।

এটাই হল যৌথ খামারগুলির জন্য 'আদর্শ নিয়মগুলির' ব্যতিক্রমের বিষয়, যার চূড়ান্ত বয়ান আজ প্রকাশিত হয়েছে। (১৯৩০ সালের ২রা মার্চ তারিখের প্রাভদায়।)

এবং এটাই হওয়া উচিত আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত কর্মীদের পক্ষে ব্যতিক্রম—তাদের অন্যতম কর্তব্য হল, এই সমস্ত নিয়মগুলি পুংখানুপুংখরূপে অনুধাবন করা এবং সেগুলিকে শেষতম বিশদ অংশ পর্যন্ত সম্পাদন করা।

বর্তমান মুহূর্তে এরূপই হল পার্টির লাইন।

এটা কি বলা যেতে পারে যে পার্টির এই লাইন লংঘন না করে এবং বিকৃত না করে তা পালন করা হচ্ছে? দুর্ভাগ্যক্রমে, তা বলা যায় না। আমরা জানি যে, ইউ. এস. এস. আরের কতকগুলি এলাকায়, যেখানে যৌথ খামারগুলির অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি এবং যেখানে আর্টেলগুলি এখনো সুসংহত হয়নি, সেখানে আর্টেলের কাঠামো ডিঙিয়ে গিয়ে সোজাসুজি কৃষিগত কমিউনে লাফিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চলছে। আর্টেল এখনো সুসংহত হয়নি, কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই বাসগৃহ, ক্ষুদ্র পশুসম্পত্তি এবং হাঁস-মুর্গী প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী 'সমাজীকরণ' করছে; অধিকন্তু এই 'সমাজীকরণ' অধঃপতিত হচ্ছে

কাগজেকলমে আমলাতান্ত্রিক হুকুমজারিতে, কেননা, যেসব অবস্থা এরূপ সমাজীকরণকে প্রয়োজনীয় করে তুলবে সেসব এখনো বিদ্যমান নয়। কেউ মনে করতে পারে যে, যৌথ খামারগুলিতে ইতিমধ্যেই শস্য-সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, তা এখন একটা অতীত পর্যায়ের ব্যাপার, মনে করতে পারে যে, বর্তমান মুহূর্তে প্রধান কর্তব্যকাজ হল, শস্য-সমস্যার সমাধান নয়, প্রধান কর্তব্যকাজ হল পশুসম্পত্তি ও পক্ষীসম্পত্তি বৃদ্ধি করার সমস্যার সমাধান। আমরা প্রশ্ন করতে পারি, যৌথ খামার আন্দোলনের বিভিন্ন রূপকে দলা পাকানোর স্থূলবুদ্ধির 'কাজকর্ম' থেকে কে লাভবান হয়? এই অত্যধিক মাত্রায় আগে দৌড়ে যাওয়া—যা হল বোকামির কাজ এবং আমাদের লক্ষ্যের পক্ষে ক্ষতিকর—তা থেকে কে লাভবান হয়? যখন শস্য-সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি, যখন যৌথ চাষবাসের আর্টেল রূপ এখনো সুসংহত হয়নি, তখন বাসগৃহ, ডেয়ারির সমস্ত গৃহপালিত পশু, সমস্ত ছোটখাটো পশু ও পক্ষীসম্পত্তির 'সমাজীকরণ' দ্বারা যৌথ খামারের কৃষককে খেপিয়ে তোলা—এটা কি স্পষ্ট নয় যে এরূপ 'নীতি' কেবলমাত্র আমাদের জাতশত্রুদের সন্তোষবিধান করতে পারে, তাদের সুবিধা ঘটাতে পারে?

এরূপ একজন অত্যুৎসাহী 'সমাজীকরণেচ্ছু' এতদূর পর্যন্তও গিয়েছে যে সে একটা আর্টেলকে নিম্নোক্ত নির্দেশসমূহ সম্বলিত একটা আদেশ পাঠিয়েছে: 'তিনদিনের মধ্যে প্রতিটি গৃহস্থের পক্ষীসম্পত্তি রেজিষ্ট্রী কর', রেজিষ্ট্রেশন ও তদারকির জন্য স্পেশাল 'কম্যাণ্ডারদের' পদ সৃষ্টি কর, 'আর্টেলের মূল অবস্থানগুলি দখল কর', 'নিজের নিজের জায়গা না ছেড়ে সমাজতান্ত্রিক লড়াই পরিচালনা কর' এবং অবশ্যই আর্টেলের সমগ্র জীবনকে দৃঢ়মুষ্টিতে বজ্রা কর।

এটা কি?—এটা কি যৌথ খামারগুলিকে পরিচালনা করার নীতি, না কি সেগুলির মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি, সেগুলির সুনামহানি করার নীতি?

আমি সেই সমস্ত 'বিপ্লবীর' কথা বলছি না—চিহ্নটিকে ঠেকান!—যারা গির্জাসমূহ থেকে ঘণ্টা সরিয়ে আর্টেল সংগঠিত করার 'কাজকর্ম' আরম্ভ করে। একবার কল্পনা করুন, গির্জার ঘণ্টাগুলি সরানো—কতখানি বৈ-বৈ-বৈপ্লবিক!

'সমাজীকরণে' এরূপ নিরেট মস্তিষ্কপ্রসূত প্রয়োগসমূহ, অতিমাত্রায় লাফিয়ে যাবার সব হাস্যোদ্দীপক প্রচেষ্টা, আমাদের মধ্যে কিভাবে উদ্ভূত হল যেগুলির লক্ষ্য হল শ্রেণীসমূহ ও শ্রেণী-সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া এবং যেগুলি বস্তুতঃ শ্রেণী-শত্রুদের লাভের উৎস হয়?

যৌথ খামারের বিকাশের ফ্রন্টে আমাদের 'সহজলভ্য' ও 'অপ্রত্যাশিত' সাফল্যগুলির আবহাওয়ায়ই কেবলমাত্র সেগুলি উদ্ভূত হতে পেরেছে।

আমাদের পার্টির একটি অংশের এইসব স্থূলবুদ্ধি বিশ্বাসের ফলেই সেগুলি উদ্ভূত হতে পেরেছে: 'আমরা সবকিছুই অর্জন করতে পারি!', 'এমন কিছু নেই, যা আমরা করতে পারি না!'

সেগুলি উদ্ভূত হতে পেরেছে কেবলমাত্র এইজন্যই যে আমাদের কিছু কিছু কমরেড সাফল্যলাভে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এবং আপাততঃ স্বচ্ছ মানসিকতা ও বিচক্ষণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে।

যৌথ খামারের বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের কাজকর্ম সংশোধন করার জন্য **আমাদের অতি অবশ্যই এই সমস্ত অনুভূতির অবসান ঘটাতে হবে।**

এটা এখন পার্টির আশু কর্তব্যসমূহের অন্যতম।

নেতৃত্বের দক্ষতার প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অতি অবশ্যই আন্দোলনের পেছনে পড়ে থাকা চলবে না, কেননা তা করার অর্থ হল ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সংযোগ হারানো। কিন্তু আন্দোলনের মাত্রাতিরিক্ত আগে যাওয়াও অবশ্যই চলবে না, কেননা অতিমাত্রায় আগে যাওয়ার অর্থ হল ব্যাপক জনগণকে হারিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা। যে একটি আন্দোলনকে পরিচালিত করতে চায় এবং একই সঙ্গে বিরাট ব্যাপক জনগণের সংস্পর্শে থাকতে চায় তাকে অতি অবশ্যই দুটি ফ্রন্টে সংগ্রাম চালাতে হবে—যারা পেছনে পড়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা অতিমাত্রায় আগে দৌড়িয়ে যায় তাদেরও বিরুদ্ধে।

আমাদের পার্টি এই জন্যই শক্তিশালী ও অজেয় যে, একটি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সময় বিরাট ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে পার্টি তার সংযোগ-সমূহ বজায় রাখতে ও বাড়াতে সক্ষম।

প্রাভদা, সংখ্যা ৬০

২রা মার্চ, ১৯৩০

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

কমরেড বেঝিমেন্স্কির কাছে চিঠি

কমরেড বেঝিমেন্স্কি,

চিঠির জবাব দিতে আমার কিছুটা দেরী হয়ে গেল।

আমি সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নই, এবং নিশ্চিতরূপে একজন সমালোচকও নই। তা সত্ত্বেও, আপনি যখন জিদ করছেন, আমি আপনাকে আমার ব্যক্তিগত মত জানাতে পারি।

আমি **দি শট** এবং **এ ডে ইন আওয়ার লাইফ**, দুখানি বই-ই পড়েছি। রচনা দুটিতে 'পেটি-বুর্জোয়া' এবং 'পার্টি-বিরোধী' কিছু নেই। উভয় পুস্তকই, বিশেষ করে **দি শট** বইখানি, আমাদের সময়ের জন্য, বৈপ্লবিক প্রলেতারীয় শিল্পকলার আদর্শ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সত্য বটে, বই দুটিতে যুব কমিউনিস্ট নেতৃত্বপনার কিছু কিছু সাক্ষ্য রয়েছে। এই বইগুলি পড়ে সরল পাঠকদের এই ধারণাও জন্মাতে পারে যে পার্টিই যুবদের ভুল সংশোধন করে না, বরং তার উল্টোটি, অর্থাৎ যুবরাই পার্টির ভুল সংশোধন করে। কিন্তু এই ত্রুটি বই দুটির মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়, সেগুলি এই বাণী বহনও করে না। বই দুটির বাণী নিহিত আছে আমাদের যন্ত্রপাতির ত্রুটিবিচ্যুতি কেন্দ্রীভূত করার এবং এই গভীর বিশ্বাস যে এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন করা যেতে পারে, তার মধ্যে। **দি শট** এবং **এ ডে ইন আওয়ার লাইফ**, উভয় পুস্তকেই এটি হল প্রধান জিনিস। এটি তাদের প্রধান গুণও। আর আমার মনে হয় এই গুণগুলি অতীত থেকে আসা গৌণ-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করার চেয়ে বেশি কিছু করছে এবং সেগুলিকে ম্লান করে দিচ্ছে।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

১৯শে মার্চ, ১৯৩০ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

যৌথ খামারে কমরেডদের কাছে জবাব

পত্রপত্রিকার সংবাদ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, 'সাফল্যে দিশেহারা' স্তালিনের এই প্রবন্ধটা (এই খণ্ডের ১৮৩-১৯০ পৃঃ দেখুন—সম্পাদক) এবং 'যৌথ খামার আন্দোলনে পার্টি-লাইনের বিকৃতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের'[৩৪] প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত যৌথ খামার আন্দোলনের ব্যবহারিক কাজে রত কর্মীদের মধ্যে বহুসংখ্যক মন্তব্যের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই সম্পর্কে আমি যৌথ খামারের কমরেডদের কাছ থেকে সম্প্রতি কতকগুলি চিঠি পেয়েছি, যে চিঠি-গুলিতে তাঁরা তাঁদের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব চেয়েছেন। আমার কর্তব্য ছিল, ব্যক্তিগত চিঠির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত চিঠির জবাব দেওয়া। কিন্তু এটা অসম্ভব প্রমাণিত হল, কেননা অর্ধেকের বেশি চিঠিতে লেখকদের ঠিকানাসমূহ সম্পর্কে কোন চিহ্নই নেই (তাঁরা ঠিকানা দিতে ভুলে গেছেন)। কিন্তু এই চিঠিগুলিতে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলি আমাদের সমস্ত কমরেডদের পক্ষেই প্রভূত রাজনৈতিক কৌতূহলোদ্দীপক। আরও, যে সমস্ত কমরেড তাঁদের ঠিকানা দিতে ভুলে গেছেন, অবশ্যই তাঁদের চিঠির জবাব না দিয়ে আমি পারি না। সেইজন্য এই চিঠিগুলি থেকে জবাব দেবার মতো প্রশ্নগুলি বের করে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে অর্থাৎ পত্রপত্রিকার মাধ্যমে, যৌথ খামারের কমরেডদের চিঠিগুলির জবাব দিতে আমি বাধ্য। আরও বেশি তৎপর হয়ে আমি চিঠিগুলির জবাব দিচ্ছি কেননা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির একটা সরাসরি সিদ্ধান্তও রয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন। কৃষকদের প্রশ্নে ভুলভ্রান্তিসমূহের **উৎস** কি ?

জবাব। উৎস হল মাঝারি কৃষক সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। উৎস হল মাঝারি কৃষকের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহে বাধ্যকরণের আশ্রয় গ্রহণ। উৎস হল, এই ঘটনা ভুলে যাওয়া যে, ব্যাপক মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধন অতি অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে, বাধ্যকরণের উপায়সমূহ গ্রহণের ভিত্তিতে নয়, গড়ে তুলতে হবে তাদের সঙ্গে মতৈক্যের ভিত্তিতে, তাদের সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে। উৎস হল, এই ঘটনা ভুলে যাওয়া যে, বর্তমান মুহূর্তে যৌথ খামার আন্দোলনের ভিত্তি হল, সাধারণভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষভাবে

কুলাকদের বিরুদ্ধে, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব কৃষককুলের মৈত্রী।

যতদিন পর্যন্ত মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টে মিলিত হয়ে কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হচ্ছিল, ততদিন সব কিছুই ভালভাবে চলছিল। কিন্তু যখন আমাদের কিছু কিছু কমরেড সাফল্যে প্রমত্ত হয়ে কুলাকদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পথ থেকে অপ্রত্যক্ষভাবে পিছলিয়ে পড়ে মাঝারি কৃষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে শামিল হতে আরম্ভ করল, যখন, সমবায়ীকরণের উঁচু শতকরা হারের অনুসরণে তারা মাঝারি কৃষকদের উপর বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করল, তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের 'বি-কুলাকীকরণ' ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, তখন আক্রমণ বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করতে এবং মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট ভেঙে যেতে আরম্ভ করল, এবং স্বভাবতঃই, কুলাক তখন আবার নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করার একটা সুযোগ পেল।

এটা ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, বাধ্যকরণ, যা আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর, তা মাঝারি কৃষক, যে আমাদের মিত্র, তার উপর প্রয়োগ করা অননুমোদনীয় ও বিপর্যয়কর।

এটা ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আক্রমণ করা, যা সামরিক চরিত্রের কর্তব্যকাজসমূহ সম্পাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর, তা যৌথ খামারের বিকাশ, যা আবার, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীর মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে, তার কর্তব্যকাজগুলি সম্পাদনের পক্ষে অনুপযোগী ও বিপর্যয়কর।

এটাই হল কৃষকদের সম্পর্কে ভুলভ্রান্তিসমূহের উৎস।

মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের প্রশ্নে লেনিন যা বলেছেন, তা হল এই :

'সর্বাধিকভাবে, এই সত্যটিকে অবশ্যই আমাদের ভিত্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে যে, এখানে ঘটনার সঠিক চরিত্রেই, বাধ্যকরণের পদ্ধতিসমূহের দ্বারা কিছুই অর্জিত হতে পারে না। এখানে অর্থনৈতিক কর্তব্যকাজ একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। এখানে সেই শীর্ষ অংশ নেই যাকে কর্তন করা যেতে পারে, অথচ ঠিক সেই সময়ে সমগ্র অট্টালিকাটি নিখুঁত রেখে দেওয়া যেতে পারে। শহরে এই শীর্ষ অংশের প্রতিভূ ছিল

পুঁজিবাদীরা, তারা এখানে বিরাজ করে না। **এখানে বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করলে সমস্ত ব্যাপারটিই ধ্বংস হয়ে যাবে···মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের ধারণার চেয়ে অধিকতর বোকামির কাজ আর কিছু হতে পারে না'** (২৪তম খণ্ড)।

আরও:

'মাঝারি কৃষককুলের বিরুদ্ধে বাধ্যবাধকতার ব্যবহার অত্যন্ত বেশি ক্ষতি করবে। এই স্তরটি বহুসংখ্যক, এই স্তরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ কৃষক। এমনকি ইউরোপে—যেখানে এদের সংখ্যা কোথাও এতদূর পর্যন্ত ওঠে না, যেখানে প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সংস্কৃতি, শহরের জীবন, রেলওয়েগুলি প্রভৃতভাবে অগ্রসর, এবং যেখানে বাধ্যবাধকতার ব্যবহার চিন্তা করা সর্বাপেক্ষা সহজতম কাজ হবে—সেখানে কেউই, সর্বাধিক বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিকদের একজনও মাঝারি কৃষককুলের বিরুদ্ধে বাধ্যবাধকতামূলক উপায়সমূহের ব্যবহার কখনো প্রস্তাব করেনি' (২৪তম খণ্ড)।

আমি মনে করি, বিষয়টি পরিষ্কার।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যৌথ খামার আন্দোলনে প্রধান প্রধান ভুলভ্রান্তিগুলি কি কি?

উত্তর। এরূপ, অন্ততঃ, তিনটি ভুল আছে।

(১) যৌথ খামারগুলি গড়ে তোলায় লেনিনের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত নীতিকে লংঘন করা হয়েছে। যৌথ খামারের বিকাশের স্বেচ্ছাক্রিয় চরিত্র সম্পর্কে পার্টির মূল নির্দেশগুলি এবং কৃষি সংক্রান্ত আর্টেলের আদর্শ নিয়মগুলি লংঘিত হয়েছে।

লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তিগত চাষবাসের উপর সামাজিকভাবে পরিচালিত যৌথ চাষবাসের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে কৃষকদের দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদন করে তবেই তাদের অতি অবশ্যই যৌথ চাষবাস গ্রহণ করাতে হবে। লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে, যৌথ চাষবাসের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে একমাত্র তখনই কৃষকদের দৃঢ়নিশ্চিত করা যেতে পারে, যখন বাস্তব ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা তাদের নিকট **প্রকট** ও **প্রমাণ** করা হয় যে, যৌথ চাষবাস ব্যক্তিগত চাষবাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং অধিকতর লাভজনক এবং তা গরিব ও মাঝারি কৃষক উভয়কেই দারিদ্র্য ও অভাব থেকে বের হবার একটা রাস্তা

দেখিয়ে দেয়। লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে, এই সমস্ত শর্ত ছাড়া যৌথ খামার-সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে, জোরপূর্বক যৌথ চাষবাস চাপানোর কোন প্রচেষ্টার, বাধ্যকরণের দ্বারা যৌথ খামারগুলি স্থাপন করার কোন প্রচেষ্টার কেবলমাত্র প্রতিকূল ফল ফলতে পারে, যৌথ খামার আন্দোলন থেকে কৃষকদের কেবলমাত্র হটিয়ে দিতে পারে।

এবং, বস্তুতঃ, যতদিন পর্যন্ত এই মূলনীতি পালিত হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত যৌথ খামার আন্দোলনে সাফল্যের পর সাফল্য ঘটে। কিন্তু সাফল্যে প্রমত্ত হয়ে আমাদের কিছু কিছু কমরেড এই নীতিকে অবহেলা করতে, অত্যধিক মাত্রায় তাড়াতাড়ি করতে আরম্ভ করল এবং সমবায়ীকরণে শতকরা উঁচু হার স্থাপনের অনুসরণে তারা বাধ্যকরণের দ্বারা যৌথ খামারসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করল। এটা বিস্ময়কর নয় যে এরূপ 'নীতির' প্রতিকূল ফলসমূহ শীঘ্রই প্রকট হল। যত দ্রুতভাবে যৌথ খামারগুলির উৎপত্তি ঘটেছিল, ঠিক তত দ্রুতভাবেই সেগুলি অদৃশ্য হতে লাগল এবং কৃষকসমাজের একটি অংশ, যাদের গতকাল পর্যন্তও যৌথ খামারগুলির উপর সর্বাধিক আস্থা ছিল, সেই অংশ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল।

যৌথ খামার আন্দোলনে এটাই হল প্রথম ও মুখ্য ভুল।

যৌথ খামারগুলি গড়ে তোলার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত নীতি সম্পর্কে লেনিন যা বলছেন, তা হল :

'এখন আমাদের কর্তব্যকাজ হল, জমির **সামাজিকভাবে পরিচালিত** চাষবাসে, একত্রে **বৃহদায়তন** চাষবাসে অতিক্রান্ত হওয়া। কিন্তু সোভিয়েত সরকার কর্তৃক কোন বাধ্যকরণ হতে পারে না, এমন কোন আইন নেই যা একে বাধ্যতামূলক করবে। কৃষি সংক্রান্ত **কমিউন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তভাবে** স্থাপিত হয়, জমির **সামাজিকভাবে পরিচালিত** চাষবাসে অতিক্রান্ত হওয়া কেবলমাত্র **স্বেচ্ছাধীন** হতে পারে ; এ ব্যাপারে শ্রমিক ও কৃষকদের সরকারের দ্বারা বিন্দুমাত্র বাধ্যতাকরণ থাকতে পারে না, আইনও সেটা অনুমোদন করে না। আপনাদের কেউ যদি এই বাধ্যতাকরণ লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই জানবেন এটা একটা অপব্যবহার, আইনের লংঘন, যা সংশোধন করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এবং সংশোধন করব' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪তম খণ্ড)।

আরও :

'যদি আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কৃষকদের জমির সাধারণ, যৌথ, সমবায়ী, আর্টেল চাষবাসের সুবিধা **দেখাতে** সফল হই, কেবলমাত্র যদি আমরা সমবায়ী আর্টেল চাষবাসের পথে কৃষকদের সাহায্য করতে সমর্থ হই, তাহলে শ্রমিকশ্রেণী, যার হাতে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, তা তার নীতির সঠিকতা প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের নিকট প্রমাণ করবে এবং বিরাট ব্যাপক কৃষকসমাজের প্রকৃত ও স্থায়ী অনুগামিতা বাস্তবক্ষেত্রে অর্জন করবে। সেই-হেতু সমবায়ী, আর্টেল কৃষিকার্যের উন্নতিবর্ধনে প্রত্যেক রকমের উপায় গ্রহণের গুরুত্ব হিসেবে বেশি ধরা হয়েছে বলে বলা যায় না। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগত খামার বিস্তৃত রয়েছে, গ্রামাঞ্চলের গভীরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে…কেবলমাত্র যখন **ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রমাণিত** হয়, **অভিজ্ঞতার দ্বারা** কৃষকেরা সহজে বুঝতে পারে যে, কৃষিকার্যের সমবায়ী, আর্টেল রূপে উত্তরণ অবশ্য প্রয়োজনীয় ও সম্ভবপর, কেবলমাত্র তখনই আমরা এটা বলবার হকদার হব যে, এই বিরাট কৃষকপ্রধান দেশে, রাশিয়ায়, সমাজতান্ত্রিক কৃষিকার্যের দিকে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে' (২৪তম খণ্ড)।

সর্বশেষে, লে'ননের রচনাবলী থেকে আর একটি অনুচ্ছেদ :

'সব ধরনের সমবায় সমিতিসমূহ এবং সমভাবে কৃষকদের কৃষিগত কমিউনগুলির উৎসাহিত করার সময়ে সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিরা অতি অবশ্যই তাদের গঠনের সঙ্গে **বিন্দুমাত্র বাধ্যবাধকতা** জড়িত হতে দেবেন না. কেবলমাত্র সেইসব সমিতিই মূল্যবান যেগুলি কৃষকেরা তাদের স্বাধীন উদ্যোগে নিজেরাই গঠন করে এবং যেগুলির সুবিধা তাদের দ্বারা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। **এই ব্যাপারে অত্যধিক তাড়াতাড়ি করা ক্ষতিকর,** কেননা তা কেবল নতুনের প্রবর্তনের বিরুদ্ধে মাঝারি কৃষকদের সংস্কার জোরদার করতে সক্ষম। কৃষকদের কমিউনে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সোভিয়েত সরকারের যেসব প্রতিনিধি এমনকি পরোক্ষ—প্রত্যক্ষ হলে তো কিছু বলবারই নেই—বাধ্যতাকরণের আশ্রয় নেবার ঝুঁকি নেয়, তাদের নিকট থেকে অতি অবশ্যই কঠোরতম কৈফিয়ৎ দাবি করতে হবে এবং গ্রামাঞ্চলের কাজ থেকে তাদের সরিয়ে দিতে হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪তম খণ্ড)।

আমি মনে করি, বিষয়টি পরিষ্কার হল।

কোন প্রমাণের বড় একটা প্রয়োজন নেই যে, পার্টি সর্বাধিক কঠোরতা সহকারে লেনিনের এই সমস্ত নির্দেশ পালন করবে।

(২) যৌথ খামারসমূহ গড়তে গিয়ে, ইউ. এস. এস. আরের বিভিন্ন এলাকার অবস্থাসমূহের বৈচিত্র্য হিসেবের বিষয়ীভূত করার লেনিনের নীতি লংঘন করা হয়েছে। ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, ইউ. এস. এস. আরে সর্বাধিক ভিন্ন ধরনের অঞ্চলসমূহ রয়েছে এবং তাদের রয়েছে অর্থনীতির বিভিন্ন রূপ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর। ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে অগ্রসর অঞ্চল, মাঝামাঝি ধরনের অঞ্চল এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলি। ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, যৌথ খামার আন্দোলনের অগ্রগতির হারসমূহ এবং যৌথ খামারের বিকাশের পদ্ধতিগুলি সমরূপ হওয়া থেকে বহুদূরে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে সমরূপ হতে পারে না।

লেনিন বলেছেন, 'রাশিয়ার সমস্ত অংশের জন্য যদি আমাদের শুধুমাত্র বাঁধাধরা হুকুম লিখতে হয়, যদি বলশেভিক-কমিউনিস্ট, ইউক্রেনের এবং ডন অঞ্চলের সোভিয়েত আমলারা পাইকারীভাবে এবং বাদবিচার না করে সেগুলিকে অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত করতে আরম্ভ করে, তাহলে তা হবে ভুল'…কেননা 'কোন অবস্থাতেই আমরা একটিমাত্র বাঁধাধরা প্যাটার্নে নিজেদের আবদ্ধ রাখি না এবং চিরদিনের মতো সিদ্ধান্ত নিই না যে আমাদের অভিজ্ঞতা, মধ্য রাশিয়ার অভিজ্ঞতা সমগ্রভাবে তুলে নিয়ে সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে হুবহু স্থাপন করা যেতে পারে'। (২৪তম খণ্ড)।

লেনিন আরও বলেছেন:

'মধ্য রাশিয়া, ইউক্রেন এবং সাইবেরিয়াকে বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালা, তাদের একটি বিশেষ কোন বাঁধাধরা প্যাটার্নের অনুরূপ করা হবে সর্বপ্রধান নির্বুদ্ধিতা' (২৬তম খণ্ড)।

সর্বশেষে, ককেশীয় কমিউনিস্টদের পক্ষে লেনিন বাধ্যতামূলক করেছেন:

'আর. এস. এফ. এস. আরের অবস্থান ও অবস্থাসমূহ থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে তাদের অবস্থানের, তাদের সাধারণতন্ত্রগুলির অবস্থানের বৈশিষ্ট্যমূলক চরিত্র উপলব্ধি করা; আমাদের রণকৌশল অনুকরণ না করার, পরন্তু বাস্তব অবস্থাসমূহের পার্থক্য অনুযায়ী

সেগুলিকে চিন্তাসহকারে ঈষৎ পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা' (২৬তম খণ্ড)।

আমি মনে করি, বিষয়টি সুস্পষ্ট হল।

লেনিনের এই সমস্ত নির্দেশের ভিত্তিতে, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'সমবায়ীকরণের হারের' প্রশ্নে (১৯৩০ সালের ৬ই জানুয়ারির প্রাভদা দেখুন[৩৫]) তার সিদ্ধান্তে, সমবায়ীকরণের হার সম্পর্কে, অঞ্চলগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে, যাদের মধ্যে ১৯৩১ সালের বসন্তকাল নাগাদ উত্তর ককেশাস, মধ্য ভল্গা ও নিম্ন ভল্গা সমবায়ীকরণ মোটের উপর সম্পূর্ণ করতে পারে, অন্যান্য শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চল (ইউক্রেন, মধ্য কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল, সাইবেরিয়া, উরালস, কাজাখস্তান ইত্যাদি) সম্পূর্ণ করতে পারে ১৯৩২ সালের বসন্তকাল নাগাদ এবং অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি পাঁচসালা পরিকল্পনার সমাপ্তিকাল অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সমবায়ীকরণ সম্প্রসারিত করতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল? দেখা গেল যে, যৌথ খামার আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্যসমূহে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আমাদের কিছু কিছু কমরেড লেনিনের নির্দেশগুলি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সানন্দে বিস্মৃত হল। মস্কো অঞ্চল, ফাঁপিয়ে-দেখানো সমবায়ীকরণের তথ্যসমূহের তার উত্তেজনাগ্রস্ত অনুসরণে, ১৯৩০ সালের বসন্তকালের মধ্যে সমবায়ীকরণ সমাধা করার দিকে তার আমলাদের দৃষ্টি নিয়োজিত করতে লাগল, যদিও তখনো তার হাতে তিনটি বছর ছিল (১৯৩২ সালের শেষ পর্যন্ত)। মধ্য কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল 'অন্যদের পেছনে পড়ে থাকার' সংকল্পে ১৯৩০ সালের প্রথমার্ধ নাগাদ সমবায়ীকরণ সমাধা করার দিকে তার আমলাদের দৃষ্টি নিয়োজিত করতে লাগল, যদিও তখনো তার হাতে দু বছরের কম সময় ছিল না (১৯৩১ সালের শেষ পর্যন্ত)। এবং ট্রান্স-ককেশীয় ও তুর্কিস্তানীরা অগ্রসর অঞ্চলগুলিকে 'ধরে ফেলে ছাপিয়ে যাবার' জন্য তাদের আগ্রহে 'সর্বাধিক তাড়াতাড়ি সময়ের মধ্যে' সমবায়ীকরণ সমাধা করার উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে লাগল, যদিও তাদের হাতে ছিল পুরো চারটি বছর (১৯৩৩ সালের শেষ পর্যন্ত)।

স্বভাবতঃই, সমবায়ীকরণের এরূপ ত্বরান্বিত 'বেগমাত্রা' নিয়ে, যৌথ খামার আন্দোলনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম প্রস্তুত এলাকাগুলি, অধিকতর প্রস্তুত এলাকাগুলিকে 'ছাপিয়ে যাবার' আগ্রহে জোরদার প্রশাসনিক চাপের আশ্রয়

নিতে বাধ্য হল, তাদের নিজেদের প্রশাসনিক উৎসাহ দিয়ে যৌথ খামার আন্দোলনের অগ্রগতির দ্রুত হারের জন্য প্রয়োজনীয় হারানো উপাদানগুলির ক্ষতিপূরণ করার জন্য প্রবলভাবে সচেষ্ট হল। ফলাফল বিদিত। প্রত্যেকেই জানে পরিণতিতে এইসব এলাকায় কি তালগোল পাকানো অবস্থা ঘটল আর কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপ করতে হল শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে।

যৌথ খামার আন্দোলনে এটাই হল দ্বিতীয় ভুল।

(৩) যৌথ খামারগুলি গড়তে গিয়ে, আন্দোলনের কোন অসমাপ্ত রূপ ডিঙিয়ে যাওয়া অনমুমোদনীয়—লেনিনের এই নীতি লংঘন করা হয়েছিল। ব্যাপক জনগণের বিকাশের আগে আগে না দৌড়ানোর, জনগণের আন্দোলনের ক্ষেত্রে হুকুম জারি না করার, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার, কিন্তু ব্যাপক জনগণের সাথে একত্রে চলার এবং তাদের সম্মুখে চালিত করার, আমাদের শ্লোগানে তাদের শামিল করার এবং তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের শ্লোগানসমূহের সঠিকতা সম্পর্কে নিজেরা দৃঢ় প্রত্যয়িত হতে তাদের সাহায্য করার লেনিনের এই যে নীতি তাও লংঘিত হয়েছিল।

> লেনিন বলছেন, 'যখন পেত্রোগ্রাদের প্রলেতারিয়েত এবং পেত্রোগ্রাদ গ্যারিসনের সৈন্যেরা ক্ষমতা দখল করল, তখন তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করল যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের গঠনমূলক কাজ বিরাট সব দুরূহতার সম্মুখীন হবে; উপলব্ধি করল যে, সেখানে আরও ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন; উপলব্ধি করল যে, **হুকুম জারি করে, আইন জারি করে, জমির যৌথ চাষবাস চালু করার প্রচেষ্টা হবে সর্বাধিক বোকামির কাজ**; উপলব্ধি করল যে, সংস্কারমুক্ত কৃষকদের একটি সংখ্যা এটা মেনে নিতে পারে, কিন্তু কৃষকদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এরূপ কোন অভিপ্রায় নেই। সেইহেতু, বিপ্লবের বিকাশের স্বার্থে যা নিশ্চিতরূপে প্রয়োজন তাতেই আমরা নিজেদের সীমিত রাখলাম: কোন অবস্থাতেই **ব্যাপক জনগণের বিকাশের আগে আগে প্রভাবিত না হওয়া**, পরন্তু ততদিন অপেক্ষা করা যতদিন না তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও নিজেদের সংগ্রামের ফলে একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের উদ্ভব হয়' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৩তম খণ্ড)।

লেনিনের এই সমস্ত নির্দেশ থেকে অগ্রসর হয়ে, কেন্দ্রীয় কমিটি 'সমবায়ী-

করণের হারের' প্রশ্নে তার সিদ্ধান্তে (১৯৩০ সালের ৬ই জানুয়ারির প্রাভদা দেখুন) উপস্থাপিত করে যে :

(ক) বর্তমান মুহূর্তে যৌথ খামার আন্দোলনের মুখ্য রূপ হবে কৃষিগত আর্টেল,

(খ) এতদনুযায়ী, যৌথ খামার আন্দোলনের মুখ্য রূপ হিসেবে কৃষিগত আর্টেলের জন্য আদর্শ নিয়মবিধি রচনা করা প্রয়োজন,

(গ) উপর থেকে যৌথ খামার আন্দোলন সম্পর্কে 'হুকুম' জারি করা এবং 'সমবায়ীকরণ নিয়ে খেলা-খেলা করা' আমাদের ব্যবহারিক কাজে অতি অবশ্যই ঘটতে দেওয়া যাবে না।

তার অর্থ হল এই যে, যৌথ খামারের বিকাশের মুখ্য রূপ হিসেবে, কমিউনের দিকে নয়, কৃষিগত আর্টেলের দিকে অতি অবশ্যই আমাদের গতিপথ চালিত করতে হবে, অর্থ হল এই যে, কৃষিগত আর্টেলকে ডিঙিয়ে কমিউনে যাওয়া আমরা অতি অবশ্যই অনুমোদন করব না; অর্থ হল এই যে, যৌথ খামারসমূহের কৃষকদের গণ আন্দোলনের বদলে যৌথ খামার আন্দোলন সম্পর্কে 'হুকুম জারি করা' এবং 'সমবায়ীকরণ নিয়ে খেলা-খেলা করা' অতি অবশ্যই প্রতিস্থাপন করা যাবে না।

আমি মনে করি, বিষয়টি সুস্পষ্ট।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল? দেখা গেল যে, যৌথ খামার আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্যসমূহে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আমাদের কিছু কিছু কমরেড লেনিনের নির্দেশসমূহ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সানন্দে বিস্মৃত হল। কৃষিগত আর্টেলের সপক্ষে একটি গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার পরিবর্তে এই কমরেডরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৃষকদের সরাসরি কমিউনের নিয়মবিধির এক্তিয়ারে 'পাঠাতে লাগল'। আন্দোলনের আর্টেল রূপ সুসংহত করার পরিবর্তে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুসম্পত্তি, পক্ষীসম্পত্তি, অবাণিজ্যিক ডেয়ারি-জন্তু এবং বাসগৃহসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে 'সমাজীকরণ' করতে আরম্ভ করল।

এই তাড়াতাড়ি করা, যা লেনিনবাদীর পক্ষে অননুমোদনীয়, তার ফলাফল এখন সকলেই জানে। সাধারণতঃ অবশ্যই তারা স্থিতিশীল কমিউন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু, অন্যদিকে তারা অনেকগুলি কৃষিগত আর্টেলের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাল। সত্য বটে, 'ভাল ভাল' প্রস্তাব থেকে গেল। কিন্তু সেগুলির কার্যকারিতা কি?

যৌথ খামার আন্দোলনে এটাই হল তৃতীয় ভুল।

তৃতীয় প্রশ্ন। এই ভুলগুলি কিভাবে ঘটতে পারল এবং পার্টি কিভাবে সেগুলিকে অবশ্যই সংশোধন করবে?

উত্তর। যৌথ খামার আন্দোলনে দ্রুত সাফল্যসমূহের জন্যই ভুলগুলি ঘটতে পারল। সাফল্য কখনো কখনো মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়; এটা বিরল ঘটনা নয় যে সাফল্য অতিশয় আত্মশ্লাঘা ও আত্মাভিমানের উদ্ভব ঘটায়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত একটা পার্টির প্রতিনিধিদের পক্ষে তা সহজেই ঘটতে পারে, বিশেষতঃ আমাদের পার্টির মতো একটা পার্টির ক্ষেত্রে, যার শক্তি ও মর্যাদা অপরিমেয়। এখানে, কমিউনিস্ট আত্মশ্লাঘা, যার বিরুদ্ধে লেনিন প্রচণ্ডভাবে লড়াই চালিয়েছিলেন, তার উদাহরণ সম্পূর্ণ সম্ভবপর। এখানে অনুশাসন, প্রস্তাব এবং নির্দেশসমূহের অসীম শক্তির উপর বিশ্বাস সম্পূর্ণ সম্ভবপর। এখানে, পার্টির বৈপ্লবিক উপায়সমূহ আমাদের সীমাহীন দেশের এ-কোণে বা সে-কোণে পার্টির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতিনিধিদের দ্বারা শূন্যগর্ভ আমলাতান্ত্রিক হুকুমজারিতে পরিণত হবার সত্যিকারের বিপদ আছে। আমার মনে শুধু স্থানীয় আমলাদের কথাই নেই, মনে রয়েছে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আঞ্চলিক আমলা এবং এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সদস্যদের কথাও।

> লেনিন বলেছেন, 'কমিউনিস্ট আত্মদম্ভের অর্থ হল এই যে, একজন ব্যক্তি, যে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য এবং এখনো তা থেকে অবাঞ্ছিত বলে বিতাড়িত হয়নি, সে কল্পনা করে যে কমিউনিস্ট হুকুমগুলি জারি করে সে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে' (২৭তম খণ্ড)।

এই ভিত্তি থেকেই যৌথ খামার আন্দোলনের ভুলভ্রান্তিগুলি, যৌথ খামারের বিকাশে পার্টি-লাইনের বিকৃতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছিল।

যদি এই ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিগুলি নাছোড়বান্দাভাবে আঁকড়ে ধরা হয়, সেগুলি যদি দ্রুত এবং পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন করা না হয়, তাহলে সেগুলির বিপদ কোথায় নিহিত থাকে?

এখানে বিপদ নিহিত থাকে এই ঘটনার মধ্যে যে এই সমস্ত ভুলভ্রান্তি আমাদের সোজাসুজি পরিচালিত করে যৌথ খামার আন্দোলনের সুনামহানি করার দিকে, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কসমূহে বিরোধ ঘটাবার দিকে, গরিব কৃষকদের বিশৃংখল করার দিকে, আমাদের কর্মী-সারিতে

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার দিকে, আমাদের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য দুর্বলতর করার দিকে, কুলাকদের পুনরুজ্জীবিত করার দিকে।

সংক্ষেপে, কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক সাধারণের সাথে মৈত্রী জোরদার করার, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে শক্তিশালী করার পথ থেকে আমাদের ঠেলে ফেলে, এই সমস্ত ব্যাপক জনগণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহানি করার, সর্বহারার একনায়কত্বের ধ্বংসসাধনের চেষ্টা করার পথে নিয়ে যাবার প্রবণতা এই ভুলভ্রান্তিগুলির রয়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষার্ধে, এই বিপদ ইতিমধ্যেই স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয়েছিল সেই সময়ে, যখন আমাদের কমরেডদের এক অংশের আগেকার সময়কার সাফল্যসমূহে চোখ ঝলসে যায় এবং তারা লাফ দিয়ে লেনিনবাদী পথ থেকে সরে যায়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই বিপদ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিল এবং দেরী না করে হস্তক্ষেপ করে যৌথ খামার আন্দোলনের প্রশ্নে একটি বিশেষ প্রবন্ধে অতি-ধৃষ্ট কমরেডদের সতর্ক করার নির্দেশ স্তালিনকে দেয়। কিছু কিছু লোক মনে করে যে 'সাফল্যে দিশেহারা' প্রবন্ধটি স্তালিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল। নিশ্চিতরূপে এটা বাজে কথা। এটা নিয়মানুযায়ী নয় যে এরূপ একটি ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে—সে যেই হোক না কেন—যখন আমাদের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে। এটা কেন্দ্রীয় কমিটির গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি। এবং যখন ভুলভ্রান্তিসমূহের গভীরতা ও বিস্তৃতি নির্ণীত হল, কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে তার সুবিদিত প্রস্তাব প্রকাশ করে তার কর্তৃত্বের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ভুলভ্রান্তিগুলিতে আঘাত করতে দেরী করল না।

যেসব লোক তাদের ক্ষিপ্রগতিতে সোজা অতল গহ্বরের দিকে বেগে ধাবিত হচ্ছে, তাদের শুধুমাত্র দু:সাধ্যতা সহকারে থামিয়ে সঠিক পথে ফেরানো যেতে পারে। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেনিনবাদী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বলা হয় ঠিক এই কারণে যে এই কমিটি এর চেয়েও বড় বড় দুরূহতা অতিক্রম করতে সমর্থ। এবং মোটের উপর, তা ইতিমধ্যেই এইসব দুরূহতা অতিক্রম করেছে।

এই ধরনের সব ঘটনায় পার্টির সমস্ত বাহিনীগুলির পক্ষেই তাদের গতিপথে থামা, সময় থাকতে সঠিক পথে ফিরে আসা এবং অভিযানকালীন তাদের সাধারণ কর্মীবৃন্দকে পুনর্গঠিত করা দুরূহ। কিন্তু আমাদের পার্টিকে লেনিন-

বাদী পার্টি বলা হয় ঠিক এই কারণেই যে এই সমস্ত দুরূহতা অতিক্রম করতে এই পার্টি যথেষ্ট নমনীয়। আর, মোটের উপর তা ইতিমধ্যেই এইসব দুরূহতা অতিক্রম করেছে।

এখানে মুখ্য জিনিস হল ভুল স্বীকার করার সাহস থাকা এবং যতশীঘ্র সম্ভব সে-সব দূরীভূত করার নৈতিক বল থাকা। সাম্প্রতিক সাফল্যগুলিতে প্রমত্ত হবার পর ভুলভ্রান্তিসমূহ স্বীকার করে নেবার ভয়, আত্মসমালোচনার ভয়, ভুলভ্রান্তিসমূহ দ্রুত এবং স্থিরসংকল্প নিয়ে সংশোধন করার অনিচ্ছা—এটাই হল মুখ্য দুরূহতা। কেবলমাত্র এই দুরূহতা অতিক্রম করলে, কেবলমাত্র ফাঁপানো সংখ্যা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং আমলাতান্ত্রিক অতিরঞ্জিত বর্ণনা বর্জন করলে, কেবলমাত্র সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিকভাবে যৌথ খামার-সমূহ গড়ে তোলার কর্তব্যকাজসমূহে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে, এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না। সন্দেহ করার কোন কারণই নেই যে, মোটের উপর পার্টি এই বিপজ্জনক দুরূহতা ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে।

> লেনিন বলেছেন, 'যে সমস্ত বিপ্লবী পার্টি এপর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তারা ধ্বংস হয়েছিল যেহেতু তারা **আত্মদম্ভী হয়ে পড়েছিল,** তাদের শক্তি কোথায় নিহিত তা দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং **তাদের দুর্বলতা-সমূহের কথা বলতে ভয় পেয়েছিল।** কিন্তু আমরা ধ্বংস হব না, কেননা আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলির কথা বলতে ভয় পাই না এবং সেগুলি অতিক্রম করতে শিখব' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৭তম খণ্ড)।

লেনিনের কথাগুলি অবশ্যই ভুললে চলবে না।

চতুর্থ প্রশ্ন। পার্টি-লাইনের বিকৃতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কি এক পদক্ষেপ পেছনে, একটি পশ্চাদপসরণ নয়?

উত্তর। নিশ্চিতরূপে না। একে একটা পশ্চাদপসরণ কেবলমাত্র সেই লোকেরাই বলতে পারে যারা মনে করে ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিসমূহে অধ্যবসায় সহকারে লেগে থাকা একটা অগ্রগতি, মনে করে ভুলভ্রান্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটা পশ্চাদপসরণ। ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিসমূহ স্তূপীকৃত করে অগ্রসর হওয়া!—একটা চমৎকার 'অগ্রগতি' বটে, একে প্রতিবাদ করা চলে না।...

বর্তমান মুহূর্তে যৌথ খামার আন্দোলনের মুখ্য রূপ হিসেবে আমরা কৃষিগত

আর্টেলকে উপস্থাপিত করেছি এবং যৌথ খামারের বিকাশের পথনির্দেশক হিসেবে উপযোগী যথোচিত আদর্শ নিয়মাবলী প্রস্তুত করেছি। আমরা কি তা থেকে পশ্চাদপসরণ করছি? নিশ্চিতরূপে না!

বর্তমান মুহূর্তে গ্রামাঞ্চলে আমাদের ব্যবহারিক কাজের মুখ্য শ্লোগান হিসেবে, কুলাকদের শ্রেণী হিসেবে নিশ্চিহ্ন করার শ্লোগান আমরা উপস্থাপিত করেছি। আমরা কি তা থেকে পশ্চাদপসরণ করছি? নিশ্চিতরূপে না!

এর আগে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে ইউ. এস. এস. আরে কৃষির সমবায়ীকরণের একটা নির্দিষ্ট হার আমরা গ্রহণ করেছিলাম, ইউ. এস. এস. আরের অঞ্চলগুলিকে কতকগুলি গ্রুপে বিভক্ত করে প্রতিটি গ্রুপের জন্য বিশেষ হার ধার্য করেছিলাম। আমরা কি তা থেকে পশ্চাদপসরণ করছি? নিশ্চিতরূপে না!

তাহলে কিভাবে বলা যেতে পারে যে পার্টি 'পশ্চাদপসরণ করছে'?

আমরা চাই যারা ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিসাধন করেছে তারা তাদের ভুলভ্রান্তি-সমূহ থেকে পশ্চাদপসরণ করুক। আমরা চাই মাথামোটা ব্যক্তিরা তাদের বোকামি থেকে পশ্চাদপসরণ করে লেনিনবাদের অবস্থানে চলে আসুক। আমরা এটা চাই, কেননা কেবলমাত্র তখনই আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের প্রকৃত আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এর অর্থ কি এই যে আমরা পেছনদিকে পদক্ষেপ নিচ্ছি? নিশ্চিতরূপে না! এর একমাত্র অর্থ হল এই যে, আমরা একটা **যথাযথ** আক্রমণ চালিয়ে যেতে চাই, চাই না যে মাথামোটা ব্যক্তিরা আক্রমণ নিয়ে খেলা-খেলা করুক।

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে কেবলমাত্র শিথিলমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা এবং 'বামপন্থী' বিকৃতকারীরাই পার্টির এই অবস্থানকে একটি পশ্চাদপসরণ বলে মনে করতে পারে?

যে সমস্ত লোক পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে কথাবার্তা বলে, তারা অন্ততঃ দুটি জিনিস উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।

(ক) তারা আক্রমণের নিয়মবিধি জানে না। তারা বোঝে না যে, অধিকৃত অবস্থানসমূহ **সংহত করা ব্যতিরেকে** যে আক্রমণ, সেই আক্রমণের নিয়তি হল ব্যর্থতা।

কখন একটা আক্রমণ—ধরুন, সামরিক ক্ষেত্রে—সফল হতে পারে?—তখনই সফল হতে পারে, যখন মাথা বাড়িয়ে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ

না রাখা হয়, পরন্তু একই সঙ্গে অধিকৃত অবস্থানগুলি **সংহত করার** চেষ্টা করা হয়, পরিবর্তিত অবস্থানগুলির সাথে খাপ খাইয়ে বাহিনীসমূহকে **পুনর্দলবদ্ধ** করা হয়, পশ্চাতের বাহিনীসমূহকে **এগিয়ে আনা হয়,** এবং সংরক্ষিত বাহিনীদের **কাজে লাগানো হয়।** কেন এসব প্রয়োজন? প্রয়োজন অতর্কিত আক্রমণসমূহের বিরুদ্ধে নিজেকে সুনিশ্চিত করার জন্য, সবলে ভেদ-করা, যার বিরুদ্ধে কোন প্রতি-আক্রমণের গ্যারান্টি থাকে না, তা নিশ্চিহ্ন করার এবং এইভাবে শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পথ সুগম করার জন্য। ১৯২০ সালে পোলিশ বাহিনী যে ভুল করেছিল—যদি আমরা বিষয়টির সামরিক দিকটা শুধু বিবেচনা করি—সেই ভুল ছিল এই যে পোলিশ বাহিনী এই নিয়ম-বিধিকে অগ্রাহ্য করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে তাই ব্যাখ্যা করে যে, হঠকারীভাবে কিয়েভে প্রধাবিত হবার পর, এই বাহিনী বাধ্য হয়েছিল অনুরূপভাবে সোজা ওয়ারশ'তে ফিরে আসতে। ১৯২০ সালে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী যে ভুল করে—আবার যদি আমরা বিষয়টির সামরিক দিকটা শুধু বিবেচনা করি—সেই ভুলটা ছিল এই যে ওয়ারশ'র উপর তার অগ্রগতিতে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী পোলদের প্রতিরূপ ভুলই করেছিল।

শ্রেণী-সংগ্রামের ফ্রন্টেও আক্রমণের নিয়মবিধি সম্পর্কে অবশ্যই একই কথা বলা চলে। অধিকৃত অবস্থানসমূহ **সংহত না করে,** শক্তিসমূহকে **পুনর্দলবদ্ধ না করে,** ফ্রন্টের **জন্য সংরক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে** না যুগিয়ে, **পশ্চাতের বাহিনীগুলিকে** এগিয়ে না এনে, ইত্যাদি প্রকারে শ্রেণী-শত্রুদের খতম করার উদ্দেশ্যে একটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করা অসম্ভব।

সমগ্র বিষয়টি হল এই যে স্থূলমস্তিষ্কেরা আক্রমণের নিয়মবিধিসমূহ বোঝে না। সমগ্র বিষয়টি হল—এই পার্টি সব নিয়মবিধি বোঝে এবং সেগুলিকে কার্যে পরিণত করে।

(খ) তারা আক্রমণের শ্রেণীচরিত্র উপলব্ধি করে না। তারা আক্রমণ সম্পর্কে চেচামেচি করে। কিন্তু আক্রমণ **কোন্** শ্রেণীর বিরুদ্ধে, **কোন্** শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে? গ্রামাঞ্চলে মাঝারি কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে আমরা পুঁজিবাদী অংশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছি, কেননা শুধু এরূপ আক্রমণই আমাদের সাফল্য এনে দিতে পারে। কিন্তু কি করা যেতে পারে, যদি পার্টির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের বিপথে চালিত উৎসাহের হেতু আক্রমণ যথাযথ পথ থেকে পিছ্‌লিয়ে পড়তে আরম্ভ করে এবং তার তীক্ষ্ণ ধার আমাদের

মিত্র, মাঝারি কৃষকের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে ধরা হয়? আমাদের কেবল কি যে-কোন ধরনের আক্রমণের প্রয়োজন, প্রয়োজন নয় কি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর বিরুদ্ধে, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে আক্রমণের? ডন কুইকজোটও একটা বায়ুচালিত মিল আক্রমণ করার সময় ভেবেছিলেন যে তিনি তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছেন। কিন্তু আমরা জানি, এই আক্রমণে তাঁর মাথা ভেঙে গিয়েছিল, যদি অবশ্য একে আক্রমণ বলা যায়।

স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, আমাদের 'বামপন্থী' বিকৃতিকারীরা ডন কুইক-জোটের সম্মানলাভে ঈর্ষান্বিত।

পঞ্চম প্রশ্ন। আমাদের মুখ্য বিপদটি কি, দক্ষিণপন্থী অথবা 'বামপন্থী'?

উত্তর। বর্তমান সময়ে আমাদের মুখ্য বিপদ হল দক্ষিণপন্থী বিপদ। দক্ষিণ-পন্থী বিপদ হয়ে এসেছে এবং এখনো রয়েছে, মুখ্য বিপদ। 'বামপন্থী' বিকৃতিকারী-দের ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতকরণসমূহ যৌথ খামার আন্দোলনের পক্ষে এখন মুখ্য বাধা, এই মর্মে ১৯৩০ সালের ১৫ই মার্চ কেন্দ্রীয় কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই তত্ত্ব কি সেই সিদ্ধান্তটির বিরোধিতা করে না? না, তা করে না। বিষয়টির সত্যতা হল এই যে যৌথ খামার আন্দোলন সম্পর্কে 'বামপন্থী' বিকৃতিকারীদের ভুলভ্রান্তিসমূহ হল এই রকমই যা পার্টিতে দক্ষিণপন্থা বিচ্যুতিকে শক্তিশালী ও সংহত করার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কেন? যেহেতু এই সমস্ত ভুলভ্রান্তি পার্টির লাইনকে একটা মিথ্যা আলোকে উপস্থিত করে—সেইহেতু সেগুলি পার্টির সুনামহানি করা সহজতর করে এবং সেইজন্য সেগুলি পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী অংশসমূহের সংগ্রামকে সহজ করে। পার্টি-নেতৃত্বের সুনামহানি করা হল কেবলমাত্র প্রাথমিক ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে পার্টির বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থা বিপথগামীদের সংগ্রাম চালানো যেতে পারে। দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের জন্য এই ভিত্তি যুগিয়ে দেয় 'বামপন্থী' বিকৃতিকারীরা, তাদের ভুলভ্রান্তি এবং বিকৃতকরণসমূহ। সেইজন্য, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে যদি আমাদের সফলভাবে সংগ্রাম চালাতে হয়, তাহলে অতি অবশ্যই 'বামপন্থী' সুবিধাবাদীদের ভুলভ্রান্তিসমূহ পরাজিত করতে হবে। বাস্তবে, 'বামপন্থী' বিকৃতিকারীরা দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের মিত্র।

'বামপন্থী' সুবিধাবাদ এবং দক্ষিণপন্থা বিচ্যুতিবাদের মধ্যে এরূপই হল বিশেষ সম্পর্ক।

কিছু কিছু 'বামপন্থী' যে এত ঘন ঘন দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একটা জোটের

প্রস্তাব করে, এই সম্পর্কই সেই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করে। এটা এই বিশেষ ব্যাপারটিকেও ব্যাখ্যা করে যে, 'বামপন্থীদের' একটি অংশ, যারা কেবলমাত্র গতকাল একটি সাড়ম্বর আক্রমণ 'চালু' করছিল এবং দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে ইউ. এস. এস. আরকে সমবায়ীকরণ করার চেষ্টা করছিল, তারা আজ নিষ্ক্রিয়তায় ডুবে যাচ্ছে, উৎসাহহীন হয়ে পড়ছে এবং দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের কাছে ময়দান কার্যকরভাবে সমর্পণ করছে, আর এইভাবে কুলাকদের সামনে প্রকৃত পশ্চাদপসরণের (উদ্ধৃতি-চিহ্ন ছাড়া!) কর্মনীতি অনুসরণ করছে।

বর্তমান সময়ের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল এই যে, 'বামপন্থী' বিকৃতিকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিবাদের বিরুদ্ধে একটি সফল সংগ্রামের পূর্বশর্ত এবং এই সংগ্রামের একটা বৈশিষ্ট্যসূচক রূপ।

ষষ্ঠ প্রশ্ন। যৌথ খামারগুলি থেকে কৃষকদের এক অংশের দলবদ্ধভাবে নিষ্ক্রমণের মূল্যায়ন কিভাবে করতে হবে?

উত্তর। কৃষকদের একটি অংশের অভিনিষ্ক্রমণ সূচিত করে যে, সাম্প্রতিককালে কিছু সংখ্যক ত্রুটিপূর্ণ যৌথ খামার গঠিত হয়েছিল, সেগুলি থেকে এখন অস্থির অংশসমূহকে সাফ করা হচ্ছে। তার অর্থ হল এই যে মেকি যৌথ খামারগুলি অন্তর্হিত হবে, আর সুপ্রতিষ্ঠিত যৌথ খামারগুলি থেকে যাবে এবং আরও শক্তিশালী হবে। আমি একে একটি পুরোদস্তুর স্বাভাবিক জিনিস মনে করি। কিছু কিছু কমরেড এর দ্বারা হতাশাগ্রস্ত হন, আতংকে ভেঙে পড়েন এবং ফাঁপানো সমবায়ীকরণের শতকরা হিসেবকে আক্ষেপপীড়িতভাবে এঁটে ধরেন। অন্যেরা আবার এ নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং যৌথ খামার আন্দোলনের 'ধ্বসে-পড়া' সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যৌথ খামার আন্দোলনের চরিত্রের মার্কসবাদী উপলব্ধি থেকে উভয়েই বহুদূরে অবস্থিত।

প্রথমতঃ, তথাকথিত নিষ্প্রাণ আত্মারাই যৌথ খামারগুলি থেকে সরে পড়ছে। এটা এমনকি একটা অপসরণও নয়, এটা বরং একটা শূন্যগর্ভ অবস্থার প্রকটিতকরণ। আমাদের কি নিষ্প্রাণ আত্মার প্রয়োজন আছে? নিশ্চিতভাবে না। আমি মনে করি নিষ্প্রাণ আত্মাদের নিয়ে গঠিত যৌথ খামারগুলি ভেঙে দিয়ে এবং প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত ও প্রকৃতপক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত যৌথ খামারগুলি সংগঠিত করে উত্তর ককেশীয় এবং ইউক্রেনীরা সম্পূর্ণরূপে সঠিক কাজ করছেন। যৌথ খামার আন্দোলনই শুধুমাত্র এ থেকে উপকৃত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, যারা নিশ্চিতরূপে আমাদের লক্ষ্যের প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন

সেইসব বিরোধী লোকজনেরাই সরে যাচ্ছে। এটা সুস্পষ্ট যে, যত শীঘ্র এই ধরনের লোকজন অপসারিত হবে যৌথ খামার আন্দোলনের পক্ষে তত অধিকতর ভাল হবে।

সর্বশেষে, দোদুল্যমান লোকজন, যাদের বিরোধীও বলা যায় না, নিষ্প্রাণ আত্মাও বলা যায় না, তারাই সরে পড়ছে। এমন কৃষকেরা রয়েছে যাদের আজ আমাদের লক্ষ্যের সঠিকতা সম্পর্কে এখনো দৃঢ়প্রত্যয়িত করতে আমরা সফল হয়নি, কিন্তু আগামীকাল তাদের আমরা নিশ্চিতরূপে দৃঢ়প্রত্যয়িত করব। এরূপ কৃষকদের প্রত্যাহারকরণ যৌথ খামার আন্দোলনের পক্ষে একটা গুরুতর—যদিও সাময়িক—ক্ষতি। সেইহেতু এখন যৌথ খামার আন্দোলনের অন্যতম জরুরী কাজ হল, যৌথ খামারগুলিতে দোদুল্যমান অংশসমূহের জন্য লড়াই করা।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, যৌথ খামারগুলি থেকে কৃষকদের একটা অংশের দলবদ্ধভাবে নিষ্ক্রমণ পুরোপুরি খারাপ জিনিস নয়। এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, যেহেতু এই অভিনিষ্ক্রমণ যৌথ খামারগুলিকে নিষ্প্রাণ আত্মা এবং নিশ্চিতরূপে বিরোধী অংশসমূহ থেকে মুক্ত করে, সেই-হেতু যৌথ খামারগুলিকে অধিকতর সুস্থ ও শক্তিশালী করার একটা হিতকর প্রক্রিয়ার এটা একটা লক্ষণ।

এক মাস আগে হিসেব করা হয়েছিল যে, শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে সমবায়ীকরণের পরিমাণ হবে ৬০ শতাংশের বেশি। এটা এখন পরিষ্কার যে, খাঁটি এবং কমবেশি সুপ্রতিষ্ঠিত যৌথ খামার সম্পর্কে এই সংখ্যা ছিল নিশ্চিত-ভাবে অতিরঞ্জিত। কৃষকদের একটি অংশের অভিনিষ্ক্রমণের পর, যদি যৌথ খামার আন্দোলন শস্য উৎপাদনকারী এলাকাগুলিতে ৪০ শতাংশ সমবায়ী-করণে সংহত হয়—এবং তা নিশ্চিতরূপে সম্ভব—তাহলে বর্ত্তমান মুহূর্তে যৌথ খামার আন্দোলনের পক্ষে তা হবে একটা বিরাট সাফল্যলাভ। শস্য উৎপাদন-কারী অঞ্চলসমূহের জন্য আমি একটি গড় সংখ্যা ধরছি, যদিও আমি ভাল-ভাবেই জানি, সম্পূর্ণ সমবায়ীকরণ-সম্বলিত আমাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এলাকা রয়েছে, যেখানে সমবায়ীকরণের সংখ্যা হল ৮০-৯০ শতাংশ। শস্য উৎপাদন-কারী এলাকাগুলিতে ৪০ শতাংশ সমবায়ীকরণের অর্থ হল, ১৯৩০ সালের বসন্তকাল নাগাদ সমবায়ীকরণের প্রারম্ভিক পাঁচসালা পরিকল্পনা দ্বিগুণ পরিপূরণ করার ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য অর্জন করে ফেলব।

ইউ. এস. এস. আরের সমাজতান্ত্রিক বিকাশে **ঐতিহাসিক** সাফল্য অর্জনের এই চূড়ান্ত চরিত্রকে অস্বীকার করতে কে সাহস করবে?

সপ্তম প্রশ্ন। যৌথ খামারগুলি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে দোদুল্যমান কৃষকেরা কি যথাযথ কাজ করছে?

উত্তর। না, তারা ভুল কাজ করছে। যৌথ খামারগুলি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে তারা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, কেননা একমাত্র যৌথ খামারগুলিই দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা থেকে বের হবার রাস্তা কৃষকদের দিতে পারে। যৌথ খামারগুলি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে তারা তাদের অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলছে, যেহেতু এতে করে সোভিয়েত সরকার যৌথ খামারগুলিকে যে বিশেষ অধিকার ও সুবিধা-সুযোগ দিচ্ছে তা থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করছে। যৌথ খামারগুলিতে ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিসাধন সেগুলি থেকে অপসৃত হবার পক্ষে কোন যুক্তি নয়। যৌথ খামারগুলিতে থেকেই যুক্ত প্রচেষ্টায় ভুলভ্রান্তিগুলিকে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। আরও সহজে এগুলিকে সংশোধন করা যেতে পারে, যেহেতু সোভিয়েত সরকার যথাসাধ্য ক্ষমতা সহকারে সেগুলির সঙ্গে লড়াই করবে।

লেনিন বলেছেন:

‘পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের অধীনে ক্ষুদ্র চাষবাসের প্রথা মানবজাতিকে ব্যাপক জনগণের দারিদ্র্য ও নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না’ (২০তম খণ্ড)।

লেনিন বলেছেন:

‘ক্ষুদ্র জোতের পক্ষে দারিদ্র্যের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই’ (২৪তম খণ্ড)।

লেনিন বলেছেন:

‘দায়মুক্ত জমির উপর স্বাধীন নাগরিক হিসেবেও যদি আমরা পুরানো দিনের মতো আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে চাষবাস চালিয়ে যেতে থাকি, তাহলেও আমাদের ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে’ (২০তম খণ্ড)।

লেনিন বলেছেন:

‘শুধুমাত্র সাধারণ, আর্টেল, সমবায়ী শ্রমের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আমাদের যে সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলেছে তা থেকে আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি’ (২৪তম খণ্ড)।

লেনিন বলেছেন :

'বড় বড় আদর্শ জোতে সাধারণ চাষবাসে আমাদের অতি অবশ্যই যেতে হবে,' কেননা, 'তা না হলে রাশিয়া এখন যে ছত্রভঙ্গ অবস্থায়, সত্যিকারের হতাশ পবিস্থিতিতে পড়েছে, তা থেকে কোন পরিত্রাণ ঘটবে না' (২০তম খণ্ড)।

এ সমস্ত কি সূচিত করে ?

সূচিত করে এই যে, যৌথ খামারগুলিই হল **একমাত্র** উপায় যা কৃষকদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা হতে বের হবার রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

স্পষ্টতঃই, যে কৃষকেরা যৌথ খামারগুলি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, তারা ভুল কাজ করছে।

লেনিন বলেছেন :

'সোভিয়েত সরকারের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে আপনারা সকলে নিশ্চিতরূপে জানেন, কমিউন, আর্টেল এবং সাধাণভাবে সমস্ত সংগঠনগুলি, যাদের লক্ষ্য হল সামাজিকভাবে পরিচালিত, সমবায়ী অথবা আর্টেল চাষবাসে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কৃষক-চাষবাসের রূপান্তর করা, ক্রমে ক্রমে এই রূপান্তরণকে সাহায্য করা, তাদের উপর আমরা কত **বিরাট গুরুত্ব** দিই' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৪তম খণ্ড)।

লেনিন বলেছেন :

'সোভিয়েত সরকার কমিউন ও সমবায়গুলিকে **পুরোভাগে স্থাপন করে** তাদের উপর প্রত্যক্ষ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৩তম খণ্ড)।

তার অর্থ কি ?

অর্থ হল এই যে, ব্যক্তিগত খামারগুলির তুলনায় সোভিয়েত সরকার যৌথ খামারগুলিকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেবে, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবে। তার অর্থ হল এই যে, জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া, মেশিন, ট্রাক্টর, বীজশস্য প্রভৃতি সরবরাহ করা, কর লাঘব করা এবং ঋণ জুগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারসমূহে সোভিয়েত সরকার সুযোগ-সুবিধাগুলি দেবে।

সোভিয়েত সরকার কেন যৌথ খামারগুলিকে সুযোগ-সুবিধা দেবে, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবে ?

দেবে এইজন্য যে, যৌথ খামারগুলি হল একমাত্র উপায় যার দ্বারা কৃষকেরা দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

দেবে এইজন্য যে, যৌথ খামারগুলিকে পক্ষপাতিত্বমূলক সাহায্যদান হল গরিব ও মাঝারি কৃষকদের সাহায্য দেবার সর্বাধিক কার্যকর রূপ।

কিছুদিন পূর্বে সোভিয়েত সরকার যৌথ খামারগুলির সমস্ত সামাজিক-মালিকানার ভারবাহী পশু (অশ্ব, ষাঁড় ইত্যাদি), সমস্ত গরু, ভেড়া, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি পক্ষীসম্পত্তি—যৌথ খামারগুলি দ্বারা যৌথ মালিকানার এবং যৌথ চাষীদের দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানার, উভয়কেই **দু'বছরের জন্য অব্যাহতি দেবার** সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আরও, সোভিয়েত সরকার যৌথ খামারের চাষীদের মঞ্জুরীকৃত ঋণের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার মেয়াদ বছরের শেষ পর্যন্ত **স্থগিত রাখা** এবং যে-সমস্ত কৃষক যৌথ খামারগুলিতে যোগ দিয়েছে তাদের উপর ১লা এপ্রিলের আগে ধার্য-করা সমস্ত জরিমানা এবং কোর্ট কর্তৃক শাস্তিদান **নাকচ করার** সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সর্বশেষে, সোভিয়েত সরকার বছরে যৌথ খামারগুলিকে ৫০০,০০০,০০০ রুবলের ঋণ মঞ্জুর-করা নিশ্চিতরূপে সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দান কৃষক যৌথ খামারগুলির চাষীদের সাহায্য করবে। কৃষক যৌথ খামারগুলির চাষীরা, যারা দলবদ্ধভাবে নিষ্ক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে, যৌথ খামারগুলির শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যারা ইস্পাতদৃঢ় হয়েছে, যারা যৌথ খামারগুলিকে রক্ষা করেছে এবং যৌথ খামার আন্দোলনের মহান পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছে, এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তাদের সাহায্য করবে। যে সমস্ত গরিব- ও মধ্য-চাষী যৌথ খামারগুলির চাষীরা, যাদের নিয়ে এখন আমাদের যৌথ খামার-সমূহের মূলগ্রন্থী গঠিত, যারা আমাদের যৌথ খামারগুলিকে শক্তিশালী করবে, তাদের নির্দিষ্ট আকার দেবে এবং লক্ষ লক্ষ কৃষককে সমাজতন্ত্রের দিকে জয় করে নিয়ে আসবে, এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তাদের সাহায্য করবে। যে সমস্ত কৃষক যৌথ খামারের চাষীরা, যাদের দ্বারা এখন যৌথ খামারসমূহের প্রধান প্রধান ক্যাডারসমূহ গঠিত এবং যারা যৌথ খামার আন্দোলনের বীর বলে অভিহিত হবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য, এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তাদের সাহায্য করবে।

যে সমস্ত কৃষক যৌথ খামারগুলি ত্যাগ করেছে তারা এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবে না।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে সমস্ত কৃষক যৌথ খামারগুলি থেকে সরে পড়েছে তারা ভুল করেছে?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, যৌথ খামারগুলিতে প্রত্যাবর্তন করেই কেবলমাত্র তারা এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে?

অষ্টম প্রশ্ন। কমিউনসমূহের সম্পর্কে কি করতে হবে? সেগুলিকে কি ভেঙে দিতে হবে না?

উত্তর। না, সেগুলিকে ভেঙে দিতে হবে না এবং তা করার কোন যুক্তিও নেই। আমি সত্যিকারের কমিউনের কথা উল্লেখ করছি, শুধুমাত্র কাগজেকলমে রয়েছে এরূপ কমিউনসমূহের কথা বলছি না। ইউ. এস. এস. আরের শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে বহুসংখ্যক চমৎকার চমৎকার কমিউন রয়েছে যেগুলি উৎসাহ ও সমর্থন পাবার যোগ্য। আমার মনে রয়েছে সেইসব পুরানো কমিউনের কথা যেগুলি বহু বছর ধরে কঠোর পরীক্ষা সত্ত্বেও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেগুলি ইস্পাতদৃঢ় হয়েছে এবং তাদের অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে এসেছে। তাদের ভেঙে দেওয়া উচিত হবে না, তাদের আর্টেলে পরিণত করতে হবে।

কমিউনসমূহের গঠন ও পরিচালনা একটা জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। বড় বড় এবং স্থিতিশীল কমিউন বিরাজ করতে এবং বিকশিত হতে পারে, কেবলমাত্র যদি তাদের থাকে অভিজ্ঞ ক্যাডারসমূহ এবং পরীক্ষিত ও উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত নেতৃবৃন্দ। আর্টেলের নিয়মবিধিগুলির বদলে কমিউনের বিধি-নিয়মগুলির ত্বরিৎ প্রতিস্থাপন যৌথ খামার আন্দোলন থেকে কৃষকদের শুধু-মাত্র হটিয়ে দিতে পারে। এইজন্য সর্বাধিক প্রযত্নে এবং কোনপ্রকার তাড়াহুড়ো না করে এই ব্যাপারটির মোকাবিলা করতে হবে। আর্টেল একটি অধিকতর সহজ ও সাদাসিধে ব্যাপার এবং বিরাট ব্যাপক কৃষক সাধারণ অধিকতর সহজে আর্টেলকে বুঝতে পারে। তারজন্যই বর্তমান সময়ে আর্টেল হল যৌথ খামার আন্দোলনের বহুবিস্তৃত রূপ। যখন কৃষিগত আর্টেল অধিকতর শক্তিশালী এবং দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, কেবলমাত্র তখনই কমিউনের পক্ষে কৃষকদের একটি গণ-আন্দোলনের ভিত্তি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তা তাড়াতাড়ি ঘটবে না। সেইজন্য, কমিউন, যা হল একটি উন্নততর রূপ, তা

কেবলমাত্র ভবিষ্যতে যৌথ খামার আন্দোলনের মুখ্য গিঁঠ হতে পারে।

নবম প্রশ্ন। কুলাকদের সম্পর্কে কি করতে হবে?

উত্তর। আমরা এ পর্যন্ত মাঝারি কৃষকদের সম্পর্কে বলেছি। মাঝারি কৃষক হল শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের নীতি অতি অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। কুলাকদের কথা স্বতন্ত্র; তারা হল সোভিয়েত সরকারের শত্রু। তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন শান্তি নেই বা হতে পারে না। কুলাকদের সম্পর্কে আমাদের নীতি হবে শ্রেণী হিসেবে তাদের নির্মূল করা। অবশ্য, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা তাকে এক আঘাতেই নির্মূল করতে পারি। কিন্তু তার অর্থ এই যে তাদের পরিবেষ্টিত এবং নির্মূল করার জন্য আমরা কাজ করে যাব।

কুলাকদের সম্পর্কে লেনিন যা বলেছেন, তা হল এই:

'কুলাকেরা হল নৃশংস, পাশব এবং বর্বরতম শোষক; অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে এরা বারবার জমিদার, জার, পুরোহিত ও পুঁজি-পতিদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কুলাকেরা জমিদার ও পুঁজিপতিদের তুলনায় সংখ্যায় অধিকতর। তা সত্ত্বেও, কুলাকেরা জনগণের সংখ্যালঘু অংশ।·· যুদ্ধের সময় জনগণ যে অভাব-অভিযোগ ভোগ করেছিল সেগুলিকে ভর করে এই রক্তচোষারা ধনী হয়েছে; শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের দরদাম বাড়িয়ে দিয়ে তারা হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ রুবল অবৈধভাবে লাভ করেছে। যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষক এবং ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এই সমস্ত মাকড়সারা মোটা হয়েছে। এই জোঁকগুলি মেহনতী জনগণের রক্ত শোষণ করেছে এবং শহর ও ফ্যাক্টরিগুলিতে শ্রমিকেরা যত বেশি ক্ষুধা ভোগ করেছে এরা তত বেশি ধনী হয়েছে। এই রক্তচোষারা তাদের নিজেদের হাতে ভূসম্পত্তি পুঞ্জীভূত করে এসেছে এবং করছে; গরিব কৃষকদের তারা দাসত্বে পরিণত করে চলেছে' (২৩তম খণ্ড)।

আমরা এই সমস্ত রক্তচোষা, মাকড়সা ও রক্তচোষা বাদুড়দের সহ্য করে এসেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাদের শোষণ করার প্রবণতাসমূহ সীমিত করার নীতিও আমরা অনুসরণ করেছিলাম। আমরা তাদের সহ্য করে এসেছিলাম, যেহেতু আমাদের এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে আমরা কুলাক চাষবাস, কুলাক উৎপাদন বদল করতে পারতাম। এখন আমরা আমাদের যৌথ ও রাষ্ট্রীয়

খামারগুলি দিয়ে তাদের চাষবাসকে বদল করতে এবং বদল করার চেয়েও বেশি কিছু করতে সক্ষম। এই সমস্ত মাকড়সা ও রক্তচোষাদের আর সহ্য করার কোন যুক্তি নেই। এই সমস্ত মাকড়সা ও রক্তচোষারা, যারা যৌথ খামারগুলিকে জ্বালিয়ে দেয়, যৌথ খামারের নেতাদের খুন করে এবং শস্য-বপন লণ্ডভণ্ড করতে চেষ্টা করে, তাদের আর বেশি সহ্য করা হবে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়া।

এইজন্য যত বেশি অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা বলশেভিকদের পক্ষে সম্ভব তাই দিয়ে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার নীতি অতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

দশম প্রশ্ন। যৌথ খামারগুলির আশু ব্যবহারিক কর্তব্যকাজ কী?

উত্তর। যৌথ খামারগুলির আশু ব্যবহারিক কর্তব্যকাজ নিহিত রয়েছে শস্য-বোনা, শস্য এলাকাগুলিকে সর্বাধিকভাবে সম্প্রসারিত করা, শস্য-বোনার যথোপযুক্ত সংগঠনের জন্য সংগ্রাম করার মধ্যে।

যৌথ খামারগুলির অন্য সমস্ত করণীয় কাজকে এখন অতি অবশ্যই শস্য-বোনার কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

যৌথ খামারগুলির অন্যান্য সমস্ত কাজকে অতি অবশ্যই শস্য-বোনা সংগঠিত করার কাজের অধীন করতে হবে।

তার অর্থ হল, যৌথ খামারগুলির, তাদের পার্টি-বহির্ভূত কর্মীদের শক্তি, যৌথ খামারগুলির নেতৃবৃন্দের এবং বলশেভিক অন্তঃসারের দক্ষতা পরীক্ষিত হবে জমকালো প্রস্তাব এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ অভিনন্দনসমূহ দ্বারা নয়, পরীক্ষিত হবে শস্য-বোনা যথোপযুক্তভাবে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কার্যসম্পাদনের দ্বারা।

কিন্তু এই ব্যবহারিক কর্তব্যকাজ সম্মানের সঙ্গে সম্পাদন করতে হলে, যৌথ খামারসমূহের কর্মকর্তাদের মনোযোগ অতি অবশ্যই যৌথ খামারের বিকাশের **অর্থনৈতিক** প্রশ্নগুলির, যৌথ খামারগুলির বিকাশের **আভ্যন্তরীণ** বিকাশের প্রশ্নসমূহের অভিমুখী করতে হবে।

সেদিন পর্যন্তও যৌথ খামারের কর্মকর্তাদের মনোযোগ সমবায়ীকরণের উঁচু উঁচু সংখ্যার জন্য পশ্চাদ্ধাবনের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল; অধিকন্তু, সত্যিকারের সমবায়ীকরণ এবং কাগজেকলমে সমবায়ীকরণের মধ্যেকার পার্থক্য লোকে দেখতে চাইত না। সংখ্যার প্রতি এই মোহ অতি অবশ্যই এখন বর্জন

করতে হবে। কর্মকর্তাদের মনোযোগ অতি অবশ্যই এখন কেন্দ্রীভূত করতে হবে যৌথ খামারগুলি সুসংহত করার উপর, সেগুলিকে সাংগঠনিক আকার দেবার উপর, তাদের ব্যবহারিক কাজ সংগঠিত করার উপর।

সেদিনও পর্যন্ত যৌথ খামারের কর্মকর্তাদের মনোযোগ বৃহৎ বৃহৎ যৌথ খামার ইউনিট, তথাকথিত 'দানবাকারের' যৌথ খামারের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল—যেগুলি গ্রামসমূহে অর্থনৈতিক শিকড় বর্জিত কিম্ভূতকিমাকার আমলাতান্ত্রিক সদর দপ্তরে যে অধঃপতিত হতো, এমন ঘটনা বিরল ছিল না। সুতরাং সত্যিকারের কাজ চোখ্‌-নাই ব্যাপারে ঢাকা পড়ে যেত। জাহির করার প্রতি এই মোহ অতি অবশ্যই এখন বর্জন করতে হবে। গ্রামগুলিতে যৌথ খামারসমূহের সাংগঠনিক এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর কর্মকর্তাদের মনোযোগ এখন অতি অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যখন এই কাজকর্ম যথোপযুক্ত সাফল্যমণ্ডিত হবে, 'দানবাকারের' যৌথ খামারসমূহ তখন আপনা থেকেই আবির্ভূত হবে।

সেদিন পর্যন্তও, যৌথ খামারগুলি পরিচালনা করার কাজে মাঝারি কৃষকদের টেনে আনার প্রতি কোনই মনোযোগ দেওয়া হতো না বললেই চলে। অথচ মাঝারি কৃষকদের মধ্যে কিছু কিছু লক্ষণীয়ভাবে চমৎকার চাষী আছে যারা যৌথ খামারের অত্যুৎকৃষ্ট কার্যনির্বাহী হতে পারে। আমাদের কাজকর্মের এই ত্রুটি অতি অবশ্যই এখন দূরীভূত করতে হবে। এখন কর্তব্যকাজ হল, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম অংশগুলিকে যৌথ খামারগুলির পরিচালনার কাজকর্মের মধ্যে টেনে আনা এবং এই কর্মক্ষেত্রে তাদের দক্ষতাসমূহ বিকশিত করার জন্য তাদের সুযোগ দেওয়া।

সেদিন পর্যন্তও নারী কৃষকদের মধ্যে কাজ করার দিকে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হতো না। দেখা গিয়েছে যে, নারী কৃষকদের মধ্যে কাজকর্ম আমাদের কাজের দুর্বলতম অংশ। এই ত্রুটি এখন দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চিরদিনের মতো অতি অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে।

সেদিন পর্যন্তও, কতকগুলি এলাকায় কমিউনিস্টদের ধারণা ছিল যে, তারা তাদের নিজেদের চেষ্টায় যৌথ খামারের বিকাশ সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যারই সমাধান করতে পারে। এই ধারণার ফলে, পার্টি-বহির্ভূত লোকজনকে যৌথ খামারগুলির দায়িত্বপূর্ণ কাজে টেনে আনার, পার্টি-বহির্ভূত লোকজনকে যৌথ খামারসমূহের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে উন্নীত করার, যৌথ খামারগুলিতে

পার্টি-বহির্ভূত লোকজনদের একটি বৃহৎ কর্মীদল সংগঠিত করার দিকে তারা পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়নি। আমাদের পার্টির ইতিহাস প্রমাণ করেছে, এবং যৌথ খামারের বিকাশের গত সময়কাল আর একবার প্রকট করেছে যে, এই কর্মনীতি মূলগতভাবে ভুল। কমিউনিস্টরা যদি তাদের খোলকের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখে এবং নিজেদের চারপাশে বেড়া তুলে পার্টি-বহির্ভূত জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখে, তাহলে তারা সমগ্র কাজকেই ধ্বংস করবে। কমিউনিস্টরা যদি সমাজতন্ত্রের জন্য যুদ্ধগুলিতে নিজেদের যশোমণ্ডিত করতে সফল হয়ে থাকে,—যে সময়ে সাম্যবাদের শত্রুরা পরাজিত হয়েছে—অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, তার কারণ হল এই প্রকৃত ঘটনা যে, কমিউনিস্টরা জানত কিভাবে পার্টি-বহির্ভূত জনগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলির সহযোগিতা অর্জন করতে হয়, জানত কিভাবে পার্টি-বহির্ভূত প্রশস্ত স্তর থেকে শক্তিসমূহকে টেনে আনতে হয়, জানত কিভাবে পার্টি-বহির্ভূত জনগণের একটি বিরাট কর্মীদল দিয়ে পার্টিকে পরিবেষ্টিত করতে হয়। পার্টি-বহির্ভূত জনগণের মধ্যে কাজের এই ত্রুটিকে এখন দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চিরদিনের মতো নির্মূল করতে হবে।

আমাদের কাজকর্মে এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করা, সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার অর্থ হল পাকাপোক্ত লাইনের উপর যৌথ খামারগুলির অর্থনৈতিক কাজকর্ম যথার্থভাবে স্থাপন করা।

অতএব :

(১) শস্য বপন করার যথোপযুক্ত সংগঠন—এটাই হল কর্তব্যকাজ।

(২) যৌথ খামার আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রশ্নসমূহের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূতকরণ—এটাই হল এই কর্তব্যকাজ সম্পাদন করার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপায়।

প্রাভদা, সংখ্যা ৯২
৩রা এপ্রিল, ১৯৩০
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

শিল্প-আকাদেমির প্রথম স্নাতকদের প্রতি

সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের সাধারণ কর্মীদল থেকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের জন্য নতুন নতুন ক্যাডারদের ট্রেনিং দেওয়া—যে ক্যাডাররা আমাদের শিল্পোদ্যোগগুলির জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা উৎপাদন সংক্রান্ত এবং প্রযুক্তিকৌশল সংক্রান্ত নেতৃত্বের যোগান দিতে সক্ষম—হল, এই মুহূর্তের অত্যাবশক করণীয় কাজ।

এই কর্তব্যকাজ সম্পূর্ণ না হলে, ইউ. এস. এস. আরকে একটি পশ্চাৎপদ দেশ থেকে একটি অগ্রসর দেশে, একটি কৃষিপ্রধান দেশ থেকে একটি শিল্প-প্রধান দেশে, একটি বিদ্যুৎশক্তি এবং ধাতুসম্পদের, মেশিন ও ট্রাক্টরসমূহের দেশে পরিণত করা অসম্ভব।

আমাদের দেশে এরূপ সব ক্যাডারদের ট্রেনিং দেবার ক্ষেত্রে শিল্প-আকাদেমি হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারখানাগুলির অন্যতম।

শিল্প-আকাদেমির স্নাতকদের প্রথম বাহিনী হল আমাদের শত্রুদের শিবিরে উৎপাদনের রুটীন ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার শিবিরে নিক্ষিপ্ত তার প্রথম তীর।

আশা করি, শিল্পের নতুন নতুন নেতৃবৃন্দ যাঁরা আজ আকাদেমির চত্বর ত্যাগ করছেন, তাঁরা গঠনক্রিয়ার বলশেভিক গতিবেগ উন্নীত করার কাজে কার্যক্ষেত্রে অনুকরণীয় শ্রম-উদ্দীপনা এবং খাঁটি বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করবেন।

যে শিল্প-আকাদেমি আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ নেতাদের একটি নতুন বলশেভিক বাহিনী আমাদের দেশকে যোগাচ্ছে, সেই আকাদেমির প্রথম স্নাতকদের প্রতি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৩০ — জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১১৫
২৬শে এপ্রিল, ১৯৩০

কমরেড এম. র‍্যাফেলের নিকট চিঠির জবাব

(রিজিওনাল ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল, লেনিনগ্রাদ)

(সি পি এস. ইউ (বি)র রিজিওনাল কমিটির সম্পাদক কমরেড কিরভের নিকট জবাবটির প্রতিলিপি দেওয়া হল।)

কমরেড র‍্যাফেল,

সময়াভাবে আমি সংক্ষেপে জবাব দেব :

(১) যৌথ খামার আন্দোলনে সীমা লংঘন করার বিরুদ্ধে এ বছরের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ এবং ব্রেস্ট সময়কাল অথবা **নেপ** প্রবর্তনের সময়কালের কাজের মধ্যে কোন সাদৃশ্য **নেই** এবং থাকতে পারে না। শেষোক্ত ঘটনাগুলিতে ব্যাপারটা ছিল নীতিতে একটা পরিবর্তন। প্রথম ঘটনাটিতে, ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে নীতিতে কোন পরিবর্তন ছিল না। আমরা যা সব করেছিলাম তা হল, যে-সব কমরেড হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা। সুতরাং সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে—যদিও তা অসম্পূর্ণ—যে সমস্ত যুক্তি দিচ্ছেন, সেগুলি টেঁকে না।

(২) যৌথ খামার আন্দোলনের বিষয়গুলিতে সত্যসত্যই নীতিতে একটা পরিবর্তন ঘটেছিল (ব্যাপক মাঝারি কৃষকদের পক্ষে যৌথ খামারগুলির দিকে মোড় ফেরবার ফলে), কিন্তু তা ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে ঘটেনি, ঘটেছিল ১৯২৯ সালের শেষার্ধে। আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে এর আগেই নীতিতে এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল ('গ্রামাঞ্চলে কাজ'-এর উপর প্রস্তাবটি দেখুন)।

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে, এই পরিবর্তন ১৯২৯ সালের সমাপ্তিকালে একটা খাঁটি বাস্তব চরিত্র ধারণ করল। আপনি নিঃসন্দেহে জানেন, কেন্দ্রীয় কমিটি এই নূতন নীতির যথাযথ আকার দেয় এবং তার ১৯৩০ সালের ৫ই জানুয়ারির সিদ্ধান্তে ইউ. এস. এস. আরের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য যৌথ খামার বিকাশের হারসমূহ রচনা করে। প্রকৃত ঘটনাবলী সমর্থন করছে যে, সমস্ত দফাতেই কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে এবং সমগ্রভাবে সঠিক ছিল।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে আন্দোলনের অগ্রগতি থেকে কোন পিছিয়ে-পড়া

ছিল কি? আমি মনে করি, তত্ত্বগত দূরদৃষ্টি এবং একটি যথাযথ রাজনৈতিক লাইনের সম্প্রসারণ যতদূর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট, তাতে কোনরূপ পিছিয়ে-পড়া ছিল না।

পার্টির বেশ কিছু অংশের অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সদস্যদের পক্ষে তাঁদের বাস্তব নীতিতে কি কোন পিছিয়ে-পড়া ছিল? নিশ্চিতরূপে তা ছিল। নচেৎ, পার্টিতে কিংবা খোদ কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাধারণ লাইনের জন্য এবং বিচ্যুতিসমূহের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম ঘটত না।

(৩) নতুন নতুন প্রক্রিয়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তা উপলব্ধি করা এবং অবিলম্বে সেগুলিকে তার বাস্তব নীতিতে প্রতিফলিত করা কি কোন শাসক পার্টির পক্ষে সম্ভব? আমি মনে করি, তা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই জন্য যে, ঘটনাগুলি সর্বপ্রথমে ঘটে, তার পরে পার্টির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর অংশের চেতনার মধ্যে সেগুলি প্রতিফলিত হয় এবং কেবলমাত্র তার পরে সময় আসে যখন ব্যাপক পার্টি-সদস্যেরা এই সমস্ত নতুন নতুন প্রক্রিয়াকে মনে মনে উপলব্ধি করে। হেগেল যা বলেছিলেন তা কি স্মরণে আছে: 'কেবলমাত্র রাত্রিতেই মিনার্ভার পেচকেরা ওড়ে'? অন্য কথায়, সচেতনতা ঘটনাসমূহের 'কিছুটা পশ্চাতে আসে।

এই সম্পর্কে ১৯২৯ সালের শেষার্ধে আমাদের নীতিতে পরিবর্তন এবং ব্রেস্টের ও নেপ প্রবর্তনের সময়কালে আমাদের নীতিতে পরিবর্তনসমূহের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, ব্রেস্টের ও নেপের পরিবর্তনসমূহের সময়কালের তুলনায় অধিকতর শীঘ্র ১৯২৯ সালের শেষার্ধে পার্টি বস্তুগত সত্যতায় নতুন নতুন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। এর ব্যাখ্যা হল এই যে, অন্তর্বর্তী সময়কালে পার্টি নিজেকে সম্পূর্ণ শিক্ষিত করতে সফল হয়েছিল এবং পার্টির ক্যাডাররাও সহজে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

৩১শে মে, ১৯৩০ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

কৃষি-যন্ত্রপাতির কারখানা, রোস্তভ

কৃষি-যন্ত্রপাতি কারখানার শ্রমিকগণ, প্রযুক্তিবিদ্ কর্মীবৃন্দ এবং সমগ্র কার্য-নির্বাহী ষ্টাফকে তাঁদের বিজয়ের জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের বিজয় হল বিরাট, যেহেতু কেবলমাত্র যদি কৃষি-যন্ত্রপাতি কারখানার একাকীই তার কর্মসূচী অনুযায়ী বছরে ১১৫,০০০,০০০ রুবল মূল্যের খামারের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে হয়, যেখানে যুদ্ধের আগে যে ৯০০ কৃষি-যন্ত্রপাতি কারখানা বিদ্যমান ছিল, তারা একত্রে বছরে শুধুমাত্র ৭০,০০০,০০০ রুবল মূল্যের খামারের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করত।

এই কর্মসূচীর সফল সম্পাদনের জন্য আমার সর্বোৎকৃষ্ট শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

১৬ই জুন, ১৯৩০ জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৬৫
১৭ই জুন, ১৯৩০

ট্রাক্টর কারখানা, স্তালিনগ্রাদ

দানবাকার লাল পতাকা ট্রাক্টর কারখানা, যা ইউ. এস. এস. আরে সর্বপ্রথম, তার শ্রমিকগণ, কার্যনির্বাহী কর্মিবৃন্দের বিজয়ে আমি অভিবাদন ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রতি বছর আমাদের দেশের জন্য আপনাদের যে ৫০,০০০ ট্রাক্টর উৎপাদন করতে হবে, সেগুলি হবে ৫০,০০০ অভিক্ষিপ্ত বস্তু যা পুরানো বুর্জোয়া দুনিয়াকে চূর্ণ করবে এবং গ্রামাঞ্চলে নতুন, সমাজতান্ত্রিক প্রথার জন্য পথ পরিষ্কার করবে।

আপনাদের কর্মসূচীর সফল সম্পাদনের জন্য আমার সর্বোৎকৃষ্ট শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

১৭ই জুন, ১৯৩০ — জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৬৬
১৮ই জুন, ১৯৩০

সি. পি. এস. ইউ. (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট[৩৬]

১। বিশ্ব পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকট এবং ইউ. এস. এস. আরের বহিঃস্থ পরিস্থিতি

কমরেডগণ, পঞ্চদশ কংগ্রেসের পর আড়াই বছর অতিবাহিত হয়েছে। কেউ হয়ত মনে করবেন, এটা খুব বেশিদিন নয়। তা সত্ত্বেও, এই সময়কালে জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ঘটে গেছে। যদি অতীত সময়কালের চরিত্র দুটি শব্দে বর্ণনা করতে হয়, তাহলে এই সময়কালকে বলা যেতে পারে **সন্ধিক্ষণ**। শুধু আমাদের জন্য, ইউ. এস. এস. আরের জন্য নয়, সারা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী দেশগুলির জন্যও এটা একটা সন্ধিক্ষণ চিহ্নিত করে। কিন্তু, এই দুটি সন্ধিক্ষণের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেখানে, ইউ. এস. এস. আরের পক্ষে এই সন্ধিক্ষণের অর্থ হল একটি নতুন ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক **উচ্চমুখিতার** দিকে একটা বাঁক, সেখানে পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষে এর অর্থ হল অর্থনৈতিক **নিম্নমুখিতার** দিকে একটা মোড়। এখানে, ইউ. এস. এস. আরে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের একটি **ক্রমবর্ধমান উচ্চমুখিতা**, সেখানে, পুঁজিবাদীদের মধ্যে, শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই ঘটেছে **ক্রমবর্ধমান** অর্থনৈতিক **সংকট**।

অল্প কথায় বর্তমান পরিস্থিতির চিত্র এই রকমই।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আড়াই বছর আগেকার বিষয়গুলির অবস্থা স্মরণ করুন—প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি, প্রায় সমস্ত কৃষিপ্রধান দেশে কাঁচামাল ও খাদ্য উৎপাদনের অগ্রগতি; সর্বাধিক তেজীয়ান পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে আমেরিকার বিরাট মহিমা; 'প্রাচুর্যের' বিজয়-উল্লসিত স্তবকীর্তন; ডলারের শক্তির প্রতি হীনতা স্বীকার; নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, পুঁজিবাদী বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের সম্মানে প্রশংসাবাদ; পুঁজিবাদের 'পুনরুজ্জীবনের' যুগের এবং পুঁজিবাদী সুস্থিতির অটল দৃঢ়তার ঘোষণা; সোভিয়েতসমূহের দেশের, ইউ. এস. এস. আরের 'অবশ্যম্ভাবী বিনাশ', 'অবশ্যম্ভাবী স্তব্ধতা' সম্পর্কে 'বিশ্ব

এই-ই ছিল অতীত দিনের ঘটনা।

আর আজকের চিত্রটি কি?

আজ পুঁজিবাদের প্রায় সমস্ত শিল্পোন্নত দেশে ঘটেছে অর্থনৈতিক সংকট। আজ সমস্ত কৃষিপ্রধান দেশে ঘটেছে কৃষিগত সংকট। 'প্রাচুর্যের' পরিবর্তে ঘটেছে ব্যাপক দারিদ্র্য এবং বেকারির বিপুলায়তন উদ্ভব। কৃষির উচ্চমুখিতার বদলে ঘটেছে ব্যাপক আকারে কৃষকদের সর্বনাশ। সাধারণভাবে পুঁজিবাদের অসীম শক্তি, এবং বিশেষভাবে উত্তর আমেরিকার পুঁজিবাদের অসীম শক্তি সম্পর্কে মোহগুলি ধ্বসে পড়ছে। ডলার এবং পুঁজিবাদী বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের সম্মানে বিজয় উল্লসিত স্তবকীর্তন ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। পুঁজিবাদের 'ভুলগুলি' সম্পর্কে হতাশাপূর্ণ আর্তনাদ ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে। আর, ইউ. এস. এস. আরের 'অবশ্যম্ভাবী বিনাশ' সম্পর্কে 'বিশ্বব্যাপী' কলরবের জায়গায় উঠছে, যখন সর্বত্র সংকট বিরাজমান, তখন তার অর্থনীতিকে বিকশিত করতে যে দেশটি সাহসী হয়েছে 'সেই দেশটিকে' শাস্তি দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 'বিশ্বব্যাপী' বিদ্বেষপূর্ণ হিস্‌হিস্‌ ধ্বনি।

আজকের চিত্র হল এই রকম।

দুই-তিন বছর আগে বলশেভিকরা ঘটনা যেভাবে ঘটবে বলেছিল, ঘটনা ঠিক সেইভাবে ঘটেছে।

বলশেভিকরা বলেছিল, বিরাট ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মানের সীমাবদ্ধতার অবস্থায়, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রযুক্তিবিদ্যার অধিকতর বিকাশের, উৎপাদিকা শক্তিসমূহ এবং পুঁজিবাদী বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের অগ্রগতির ফলে অপরিহার্যভাবে কঠিন অর্থনৈতিক সংকট ঘটবে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি বলশেভিকদের 'অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী' নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিল। বলশেভিকদের এই ভবিষ্যদ্বাণী থেকে দক্ষিণ বিচ্যুতিপন্থীরা নিজেদের সরিয়ে নিল এবং মার্কসীয় বিশ্লেষণের বদলে 'সংগঠিত পুঁজিবাদ' সম্পর্কে উদারনৈতিক বক্‌বকানি প্রতিস্থাপিত করল। কিন্তু ঘটনাগুলি ঠিক কিভাবে ঘটল? বলশেভিকরা ঘটনা যেভাবে ঘটবে বলেছিল, ঘটনা ঠিক সেইভাবে ঘটেছে।

বাস্তব ঘটনাগুলি এরূপ।

এখন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে তথ্যগুলি পরীক্ষা করা যাক।

(১) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট

(ক) সংকট অনুধাবন করতে গেলে, সর্বোপরি নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নজরে পড়ে:

১। বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকট হল অত্যুৎপাদনের একটি সংকট। এর অর্থ হল, বাজার যতটা পরিমাণ জিনিসপত্র ধারণ করতে পারে, তার তুলনায় বেশি পরিমাণ জিনিসপত্র উৎপাদিত হয়েছে। এর অর্থ হল, ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীদের বেশির ভাগ, অর্থাৎ ব্যাপক জনগণ, যাঁদের আয় নিচু স্তরে অবস্থান করে, তাঁরা নগদ টাকায় যতটা পরিমাণ সূতীবস্ত্র, জ্বালানি, যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এবং খাদ্যবস্তু কিনতে পারেন, তার তুলনায় এইসব জিনিসপত্র বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পুঁজিবাদের অধীনে ব্যাপক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করে, সেইহেতু পুঁজিপতিরা তাদের 'প্রয়োজনাতিরিক্ত' জিনিসপত্র, সূতীবস্ত্র, খাদ্যশস্য ইত্যাদি তাদের গুদামে রেখে দেয় অথবা দরদাম ঠেলে উপরে তোলার জন্য এমনকি সেসব নষ্ট করে দেয়; তারা উৎপাদন কমিয়ে দেয়, তাদের শ্রমিকদের ছাঁটাই করে এবং যেহেতু অনেক বেশি পরিমাণ জিনিসপত্র উৎপাদিত হয়েছে সেইহেতু ব্যাপক জনগণ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হন।

২। বর্তমান সংকট হল যুদ্ধ-পরবর্তীকালের প্রথম বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট। এই সংকট বিশ্বের সমস্ত, অথবা প্রায় সমস্ত, শিল্পোন্নত দেশকে যে কব্জা করেছে, শুধু এই অর্থে এটা বিশ্বব্যাপী সংকট নয়; এমনকি ফ্রান্স, যা জার্মানি থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের কোটি কোটি মিলিয়ন মার্ক তার অবয়বে ইনজেকশন করছে, তাও একটা মন্দাবস্থা এড়াতে সমর্থ হয়নি এবং সমস্ত তথ্য সূচিত করছে যে এই মন্দা একটি সংকটে পরিণত হতে বাধ্য। এটি এই অর্থেও একটি বিশ্বব্যাপী সংকট যে, শিল্পগত সংকট একটি কৃষিগত সংকটের সাথে সমকালীন হয়েছে এবং এই কৃষিগত সংকট বিশ্বের মুখ্য কৃষিপ্রধান দেশসমূহে সমস্ত ধরনের সংকট কাঁচামাল ও খাদ্যের উৎপাদনকে ক্ষুণ্ণ করছে।

৩। বর্তমানের বিশ্বব্যাপী সংকট তার বিশ্বজনীন চরিত্র সত্ত্বেও অসমভাবে বিকশিত হচ্ছে; এই সংকট বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। শিল্পগত সংকট সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং বল্কান দেশগুলিতে। এইসব দেশে গত বছরের সমগ্র সময় ধরে এই সংকট বিবর্ধিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালের শেষে কানাডা, আমেরিকা,

আর্জেণ্টাইন, ব্রেজিল এবং অষ্ট্রেলিয়ায় একটি জায়মান কৃষিগত সংকটের সুস্পষ্ট লক্ষণসমূহ ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছিল। এই সমগ্র পরিবৃত্তিকালে মার্কিন শিল্পের একটি ক্রমোন্নতির ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি আমেরিকার শিল্পোৎপাদন প্রায় রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছিল। কেবলমাত্র ১৯২৯ সালের শেষার্ধে এর ব্যাহতি আরম্ভ হল, এবং তারপরে শিল্পোৎপাদনের সংকট দ্রুত বিবর্ধিত হল, এতে আমেরিকা আবার ১৯২৭ সালের স্তরে পেছিয়ে পড়ল। এর অনুবর্তী হল কানাডা ও জাপানের শিল্প-সংকট। তারপরে চীন এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে দেউলিয়া অবস্থা এবং সংকট দেখা দিল; এইসব দেশে রুপোর দাম কমে যাওয়ায় সংকটের প্রকোপ বৃদ্ধি পেল এবং অত্যুৎপাদনের সংকট কৃষি জোতগুলির ধ্বংসপ্রাপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত হল—সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং অসহনীয় করভার কৃষি জোতগুলিকে চূড়ান্ত ঘুণধরা অবস্থায় এনে ফেলেছিল। পশ্চিম ইউরোপে কেবলমাত্র এই বৎসরের প্রারম্ভে সংকট জোরদার হতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তাও সর্বত্র একই মাত্রায় নয় এবং এমনকি এই সময়কালে ফ্রান্সে তখনো শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল।

যে পরিসংখ্যান তথ্যগুলি সংকটের অস্তিত্ব প্রকট করে, আমি মনে করি না যে সেগুলির সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করার আছে। এখন কেউই সংকটের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্ক তোলে না। সেজন্য আমি একটি ছোট অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক তালিকার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব, তালিকাটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে জার্মান ইনষ্টিটিউট অব ইকনমিক রিসার্চ। ১৯২৭ সাল থেকে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড এবং ইউ.এস.এস.আরের খনিশিল্প ও বৃহদায়তন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রধান প্রধান শাখাসমূহের বিকাশ এই তালিকায় বর্ণিত হয়েছে; ১৯২৮ সালের উৎপাদন স্তরকে ১০০ হিসেবে ধরা হয়েছে।

তালিকাটি নিচে দেওয়া হল:

বছর	ইউ.এস.এস.আর	আমেরিকা	ব্রিটেন	জার্মানি	ফ্রান্স	পোল্যাণ্ড
১৯২৭	৮২·৪	৯৫·৫	১০৫·৫	১০০·১	৮৬·৬	৮৮·৫
১৯২৮	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯২৯	১২৩·৫	১০৬·৩	১০৭·৯	১০১·৮	১০৯·৪	৯৯·৮
১৯৩০ (প্রথম কোয়ার্টার)	১৭১·৪	৯৫·৫	১০৭·৪	৯৩·৪	১১৩·১	৮৪·৬

এই তালিকাটি কি দেখাচ্ছে ?

এটি সর্বপ্রথম দেখায় যে আমেরিকা, জার্মানি এবং পোল্যাণ্ডে বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনে **একটি তীব্রভাবে অভিব্যক্ত সংকট** চলছে ; ১৯২৯ সালের প্রথমার্ধের **ক্রয়-বিক্রয়ের আকস্মিক বৃদ্ধির** পরে, **আমেরিকায়** ১৯৩০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে ১৯২৯ সালের সঙ্গে তুলনায় উৎপাদনের স্তর ১০·৮ শতাংশ নেমে ১৯২৭ সালের স্তরে এসে দাঁড়াল ; **জার্মানিতে** তিন বছরের **নিশ্চল অবস্থার** পর উৎপাদনের স্তর গত বছরের তুলনায় ৮·৪ শতাংশ নেমে ১৯২৭ সালের স্তরের ৬·৭ শতাংশ নিচে গিয়ে দাঁড়াল ; **পোল্যাণ্ডে** গত বছরের **সংকটের** পর, উৎপাদনের স্তর গত বছরের তুলনায় ১৫·২ শতাংশ নেমে ১৯২৭ সালের স্তরের ৩·৯ শতাংশ নিচে গিয়ে দাঁড়াল।

দ্বিতীয়তঃ, তালিকায় দেখা যায়, **ব্রিটেন** তিন বছর ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—১৯২৭ সালের স্তরের কাছাকাছি, এখন তাকে সহ্য করতে হচ্ছে কঠিন অর্থনৈতিক **নিশ্চল অবস্থা** ; ১৯৩০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে আগেকার বছরের তুলনায় তার উৎপাদন এমনকি ০·৫ শতাংশ নেমে গিয়েছিল, এইভাবে ব্রিটেন **সংকটের** প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করল।

তৃতীয়তঃ, তালিকায় দেখা যায়, বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ফ্রান্সে বৃহদায়তন শিল্পের কিছুটা **বৃদ্ধি** ঘটেছে ; কিন্তু যেখানে ১৯২৮ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৩·৪ শতাংশ এবং ১৯২৯ সালে ছিল ৯·৪ শতাংশ, সেখানে ১৯৩০ সালের প্রথম কোয়ার্টারের বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯২৯ সালের উৎপাদনের স্তরের উপরে মাত্র ৩·৭ শতাংশ ; এইভাবে বছর থেকে বছরে বৃদ্ধির একটা **অবরোহী** গ্রাফের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

সর্বশেষে, তালিকায় দেখা যায়, বিশ্বের সমস্ত দেশগুলির মধ্যে ইউ. এস. এস. আর হল একমাত্র দেশ যেখানে বৃহদায়তন শিল্পের একটা **জোরদার উচ্চমুখিতা** ঘটেছে ; সেখানে ১৯৩০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে উৎপাদনের স্তর ১৯২৭ সালের উৎপাদনের স্তরের তুলনায় **দ্বিগুণেরও** বেশি ছিল এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯২৮ সালে ১৭·৬ শতাংশ থেকে ১৯২৯ সালে ২৩·৫ শতাংশে এবং ১৯৩০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে ৩২ শতাংশে বৃদ্ধি ঘটেছে ; এইভাবে বছর থেকে বছরে বৃদ্ধির একটা **আরোহী** গ্রাফের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

বলা যেতে পারে যে, যদিও এই বছরের প্রথম কোয়ার্টারের শেষাবধি

এইরূপই ছিল বিষয়সমূহের অবস্থা, কিন্তু এটা বাদ দেওয়া চলে না যে এই বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে উন্নততর অবস্থার দিকে একটা মোড় ঘটেও থাকতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ঘটনাসমূহ এই ধরে-নেওয়াকে জোরালোভাবে খণ্ডন করে। পক্ষান্তরে, সেগুলি দেখায় যে, দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পরিস্থিতি আরও মন্দতর হয়েছে। এই ঘটনাগুলি দেখায় : নিউইয়র্ক স্টক একসচেঞ্জে **শেয়ারের মূল্যের** আরও **হ্রাসপ্রাপ্তি** এবং আমেরিকায় **দেউলিয়া অবস্থাসমূহের** একটি **নতুন তরঙ্গ**; যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রিটেন, ইতালী, জাপান, দক্ষিণ আমেরিকা, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদিতে উৎপাদনের আরও **অবনতি**, শ্রমিকদের **মজুরি হ্রাস** এবং **বেকারির অগ্রগতি**; ফ্রান্সের শিল্পের কতকগুলি শাখার একটি **নিশ্চল অবস্থার** মধ্যে প্রবেশ, বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যা কিনা জায়মান সংকটের একটা লক্ষণ। এখন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ৬০ লক্ষের উপরে, জার্মানিতে এদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ, ব্রিটেনে ২০ লক্ষের উপরে, ইতালী, দক্ষিণ আমেরিকা এবং জাপানের প্রত্যেকটি দেশে ১০ লক্ষ করে, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেকটি দেশে ৫ লক্ষ করে। এটা কৃষি-সংকটের অধিকতর তীব্রতা থেকে আলাদা, কৃষি-সংকট লক্ষ লক্ষ চাষী এবং মেহনতী খেতমজুরদের ধ্বংস করছে। কৃষিতে অত্যুৎপাদনের সংকট এমন উচ্চমাত্রায় পৌছেছে যে ব্রেজিলে মূল্যস্তর এবং বুর্জোয়াদের মুনাফা ভাল অবস্থায় বজায় রাখার জন্য, ২০ লক্ষ ব্যাগ কফি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে; আমেরিকায় কয়লার পরিবর্তে জ্বালানি হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে; জার্মানিতে লক্ষ লক্ষ পুড রাইশস্য শূকরের খাদ্যে পরিণত করা হচ্ছে; এবং তুলা ও গম তৈরী করার ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমাবার জন্য সব রকমের উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে।

বিকাশমান বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের এই হল সাধারণ চিত্র।

(খ) এখন, যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ধ্বংসাত্মক পরিণতিসমূহ বিস্তারলাভ করছে, মাঝারি এবং ছোট ছোট পুঁজিপতিদের সমগ্র স্তরকে অগাধ জলে নিক্ষেপ করছে, শ্রমিক অভিজাত এবং চাষীদের সমস্ত গোষ্ঠীগুলির ধ্বংসসাধন করছে এবং বিরাট ব্যাপক শ্রমিক সাধারণকে অনাহারের কবলে ঠেলে দিচ্ছে, তখন সকলেই প্রশ্ন তুলছে : সংকটের কারণ কি, এই সংকটের মূলে কি আছে, কিভাবে এর সাথে পাল্লা কষা যেতে পারে, কিভাবে একে লোপ করা যায়? সংকট সম্পর্কে একেবারে পৃথক ধরনের 'তত্ত্ব' আবিষ্কৃত হচ্ছে।

সংকটগুলিকে 'প্রশমিত করার', 'ব্যাহত করার', 'দূরীভূত করার' সমগ্র পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তাবিত হচ্ছে। বুর্জোয়াদের মধ্যে বিরোধীরা বুর্জোয়া সরকারগুলির উপর এই বলে দোষারোপ করছে যে, সংকট প্রতিহত করতে 'তারা সমস্ত রকমের উপায় অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছে'। 'ডিমোক্র্যাটরা' 'রিপাবলিকানদের' দোষ দেয়, 'রিপাবলিকানরা' দোষ দেয় 'ডিমোক্র্যাটদের' এবং তারা সকলে একত্রে দোষ দেয় তার 'ফেডারেল রিজার্ভ সিসটেম'[৩৭] সহ হুভার গ্রুপকে, যে 'ফেডারেল রিজার্ভ সিসটেম' সংকটকে 'দমন করতে' ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি, এমন সব পণ্ডিতম্মন্য মূর্খও আছে, যারা 'বলশেভিকদের ষড়যন্ত্রের' উপর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের কারণ আরোপ করে। আমাদের মনে আছে সুবিদিত 'শিল্পপতি' রেকবার্গের কথা, ঠিক ঠিক বলতে গেলে, যার সঙ্গে শিল্পপতির সাদৃশ্য খুবই কম, কিন্তু যে স্মরণ করিয়ে দেয় সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন 'শিল্পপতি' এবং শিল্পপতিদের মধ্যে একজন 'সাহিত্যিকের' চেয়ে বেশি একটা কিছু। (হাস্যরোল।)

বলা বাহুল্য যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে এইসব 'তত্ত্ব' ও পরিকল্পনার কোনই সম্পর্ক নেই। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সংকটের সম্মুখীন হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌রা নিজেদের পুরোদস্তুর দেউলিয়া প্রমাণ করেছে। অধিকন্তু, দেখা গেছে যে তাদের সেই সামান্য বাস্তবতাবোধটুকুও নেই যার অভাব তাদের পূর্বগামী ব্যক্তিদের সব সময়ে ছিল বলে বলা যেতে পারে না। এই ভদ্রলোকেরা ভুলে যান, অর্থনীতির পুঁজিবাদী প্রথার অধীনে সংকটসমূহকে আকস্মিক একটা কিছু বলে গণ্য করা যেতে পারে না। এই ভদ্রলোকেরা ভুলে যান যে, অর্থনৈতিক সংকটগুলি পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই ভদ্রলোকেরা ভুলে যান যে, পুঁজিবাদী শাসনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সংকটসমূহের জন্ম হয়েছিল। ১০০ বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে প্রতি ১২, ১০, ৮ বা তার কম বৎসর অন্তর অন্তর পর্যাবৃত্ত সংকট ঘটেছে। এই সময়পর্বে সমস্ত মাত্রা ও রং-এর বুর্জোয়া সরকারগুলি, সমস্ত স্তর ও দক্ষতার বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ—ব্যতিক্রমহীনভাবে সকলেই সংকটসমূহ 'ব্যাহত' ও 'বিলোপ' করার কাজে তাদের শক্তি পরীক্ষা করেছে। কিন্তু তারা সবাই পরাজয় বরণ করেছিল। তারা পরাজয় বরণ করেছিল এইজন্য যে পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক সংকটসমূহকে ব্যাহত বা বিলোপ করা যায় না। এটা কি বিস্ময়কর যে আজকের দিনের বুর্জোয়া নেতারাও পরাজয় বরণ করছেন? এটা কি বিস্ময়কর যে,

সংকটকে প্রশমিত করা দূরে থাক, বিরাট ব্যাপক মেহনতী জনগণের অবস্থা আরামদায়ক করা দূরে থাক, বুর্জোয়া সরকারগুলি যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেগুলির ফলে দেউলিয়াপনার নতুন নতুন প্রকাশ ঘটে, বেকারির নতুন নতুন তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, অধিকতর শক্তিশালী পুঁজিবাদী কম্বাইনগুলি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী পুঁজিবাদী কম্বাইনগুলিকে গ্রাস করে?

অত্যুৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকটসমূহের ভিত্তি ও হেতু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং উৎপাদনের ফলসমূহের আত্মসাতের পুঁজিবাদী ধরনের বিরোধিতার মধ্যেই সংকটের ভিত্তি নিহিত রয়েছে। পুঁজিবাদের এই মৌলিক বিরোধিতার একটি অভিব্যক্তি হল, পুঁজিবাদের উৎপাদনের শক্তিসমূহের বিরাট **অগ্রগতি**—পুঁজিবাদের **সর্বোচ্চ** মুনাফা যার দেবার কথা—সেই অগ্রগতির এবং বিরাট ব্যাপক মেহনতী জনগণ, যাদের জীবনযাত্রার মান পুঁজিবাদীরা সর্বদাই **নিম্নতম** স্তরে রাখতে চেষ্টা করে তাদের কার্যকর চাহিদার আপেক্ষিক **হ্রাসপ্রাপ্তির** মধ্যেকার বিরোধিতা। প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া এবং চূড়ান্ত পরিমাণ মুনাফা নিংড়ে বের করার জন্য পুঁজিবাদীরা বাধ্য হয় তাদের প্রযুক্তিগত সাজসজ্জা বিবর্ধিত করতে, উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত প্রথা প্রবর্তন করতে, শ্রমিকদের শোষণকে তীব্রতর করতে এবং তাদের শিল্পোদ্যোগসমূহের উৎপাদনের শক্তিগুলিকে চূড়ান্ত সীমায় বিবর্ধিত করতে। সুতরাং, পরস্পর পরস্পরের পেছনে পড়ে না থাকার জন্য পুঁজিবাদীরা বাধ্য হয় এভাবে না হয় সেভাবে উৎপাদনের শক্তিগুলিকে উন্নতভাবে বিকশিত করার পথ অবলম্বন করতে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার, বিরাট ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক সাধারণ, শেষ বিশ্লেষণে যারাই হল ক্রেতাদের বেশির ভাগ, তাদের ক্রয়ক্ষমতা নিচু স্তরে অবস্থান করে। এইজন্যই ঘটে অত্যুৎপাদনের সংকটসমূহ। এরই জন্য সুবিদিত পরিণতিসমূহ কমবেশি পর্যাবৃত্তভাবে বারবার ঘটে, যার ফলে জিনিসপত্র অবিক্রীত থেকে যায়, উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, বেকারি বেড়ে চলে, মজুরি কাটা হয় এবং এই সমস্তই উৎপাদনের স্তর এবং কার্যকর চাহিদার স্তরের মধ্যে বিরোধিতাকে আরও বেশি তীব্রতর করে। উৎপাদনের সংকটসমূহ হল নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য এবং ধ্বংসাত্মক আকারে এই বিরোধিতার অভিব্যক্তি।

চূড়ান্ত পরিমাণ মুনাফা লাভের সাথে নয়, ব্যাপক জনগণের বস্তুগত অবস্থা-

সমূহের সুসম্বদ্ধ উন্নতির সঙ্গে যদি পুঁজিবাদ উৎপাদনকে খাপ খাওয়াতে পারত, এবং যদি তা, পরগাছা শ্রেণীসমূহের খেয়ালখুশি চরিতার্থ সাধনের দিকে নয়, শোষণের পদ্ধতিসমূহ নিখুঁত করার দিকে নয়, পুঁজি রপ্তানি করার দিকে নয়, শ্রমিক ও কৃষকদের বাস্তব অবস্থাসমূহের নিয়মাবদ্ধ উন্নতির দিকে মুনাফাসমূহকে অভিমুখী করতে পারত, তাহলে কোন সংকট ঘটত না। কিন্তু তাহলে পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদ থাকত না। সংকটসমূহকে বিলোপ করার জন্ম প্রয়োজন পুঁজিবাদকেই বিলোপ করা।

সাধারণভাবে এরূপই হল অত্যুৎপাদনের সংকটসমূহের ভিত্তি।

বর্তমানের সংকটের চরিত্র বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য এতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। বর্তমানের সংকটকে পুরানো সংকট-সমূহের কেবলমাত্র পুনঃসংঘটন বলে গণ্য করা যায় না। এই সংকট ঘটছে, বিকশিত হচ্ছে কতকগুলি নতুন অবস্থার অধীনে, এই সংকটের একটি পুরোপুরি চরিত্র যদি আমরা পেতে চাই তাহলে এইসব নতুন অবস্থাকে ব্যক্ত করতে হবে। কতকগুলি বিশেষ অবস্থা এই সংকটকে জটিল ও গভীরতর করে তুলছে, যদি বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকটের একটা পরিষ্কার ধারণা আমাদের পেতে হয়, তাহলে এইসব বিশেষ অবস্থাকে উপলব্ধি করতে হবে।

এই সমস্ত বিশেষ অবস্থা কি কি?

এই সমস্ত বিশেষ অবস্থাকে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যমূলক তথ্যে পর্যবসিত করা যেতে পারে:

(১) সংকট সর্বাধিক কঠোরভাবে পুঁজিবাদের **প্রধান দেশ**, তার দুর্গ, যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছে—এই যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের সমস্ত দেশগুলির সমগ্রের অর্ধেকের কম নয় এত পরিমাণ উৎপাদিত ও ভোগ্যবস্তু কেন্দ্রীভূত রয়েছে। সুস্পষ্টভাবে, এই ঘটনার ফলে সংকটের প্রভাবের ক্ষেত্রের বিরাট সম্প্রসারণ, সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের পক্ষে অতিরিক্ত দুরূহতাসমূহের পুঞ্জীভবন উদ্ভূত না হয়ে পারে না।

(২) অর্থনৈতিক সংকটের বিকাশের গতিপথে, প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশের শিল্পগত সংকট কৃষিপ্রধান দেশগুলির কৃষি-সংকটের সঙ্গে শুধুমাত্র সমকালীন হয়নি, তার সাথে **বিজড়িতও** হয়েছে; তার দ্বারা দুরূহতাসমূহের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়েছে এবং অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় একটি সাধারণ অবনতির অপরিহার্যতা পূর্বাহ্ণেই স্থিরীকৃত হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শিল্পগত

সংকট কৃষি-সংকটকে তীব্রতর করবে এবং কৃষি-সংকট শিল্প-সংকটকে বিলম্বিত করবে, যার ফলে অর্থনৈতিক সংকট সমগ্রভাবে তীব্রায়িত না হয়ে পারে না।

(৩) আজকের দিনের পুঁজিবাদ হল, পুরানো পুঁজিবাদের সঙ্গে বিসদৃশভাবে **একচেটিয়া** পুঁজিবাদ এবং এই ঘটনা, পুঁজিবাদী কম্বাইনসমূহ, অত্যুৎপাদন সত্ত্বেও, জিনিসপত্রের উচ্চ একচেটিয়া দরদামগুলি ভালভাবে বজায় রাখার জন্য যে লড়াই করবে তার অপরিহার্যতা পূর্বাহ্নেই স্থির করে। স্বভাবতঃই, এই ঘটনা জিনিসপত্রের প্রধান ব্যবহারকারী ব্যাপক জনগণের ক্ষেত্রে সংকটকে বিশেষভাবে বেদনাদায়ক ও ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তার ফলে সংকট বিলম্বিত না হয়ে পারে না এবং সংকট সমাধানে তা একটা বাধা না হয়ে পারে না।

(৪) পুঁজিবাদের **সাধারণ সংকট** সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়কালেই উদ্ভূত হয়েছিল, তা এখন পুঁজিবাদের ভিত্তিসমূহের অধোদেশ খনন করছে এবং অর্থনৈতিক সংকটের অভ্যুদয়কে সহজ করে দিয়েছে—এই সাধারণ সংকটের ভিত্তির উপর বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকট বিকশিত হচ্ছে।

এর অর্থ কি ?

সর্বপ্রথমে এর অর্থ হল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তার ভবিষ্যৎ ফল পুঁজিবাদের ধ্বংসসাধনকে তীব্রতর করেছিল এবং তার ভারসাম্য উল্‌টিয়ে দিয়েছিল—আমরা এখন যুদ্ধ ও বিপ্লবসমূহের যুগে বাস করছি—পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই আর বিশ্ব অর্থনীতির **একমাত্র** এবং **সর্বব্যাপী** প্রথা নেই—**পুঁজিবাদী** প্রথার পাশাপাশি রয়েছে **সমাজতান্ত্রিক** প্রথা, যা উদ্ভূত হচ্ছে, বেড়ে চলেছে, পুঁজিবাদী প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং যা সত্যসত্যই তার অস্তিত্বের দ্বারা পুঁজিবাদের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা প্রকট করছে, তার ভিত্তিসমূহকে কাঁপিয়ে তুলছে।

এর আরও অর্থ হল এই যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং ইউ. এস. এস. আরে বিপ্লবের বিজয়লাভ **ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশসমূহে** সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিসমূহ কাঁপিয়ে তুলেছে—সেইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদের মর্যাদা ইতিমধ্যেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ আর এখন সেইসব দেশে প্রভুত্ব চালাতে পারে না।

এর আরও অর্থ হল এই যে, যুদ্ধের সময়কালে এবং তার পরে ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশসমূহে একটি নবীন দেশজ পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটেছে; এই

দেশজ সাম্রাজ্যবাদ বাজারগুলিতে পুরানো পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে সফল-ভাবে প্রতিযোগিতা করছে, বাজারের জন্য সংগ্রাম তীব্রতর ও জটিল করে তুলছে।

সর্বশেষে এর অর্থ হল এই যে, যুদ্ধ বেশির ভাগ পুঁজিবাদী দেশে একটি দুর্বহ উত্তরাধিকার রেখে গেছে, এই উত্তরাধিকারের আকার হল **উৎপাদন-ক্ষমতার নিচে স্থায়িভাবে কর্মরত শিল্পোদ্যোগগুলি** এবং **লক্ষ লক্ষ সংখ্যক বেকারদের একটি বাহিনী**; এই বেকার বাহিনী সংরক্ষিত একটি বাহিনী থেকে **বেকারদের একটি স্থায়ী বাহিনীতে** পরিণত হয়েছে; এই ঘটনা এমনকি বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকটের আগেই পুঁজি-বাদের পক্ষে বহুল পরিমাণ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে এবং সংকটের সময়কালে বিষয়সমূহকে অবশ্যই আরও বেশি জটিল করে তুলবে।

এই হচ্ছে অবস্থা যা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটকে তীব্রতর করছে, তার প্রকোপ বৃদ্ধি করছে।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এ পর্যন্ত যেসব বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ঘটেছে, বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকট হল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর এবং গভীর।

(২) পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বসমূহের তীব্রতাবৃদ্ধি

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল হল এই যে, তা বিশ্ব পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে অনাবৃত এবং তীব্রতর করছে।

(ক) বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট, **প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব**, বাজারের জন্য সংগ্রাম, কাঁচামালের জন্য সংগ্রাম, পুঁজি রপ্তানি করার জন্য সংগ্রাম নগ্ন ও তীব্রতর করছে। প্রভাবের ক্ষেত্র এবং উপনিবেশ-সমূহের পুরানো বণ্টন নিয়ে এখন কোন পুঁজিবাদী দেশই সন্তুষ্ট নয়। তারা দেখে যে শক্তিসমূহের সম্পর্ক বদলে গেছে এবং তদনুযায়ী বাজারের, কাঁচামালের উৎসের, প্রভাবের ক্ষেত্রসমূহ ইত্যাদির পুনর্বিভাজন প্রয়োজন। এখানে প্রধান দ্বন্দ্ব হল যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে। যন্ত্রোৎপাদিত জিনিস-পত্রের রপ্তানি এবং পুঁজি রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে সংগ্রাম প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়িত হতে হলে অর্থনীতি সংক্রান্ত যে-কোন পত্রপত্রিকা, দ্রব্যসামগ্রী ও পুঁজি রপ্তানি

সম্পর্কে যে-কোন দলিলপত্র পড়াই যথেষ্ট। সংগ্রামের প্রধান রণক্ষেত্র হল দক্ষিণ আমেরিকা, চীন এবং পুরানো সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ ও স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশগুলি। এই সংগ্রামে শক্তির উচ্চতর উৎকর্ষ—এবং একটি সুনির্দিষ্ট উৎকর্ষ—যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে।

প্রধান দ্বন্দ্বের পরে আসে অন্য দ্বন্দ্বগুলি, যেগুলি যদিও প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব নয়, কিন্তু সেগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; সেগুলি হল: আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে, ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইত্যাদির মধ্যে দ্বন্দ্ব।

কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে ক্রমবর্ধমান সংকটের জন্য, বাজার, কাঁচামাল এবং পুঁজি রপ্তানির জন্য সংগ্রাম মাসে মাসে এবং দিন দিন আরও তীব্র হয়ে উঠবে।

সংগ্রামের মাধ্যম: শুল্কনীতি, শস্তা দ্রব্যসামগ্রী, শস্তা ধারকর্জ দেওয়া, শক্তিসমূহের পুনর্দলবদ্ধতা এবং নতুন নতুন সামরিক-রাজনৈতিক মৈত্রীসমূহ, সমর সম্ভারের অগ্রগতি এবং নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি; এবং পরিশেষে—যুদ্ধ।

উৎপাদনের সমস্ত শাখায় প্রসারিত সংকটের কথা বলেছি। তবুও একটা শাখা আছে যা সংকটের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। তা হল যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করার শিল্প। সংকট সত্ত্বেও তার প্রতিনিয়ত অগ্রগতি ঘটছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি উন্মত্তভাবে অস্ত্রসজ্জিত এবং পুনঃসজ্জিত হচ্ছে। কিসের জন্য? অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ খোশগল্পের জন্য নয়, সজ্জিত হচ্ছে যুদ্ধের জন্য। সাম্রাজ্য-বাদীদের যুদ্ধের প্রয়োজন, কেননা এটাই হল একমাত্র উপায় যার দ্বারা দুনিয়াকে পুনর্বিভাজন করা, বাজারগুলিকে পুনরায় ভাগ করা, কাঁচামালের উৎসসমূহ এবং পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র পুনরায় ভাগ করা যেতে পারে।

এটা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় যে, এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত শান্তিবাদ তার অন্তিমদশায় পৌঁছেছে, জাতিসংঘে জীবন্ত অবস্থায় পচন ধরেছে, 'নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনাগুলি' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং নৌ-রণসজ্জা হ্রাসের জন্য সম্মেলনগুলি নৌ-রণতরীগুলি পুনরায় নতুন করা ও সম্প্রসারণ করার সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়েছে।

এর অর্থ হল, যুদ্ধের বিপদ ত্বরণ গতিতে অগ্রসর হবে।

শান্তিবাদ, শান্তি, পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণ বিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বকবক্ করতে দিন। জার্মানি এবং ব্রিটেনে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে, তাদের জন্য শান্তিবাদ হল কেবলমাত্র একটি পর্দা যার প্রয়োজন হল নতুন নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিকে আড়াল করা।

(খ) এই সংকট **বিজয়ী এবং পরাজিত দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বগুলিকে** অনাবৃত করছে এবং সেগুলিকে তীব্রতর করবে। শেষোক্তগুলির মধ্যে আমার প্রধানতঃ মনে রয়েছে জার্মানির কথা। নিঃসন্দেহে, সংকট এবং বাজারের সমস্যার প্রকোপবৃদ্ধির জন্য জার্মানি, যা শুধু অধমর্ণ নয়, একটি অতীব বৃহৎ রপ্তানিকারী দেশও, তার উপর বর্ধিত চাপ দেওয়া হবে। বিজয়ী দেশসমূহ এবং জার্মানির মধ্যে এমন একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যে তাকে একটা পিরামিড হিসেবে চিত্রিত করা যেতে পারে, যার শীর্ষে জাঁকিয়ে রয়েছে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন, তাদের হাতে রয়েছে তরুণ পরিকল্পনা (Young Plan)[৩৮], যার উপর খচিত রয়েছে 'দেনা শোধ কর!' আর তার নিচে পড়ে রয়েছে জার্মানি, শ্রান্তিতে মাটিতে লেপটে, ক্ষতি-পূরণবাবদ লক্ষ লক্ষ মার্ক পরিশোধ করার হুকুমকে তামিল করার জন্য তার সমস্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করার বাধ্যবাধকতার অধীন হয়ে পড়ে। আপনারা কি জানিতে চান এটা কি? এটা হল 'লোকার্ণোর স্পিরিট'[৩৯]। এরূপ একটি পরিস্থিতি বিশ্ব পুঁজিবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে না, এটা মনে করার অর্থ হল জীবনে কিছুই উপলব্ধি না করা। জার্মান বুর্জোয়ারা পরবর্তী ১০ বছরে ২০০ কোটি মার্ক পরিশোধ করতে সক্ষম হবে এবং জার্মান শ্রমিকশ্রেণী, যা 'তার নিজের' এবং 'বৈদেশিক' বুর্জোয়াদের জোড়া জোয়ালের তলে পিষ্ট হচ্ছে, তারা গুরুতর যুদ্ধ এবং প্রবল আলোড়ন ছাড়া জার্মান বুর্জোয়াদের তার কাছ থেকে এই ২০০০ কোটি মার্ক নিংড়ে বের করতে দেবে—এসব চিন্তা করার অর্থ হল বিকৃতমস্তিষ্ক হওয়া। জার্মান ও ফরাসী রাজনীতিবিদ্দের ভান করতে দিন যে, তাঁরা এই অতি বিস্ময়কর ঘটনাকে বিশ্বাস করেন। আমরা বলশেভিকরা অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাস করি না।

(গ) এই সংকট নগ্ন ও তীব্রতর করে তুলছে **সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বসমূহ**। উপনিবেশ এবং

পরাধীন দেশগুলি হল দ্রব্যসামগ্রীর প্রধান বাজার এবং কাঁচামালের উৎস, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট এইসব দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ না বাড়িয়ে পারে না। সত্যসত্যই এই চাপ চূড়ান্ত মাত্রায় বেড়ে চলেছে। এটা সত্য ঘটনা যে, ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা এখন ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় 'তার উপনিবেশসমূহের' সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থায় রয়েছে। এটা সত্য ঘটনা যে, 'স্বাধীন চীন' ইতিমধ্যেই কার্যতঃ প্রভাবের ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ জেনারেলদের চক্রসমূহ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে এবং চীনা জনগণকে ধ্বংস করে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের তাদের প্রভুদের আজ্ঞা পালন করছে।

চীনের 'শান্তি ও শৃংখলার' ব্যাঘাতের জন্য চীনে রাশিয়ান দূতাবাসের সরকারী কর্মচারীরাই দায়ী, এই মিথ্যা গল্পকথা চূড়ান্তভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বলে এখন অতি অবশ্যই গণ্য করতে হবে। দক্ষিণ বা মধ্য চীনে বহু দিন ধরে রাশিয়ার কোন দূতাবাস নেই। অন্যদিকে, সেইসব স্থানে রয়েছে ব্রিটিশ, জাপানী, জার্মান, মার্কিন এবং সমস্ত ধরনের অন্যান্য দূতাবাসগুলি। দক্ষিণ বা মধ্য চীনে বহু দিন ধরে রাশিয়ার কোন দূতাবাস নেই। পক্ষান্তরে, যুদ্ধরত চীনা জেনারেলদের সামরিক পরামর্শদাতা হিসেবে রয়েছে জার্মান, ব্রিটিশ ও জাপানীরা। সেখানে বহুদিন ধরে কোন রাশিয়ান দূতাবাস নেই। অন্যদিকে রয়েছে ব্রিটিশ, মার্কিন, জার্মান ও চেকোশ্লোভাকীয় অস্ত্রশস্ত্র ও সমস্ত ধরনের অন্যান্য কামান, রাইফেল, বিমানপোত, ট্যাঙ্ক ও বিষাক্ত গ্যাস। আচ্ছা? 'শান্তি ও শৃংখলার' পরিবর্তে ইউরোপ ও আমেরিকার 'সভ্য' রাষ্ট্রগুলি থেকে অর্থ যোগান পেয়ে, তাদের দ্বারা শিক্ষিত হয়ে জেনারেলদের এক অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত ও ধ্বংসসাধনকারী যুদ্ধ দক্ষিণ ও মধ্য চীনে এখন প্রচণ্ডভাবে চলছে। আমরা বরং এখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির 'সভ্যকরণের' কার্যকলাপের একটি কৌতুকাবহ চিত্র পাচ্ছি। আমরা যা বুঝাতে পারছি না তা হল কেবলমাত্র এই: এর সাথে রাশিয়ান বলশেভিকদের কি সম্পর্ক আছে?

এটা চিন্তা করা হাস্যকর হবে যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এই অত্যাচারের কোন ফল ফলবে না। চীনা শ্রমিক ও কৃষকেরা সোভিয়েতসমূহ এবং একটি লালফৌজ গঠন করে ইতিমধ্যেই তার সমুচিত প্রতিশোধ নিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সেখানে ইতিমধ্যেই একটা সোভিয়েত সরকার স্থাপিত হয়েছে। আমি মনে করি এটা সত্য হলে তাতে বিস্ময়কর কিছু নেই। কোন সন্দেহই

থাকতে পারে না যে, কেবলমাত্র সোভিয়েতসমূহই চূড়ান্ত ধ্বসে-পড়া ও নিঃস্বতা থেকে চীনকে রক্ষা করতে পারে।

ভারত, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদির ব্যাপারে বলা যায় যে, এই সমস্ত দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রগতি, যা সময় সময় মুক্তির জন্য জাতীয় যুদ্ধের আকার ধারণ করে, তা সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না। গান্ধীর মতো লোকদের তাদের সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বুর্জোয়া মশাইরা এই দেশগুলিতে রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া এবং পুলিশ বেয়নেটের উপর আস্থা রাখার উপর ভরসা রাখে। কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে পুলিশের বেয়নেট একটা নগণ্য অবলম্বন। জারতন্ত্রও সে-সময়ে পুলিশের বেয়নেটের উপর ভরসা রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই জানে সেগুলি কি ধরনের অবলম্বন হিসেবে প্রমাণিত হয়। গান্ধীর ধরনের সাহায্যকারীদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলা যায় যে, জারতন্ত্রেরও উদারনৈতিক আপোষ-কামীদের আকারে সমগ্র এক দঙ্গল সাহায্যকারী ছিল, কিন্তু এ থেকে পরাজয় ছাড়া আর কিছুই ঘটেনি।

(ঘ) এই সংকট পুঁজিবাদী দেশগুলিতে **বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বগুলিকে** নগ্ন ও তীব্রতর করছে। সংকট ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর উপর পুঁজিপতিদের চাপ বৃদ্ধি করেছে। সংকট ইতিমধ্যেই ঘটিয়েছে পুঁজিবাদী র‍্যাশানাইলেজনের (বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠিত করা—অনুবাদক) আর একটি তরঙ্গ, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাসমূহের আরও অবনতি, বর্ধিত বেকারি, বেকারদের স্থায়ী বাহিনীর প্রসার এবং মজুরির হ্রাসপ্রাপ্তি। এটা বিস্ময়কর নয় যে, এই সমস্ত অবস্থা পরিস্থিতিকে বৈপ্লবিক করে তুলছে, শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর করছে এবং নতুন নতুন শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে শ্রমিকদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

এর ফলে ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মোহ চূর্ণ ও দূরীভূত হচ্ছে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় তারা যে ধর্মঘট ভেঙেছিল, লক-আউট সংঘটিত করেছিল এবং শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করেছিল, সেইসব অভিজ্ঞতার পর 'শিল্পগত গণতন্ত্রের', 'শিল্পে শান্তি' এবং সংগ্রামের 'শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিসমূহের' মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলি শ্রমিকদের কাছে বিদ্রূপের মতো শোনায়। সামাজিক ফ্যাসিস্টদের মিথ্যা উপদেশাবলী বিশ্বাস করতে সক্ষম এরূপ বেশিসংখ্যক শ্রমিক কি আজ দেখতে পাওয়া যাবে? ১৯২৯ সালের ১লা আগস্টের (যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে) এবং

১৯৩০ সালের ৬ই মার্চের (বেকারির বিরুদ্ধে)[৪০] শ্রমিকদের সুবিদিত বিক্ষোভ-শোভাযাত্রাসমূহ দেখিয়ে দেয় যে, শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট সদস্যেরা ইতিমধ্যেই সামাজিক-ফ্যাসিষ্টদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট শ্রমিকদের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক মোহগুলিকে আর একটা নতুন আঘাত হানবে। সংকটজনিত দেউলিয়াপনা এবং ধ্বংসসাধনের পর খুব বেশি শ্রমিক এখন পাওয়া যাবে না যারা বিশ্বাস করবে যে, 'গণতন্ত্রীকৃত' জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে শেয়ারের অধিকারী হয়ে 'প্রতিটি শ্রমিকের' পক্ষে ধনী হওয়া সম্ভব। বলা বাহুল্য, সংকট এই সমস্ত ও অনুরূপ মোহকে বিধ্বংসী আঘাত হানবে।

অবশ্য, ব্যাপক শ্রমিকদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে সাম্যবাদের দিকে একটি মোড় চিহ্নিত করে। বাস্তবিকপক্ষে তাই-ই ঘটছে। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নির্বাচনী সাফল্যসমূহ, ধর্মঘটগুলির তরঙ্গ যাতে কমিউনিস্টরা নেতৃত্বের অংশ গ্রহণ করছে, কমিউনিস্টদের দ্বারা সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিবাদসমূহে অর্থনৈতিক ধর্মঘটগুলির বিকাশলাভ, সাম্যবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রমিকদের গণ-শোভাযাত্রা, যেগুলি শ্রমিকশ্রেণী থেকে একটা জীবন্ত সাড়া পাচ্ছে—এসমস্তই প্রকট করে যে, ব্যাপক শ্রমিক সাধারণ কমিউনিস্ট পার্টিকে একটিমাত্র পার্টি বলে গণ্য করে, যা পুঁজিবাদের সাথে লড়াই করতে সমর্থ, শ্রমিকদের আস্থা লাভ করার উপযুক্ত এবং যার নেতৃত্বে পুঁজিবাদের হাত থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামে প্রবেশ—এবং এটা মূল্যবান প্রবেশও বটে—করা সম্ভব। এর অর্থ হল এই যে, ব্যাপক জনগণ সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছে। এটাই হল গ্যারান্টি যে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ শ্রমিকশ্রেণীর বৃহৎ বৃহৎ গণপার্টি হয়ে দাঁড়াবে। যা কিছু প্রয়োজনীয় তা হল, পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে এবং তার যথাযথ ব্যবহার করতে কমিউ-নিস্টদের সক্ষম হতে হবে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি, যা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পুঁজির এজেন্ট, তার বিরুদ্ধে একটি আপোষহীন সংগ্রাম বিবর্ধিত করে এবং লেনিনবাদ থেকে সমগ্র ও বিভিন্ন বিচ্যুতিসমূহ, যেগুলি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির লাভের উৎস, সেগুলিকে নস্যাৎ করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি দেখিয়েছে যে তারা সঠিক পথেই আছে। তাদের অতি অবশ্যই নির্দিষ্টরূপে এই পথের উপর নিজেদের শক্তিশালী করতে হবে; কেননা কেবলমাত্র তা করলেই তারা শ্রমিকশ্রেণীর

সংখ্যাধিক অংশকে জয় করে আনার ভরসা করতে পারে এবং আগামী শ্রেণী সংগ্রামগুলির জন্য তারা শ্রমিকশ্রেণীকে সাফল্যের সঙ্গে প্রস্তুত করতে পারে। তারা তা করলেই কেবলমাত্র আমরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রভাব ও মর্যাদার আরও বৃদ্ধি হয়েছে বলে আমরা ভরসা করতে পারি।

এই রকমই হল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্বসমূহের অবস্থা, যা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের দ্বারা চূড়ান্তভাবে তীব্রান্বিত হয়েছে।

এই সমস্ত ঘটনা কি দেখায়?

দেখায় যে, পুঁজিবাদের সুস্থিতি শেষ হয়ে আসছে।

দেখায় যে, গণবৈপ্লবিক আন্দোলনের তরঙ্গ নতুন সক্রিয় শক্তি নিয়ে স্ফীত হবে।

দেখায় যে, কতকগুলি দেশে বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হবে।

প্রথমতঃ, এর অর্থ হল, আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে অধিকতর ফ্যাসিষ্ট পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে বুর্জোয়ারা এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার পথ খুঁজবে এবং এই উদ্দেশ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে তাদের কাজে লাগাবে।

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে উদ্ধার পাবার পথ খুঁজবে।

সর্বশেষে, এর অর্থ হল, পুঁজিবাদী শোষণ এবং যুদ্ধের বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বের হবার পথ খুঁজবে।

(৩) ইউ. এস. এস. আর এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক

(ক) আমি উপরে বিশ্ব পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বসমূহের কথা বলেছি। এগুলি ছাড়াও আর একটা দ্বন্দ্ব আছে। ইউ. এস. এস. আর এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা আমি উল্লেখ করছি। সত্য বটে, এই দ্বন্দ্বকে **পুঁজিবাদের অভ্যন্তরস্থ** দ্বন্দ্বের সঙ্গে একই পর্যায়ে অবশ্যই গণ্য করা যাবে না। এটা হল সমগ্রভাবে পুঁজিবাদ এবং যে দেশ সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে সেই দেশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। অবশ্য তা পুঁজিবাদের একেবারে ভিত্তিসমূহ ক্ষয় করতে ও কাঁপিয়ে তুলতে একে ব্যাহত করে না। অধিকন্তু, তা পুঁজিবাদের সমস্ত দ্বন্দ্বকে একেবারে মূল পর্যন্ত অনাবৃত করে, সেগুলিকে একটিমাত্র গ্রন্থিতে আবদ্ধ করে

এবং সেগুলিকে খোদ পুঁজিবাদী প্রথার জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নে রূপান্তরিত করে। সেইজন্য যখনই পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বগুলি তীব্র হয়ে ওঠে তখনই বুর্জোয়ারা ইউ. এস. এস. আরের দিকে দৃষ্টিপাত করে, কল্পনা করে ইউ. এস. এস. আরের ক্ষতিসাধন করে পুঁজিবাদের এই বা ওই দ্বন্দ্বটি, অথবা একত্রে সমস্ত দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করা সম্ভব হবে কিনা—ইউ. এস. এস. আর, যা হল সোভিয়েতসমূহের দেশ, যা হল বিপ্লবের সেই দুর্গ যার অস্তিত্বের দ্বারাই তা শ্রমিকশ্রেণী এবং উপনিবেশগুলিকে বিপ্লবপন্থী করে তুলছে, আর এই ঘটনাটি একটি নতুন যুদ্ধ সংগঠিত করা, বিশ্বকে নতুনভাবে পুনরায় ভাগ করাকে ব্যাহত করছে, বাধা দিচ্ছে পুঁজিপতিদের বিস্তৃত আভ্যন্তরীণ বাজারে আধিপত্য চালাতে, আর এটি হল তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে এখন, অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে।

এই জন্যই ইউ. এস. এস. আরের উপর হঠকারী আক্রমণের দিকে প্রবণতা, প্রবণতা হস্তক্ষেপের দিকে, অর্থনৈতিক সংকটের বৃদ্ধির জন্য যে প্রবণতা নিশ্চিতরূপে বেড়ে উঠবে।

বর্তমানে এই প্রবণতার সর্বাবেক্ষা লক্ষণীয় অভিব্যক্তি হল আজকের দিনের বুর্জোয়া ফ্রান্স, যা হল লোকহিতৈষণাপূর্ণ 'সর্ব-ইউরোপ' পরিকল্পনার[৪১] জন্মভূমি, কেলগ চুক্তির[৪২] 'জন্মস্থান' এবং যা হল বিশ্বের সমস্ত আগ্রাসী ও জঙ্গী দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগ্রাসী ও জঙ্গী।

কিন্তু হস্তক্ষেপ হল একটি দুইদিকে ধারালো তরবারি। বুর্জোয়ারা তা সম্পূর্ণ ভালোভাবেই জানে। তারা ভাবে, হস্তক্ষেপ যদি স্বচ্ছন্দে কেটে যায়, এবং ইউ. এস. এস. আরের পরাজয়ে অবসিত হয়, তাহলে তো ভালই। কিন্তু পুঁজিপতিদের পরাজয়ে যদি হস্তক্ষেপ অবসিত হয়, তাহলে কি হবে? একবার হস্তক্ষেপ হয়েছিল এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বলশেভিকরা যখন দুর্বল ছিল, তখন যদি প্রথম হস্তক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে থাকতে পারে, তাহলে কি গ্যারান্টি আছে যে দ্বিতীয় হস্তক্ষেপেরও অবসান ঘটবে না ব্যর্থতায়? প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছে যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এই উভয় দিক থেকেই বলশেভিকরা এখন অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি শক্তিশালী দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতির দিক থেকে। আর পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের সম্পর্কেই-বা কি—তারা তো ইউ. এস. এস. আরের উপর হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না, তারা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং যদি কিছু ঘটে,

তাহলে তারা পশ্চাদ্ভাগে পুঁজিপতিদের আক্রমণ করবে? এই অবস্থায় ইউ. এস. এস. আরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক বাড়ানো কি সুষ্ঠুতর হবে না, যে ব্যাপারে বলশেভিকদের কোন আপত্তি নেই?

এরজন্য, ইউ. এস. এস. আরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক চালিয়ে যাবার দিকে প্রবণতা।

এইভাবে, আমরা পাচ্ছি দু'প্রস্থ উপাদান এবং বিপরীত দিকে সক্রিয় দুটি বিভিন্ন প্রবণতা:

(১) ইউ. এস. এস. আর এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহে ভাঙন ধরাবার নীতি, ইউ. এস. এস. আরের উপর প্ররোচনা-মূলক আক্রমণ, ইউ. এস. এস. আরের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের জন্য প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপের প্রস্তুতি। এইগুলি হল উপাদান যা ইউ. এস. এস. আরের আন্তর্জাতিক অবস্থানের পক্ষে ভীতিপ্রদ। এই সমস্ত উপাদানের সক্রিয়তাই এরূপ সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে—যেমন. ব্রিটিশ রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক ইউ. এস. এস. আরের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া, চীনা জঙ্গীবাদীদের দ্বারা চাইনিজ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দখল করা, ইউ. এস. এস. আরকে আর্থিক দিক থেকে অবরোধ করা, ইউ. এস. এস. আরের বিরুদ্ধে পোপের নেতৃত্বে খ্রীষ্টীয় যাজক-মণ্ডলীর 'ধর্মযুদ্ধ', আমাদের বিশেষজ্ঞদের কার্যকলাপকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির এজেণ্টদের দ্বারা ধ্বংসসাধন সংগঠিত করা, বিস্ফোরণ এবং অগ্নিপ্রদান সংগঠিত করা, যেমনটি সম্পাদিত হয়েছিল 'লেনা স্বর্ণখনির'[৪৩] কোন কোন কর্মচারীদের দ্বারা, ইউ. এস. এস. আরের প্রতিনিধিদের জীবনহানির প্রচেষ্টা (পোল্যাণ্ড); আমাদের রপ্তানি দ্রব্যসমূহের দোষ খুঁজে বের করা (যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড) ইত্যাদি।

(২) ইউ. এস. এস. আরের প্রতি পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকদের সহানুভূতি ও সমর্থন, ইউ. এস. এস. আরের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি, ইউ. এস. এস. আরের প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি, সোভিয়েত সরকার কর্তৃক কোনরূপ বিচ্যুতি ব্যতিরেকে শান্তি নীতির অনুসরণ। এই উপাদানগুলিই ইউ. এস. এস. আরের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে জোরদার করে। এইসব উপাদানের সক্রিয়তাই ব্যাখ্যা করে এইসব ঘটনা, যেমন চাইনিজ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ে সম্পর্কে বিবাদের সফল মীমাংসা, ব্রিটেনের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুঁজিবাদী দেশসমূহের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের অগ্রগতি ইত্যাদি।

এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে সংঘর্ষই ইউ. এস. এস. আরের বহিঃস্থ পরিস্থিতি নির্ধারণ করে।

(খ) বলা হয়, ইউ. এস. এস. আর এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধক হল ঋণের প্রশ্ন। আমি মনে করি, ঋণ পরিশোধের অনুকূলে এটি কোন যুক্তি নয়, এটি হল হস্তক্ষেপমূলক প্রচারের জন্য আগ্রাসী অংশগুলি দ্বারা উপস্থাপিত মিথ্যা ওজর। এই ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হল স্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ। আমাদের যদি ধারকর্জ দেওয়া হয়, তাহলে আমরা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ঋণসমূহের একটি অংশ পরিশোধ করতে ইচ্ছুক, এটিকে গণ্য করব ধারের অর্থের উপর অতিরিক্ত সুদ হিসেবে। এই শর্ত ছাড়া আমরা পরিশোধ করতে পারি না এবং অবশ্যই করব না। এর বেশি কি আমাদের কাছ থেকে দাবি করা হচ্ছে? কি কি যুক্তিতে? এটা কি সুবিদিত নয় যে, যে জার সরকার এই ঋণগুলি করেছিল, সেই জার সরকারকে বিপ্লব উৎখাত করেছে এবং তার বাধ্যবাধকতার জন্য সোভিয়েত সরকার কোন দায়িত্ব নিতে পারে না? আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়। কিন্তু কোন্ আন্তর্জাতিক আইনের যুক্তিতে 'মিত্রশক্তি' মশাইরা ইউ. এস. এস. আর থেকে বেসারেবিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রুমানীয় অভিজাতবর্গের অধীনে দাসত্বের কাছে সমর্পণ করা হল? কোন্ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার যুক্তিতে ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং জাপানের পুঁজিবাদী-গণ এবং সরকারসমূহ ইউ. এস. এস. আরকে আক্রমণ করেছিল, তার উপর হানা দিয়েছিল, তাকে লুণ্ঠন করেছিল এবং তার অধিবাসীদের ধ্বংস করেছিল? যদি একেই বলা হয় আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা, তাহলে দস্যুতা কাকে বলা হবে? **(হাস্য, প্রশংসাধ্বনি।)** এটা কি স্পষ্ট নয় যে এই সমস্ত লুণ্ঠনমূলক কার্যাদি করে 'মিত্রশক্তি' মশাইরা আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কাছে আপীল করবার অধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছেন?

আরও বলা হয়, 'স্বাভাবিক' সম্পর্কসমূহের স্থাপন রাশিয়ান বলশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত প্রচারান্দোলন দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে। প্রচারান্দোলনের অতীব ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া মশাইরা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাদের চারপাশে 'কর্ডন' এবং 'কাঁটাতারের বেড়া' দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত রাখেন এবং দয়াপরবশ হয়ে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং অন্যান্যদের

উপর এই সমস্ত 'বেড়া' পাহারা দেবার সম্মান প্রদান করেন। বলা হচ্ছে যে, জার্মানিকে এইসব 'কর্ডন' ও 'কাঁটাতারের বেড়া' পাহারা দিতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না বলে জার্মানি হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছে। এটা প্রমাণ করার কি প্রয়োজন আছে যে প্রচারান্দোলন সম্পর্কে বক্‌বকানি 'স্বাভাবিক সম্পর্ক' স্থাপন করার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নয়, তা হল হস্তক্ষেপমূলক প্রচারের জন্য অছিলা? যেসব লোক উপহাস্যাস্পদ হতে চায় না তারা কিভাবে বল-শেভিকবাদের ধ্যান-ধারণা থেকে 'বেড়া দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত রাখে', যদি কিনা তাদের নিজেদের দেশে এইসব ধ্যান-ধারণা জন্মাবার পক্ষে অনুকূল মৃত্তিকা থাকে? জারতন্ত্র তার সময়ে বলশেভিকবাদ থেকে 'বেড়া দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করেছিল', কিন্তু যেমন সকলেই জানে সেই 'বেড়া' অকেজো বলে প্রমাণিত হয়েছিল; অকেজো প্রমাণিত হল এইজন্য যে বলশেভিকবাদ সর্বত্র বাইরে থেকে প্রবেশ করে না, বেড়ে ওঠে দেশের অভ্যন্তরেই। কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, রাশিয়ান বলশেভিকদের কাছ থেকে চীন, ভারতবর্ষ এবং ইন্দোচীনের চেয়ে 'বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত' আর কোন দেশ নেই। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই? সমস্ত 'কর্ডন' সত্ত্বেও এইসব দেশে বলশেভিকবাদ বেড়ে চলেছে, বেড়ে যেতে থাকবে, কেননা, স্পষ্টতঃ, এইসব দেশে এমন সব অবস্থা বিদ্যমান যা বলশেভিকদের পক্ষে অনুকূল। এর সাথে রাশিয়ান বল-শেভিকদের প্রচারান্দোলনের সম্পর্ক কি? যদি পুঁজিবাদী মশাইরা অর্থ-নৈতিক সংকট, ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারি, নিম্ন মজুরি, শ্রমের শোষণ থেকে কোনমতে 'বেড়া দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত করতে' পারতেন, তা হতো অন্য ব্যাপার; তাহলে তাঁদের দেশে কোন বলশেভিক আন্দোলন হতো না। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি হল এই যে, রাশিয়ান প্রচারান্দোলনের অজুহাত দিয়ে প্রত্যেকটি বদমাশ তার দুর্বলতা অথবা অক্ষমতার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে চায়।

আরও বলা হয়ে থাকে, আর একটি প্রতিবন্ধক হল আমাদের সোভিয়েত প্রথা, সমবায়ীকরণ, কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই, ধর্ম-বিরোধী প্রচার, 'বিজ্ঞান-জানা লোকদের' মধ্যে ধ্বংসকারী ও প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বেসেদোভস্কিগণ, সলোমনগণ, দ্মিত্রিয়েভস্কিগণ এবং পুঁজির অন্যান্য অনুচরদের নির্বাসন দেওয়া। কিন্তু এটা খুব কৌতুকপ্রদ হয়ে পড়ছে। দেখা যায় যে, তারা সোভিয়েত প্রথা পছন্দ করে না। (**হাস্য, প্রশংসাধ্বনি।**) আমরা এই

ঘটনা পছন্দ করি না যে তাদের দেশগুলির কোটি কোটি বেকার দারিদ্র্য ও অনাহার ভোগ করতে বাধ্য হয়, আর সেখানে পুঁজিবাদীদের একটা ছোট গোষ্ঠী হয় কোটি কোটি টাকার ধনৈশ্বর্যের মালিক। কিন্তু যেহেতু আমরা অন্য দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে সম্মত হয়েছি, সেইহেতু এটা কি স্পষ্ট নয় যে এই প্রশ্নে প্রত্যাবর্তন করার কোন মানে হয় না? সমবায়ীকরণ, কুলাকদের বিরুদ্ধে, ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে, ধর্ম-বিরোধী প্রচার ইত্যাদি ইউ. এস. এস. আরের শ্রমিক ও কৃষকদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার—এই অধিকার আমাদের গঠনতন্ত্র দ্বারা সমর্থিত। সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণভাবে ইউ. এস. এস. আরের গঠনতন্ত্রকে আমাদের অতি অবশ্যই বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে এবং আমরা তা করব। স্বভাবতঃই সেজন্য, যে-কেউ আমাদের গঠনতন্ত্রকে মান্য করতে অস্বীকার করে সে-ই যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। বেসেদো-ভস্কিগণ, সলোমনগণ, দ্মিত্রিয়েভস্কিগণ ইত্যাদি ব্যক্তিদের ব্যাপারে—আমরা এরূপ লোকদের, যারা বিপ্লবের পক্ষে অকেজো ও ক্ষতিকর, তাদের খুঁত-ধরা দ্রব্যসামগ্রীর মতো নিক্ষেপ করতে থাকব। আবর্জনার প্রতি যাদের বিশেষ অনুরাগ রয়েছে, তারা এদের বীরপুরুষ বানাক। **(হাস্যরোল।)** আমাদের বিপ্লবের পেষণ-প্রস্তরগুলি খুব ভালভাবেই চূর্ণ করে। যা কিছু কার্যকর তা তারা নিয়ে সোভিয়েতগুলির হাতে তুলে দেয় এবং আবর্জনা দূরে ফেলে দেয়। কথিত আছে, ফ্রান্সে, প্যারির বুর্জোয়াদের মধ্যে এইসব খুঁত-ধরা জিনিসপত্রের বিরাট চাহিদা। ভাল কথা, তারা আশ মিটিয়ে এইসব জিনিস আমদানি করুক। সত্য বটে, ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসেব-নিকেশে এটা আমদানির দিকে কিছুটা বেশি বোঝাই হবে, যার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মশাইরা সর্বদাই প্রতিবাদ করে, কিন্তু সেটা তাদের ব্যাপার। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা মাথা নাই-বা গলালাম। **(হাস্য, প্রশংসাধ্বনি।)**

যে 'বাধাগুলি' ইউ. এস. এস. আর এবং অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে 'স্বাভাবিক' সম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলি সম্পর্কে ব্যাপার হল এই।

এটা প্রমাণিত হয় যে, এই 'বাধাগুলি' হল 'অলীক' বাধা, সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের জন্য ছুঁতো হিসেবে এই বক্তব্য উত্থাপন করা হয়।

আমাদের নীতি হল শান্তির নীতি, সমস্ত দেশের সঙ্গে ব্যবসায়ের সম্পর্ক বাড়াবার নীতি। এই নীতির একটা ফল হল, কতকগুলি দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কসমূহের উন্নতি এবং ব্যবসা, প্রযুক্তিগত সাহায্য ইত্যাদির জন্য

কতকগুলি চুক্তির সম্পাদন। আর একটি ফল হল, ইউ. এস. এস. আরের কেলগ চুক্তির প্রতি আনুগত্য, কেলগ চুক্তির নীতি অনুযায়ী পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুবিদিত চুক্তির খসড়া স্বাক্ষর, তুরস্কের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি ও নিরপেক্ষতা বাড়ানো বিষয়ে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষর। এবং সর্বশেষে এই নীতির একটা ফল হল এই ঘটনা যে, যুদ্ধবাজদের দ্বারা কতকগুলি প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ এবং হঠকারী আক্রমণসমূহ সত্ত্বেও, শান্তি বজায় রাখতে, আমাদের সংঘর্ষে টেনে নামাতে আমাদের শত্রুদের সফল হতে না দিতে আমরা কৃতকার্য হয়েছি। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং আমাদের আয়ত্তে যত উপায় আছে তা দিয়ে আমরা এই নীতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করতে থাকব। আমরা বিদেশের ভূভাগের এক ফুটও চাই না, কিন্তু আমাদের ভূভাগের এক ইঞ্চিও আমরা কাউকে সমর্পণ করব না। **(হর্ষধ্বনি।)**

এরূপই হল আমাদের বৈদেশিক নীতি।

আমাদের কর্তব্যকাজ হল বলশেভিকদের বৈশিষ্ট্যমূলক অধ্যবসায় সহকারে এই নীতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করা।

২। ইউ. এস. এস. আরে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি এবং আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

ইউ. এস. এস. আরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে অতিক্রান্ত হওয়া যাক।

পুঁজিবাদী দেশসমূহ, যেখানে অর্থনৈতিক **সংকট** এবং **ক্রমবর্ধমান বেকারি** বিরাজ করে, তার সাথে তুলনামূলক বৈপরীত্যে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ পারস্থিতি জাতীয় অর্থনীতির **ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি** এবং বেকারির **বৃদ্ধিশীল হ্রাসের** চিত্র উপস্থিত করে। বৃহদায়তন শিল্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তার বিকাশের হার বেড়ে গেছে। ভারি শিল্প দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পের সমাজতান্ত্রিক অংশের বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। কৃষিতে একটি নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে—রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার। যেখানে এক বা দুই বছর আগে শস্য উৎপাদনে আমাদের ছিল সংকট, এবং আমাদের শস্য-সংগ্রহের কাজে আমরা প্রধানতঃ নির্ভর করতাম ব্যক্তিগত চাষাবাদের উপর, সেখানে এখন মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং শস্য-সংকটের মোটামুটি সমাধান হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে। কৃষকসমাজের ব্যাপক কৃষক সাধারণ সুনির্দিষ্টভাবে যৌথ

খামারের অভিমুখী হয়েছে। কুলাকদের প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইউ. এস. এস. আরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও বেশি সুসংহত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ইউ. এস. এস. আরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সাধারণ চিত্র হল এরূপ।

বাস্তব তথ্যগুলি পরীক্ষা করা যাক।

(১) সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি

(ক) ১৯২৬-২৭ সালে অর্থাৎ পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের সময় বনাঞ্চলের উৎপাদনের আয়, মৎস্য উৎপাদনের আয় ইত্যাদি সহ **সামগ্রিকভাবে কৃষির** মোট উৎপাদনের মুদ্রাগত পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব রুবলে ছিল ১২,৩৭০,০০০,০০০ রুবল অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১০৬·৬ শতাংশ। অবশ্য, পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সালে তা হয়েছিল ১০৭·২ শতাংশ, ১৯২৮-২৯ সালে তা হয়েছিল ১০৯·১ শতাংশ এবং এই বছর, ১৯২৯-৩০ সালে কৃষির বিকাশের গতি বিবেচনা করলে তা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১১৩-১১৪ শতাংশের কম হবে না।

এইরূপে সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদনের একটা নিয়মিত অগ্রগতি ঘটছে, যদিও এই অগ্রগতি আপেক্ষিভাবে মন্থর।

১৯২৬ ২৭ সালে, অর্থাৎ পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের সময় ময়দা ভাঙা সহ ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন **সামগ্রিকভাবে শিল্পের** মোট উৎপাদনের মুদ্রাগত পরিমাণ ছিল যুদ্ধ-পূর্ব রুবলে ৮,৬৪১,০০০,০০০ রুবল, অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১০২·৫ শতাংশ। অবশ্য পরের বছর, ১৯২৭-২৮ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১২২ শতাংশে, ১৯২৮-২৯ সালে ১৪২·৫ শতাংশে এবং এ বছর ১৯২৯-৩০ সালে শিল্পের বিকাশের গতি বিবেচনা করলে, তা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১৮০ শতাংশের কম হবে না।

এইরূপে সামগ্রিকভাবে শিল্পের একটি অভূতপূর্বভাবে দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে।

(খ) ১৯২৬-২৭ সালে, অর্থাৎ পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের সময় আমাদের সমগ্র **রেলওয়ে ব্যবস্থায় বাহিত মাল ও অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্যের** পরিমাণ ছিল ৮১,৭০০,০০০,০০০ টন-কিলোমিটার অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১২৭ শতাংশ। অবশ্য পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১৩৪·২ শতাংশে। ১৯২৮-২৯ সালে ১৬২·৪ শতাংশে এবং এ বছর ১৯২৯-৩০ সালে

যে-কোন হিসেবেই তা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১৯৩ শতাংশের কম হবে না। নতুন রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারে, আলোচ্য সময়কালে অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সাল থেকে হিসেব করলে রেলপথ ৭৬,০০০ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ৮০,০০০ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে—এটি হল যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১৩৬'৭ শতাংশ।

(গ) দেশে ১৯২৬ ২৭ সালে **ব্যবসা-বাণিজ্যে যত টাকা খেটেছিল** (৩১,০০০,০০০,০০০ রুবল)—**পাইকারী ও খুচরো**—তাকে যদি ১০০ ধরি, তাহলে ১৯২৭-২৮ সালে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে টাকা খেটেছিল তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২৪'৬ শতাংশে, ১৯২৮-২৯ সালে ১৬০'৪ শতাংশে, এবং এ বছর ১৯২৯-৩০ সালে যে-কোন হিসেবেই তা ২০২ শতাংশে পৌছাবে, অর্থাৎ ১৯২৬-২৭ সালের দ্বিগুণ।

(ঘ) আমরা যদি ১৯২৭ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের আমাদের সমস্ত **ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত উদ্বৃত্তকে** ১০০ ধরি (৯,১৭৩,০০০,০০০ রুবল), তাহলে, ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৪১ শতাংশে এবং ১৯২৯ সালের ১লা অক্টোবর তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২০১'১ শতাংশে অর্থাৎ পরিমাণে ১৯২৭ সালের দ্বিগুণ।

(ঙ) যদি ১৯২৭-২৮ সালের **মিলিত রাষ্ট্রীয় বাজেটকে** ধরা হয় ১০০ (৬,৩৭১,০০০ রুবল), ১৯২৭-২৮ সালে এই মিলিত রাষ্ট্রীয় বাজেট বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১২৫'৫ শতাংশে, ১৯২৮-২৯ সালে তা বেড়ে গিয়ে ১৪৬ ৭ শতাংশে, ১৯২৯-৩০সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ২০৪'৪ শতাংশে অর্থাৎ ১৯২৬-২৭ সালের বাজেটের দ্বিগুণ (১২,৬০৫,০০০,০০০ রুবল)।

(চ) ১৯২৬-২৭ সালে আমাদের **বৈদেশিক বাণিজ্যে যে টাকা খাটে** (রপ্তানি ও আমদানি) তা ছিল যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ৪৭'৯ শতাংশ। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় প্রাক-যুদ্ধ স্তরের ৫৬৮ শতাংশে, ১৯২৮-২৯ সালে প্রাক-যুদ্ধ স্তরের ৬৭'৯ শতাংশে, এবং ১৯২৯-৩০ সালে, যে-কোন হিসেবে তা প্রাক্-যুদ্ধ স্তরের ৮০ শতাংশের কম হবে না।

(ছ) ফলে, আলোচ্য সময়কালে সমগ্র **জাতীয় আয়ের** বৃদ্ধির নিম্নোক্ত চিত্র পাওয়া যায় (১৯২৬-২৭-এর মূল্যে): রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের তথ্য অনুসারে ১৯২৬-২৭ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ২৩,১২৭,০০০,০০০ রুবল ; ১৯২৭-২৮ সালে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ২৫,৩৯৬,০০০,০০০ রুবল—অর্থাৎ ৯'৮ শতাংশ বৃদ্ধি ; ১৯২৮-২৯ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায়

২৮,৫৯৬,০০০,০০০ রুবল—অর্থাৎ ১২·৬ শতাংশ বৃদ্ধি ; ১৯২৯-৩০ সালে যে-কোন হিসেবেই জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৩৪,০০০,০০০,০০০ রুবলের কম হওয়া উচিত হবে না—এই বছরে ২০ শতাংশ বেশি। অতএব আলোচ্য তিন বছরের সময়কালে জাতীয় আয়ের গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি ১৫ শতাংশের বেশি।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং জার্মানির মতো দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের গড় বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ ৩·৮ শতাংশের বেশি নয়, এ কথা স্মরণে রেখে, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ইউ. এস. এস. আরের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার সত্যসত্যই রেকর্ড পরিমাণ।

(২) শিল্পায়নে সাফল্যসমূহ

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটছে না, ঘটছে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে, অর্থাৎ শিল্পায়নের লক্ষ্যাভিমুখে ; এর মূল সুর হল : শিল্পায়ন, জাতীয় অর্থনীতির সাধারণ ব্যবস্থায় শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ববৃদ্ধি, একটি কৃষিপ্রধান দেশ থেকে একটি শিল্পপ্রধান দেশে আমাদের দেশের রূপান্তরণ।

(ক) আলোচ্য সময়কালে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির **মোট** উৎপাদনে শিল্পে আপেক্ষিক গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে শিল্প ও সামগ্রিকভাবে কৃষির মধ্যেকার গতিশীলতা নিম্নোক্ত রূপ ধারণ করে: যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়কালে জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদনে শিল্পের অংশ ছিল ৪২·১ শতাংশ এবং কৃষির অংশ ছিল ৫৭·৯ শতাংশ ; ১৯২৭-২৮ সালে শিল্পের অংশ ছিল ৪৫·২ শতাংশ, কৃষির অংশ ছিল ৫৪·৮ শতাংশ ; ১৯২৮-২৯ সালে শিল্পের অংশ ছিল ৪৮·৭ শতাংশ এবং কৃষির অংশ ছিল ৫১·৩ শতাংশ, ১৯২৯-৩০ সালে, যে-কোন হিসেবে শিল্পের অংশ ৫৩ শতাংশের কম এবং কৃষির অংশ ৪৭ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত হবে না।

এর অর্থ হল, জাতীয় অর্থনীতির সাধারণ ব্যবস্থায় শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব কৃষির আপেক্ষিক গুরুত্বকে ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে এবং আমরা এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের দেশের একটি **কৃষিপ্রধান** দেশ থেকে একটি শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরের প্রাক্কালে। (**প্রশংসাধ্বনি।**)

(খ) জাতীয় অর্থনীতির **পণ্যদ্রব্য** উৎপাদনে শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে শিল্পের অনুকূলে আরও বেশি লক্ষণীয়

পরিমাণাধিক্য রয়েছে। ১৯২৬-২৭ সালে জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে শিল্পের অংশ ছিল ৬৮·৮ শতাংশ, কৃষির ছিল ৩১·২ শতাংশ। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালে শিল্পের অংশ দাঁড়াল ৭১·২ শতাংশে এবং কৃষির অংশ দাঁড়াল ২৮·৮ শতাংশে; ১৯২৮-২৯ সালে শিল্পের অংশ উঠল ৭২·৪ শতাংশে এবং কৃষির অংশ নামল ২৭·৬ শতাংশে, আর ১৯২৯-৩০ সালে যে-কোন হিসেবে শিল্পের অংশ দাঁড়াবে ৭৬ শতাংশে এবং কৃষির অংশ দাঁড়াবে ২৪ শতাংশে।

কৃষির এই বিশেষভাবে প্রতিকূল অবস্থার হেতু, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, হল ক্ষুদ্র কৃষক এবং ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনশীল কৃষি হিসেবে তার চরিত্র। স্বভাবতঃই, রাষ্ট্রীয় খামার এবং যৌথ খামারের ভিতর দিয়ে বৃহদায়তন কৃষি বিকশিত হলে এবং বাজারের জন্য আরও বেশি উৎপাদন করলে এই পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে।

(গ) তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে শিল্পের বিকাশ শিল্পায়নের হারের পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেয় না। পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে হলে আমাদের ভারি শিল্প এবং হাল্‌কা শিল্পের মধ্যেকার গতিশীলতা অতি অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে। এইজন্য শিল্পায়নের অগ্রগতির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় সূচক সংখ্যাকে অতি অবশ্যই সামগ্রিক শিল্পগত উৎপাদনে, উৎপাদনের **হাতিয়ার ও উপায়সমূহের** (ভারি শিল্প) উৎপাদনের আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধিশীল অগ্রগতি বলে বিবেচনা করতে হবে। ১৯২৭-২৮ সালে সমস্ত শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদনে উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের উৎপাদনের অংশের পরিমাণ ছিল ২৭·২ শতাংশ, সেখানে ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের উৎপাদনের অংশের পরিমাণ ছিল ৭২ ৮ শতাংশ। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সালে উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের উৎপাদনের অংশ ছিল ২৮·৭ শতাংশ এবং ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের উৎপাদনের অংশের পরিমাণ ছিল ৭১·৩ শতাংশ, আর ১৯২৯-৩০ সালে উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের উৎপাদনের অংশ যে কোন হিসেবে ইতিমধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে ৩২·৭ শতাংশে, সেখানে ভোগ্যপণ্য-দ্রব্যের উৎপাদনের অংশের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৬৭·৩ শতাংশে।

কিন্তু যদি আমরা সমস্ত শিল্পকে হিসেবে না ধরি, হিসেবে ধরি **কেবলমাত্র** শিল্পের সেই অংশ যা জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পিত এবং যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে শিল্পের সমস্ত প্রধান প্রধান শাখা, তাহলে উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের এবং ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের উৎপাদনের

মধ্যেকার সম্পর্ক আরও বেশি অনুকূল চিত্র উপস্থিত করবে, যেমন: ১৯২৭-২৮ সালে উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের উৎপাদনের অংশের পরিমাণ ছিল ৪২.৭ শতাংশ, সেখানে ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের অংশের পরিমাণ ছিল ৫৭.৩ শতাংশ; ১৯২৮-২৯ সালে প্রথমটির উৎপাদনের অংশের পরিমাণ ছিল ৪৪.৬ শতাংশ এবং শেষেরটির উৎপাদনের অংশের পরিমাণ ছিল ৫৫.৪ শতাংশ, আর ১৯২৯-৩০ সালে উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের উৎপাদনের অংশের পরিমাণ, যে-কোন হিসেবে ৪৮ শতাংশের কম হবে না, যেখানে ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের অংশের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫২ শতাংশ।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের প্রধান সুর হল শিল্পায়ন, আমাদের নিজেদের ভারি শিল্প জোরদার ও বিকশিত করা।

এর অর্থ হল এই যে আমরা ইতিমধ্যেই ভারি শিল্প—যা হল আমাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ভিত্তি—তাকে স্থাপন করেছি এবং আরও বিকশিত করেছি।

(৩) সমাজতান্ত্রিক শিল্পের মূল অবস্থান ও তার অগ্রগতির হার

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের প্রধান সুর হল শিল্পায়ন। কিন্তু আমাদের কেবলমাত্র যে-কোন রকমের শিল্পায়নের প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন সেই ধরনের শিল্পায়নের যা ক্ষুদ্র-পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের শিল্প এবং তার থেকেও বেশি যা তা হল, শিল্পের **পুঁজিবাদী** রূপের উপর **শিল্পের সমাজতান্ত্রিক রূপসমূহের** ক্রমবর্ধমান প্রভাবাধিক্য নিশ্চিত করবে। আমাদের শিল্পের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল এই যে, এটি হল **সমাজতান্ত্রিক** শিল্পায়ন—এমন শিল্পায়ন যা **ব্যক্তিগত** সেক্টরের উপর, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের এবং পুঁজিবাদী সেক্টরের উপর, শিল্পের **সামাজিকীকৃত** সেক্টরের বিজয় সুনিশ্চিত করে।

পুঁজি বিনিয়োগসমূহের বৃদ্ধি এবং সেক্টর অনুযায়ী মোট উৎপাদন সম্পর্কে কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল:

(ক) সেক্টর অনুযায়ী শিল্পে **পুঁজি বিনিয়োগসমূহের** বৃদ্ধি ধরে আমরা নিম্নোক্ত চিত্র পাই। **সামাজিকীকৃত সেক্টর:** ১৯২৬-২৭-এ—১,২৭০,০০০,০০০ রুবল; ১৯২৭-২৮-এ—১,৬১৪,০০০,০০০ রুবল; ১৯২৮-২৯-এ

—২,০৪৬,০০০,০০০ রুবল ; ১৯২৯-৩০-এ—৪,২৭৫,০০০,০০০ রুবল। **ব্যক্তিগত এবং পুঁজিবাদী সেক্টর :** ১৯২৬-২৭-এ—৬৩,০০০,০০০ রুবল ; ১৯২৭-২৮-এ—৬৪,০০০,০০০ রুবল ; ১৯২৮-২৯-এ—৫৬,০০০,০০০ রুবল ; ১৯২৯-৩০-এ—২১,০০০,০০০ রুবল।

প্রথমতঃ, এর অর্থ হল, এই সময়পর্বে শিল্পের সামাজিকীকৃত সেক্টরে পুঁজির বিনিয়োগ **তিনগুণের** বেশি হয়েছে (৩২৫ শতাংশ)।

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল, এই সময়কালে ব্যক্তিগত এবং পুঁজিবাদী সেক্টরে পুঁজির বিনিয়োগ **এক-পঞ্চমাংশ কমেছে** (৮১ শতাংশ)।

ব্যক্তিগত ও পুঁজিবাদী সেক্টর তার পুরানো পুঁজির উপর টিঁকে আছে এবং তার অন্তিম দশার দিকে এগিয়ে চলেছে।

(খ) সেক্টর অনুযায়ী শিল্পের **মোট উৎপাদনের** অগ্রগতি ধরে আমরা নিম্নোক্ত চিত্র পাই। **সামাজিকীকৃত সেক্টর :** ১৯২৬-২৭-এ—১১,৯৯৯,-০০০,০০০ রুবল, ১৯২৭-২৮-এ—১৫,৩৮৯,০০০,০০০ রুবল ; ১৯২৮-২৯-এ—১৮,৯০৩,০০০,০০০ রুবল, ১৯২৯-৩০-এ—২৪,৭৪০,০০০,০০০ রুবল। **ব্যক্তি-গত ও পুঁজিবাদী সেক্টর :** ১৯২৬-২৭-এ—৪,০৪৩,০০০,০০০ রুবল ; ১৯২৭-২৮-এ—৩,৭০৪,০০০,০০০ রুবল, ১৯২৮-২৯-এ—৩,৩৮৯,০০০,০০০ রুবল ; ১৯২৯-৩০-এ—৩,৩১০,০০০,০০০ রুবল।

প্রথমতঃ, এর অর্থ হল, তিন বছরে, শিল্পের সামাজিকীকৃত সেক্টরে মোট উৎপাদন বেড়েছে **দ্বিগুণেরও** বেশি (২০৬.২ শতাংশ)।

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল, একই সময়কালে ব্যক্তিগত ও পুঁজিবাদী সেক্টরের মোট শিল্প-উৎপাদন প্রায় **এক-পঞ্চমাংশ কমেছে** (৮১.৯ শতাংশ)।

অবশ্য যদি আমরা সমস্ত শিল্পের উৎপাদন না ধরি, কেবলমাত্র **বৃহদায়তন** (পরিসংখ্যানগতভাবে রেজিষ্টার্ড) শিল্পের উৎপাদন ধরি, তাহলে আমরা সামাজিকীকৃত এবং ব্যক্তিগত সেক্টরগুলির মধ্যে সম্পর্কের নিম্নোক্ত চিত্র পাব। দেশের বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনে সামাজিকীকৃত সেক্টরের আপেক্ষিক **গুরুত্ব :** ১৯২৬-২৭-এ—৯৭.৭ শতাংশ ; ১৯২৭-২৮-এ—৯৮.৬ শতাংশ ; ১৯২৮-২৯-এ—৯৯.১ শতাংশ ; ১৯২৯-৩০-এ—৯৯.৩ শতাংশ। দেশের বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনে ব্যক্তিগত সেক্টরের আপেক্ষিক **গুরুত্ব :** ১৯২৬-২৭-এ—২.৩ শতাংশ ; ১৯২৭-২৮-এ—১.৪ শতাংশ ; ১৯২৮-২৯-এ—০.৯ শতাংশ ; ১৯২৯-৩০-এ—০.৭ শতাংশ।

তাহলে দেখছেন, বৃহদায়তন শিল্পে পুঁজিবাদী অংশ ইতিমধ্যেই তলদেশে পৌঁছে গেছে।

স্পষ্টতঃ, 'কে কাকে হারাবে' এই প্রশ্নের, শিল্পে সমাজতন্ত্র পুঁজিতান্ত্রিক অংশসমূহকে হারাবে, না শেষোক্তটি সমাজতন্ত্রকে হারাবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা শিল্পের সমাজতান্ত্রিক রূপসমূহের অনুকূলে ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে —চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে তা মীমাংসিত। **(প্রশংসাধ্বনি।)**

(গ) বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হল, আলোচ্য সময়কালে জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পিত **রাষ্ট্রীয়** শিল্পের **বিকাশের হার** সম্পর্কিত তথ্যসমূহ। জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক শিল্পের ১৯২৬-২৭ সালের মোট উৎপাদনকে যদি ১০০ ধরা হয়, তাহলে ওই শিল্পের ১৯২৭-২৮ সালের মোট উৎপাদন বেড়ে হয় ১২৭'৪ শতাংশ, ১৯২৮-২৯ সালের হয় ১৫৮'৬ শতাংশ এবং ১৯২৯-৩০ সালের মোট উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াবে ২০৯'৮ শতাংশে।

এর অর্থ হল, শিল্পের সমস্ত প্রধান প্রধান শাখা এবং সমগ্র বৃহদায়তন শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ দ্বারা পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক শিল্প তিন বছরের সময়কালে **দ্বিগুণ ছাপিয়ে গেছে।**

এটা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশ তার বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের এই প্রচণ্ড হার দেখাতে পারে না।

এই ঘটনাই আমাদের এ কথা বলার যুক্তি সরবরাহ করে যে পাঁচসালা পরিকল্পনা চার বছরেই সম্পাদিত হবে।

(ঘ) কিছু কিছু কমরেড **'চার বছরে পাঁচসালা পরিকল্পনা'র** শ্লোগান সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। কেবলমাত্র অতি সাম্প্রতিককালে কমরেডদের একটি অংশ সোভিয়েতসমূহের পঞ্চম কংগ্রেস দ্বারা অনুমোদিত[৪৪] আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনাকে উদ্ভট বলে গণ্য করেছেন ; বুর্জোয়া লেখকদের কথা তো উল্লেখ করারই প্রয়োজন পড়ে না, কারণ 'পাঁচসালা পরিকল্পনার' কথাতেই তাদের চোখ মাথা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু আমরা যদি প্রথম দুই বছরে পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপূরণ বিবেচনা করি, তাহলে বাস্তব অবস্থাটা কি দাঁড়ায় ? পাঁচসালা পরিকল্পনার আশা-উৎপাদনকারী নমুনার পরিপূরণ পরীক্ষা করলে আমরা কি পাই ? আমরা শুধু এইটেই পাই না যে আমরা পাঁচসালা পরিকল্পনা চার বছরে সম্পাদন করতে পারি, আমরা এটাও পাই যে

শিল্পের কতকগুলি শাখায় আমরা তা তিন বছরে, এমনকি আড়াই বছরেও সম্পাদন করতে পারি। সুবিধাবাদী শিবিরের সন্দেহবাদী লোকদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এটা একটা সত্য ঘটনা যা অস্বীকার করা হবে বোকামি ও হাস্যকর।

নিজেরাই বিবেচনা করুন।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী **তৈলশিল্পের** উৎপাদনের মূল্য ১৯৩২-৩৩ সালে ৯৭৭,০০০,০০০ রুবল হবার কথা। বাস্তবিকপক্ষে, ইতিমধ্যে ১৯২৯-৩০ সালেই উৎপাদনের মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০৯,০০০,০০০ রুবল, অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত পাঁচসালা পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের ৮৩ শতাংশ। এইভাবে আমরা তৈলশিল্পের ক্ষেত্রে পাঁচসালা পরিকল্পনা আড়াই বছরেই পরিপূরণ করছি।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী, **পিট শিল্পের** উৎপাদনের মূল্য ১৯৩২-৩৩ সালে ১২২,০০০,০০০ রুবল হবার কথা। প্রকৃতপক্ষে, ইতিমধ্যে ১৯২৯-৩০ সালেই এর উৎপাদনের মূল্য ১১৫,০০০,০০০ রুবল ছাড়িয়ে গেছে, অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সাল পযন্ত পাঁচসালা পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের ৯৬ শতাংশ। এইভাবে **পিট শিল্পের** ক্ষেত্রে আমরা পাঁচসালা পরিকল্পনা, আরও আগে না হলেও, আড়াই বছরে পরিপূরণ করছি।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী, **সাধারণ মেশিন তৈরী করার শিল্পের** উৎপাদনের মূল্য ১৯৩২-৩৩ সালে ২,০৫৮,০০০,০০০ রুবল হবার কথা। প্রকৃতপক্ষে, ইতিমধ্যে ১৯২৯-৩০ সালে এর উৎপাদনের মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৫৮, ০০,০০০ রুবল অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্ধারিত পরিমাণের ৭০ শতাংশ। এইরূপে সাধারণ মেশিন তৈরী করার শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা পাঁচসালা পরিকল্পনা আড়াই বছর থেকে তিন বছরে পরিপূরণ করছি।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী, **কৃষি সংক্রান্ত মেশিন তৈরী করার শিল্পের** উৎপাদনের মূল্য ১৯৩২-৩৩ সালে ৬১০,০০০,০০০ রুবল হবার কথা। প্রকৃতপক্ষে, ইতিমধ্যে ১৯২৯-৩০ সালেই এর উৎপাদনের মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০,০০০,০০০ রুবল। অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্ধারিত পরিমাণের ৬০ শতাংশের বেশি। এইরূপে কৃষি সংক্রান্ত মেশিন তৈরী করার শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা পাঁচসালা পরিকল্পনা, আরও আগে না হলেও, আড়াই বছরে পরিপূরণ করছি।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী, **ইলেক্ট্রো-টেকনিকাল শিল্পের** উৎপাদনের মূল্য ১৯৩২-৩৩ সালে ৮৯৬,০০০,০০০ রুবল। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যে ১৯২৯-৩০ সালেই এর উৎপাদনের মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৩,০০০,০০০ রুবল, অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্ধারিত পরিমাণের ৫৬ শতাংশের বেশি। এইরূপে, ইলেক্ট্রো-টেকনিকাল শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা পাঁচসালা পরিকল্পনা তিন বছরে পরিপূরণ করছি।

এরূপই হল আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পসমূহের বিকাশের অভূতপূর্ব হার।

আমরা ত্বরণের গতিতে অগ্রসর হচ্ছি, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলছি।

(ঙ) এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে উৎপাদনের আয়তনের ব্যাপারে আমরা তাদের ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছি এবং আমাদের শিল্প ইতিমধ্যেই শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্প বিকাশের **স্তরে** পৌঁছে গেছে। না, ঘটনা এর থেকে অনেক দূরে। শিল্প বিকাশের **হারকে** অবশ্যই শিল্প বিকাশের **স্তরের** সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমাদের দেশের বহু লোক এদুটিকে গুলিয়ে ফেলে এবং বিশ্বাস করে, যেহেতু আমরা শিল্প বিকাশের এক অভূতপূর্ব হার অর্জন করেছি, সেইহেতু আমরা ইতিমধ্যেই শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্পবিকাশের স্তরে পৌঁছে গেছি। কিন্তু এটা মূলগতভাবে ভুল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কথাই ধরুন, যার বিকাশের হার অতি উঁচু। যেখানে ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ সালে ১৯২৪ সালের উৎপাদিত পরিমাণের তুলনায় আমরা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বৃদ্ধি প্রায় ৬০০ শতাংশ পর্যন্ত অর্জন করেছি—সেখানে একই সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বৃদ্ধি হয়েছিল কেবলমাত্র ১৮১ শতাংশ পর্যন্ত, কানাডায় ২১৮ শতাংশ পর্যন্ত, জার্মানিতে ২৪১ শতাংশ পর্যন্ত এবং ইতালীতে ২২২ শতাংশ পর্যন্ত। আপনারা দেখছেন, আমাদের বৃদ্ধির হার হল অভূতপূর্ব এবং অন্য সমস্ত রাষ্ট্রের হারকে তা ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যদি ওই সমস্ত দেশের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বিকাশের স্তর ধরি, এবং, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাকে ইউ. এস. এস. আরের বিকাশের স্তরের সঙ্গে তুলনা করি, আমরা এমন একটা চিত্র পাব যা ইউ. এস. এস. আরের পক্ষে মোটেই সান্ত্বনাদায়ক হবে না। ইউ. এস. এস. আরের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের বিকাশের হার অভূতপূর্ব হওয়া সত্ত্বেও,

১৯২৯ সালে ইউ. এস. এস. আরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল কেবলমাত্র ৬,৪৬৫,০০০,০০০ কিলোওয়াট-আওয়ার; সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২৬,০০০,০০০ কিলোওয়াট-আওয়ার, কানাডায়—১৭,৬২৮,০০০,০০০ কিলোওয়াট-আওয়ার, জার্মানিতে—৩৩,০০০,০০০,০০০ কিলোওয়াট-আওয়ার এবং ইতালীতে—১০,৮৫০,০০০,০০০ কিলোওয়াট-আওয়ার।

তাহলে দেখছেন, পার্থক্যটা প্রচণ্ড।

সুতরাং, এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, বিকাশের স্তরের ক্ষেত্রে আমরা এই সব রাষ্ট্রের পেছনে পড়ে আছি।

অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরুন ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ডের বিষয়টি। যদি ১৯২৬-২৭ সালের আমাদের এই লৌহপিণ্ডের উৎপাদনকে ১০০ ধরা যায় (২,৯০০,০০০ টন) তাহলে ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯২৯-৩০ এই তিন বছরে লৌহপিণ্ডের উৎপাদন বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে,—১৯০ শতাংশ (৫,৫০০,০০০ টন)। আপনারা দেখছেন বিকাশের হার বেশ উঁচু। কিন্তু যদি আমাদের দেশের ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ডের বিকাশের স্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় এবং শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের উৎপাদনের আয়তনের সাথে ইউ. এস. এস. আরের উৎপাদনের আয়তন তুলনা করা হয়, তাহলে তার ফল খুব বেশি সান্ত্বনাদায়ক নয়। প্রথমেই দেখা যায়, কেবলমাত্র এই বছরেই, ১৯২৯-৩০ সালে, আমরা ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ডের উৎপাদনের প্রাক্-যুদ্ধ স্তরে পৌছাচ্ছি এবং তা ছাড়িয়ে যাব। একমাত্র এটাই আমাদের এই অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে, যদি আমাদের ধাতুবিদ্যাগত শিল্পের বিকাশ আমরা আরও বেশি ত্বরান্বিত না করি, তাহলে আমরা আমাদের সমগ্র শিল্প উৎপাদনকে বিপদগ্রস্ত করার ঝুঁকির সম্মুখীন হব। আমাদের দেশের এবং পশ্চিমের দেশসমূহের ঢালাই-না-করা লৌহ শিল্পের বিকাশের স্তর সম্পর্কে আমরা নিম্নোক্ত চিত্র পাই: ১৯২৯ সালে আমেরিকায় ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ডের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল—৪২,৩০০,০০০ টন; জার্মানিতে—১৩,৪০০,০০০ টন, ফ্রান্সে—১০,৪৫০,০০০ টন; গ্রেট ব্রিটেনে—৭,৭০০,০০০ টন; কিন্তু ইউ. এস. এস. আরে ১৯২৯-৩০ সালের শেষে ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ডের উৎপাদন দাঁড়াবে মাত্র ৫,৫০০,০০০ টনে।

তাহলে আপনারা দেখছেন, পার্থক্যটা খুব ক্ষুদ্র নয়।

সেইহেতু, এটা বেরিয়ে আসে যে ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ডের বিকাশের স্তর সম্পর্কে আমরা এই সমস্ত দেশের পিছনে পড়ে আছি।

এ সমস্ত কি প্রকট করে ?

এটা প্রকট করে যে :

(১) শিল্প বিকাশের হারকে **অতি অবশ্যই** তার বিকাশের স্তরের সঙ্গে **গুলিয়ে ফেলা চলবে না** ;

(২) শিল্প বিকাশের স্তর সম্পর্কে আমরা শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির **অত্যধিক পিছনে** পড়ে আছি ;

(৩) কেবলমাত্র আমাদের শিল্পের বিকাশ **আরও ত্বরান্বিত করলে** আমরা প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরতে এবং ছাপিয়ে যেতে সক্ষম হব ;

(৪) যে সমস্ত লোক আমাদের শিল্পের বিকাশের হার **কমাবার** প্রয়োজনের কথা বলে, তারা সমাজতন্ত্রের শত্রু, আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের দালাল। **(হর্ষধ্বনি।)**

(৪) কৃষি ও শস্য-সমস্যা

কৃষিকে তার প্রধান প্রধান শাখায় বিভক্ত না করে উপরে আমি বনবিদ্যা, মৎস্যচাষ ইত্যাদি সহ সামগ্রিকভাবে কৃষির অবস্থা সম্পর্কে বলেছি। যদি আমরা সামগ্রিকভাবে কৃষিকে তার প্রধান প্রধান শাখায় পৃথক করি, যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, শস্য উৎপাদন, গৃহপালিত পশুসমূহের চাষ এবং শিল্প সংক্রান্ত শস্যসমূহের উৎপাদন, তাহলে রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশন এবং ইউ. এস. এস. আরের কৃষি সংক্রান্ত গণ-কমিশার দপ্তরের তথ্য অনুসারে পরিস্থিতি দাঁড়ায় নিম্নোক্তরূপ :

(ক) যদি ১৯১৩ সালের **দানা-শস্য এলাকাকে** ১০০ ধরি, তাহলে আমরা বছর থেকে বছরে মোট দানা-শস্য এলাকার পরিবর্তনের নিম্নোক্ত চিত্র পাই : ১৯২৬-২৭—৯৬.৯ শতাংশ ; ১৯২৭-২৮—৯৪.৭ শতাংশ ; ১৯২৮-২৯—৯৮.২ শতাংশ ; এবং এই বছর, ১৯২৯-৩০ সালে, যে-কোন হিসেবেই, শস্য-এলাকা প্রাক্-যুদ্ধ স্তরের ১০৫.১ শতাংশ হবে।

১৯২৭-২৮ সালে মোট দানা-শস্যের এলাকার হ্রাসপ্রাপ্তি লক্ষণীয়। এই হ্রাসপ্রাপ্তিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী শিবিরের নির্বোধ ব্যক্তিরা, যেভাবে

ধকবক্ করে ব্যাখ্যা করছে চাষাবাদের একটা পশ্চাদ্‌গতি বলে, সেভাবে ব্যাখ্যাত হবে না, ব্যাখ্যা করতে হবে ৭,৭০০,০০০ হেক্টেয়ার এলাকায় শীত-কালীন শস্য ফলনের ব্যর্থতার দ্বারা (ইউ. এস. এস. আরের শীতকালীন শস্য ফলনের এলাকার ২০ শতাংশ)।

অধিকন্তু, যদি ১৯১৩ সালের **মোট** শস্য উৎপাদনকে ১০০ ধরা হয়, তাহলে আমরা নিম্নোক্ত চিত্র পাই: ১৯২৭—৯১·৭ শতাংশ ; ১৯২৮—৯০·৮ শতাংশ ; ১৯২৯—৯৪·৪ শতাংশ ; এবং ১৯৩০ সালে আমরা, যে-কোন হিসেবেই, যুদ্ধ-পূর্ব মানের ১১০ শতাংশে পৌছাব।

ইউক্রেন এবং উত্তর ককেশাসে শীতকালীন শস্য ফলনের ব্যর্থতার জন্য ১৯২৮ সালে মোট শস্য-উৎপাদন কমে যাওয়ার ঘটনাও লক্ষণীয়।

মোট শস্য উৎপাদনের **বিক্রয়যোগ্য** অংশের (গ্রামীণ জেলাগুলির বাইরে বিক্রীত শস্য) ব্যাপারে আমরা আরও অধিকতর শিক্ষাপ্রদ চিত্র পাই। যদি ১৯১৩ সালের শস্য উৎপাদনের বিক্রয়যোগ্য অংশ ১০০ ধরা হয়, তাহলে ১৯২৭ সালে বিক্রয়যোগ্য উৎপাদন হল ৩৭ শতাংশ ; ১৯২৮ সালে—৩৬·৮ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—৫৮ শতাংশ এবং এই বছর ১৯৩০ সালে বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনের পরিমাণ, যে-কোন হিসেবেই, যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ৭৩ শতাংশের কম হবে না।

এইরূপে, এটা বেরিয়ে আসে যে, দানা-শস্যের এলাকা এবং মোট শস্য উৎপাদন সম্পর্কে, আমরা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরে পৌছাচ্ছি এবং কেবলমাত্র এই বছরে, ১৯৩০ সালে, আমরা তাকে কিছুটা অতিক্রম করছি।

এ থেকে আরও বেরিয়ে আসে যে, শস্য উৎপাদনের **বিক্রয়যোগ্য** অংশ সম্পর্কে আমরা এখনো যুদ্ধ-পূর্ব মানে পৌছানো থেকে অনেক দূরে আছি এবং এ বছরও সেই মান থেকে প্রায় ২৫ শতাংশ নিচেই থাকব।

এটাই হল শস্য সম্পর্কে আমাদের অসুবিধাগুলির ভিত্তি, যা ১৯২৮ সালে বিশেষভাবে তীব্র হয়েছিল।

ওটাও শস্য-সমস্যার ভিত্তি।

(খ) **গৃহপালিত পশু চাষের** ক্ষেত্রে চিত্র প্রায় একইরকম, কিন্তু তথ্যগুলি আরও বেশি আতংকের।

যদি ১৯১৬ সালের সমস্ত রকমের গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ১০০ ধরা হয়, তাহলে সেই সেই বছরগুলির জন্য আমরা নিম্নোক্ত চিত্র পাই। ১৯২৭ সালে

অশ্বের সংখ্যা দাঁড়ায় যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ৮৮'৯ শতাংশ; বড় শিংওয়ালা গো-মহিষাদি—১১৪'৩ শতাংশ; ছাগল ও ভেড়া—১১৯'৩ শতাংশ; শূকর—১১১'৩ শতাংশ। ১৯২৮ সালে, অশ্ব—৯৪'৬ শতাংশ; বড় শিংওয়ালা গো-মহিষাদি—১১৮'৫ শতাংশ, ছাগল ও ভেড়া—১২৬ শতাংশ; শূকর—১২৬'১ শতাংশ। ১৯২৯ সালে, অশ্ব—৯৬'৯ শতাংশ; বড় শিংওয়ালা গো-মহিষাদি—১১৫'৬ শতাংশ; ছাগল ও ভেড়া—১২৭'৮ শতাংশ; শূকর—১০৩ শতাংশ। ১৯৩০ সালে, ১৯১৬ সালের মানে, অশ্ব—৮৮'৬ শতাংশ; বড় শিংওয়ালা গো-মহিষাদি—৮৯ ১ শতাংশ, ছাগল ও ভেড়া—৮৭'১ শতাংশ; শূকর—৬০'১ শতাংশ।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, যদি আমরা গত বছরের সংখ্যাগুলি বিবেচনা করি, তাহলে গৃহপালিত পশু চাষের হ্রাসপ্রাপ্তি আরম্ভ হওয়ার সুস্পষ্ট চিহ্নগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

গৃহপালিত পশু চাষের **বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনের,** বিশেষ করে মাংস ও শূকরের চর্বির দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্র আরও কম সান্ত্বনাদায়ক। আমরা যদি প্রত্যেক বছরের জন্য মাংস এবং শূকরের চর্বির মোট উৎপাদন ১০০ ধরি, তাহলে এই দুই দফার বিক্রয়সাধ্য উৎপাদন হবে: ১৯২৬ সালে—৩৩'৪ শতাংশ; ১৯২৭ সালে—৩২'৯ শতাংশ; ১৯২৮ সালে—৩০'৪ শতাংশ; ১৯২৯ সালে—২৯'২ শতাংশ।

এইরূপে, গৃহপালিত পশুর ক্ষুদ্র চাষ, যা বাজারের জন্য অত্যন্ত কম উৎপাদন করে, তার স্থিরতার অভাব এবং অর্থনৈতিক আস্থা স্থাপনের অযোগ্যতার আমরা সুস্পষ্ট চিহ্ন পাই।

এটা বেরিয়ে আসে যে গৃহপালিত পশু চাষে, ১৯১৬ সালের মান অতিক্রম করার বদলে আমরা গত বছর পেয়েছি এই মানের নিচে নেমে যাওয়ার সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ।

এইভাবে, শস্য-সমস্যা, যা আমরা ইতিমধ্যেই মোটের উপর সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করছি, তার পরে আমরা মাংস-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, যার তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে এবং যে সমস্যার সমাধান এখনো আমাদের করতে হবে।

(গ) **শিল্প সংক্রান্ত শস্যের** অগ্রগতির দ্বারা একটি পৃথক চিত্র উদ্ঘাটিত হয়; এই শিল্প সংক্রান্ত শস্য আমাদের হাল্কা শিল্পের জন্য কাঁচামাল যোগান দেয়। যদি ১৯১৩ সালের শিল্প সংক্রান্ত শস্যের এলাকাকে ১০০ ধরা হয়,

তাহলে আমরা নিম্নোক্ত তথ্য পাই : **তুলো**, ১৯২৭ সালে—১০৭'১ শতাংশ ; ১৯২৮ সালে—৩১'৪ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—১৫১'৪ শতাংশ ; ১৯৩০ সালে—যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ২১৭ শতাংশ। **শন**, ১৯২৭ সালে—৮৬'৬ শতাংশ ; ১৯২৮ সালে—৯৫'৭ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—১১২'৯ শতাংশ ; ১৯৩০ সালে প্রাক-যুদ্ধ স্তরের ১২৫ শতাংশ। **বীট চিনি**, ১৯২৭ সালে—১০৬'৬ শতাংশ ; ১৯২৮ সালে—১২৪'২ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—১২৫'৮ শতাংশ ; ১৯৩০ সালে—যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১৬৯ শতাংশ। **তৈল্যশস্য**, ১৯২৭ সালে—১৭৯'৪ শতাংশ ; ১৯২৮ সালে—২৩০'৯ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—২১৯'৭ শতাংশ ; ১৯৩০ সালে—যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ২৬০ শতাংশের কম নয়।

শিল্প সংক্রান্ত শস্যের **মোট উৎপাদন**, মোটের উপর, একই অনুকূল চিত্র উপস্থিত করে। ১৯১৩ সালের মোট উৎপাদনকে যদি ১০০ ধরা হয়, তাহলে আমরা নিম্নোক্ত তথ্য পাই : **তুলো**, ১৯২৮ সালে—১১০'৫ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—১১৯ শতাংশ ; ১৯৩০ সালে, যে-কোন হিসেবেই, আমরা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১৮২'৮ শতাংশ পাব। **শন**, ১৯২৮ সালে—৭১'৬ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—৮১'৫ শতাংশ , ১৯৩০ সালে, যে-কোন হিসেবেই, আমরা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১০১'৩ শতাংশ পাব। **বীট চিনি**, ১৯২৮ সালে—৯৩ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—৫৮ শতাংশ ; ১৯৩০ সালে, যে-কোন হিসেবেই, আমরা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ১৩৯'৪ শতাংশ পাব। **তৈল্যশস্য**, ১৯২৮ সালে—১৬১'৯ শতাংশ ; ১৯২৯ সালে—১৪৯'৮ শতাংশ ; ১৯৩০ সালে, যে-কোন হিসেবেই, আমরা যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের ২২০ শতাংশ পাব।

শিল্প সংক্রান্ত শস্যের ব্যাপারে, যদি আমরা ১৯২৯ সালের পঙ্গপাল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বীটশস্যের বিষয়টি হিসেবে না ধরি, তাহলে আমরা শিল্প সংক্রান্ত শস্যের একটি অধিকতর অনুকূল চিত্র পাই।

প্রসঙ্গক্রমে, এখানেও, শিল্প সংক্রান্ত শস্যের ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র চাষাবাদের প্রাধান্যের জন্য ভবিষ্যতে গুরুতর ওঠা-নামা এবং অস্থিরতার চিহ্ন সম্ভব ও বিশ্বাসযোগ্য, ঠিক যেমনটি ওঠা-নামা ও অস্থিরতার চিহ্ন শন ও তৈলশস্যের তথ্যগুলি প্রকট করে—এই দুটি শস্য যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের প্রভাবাধীনে ন্যূনতম পরিমাণে আসে।

এইভাবে কৃষিতে আমরা নিম্নোক্ত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছি :

(১) সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে শস্তা শস্য উৎপন্নের পর্যাপ্ত পরিমাণসমূহ

সরবরাহ করে শিল্প সংক্রান্ত শস্যসমূহের অবস্থান জোরদার করার সমস্যা ;

(২) সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে শস্তা শস্য উৎপন্ন এবং গবাদি পশুর খাদ্যের পরিমাণসমূহ সরবরাহ করে গৃহপালিত পশুসমূহ চাষ করার স্তর উন্নত করা এবং মাংসের প্রশ্নটি সমাধান করার সমস্যা,

(৩) বর্তমান মুহূর্তে কৃষিতে প্রধান প্রশ্ন হিসেবে শস্য চাষ করার প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে সমাধান করার প্রশ্ন।

এটা বুঝতে পারা যায় যে, কৃষি ব্যবস্থায় শস্য-সমস্যা হল প্রধান গিঁঠ এবং কৃষিতে অন্য সমস্ত সমাধানের চাবিকাঠি।

এটা বুঝতে পারা যায় যে, শস্যের প্রশ্নের সমাধান হল কৃষিতে সমস্যা সমষ্টির পর্যায়ে সর্বপ্রথম।

কিন্তু শস্যের সমস্যা সমাধান করা এবং এইরূপে কৃষিকে সত্যিকারের বৃহৎ উন্নতির পথে স্থাপন করার অর্থ হল কৃষির পশ্চাৎপদতা লোপ করা, এর অর্থ হল কৃষিকে ট্রাক্টর এবং কৃষি সংক্রান্ত মেশিন দ্বারা সজ্জিত করা, তাকে বৈজ্ঞানিক কর্মীদের নতুন নতুন ক্যাডার সরবরাহ করা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা উন্নত করা এবং বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন বাড়ানো। এই সমস্ত শর্ত পূরণ না হলে শস্যের সমস্যা সমাধান করার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব।

ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত চাষাবাদের ভিত্তিতে এই সমস্ত সমস্যা পূরণ করা কি সম্ভব? না, তা অসম্ভব। এটা অসম্ভব এইজন্য যে ক্ষুদ্র চাষাবাদ নতুন নতুন প্রযুক্তিগত সাজসজ্জা গ্রহণ বা সেসবে দক্ষতা অর্জন করতে অপারগ, তা পর্যাপ্ত মাত্রায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে অক্ষম এবং তা কৃষির বিক্রয়যোগ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করতে অসমর্থ। এটা করার মাত্র একটি পথ আছে, তা হল—**বৃহদায়তন** কৃষি বিকশিত করা, আধুনিক প্রযুক্তিগত সাজসজ্জায় সজ্জিত করে বৃহৎ বৃহৎ খামার স্থাপন করা।

কিন্তু সোভিয়েত দেশ বৃহৎ বৃহৎ **পুঁজিবাদী** খামার সংগঠিত করার কর্মনীতি গ্রহণ করতে পারে না। **সমাজতান্ত্রিক** ধরনের, আধুনিক মেশিন দ্বারা সজ্জিত বড় বড় খামার সংগঠিত করার কর্মনীতিই মাত্র তা নিতে পারে এবং তাকে তা অবশ্যই নিতে হবে। আমাদের **রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার** ঠিক এই ধরনেরই খামার।

এইজন্য রাষ্ট্রীয় খামার স্থাপন করা এবং ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত কৃষি খামারসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহৎ বৃহৎ যৌথ খামারে পরিণত করার কর্তব্যকাজ হল একমাত্র

পথ, সাধারণভাবে কৃষি-সমস্যা, বিশেষভাবে শস্য-সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে।

পঞ্চদশ কংগ্রেসের পরে, বিশেষতঃ ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে শস্যের ব্যাপারে যে গুরুতর অসুবিধাগুলি দেখা দিয়েছিল তারপর তার প্রতিদিন-কার ব্যবহারিক কাজে পার্টি এই কর্মনীতিই গ্রহণ করেছিল।

এটা উল্লেখ্য যে পঞ্চদশ কংগ্রেসেই পার্টি এই মৌলিক সমস্যাকে একটা ব্যবহারিক কর্তব্যকাজ হিসেবে তুলে ধরেছিল, যদিও শস্যের ব্যাপারে গুরুতর অসুবিধাসমূহ তখনো আমরা ভোগ করছিলাম না। 'গ্রামাঞ্চলে কাজের' প্রশ্নে পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রস্তাবে এটা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে :

> 'বর্তমান সময়কালে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কৃষি খামারগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহৎ বৃহৎ কৃষি খামারে রূপান্তরিত করার কর্তব্যকাজকে অতি অবশ্যই গ্রামাঞ্চলে পার্টির **প্রধান** করণীয় কাজে পরিণত করতে হবে।'[৪৫]

সম্ভবতঃ পঞ্চদশ কংগ্রেসের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট থেকে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটির উদ্ধৃতি দেওয়াও প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে না, যাতে সমবায়ীকরণের ভিত্তিতে কৃষির পশ্চাৎপদতা লোপ করার সমস্যা ঠিক তেমনি তীব্র ও সুনির্দিষ্টভাবে তোলা হয়েছিল। সেখানে যা বলা হয়েছিল তা হল এই :

> 'পরিত্রাণ পাবার পথ কি? পরিত্রাণ পাবার পথ হল, ক্ষুদ্র এবং বিক্ষিপ্ত কৃষি খামারগুলিকে একত্রে জমি চাষ করার ভিত্তিতে বৃহৎ বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ খামারে পরিবর্তিত করা, নতুন ও উচ্চতম প্রযুক্তি কৌশলের ভিত্তিতে জমির যৌথ চাষবাসে উত্তীর্ণ হওয়া।
>
> 'পরিত্রাণ পাবার পথ হল—**চাপের দ্বারা নয়, দৃষ্টান্ত ও যুক্তি-পরামর্শ দ্বারা রাজীকরণের দ্বারা** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খর্বাকার কৃষি খামারগুলিকে, ধীরে ও ক্রমান্বয়ে কিন্তু নিশ্চিতরূপে, কৃষি সংক্রান্ত মেশিন ও ট্রাক্টর এবং নিবিড় চাষের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারের সঙ্গে জমির সার্বজনীন, সমবায়ী এবং যৌথ চাষের ভিত্তিতে বৃহৎ বৃহৎ খামারে পরিবর্তিত করা। **পরিত্রাণ পাবার আর কোন পথ নেই।**'[৪৬]

(৫) কৃষকসমাজের সমাজতন্ত্রের দিকে মোড়-ফেরা এবং রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারসমূহের বিকাশের হার

সমবায়ীকরণের দিকে কৃষকসমাজের মোড়-ফেরা হঠাৎ আরম্ভ হয়নি। অধিকন্তু, তা হঠাৎ আরম্ভ হতেও পারত না। সত্য বটে, পার্টি পঞ্চদশ

কংগ্রেসেই সমবায়ীকরণের শ্লোগান ঘোষণা করেছিল; কিন্তু একটি শ্লোগানের ঘোষণা কৃষকদের দলবদ্ধভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে মোড় ফেরাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্ততঃ আরও একটি বিষয় এর জন্য প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্যাপক কৃষক-সাধারণের নিজেদেরই দৃঢ়প্রত্যয়িত হতে হবে যে ঘোষিত শ্লোগানটি সঠিক এবং তাদের নিজেদের শ্লোগান হিসেবেই তারা এটা গ্রহণ করবে। সেইজন্য মোড়-ফেরার প্রস্তুতিসাধন হয়েছিল ধীরে ধীরে।

আমাদের বিকাশের সমস্ত গতিপথ, আমাদের শিল্প বিকাশের সমস্ত গতি-পথ এবং সর্বোপরি যে শিল্প কৃষির জন্য মেশিন ও ট্রাক্টর সংবরাহ করে সেই শিল্পের বিকাশ এই অবস্থা তৈরী করেছিল। এই অবস্থা তৈরী হয়েছিল কুলাকদের সাথে দৃঢ়নিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করার নীতির দ্বারা এবং ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে শস্য-সংগ্রহ যে নতুন ধরনসমূহ পরিগ্রহ করেছিল—যা কুলাকদের চাষবাসকে ব্যাপক গরিব ও মাঝারি চাষীদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছিল—তাদের গতিপথ দ্বারা। এই অবস্থা তৈরী হয়েছিল কৃষি সমবায়গুলির দ্বারা, যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কৃষককে যৌথ পদ্ধতিসমূহে প্রশিক্ষিত করেছিল। এই অবস্থা তৈরী করেছিল যৌথ খামারসমূহের জালবিস্তার, যাতে কৃষকসমাজ ব্যক্তিগত চাষবাসের তুলনায় চাষবাসের যৌথ ধরনসমূহের সুবিধা প্রতিপাদন করতে পেরেছিল। সর্বশেষে, এই অবস্থা তৈরী করেছিল সারা রাশিয়ায় ছড়ানো এবং আধুনিক মেশিনসমূহে সজ্জিত রাষ্ট্রীয় খামারের জালবিস্তার, যা আধুনিক মেশিনসমূহের কার্যকারিতা ও উৎকর্ষ সম্পর্কে নিজেরা দৃঢ়প্রত্যয়িত হতে কৃষকদের সক্ষম করেছিল।

আমাদের রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে কেবলমাত্র শস্য সরবরাহের উৎস বলে গণ্য করা ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রীয় খামারগুলি, তাদের আধুনিক মেশিন-পত্র, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে তারা কৃষকদের যে সাহায্য দেয় তা এবং তাদের চাষবাসের অভূতপূর্ব সুযোগ সহ ছিল পরিচালিকা শক্তি যা ব্যাপক কৃষক সাধারণের মোড়-ফেরাকে সহজতর করেছিল এবং তাদের সমবায়ীকরণের পথে এনেছিল।

এখানেই ভিত্তি পাওয়া যায় যার উপর গড়ে উঠেছিল ১৯২৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে আরব্ধ লক্ষ লক্ষ গরিব ও মাঝারি চাষীর ব্যাপক যৌথ খামার আন্দোলন; এই আন্দোলন দেশের জীবনে বিরাট পরিবর্তনের এক পরিবৃত্তিকাল উপস্থিত করেছিল।

পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত হয়ে এবং এই আন্দোলনকে মোকাবিলা করতে ও তাকে পরিচালনা করতে কেন্দ্রীয় কমিটি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল?

কেন্দ্রীয় কমিটি যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা তিনটি কর্মনীতি বরাবর: রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে সংগঠিত এবং অর্থ সরবরাহ করার কর্মনীতি; যৌথ খামারগুলিকে সংগঠিত এবং অর্থ সরবরাহ করার কর্মনীতি, এবং, সর্বশেষে, ট্রাক্টর ও কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির উৎপাদন সংগঠিত করা এবং মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনসমূহ, ট্রাক্টর বিভাগগুলি ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলকে মেশিন ও ট্রাক্টর সরবরাহ করার কর্মনীতি।

(ক) ১৯২৮ সালের মতো গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো তিন চার বছরের মধ্যে **নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় খামার** সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এটা হিসেব করে যে এই সময়পর্বের শেষাশেষি এই রাষ্ট্রীয় খামারগুলি ১০ কোটি পুড বিক্রয়যোগ্য শস্যের জোগান দিতে পারবে। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। **গ্রেন ট্রাস্ট** সংগঠিত করা হয় এবং তার উপর এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার ভার দেওয়া হয়। এর সমান্তরালে, **পুরানো রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে** শক্তিশালী করা এবং তাদের শস্য-এলাকা সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। **রাষ্ট্রীয় খামার কেন্দ্র** সংগঠিত করা হয় এবং তার উপর এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার ভার দেওয়া হয়।

আমি এটা উল্লেখ না করে পারি না যে, পার্টির সুবিধাবাদী অংশ থেকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত শত্রুতাপূর্ণ অভ্যর্থনা লাভ করে। রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে বিনিযুক্ত অর্থ 'ভস্মে ঘি-ঢালা' অর্থ বলে কথাবার্তা চলে। পার্টির সুবিধাবাদী অংশসমূহের দ্বারা সমর্থিত 'বিজ্ঞানের' লোকজনদের কাছ থেকেও এই মর্মে সমালোচনা হল যে, বিরাট বিরাট রাষ্ট্রীয় খামার সংগঠিত করা হল একটা অসম্ভব ও বোকামির ব্যাপার। তা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের কর্মনীতি অনুসরণ করে চলল এবং সবকিছু সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা অনুসরণ করল।

১৯২৭-২৮ সালে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ রুবল (কার্যকরী মূলধনের জন্য স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দেবার অর্থ হিসেবে না ধরে) রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে অর্থ জোগান দেবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯২৮-২৯ সালে নির্দিষ্ট করা হয় ১৮ কোটি ৫৮ লক্ষ রুবল। অবশেষে এই বৎসর ৮৫ কোটি ৬২ লক্ষ রুবল নির্দিষ্ট করা

হয়েছে। আলোচ্য সময়পর্বে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার অশ্বশক্তি সহ ১৮,০০০ ট্রাক্টর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহারে রাখা হয়।

এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলাফল কি?

১৯২৮-২৯ সালে **গ্রেন ট্রাস্টের শস্য-এলাকার** পরিমাণ ছিল ১৫০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯২৯-৩০ সালে ১,০৬০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯৩০-৩১ সালে এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৪,৫০০,০০০ হেক্টেয়ারে, ১৯৩১-৩২ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ৯,০০০,০০০ হেক্টেয়ারে এবং ১৯৩২-৩৩ সালে, অর্থাৎ পাঁচসালা পরিকল্পনার সময়পর্বের শেষাশেষি গিয়ে দাঁড়াবে ১৪,০০০,০০০ হেক্টেয়ারে। ১৯২৮-২৯ সালে **রাষ্ট্রীয় খামার কেন্দ্রের** শস্য-এলাকার পরিমাণ ছিল ৪৩০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯২৯-৩০ সালে ছিল ৮৬০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯৩০-৩১ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে ১,৮০০,০০০ হেক্টেয়ারে, ১৯৩১-৩২ সালে ২,০০০,০০০ হেক্টেয়ারে এবং ১৯৩২-৩৩ সালে গিয়ে তা দাঁড়াবে ২,৫০০,০০০ হেক্টেয়ারে। ১৯২৮-২৯ সালে **ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রীয় খামারগুলির অ্যাসোসিয়েশনের** শস্য-এলাকার পরিমাণ ছিল ১৭০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯২৯-৩০ সালে ২৮০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯৩০-৩১ সালে তার পরিমাণ হবে ৫০০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯৩২-৩৩ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে ৭২০,০০০ হেক্টেয়ারে। ১৯২৮-২৯ সালে **সুগার ইউনিয়নের** (দানা-শস্য) শস্য-এলাকা ছিল ৭৮০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯২৯-৩০ সালে ছিল ৮২০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯৩০-৩১ সালে তার পরিমাণ হবে ৮৬০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯৩১-৩২ সালে ৯৮০,০০০ হেক্টেয়ার এবং ১৯৩২-৩৩ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে ৯৯০,০০০ হেক্টেয়ারে।

প্রথমতঃ, এর অর্থ হল এই যে, পাঁচসালা পরিকল্পনার সময়পর্বের শেষে একমাত্র গ্রেন ট্রাস্টের দানা-শস্য এলাকা হবে আজকের আর্জেন্টিনার সমগ্র দানা-শস্য এলাকার **মতো বৃহৎ**। (**হর্ষধ্বনি।**)

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল এই যে, পাঁচসালা পরিকল্পনা সময়পর্বের শেষে সমস্ত রাষ্ট্রীয় খামারগুলির একত্রিত দানা-শস্য এলাকা হবে আজকের কানাডার সমগ্র দানা-শস্য এলাকার চেয়ে ১,০০০,০০০ হেক্টেয়ার **বেশি**। (**হর্ষধ্বনি।**)

রাষ্ট্রীয় খামারগুলির **মোট** এবং **বিক্রয়যোগ্য** শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে আমরা বছর বছর পরিবর্তনের নিম্নলিখিত চিত্র পাই: ১৯২৭-২৮ সালে সমস্ত রাষ্ট্রীয় খামারের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯,৫০০,০০০ সেন্টনার, যার মধ্যে বিক্রয়যোগ্য শস্য ছিল ৬,৪০০,০০০ সেন্টনার; ১৯২৮-২৯ সালে—

১১,৮০০,০০০ সেণ্টনার, যার মধ্যে বিক্রয়যোগ্য শস্যের পরিমাণ ছিল ৭,৯০০,০০০ সেণ্টনার; ১৯২৯-৩০ সালে, যে-কোন হিসেবেই, আমরা পাব ১৮,০০০,০০০ সেণ্টনার, যার মধ্যে বিক্রয়যোগ্য শস্যের পরিমাণ হবে ১৮,০০০,০০০ সেণ্টনার (১০৮,০০০,০০০ পুড), ১৯৩০-৩১ সালে আমরা পাব ৭ ,১০০,০০০ সেণ্টনার, যার মধ্যে বিক্রয়যোগ্য শস্যের পরিমাণ হবে ৬১,০০০,০০০ সেণ্টনার (৩৭০,০০০,০০০, পুড) ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের পার্টির রাষ্ট্রীয় খামাব নীতির এরূপই হল বর্তমান এবং প্রত্যাশিত ফলসমূহ।

নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় খামারের সংগঠন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর ১৯ ৮ সালের এপ্রিল মাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় খামারসমূহ থেকে ১৯৩১-৩২ সালে ১০০,০০০,০০০ পুডের কম বিক্রয়যোগ্য শস্য আমাদের পাওয়া উচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে, ফলতঃ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় খামার থেকে আমরা ইতিমধ্যেই ২০০,০০০,০০০ পুডের চেয়ে বেশি বিক্রয়যোগ্য শস্য পেয়ে যাব। তার অর্থ হল এই যে, কর্মসূচীর পরিপূরণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

এ থেকে দেখা যায় যে, যে সমস্ত লোকজন কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত নিয়ে উপহাস করেছিল, তারা প্রচণ্ডভাবে নিজেদেরই উপহাসাস্পদ করে তুলেছে।

সোভিয়েত কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুসারে পাঁচসালা পরিকল্পনার সময়পর্বের শেষাশেষি সমস্ত সংগঠনগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় খামারগুলির মোট শস্য-এলাকা ৫,০০০,০০০ হেক্টেয়ার হবার কথা। প্রকৃতপক্ষে, এই বৎসর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির শস্য-এলাকা ইতিমধ্যেই ৩,০০০,০০০ হেক্টেয়ার হয়েছে এবং পরবর্তী বছরে, অর্থাৎ পাঁচসালা পরিকল্পনার সময়পর্বের তৃতীয় বৎসরেই রাষ্ট্রীয় খামারগুলির শস্য-এলাকা ৮,০০০,০০০ হেক্টেয়ারে গিয়ে দাঁড়াবে।

এর অর্থ হল, আমরা তিন বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় খামারের বিকাশের পাঁচ বছরের কর্মসূচী সম্পাদন এবং বাড়তি সম্পাদন করব।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুসারে পাঁচ বছরের সময়পর্বের শেষাশেষি রাষ্ট্রীয় খামারগুলির মোট শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৫৪,০০০,০০০ সেণ্টনার হবার কথা। প্রকৃতপক্ষে এ বছর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির মোট শস্য উৎপাদনের পরিমাণ

ইতিমধ্যেই ২৮,২০০,০০০ সেন্টনার হয়ে গেছে এবং পরের বছর এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৭১,৭০০,০০০ সেন্টনারে।

এর অর্থ হল, মোট শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, আমরা তিন বছরের মধ্যেই পাঁচসালা পরিকল্পনা পরিপূরণ এবং বাড়তি পরিপূরণ করব।

পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপূরণ তিন বছরেই!

তিন বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় খামারের বিকাশের পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপূরণ ও বাড়তি পরিপূরণ করার অসম্ভাব্যতা নিয়ে বুর্জোয়া লেখকরা এবং তাদের সুবিধাবাদী অনুকরণকারীরা এখন বক্‌বক্ করুক।

(খ) যৌথ খামারের বিকাশ সম্পর্কে আমরা আরও বেশি অনুকূল চিত্র পাই।

১৯২৮ সালের জুলাই মাসের মতো গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যৌথ খামারের বিকাশের উপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল:

'"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত কৃষি খামারগুলিকে" আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিতে সংগঠিত, এবং কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণ ও তার উৎপাদনশীলতা এবং বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনে আমূল বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ—উভয়ক্ষেত্রেই শস্য চাষবাসের একটি উচ্চতর রূপের প্রতিনিধিত্বকারী **স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সমিতি** হিসেবে "বড় বড় যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ ও রূপান্তরিত করার" পঞ্চদশ কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যকাজ কোনরূপ বিচ্যুত না হয়ে সম্পাদন করা' ('সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শস্য-সংগ্রহ নীতির' প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই প্লেনামের প্রস্তাব দেখুন, ১৯২৮)।[৪৭]

পরবর্তীকালে, পার্টির ষোড়শ সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিতে এবং যৌথ খামার আন্দোলনের উপর ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের[৪৮] বিশেষ প্রস্তাবে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। ১৯২৯ সালের শেষার্ধে, যৌথ খামারগুলির অভিমুখে কৃষকদের সম্পূর্ণ মোড়-ফেরা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মাঝারি কৃষকদের ব্যাপক কৃষক সাধারণ যখন যৌথ খামারগুলিতে যোগদান করছিল তখন কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো 'সমবায়ীকরণের হার এবং যৌথ খামারের বিকাশে সাহায্য করতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাসমূহ' সম্পর্কে ১৯৩০ সালের ৫ই জানুয়ারির প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কমিটি:

(১) যৌথ খামারের অভিমুখে কৃষকসমাজের ব্যাপকভাবে মোড় ফেরা এবং ১৯৩০ সালের বসন্তকালে যৌথ খামারের বিকাশের পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপূরণ ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা লিপিবদ্ধ (রেকর্ড) করে;

(২) কুলাকদের উৎপাদনের বদলে যৌথ খামারের উৎপাদন স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত এবং অন্যান্য অবস্থার অস্তিত্ব রেকর্ড করে এবং এর জন্য, কুলাকদের নিয়ন্ত্রিত করার নীতি থেকে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার নীতিতে অতিক্রান্ত হবার প্রয়োজন ঘোষণা করে,

(৩) এই সম্ভাবনা উল্লেখ করল যে, ১৯৩০ সালের মধ্যেই সামাজিকীকৃত ভিত্তিতে কর্ষিত শস্য-এলাকা ৩০,০০০,০০০ হেক্টেয়ারকে বহু দূর ছাড়িয়ে যাবে,

(৪) ইউ. এস. এস. আরকে তিন গ্রুপ জেলাসমূহে বিভক্ত করল এবং মোটের উপর, সমবায়ীকরণের সম্পূর্ণতার জন্য তাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তারিখ ধার্য করল,

(৫) যৌথ খামারসমূহের অনুকূলে জমির সেটেলমেণ্ট (জমি-জরিপ ও কর নির্ধারণ—অনুবাদক) পদ্ধতি এবং কৃষিকে অর্থ জোগান দেবার ধরন সংশোধন করল ও ১৯২৯ ৩০ সালে যৌথ খামারগুলির জন্য ৫০০,০০০,০০০ রুবলের চেয়ে কম নয়, এমন পরিমাণ অর্থ যৌথ খামারগুলির জন্য নির্দিষ্ট করে দিল;

(৬) বর্তমান সময়ে যৌথ খামার ব্যবস্থায় প্রধান সংযোগকারী হিসেবে যৌথ খামার আন্দোলনের আর্টেল রূপের বর্ণনা দিল,

(৭) পার্টির যে সুবিধাবাদী অংশসমূহ মেশিন ও ট্রাক্টরের ঘাটতির অজুহাতে যৌথ খামার আন্দোলনের গতিবেগকে হ্রাস করতে চেষ্টা করছিল, তাদের ধমকাল,

(৮) সর্বশেষে, পার্টি-কর্মীদের সতর্ক করে দিল—যৌথ খামার আন্দোলনে সম্ভাব্য বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে, উপর থেকে যৌথ খামারের বিকাশ সম্পর্কে হুকুম দেবার বিরুদ্ধে; এটা এমন একটা বিপদ যার মধ্যে একটা খাঁটি ও ব্যাপক যৌথ খামার আন্দোলনের জায়গায় সমবায়ীকরণ নিয়ে খেলা করার আশংকা জড়িত রয়েছে।

এটা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত পার্টির সুবিধাবাদী অংশসমূহ থেকে প্রতিকূল অভ্যর্থনার চেয়ে আরও বেশি কিছুর

সম্মুখীন হল। কেন্দ্রীয় কমিটি উদ্ভট কল্পনায় মেতে উঠেছে, 'অবিদ্যমান' যৌথ খামারের উপর জনগণের অর্থ 'অপব্যয় করছে', এইরকম কথাবার্তা ও কানাঘুষা চলতে লাগল। দক্ষিণপন্থী অংশগুলি 'নিশ্চিত' ব্যর্থতার উল্লসিত প্রত্যাশায় হাত রগড়াল। কেন্দ্রীয় কমিটি কিন্তু অবিচলিতভাবে তার কর্মপন্থা অনুসরণ করল এবং সব কিছু সত্ত্বেও, দক্ষিণপন্থীদের অমার্জিত দেঁতো হাসি সত্ত্বেও, এবং 'বামপন্থীদের' বাড়াবাড়ি ও বিহ্বলতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা অনুসরণ করল।

১৯২৭-২৮ সালে, যৌথ খামারগুলিকে অর্থ যোগাবার জন্য ৭৬,০০০,০০০ রুবল নির্দিষ্ট করা হল, ১৯২৮-২৯ সালে—১৭০,০০০,০০০ রুবল, এবং, সর্বশেষে এই বৎসর, ৪৭৩,০০০,০০০ রুবল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর উপর, সমবায়ীকরণ তহবিলের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে ৬৫,০০০,০০০ রুবল। যে যৌথ খামারগুলি তাদের আর্থিক সঙ্গতি ২০০,০০০,০০০ রুবল বাড়িয়েছে, তাদের সুবিধা-সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ৪০০,০০০,০০০ রুবলের চেয়ে বেশি মূল্যের বাজেয়াপ্তকৃত কুলাকদের খামার সম্পত্তি যৌথ খামারগুলিকে সরবরাহ করা হয়েছে। যৌথ খামারগুলির জমিতে ব্যবহারের জন্য মোট ৪০০,০০০ অশ্বশক্তির ৩০,০০০এর বেশি ট্রাক্টর সরবরাহ করা হয়েছে; এর মধ্যে ট্রাক্টর কেন্দ্রের ৭০০০ ট্রাক্টর যা যৌথ খামারগুলিকে সেবা করে তা এবং যৌথ খামারগুলিকে ট্রাক্টর দিয়ে রাষ্ট্রীয় খামারগুলি যে সাহায্য দেয় তা ধরা হয়নি। এ বছর যৌথ খামারগুলিকে ১০,০০০,০০০ সেণ্টার (৬১,০০০,০০০ পুড) পরিমাণের বীজ-ঋণ ও বীজ-সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে। সর্বশেষে, ৭০০০-এর বেশি মেশিন ও অশ্বের স্টেশন স্থাপন করে যৌথ খামারগুলিকে সোজাসুজি সাংগঠনিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে; এই সমস্ত স্টেশনে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্তব্য অশ্বের মোট সংখ্যা ১,৩০০,০০০-এর কম নয়।

এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলাফল কি?

১৯২৭ সালে যৌথ খামারগুলির শস্য-এলাকার পরিমাণ ছিল ৮০০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯২৮ সালে—১,৪০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯২৯ সালে—৪,৩০০,০০০ হেক্টেয়ার, ১৯৩০ সালে—বসন্তকালীন ও শীতকালীন উভয় শস্যের হিসেবে ধরে ৩৬,০০০,০০০ হেক্টেয়ারের কম নয়।

× প্রথমতঃ, এর অর্থ হল, যৌথ খামারগুলির শস্য-এলাকা তিন বছরে ৪০-গুণের বেশি বেড়েছে। (হর্ষধ্বনি।)

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল, এখন আমাদের যৌথ খামারের এত শস্য-এলাকা রয়েছে, যার পরিমাণ হল ফ্রান্স ও ইতালীর মোট শস্য-এলাকার মতো বৃহৎ। (হর্ষধ্বনি।)

মোট শস্য উৎপাদন এবং বাজারের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য অংশ সম্পর্কে চিত্র এরূপ : ১৯২৭ সালে আমরা যৌথ খামারগুলি থেকে পেয়েছিলাম ৪৯০০,০০০ সেণ্টনার, যার মধ্যে বিক্রয়সাধ্য শস্যের পরিমাণ ছিল ২,০০০,০০০ সেণ্টনার; ১৯২৮ সালে—৮,৪০০,০০০ সেণ্টনার, যার মধ্যে বিক্রয়সাধ্য শস্যের পরিমাণ ছিল ৩,৬০০,০০০ সেণ্টনার; ১৯২৯ সালে—২৯,১০০,০০০ সেণ্টনার, যার মধ্যে বিক্রয়সাধ্য শস্যের পরিমাণ ছিল ১২,৭০০,০০০ সেণ্টনার; ১৯৩০ সালে, সমস্ত হিসেব মতো, আমরা যৌথ খামারগুলি থেকে পাব ২৫৬,০০০,০০০ সেণ্টনার (১,৫৫০,০০০,০০০ পুড) শস্য, যার মধ্যে বিক্রয়সাধ্য শস্যের পরিমাণ ৮২,৭০০,০০০ সেণ্টনারের চেয়ে কম হবে না (৫০০,০০০,০০০ পুডের বেশি)।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের শিল্পের কোন একটি শাখাও, যা সাধারণভাবে বেশ দ্রুত হারে বিকাশলাভ করছে, আমাদের যৌথ খামারের বিকাশের অগ্রগতি যে অভূতপূর্ব হারে ঘটছে, সেই হার দেখাতে পারেনি।

এই সমস্ত সংখ্যা কি প্রকাশ করে?

সর্বপ্রথম সেগুলি প্রকাশ করে যে, তিন বছরের যৌথ খামারগুলির মোট শস্য উৎপাদন ৫০ গুণেরও বেশি বেড়েছে এবং তার বিক্রয়সাধ্য অংশ বেড়েছে ৪০ গুণেরও বেশি।

দ্বিতীয়তঃ, সেগুলি প্রকাশ করে যে, আমরা এবছর যৌথ খামারগুলি থেকে দেশের মোট বিক্রয়সাধ্য শস্য উৎপন্নের **অর্ধেকের বেশি** পাব এমন সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃতীয়তঃ, সেগুলি প্রকাশ করে যে, এখন থেকে আমাদের কৃষিকর্মের ভাগ্য এবং তার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি ব্যক্তিগত কৃষক খামারগুলি দ্বারা নির্ধারিত হবে না, নির্ধারিত হবে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির দ্বারা।

চতুর্থতঃ, তারা প্রকাশ করে যে, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নিশ্চিহ্ন করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া পুরোদমে এগিয়ে চলেছে।

সর্বশেষে, তারা প্রকাশ করে যে, দেশে ইতিমধ্যেই এমন সব অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে যা আমাদের এ কথা দৃঢ়রূপে ঘোষণা করার জন্য পুরোদস্তুর যুক্তিসমূহ সরবরাহ করে যে আমরা গ্রামাঞ্চলকে নতুন পথে, সমবায়ীকরণের

পথে মোড় ফেরাতে সাফল্য অর্জন করেছি এবং তার দ্বারা শুধু শহরগুলিতে নয়, গ্রামাঞ্চলেও সমাজতন্ত্রের সফলভাবে গঠনকে নিশ্চিত করতে পেরেছি।

১৯৩০ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের তার সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো বসন্তকালের জন্য সামাজিকীকৃত ভিত্তিতে কর্ষিত ৩০,০০০,০০০ হেক্টেয়ার পরিমাণের যৌথ খামার শস্য-এলাকার এক কর্মসূচী রচনা করে। প্রকৃতপক্ষে, ইতিমধ্যেই আমাদের ৩৬,০০০,০০০ হেক্টেয়ার শস্য-এলাকা রয়েছে। এইভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসূচীর পরিপূরণ ছাপিয়ে গেছে।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, যে-সব লোক কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে উপহাস করেছিল, তারা প্রচণ্ডভাবে নিজেদেরই উপহাসাস্পদ করে তুলেছে। এবং আমাদের পার্টির সুবিধাবাদী বাচালেরাও কি পেটি-বুর্জোয়াদের প্রাথমিক মনোভাবাপন্ন শক্তিগুলি থেকে, কি যৌথ খামার আন্দোলনের বাড়াবাড়ি থেকে কোন উপকার আহরণ করতে পারেনি।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বছরের সময়পর্বের শেষাশেষি আমাদের ২০,৬০০,০০০ হেক্টেয়ার যৌথ খামারের শস্য-এলাকা পাবার কথা। প্রকৃতপক্ষে, এ বছর ইতিমধ্যেই আমাদের রয়েছে ৩৬,০০০,০০০ হেক্টেয়ার যৌথ খামারের শস্য-এলাকা।

এর অর্থ হল, ইতিমধ্যে দু'বছরের মাঝেই যৌথ খামারের বিকাশের পাঁচসালা পরিকল্পনাকে আমরা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়তি সম্পাদন করে ফেলব।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বছরের সময়পর্বের শেষাশেষি যৌথ খামারগুলি থেকে ১৯০,৫০০,০০০ সেণ্টনার মোট শস্য উৎপন্ন পাবার কথা। প্রকৃতপক্ষে, এ বছর ইতিমধ্যেই যৌথ খামারগুলি থেকে আমরা মোট যে শস্য উৎপন্ন পেয়ে যাব তার পরিমাণ হবে ২৫৬,০০০,০০০ সেণ্টনার।

এর অর্থ হল, ইতিমধ্যে দু'বছরের মাঝেই যৌথ খামারের শস্য উৎপাদনের পাঁচসালা পরিকল্পনাকে ৩০ শতাংশের বেশি বাড়তি সম্পাদন করে ফেলব।

পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপূরণ দু'বছরেই! (হর্ষধ্বনি।)

দু'বছরের মধ্যেই যৌথ খামারের বিকাশের পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপূরণ ও বাড়তি পরিপূরণের অসম্ভাব্যতা নিয়ে সুবিধাবাদী খোশগল্পবাজেরা এখন বক্‌বক্‌ করুক।

(৬) শ্রমিক ও কৃষকদের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি

সুতরাং এটা বেরিয়ে আসে যে, শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের বৃদ্ধিশীল অগ্রগতি হল এমন একটি ঘটনা, যে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

মেহনতী জনগণের বস্তুগত অবস্থাসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কি সূচিত করে?

এটা সূচিত করে যে, তার দ্বারা শ্রমিক ও কৃষকদের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থাসমূহে একটি আমূল উন্নতির জন্য ভিত্তিসমূহ স্থাপিত হয়েছে।

কেন? কিভাবে?

প্রথমতঃ, যেহেতু, সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের অগ্রগতি, সর্বোপরি, সূচিত করে শহরে ও গ্রামে শোষক অংশসমূহের হ্রাস এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের অবনতি। এবং এর অর্থ হল এই যে, শোষকশ্রেণীসমূহের অংশ কমে যাওয়ার জন্য জাতীয় আয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের অংশ অতি অবশ্যই সুস্থিরভাবে বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু সমাজীকৃত (সমাজতান্ত্রিক) সেক্টরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় আয়ের অংশ, যা এ পর্যন্ত শোষকশ্রেণীসমূহ ও তাদের পিছনে-পিছনে ফেরা লোকদের পুষ্টিবিধানে যেত, তা এখন থেকে উৎপাদনে থেকে যেতে, উৎপাদনের সম্প্রসারণের জন্য, নতুন নতুন ফ্যাক্টরি ও মিল গড়ে তোলার জন্য, মেহনতী জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নত করার জন্য ব্যবহৃত হতে বাধ্য হবে। এবং এর অর্থ হল, শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় ও শক্তিতে বেড়ে যেতে বাধ্য হবে, বাধ্য হবে বেকারি কমে যেতে ও দূরীভূত হতে।

সর্বশেষে, যেহেতু তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুগত অবস্থায় উন্নতি ঘটে, সামাজিকীকৃত সেক্টরের অগ্রগতি আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষে যন্ত্রযোগে উৎপাদিত জিনিসপত্রের জন্য দাবির বৃদ্ধি সূচিত করে। আর এর অর্থ হল এই যে, আভ্যন্তরীণ বাজারের অগ্রগতি শিল্পের অগ্রগতিকে ছাপিয়ে যাবে এবং তাকে নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণের দিকে ঠেলে এগিয়ে নেবে।

এই সমস্ত এবং অনুরূপ ঘটনাসমূহ শ্রমিক ও কৃষকদের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থাসমূহের সুদৃঢ় উন্নতির দিকে পরিচালিত হচ্ছে।

(ক) শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত বৃদ্ধি এবং বেকারি হ্রাস নিয়ে আরম্ভ করা যাক।

১৯২৬-২৭ সালে মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যা (বেকারদের বাদ দিয়ে) ছিল ১০,৯৯০,০০০। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালে এই সংখ্যা হল—১১,৪৫৬,০০০, ১৯২৮-২৯ সালে—১১,৯৯৭,০০০ এবং ১৯২৯-৩০ সালে, তা, যে-কোন হিসেবে, ১৩,১২৯,০০০-এর কম হবে না। এদের মধ্যে কায়িক শ্রমদানকারীদের (খেতমজুর ও ঋতু অনুযায়ী কাজ-করা শ্রমিকদের সহ) সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সালে ছিল—৭,০৬৯,০০০, ১৯২৭-২৮ সালে—৭,৪০৪,০০০, ১৯২৮-২৯ সালে—৭,৭৫৮,০০০, ১৯২৯-৩০ সালে—৮,৫৩৩,০০০। অবশ্য এদের মধ্যে বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত (অফিস কর্মচারীদের বাদ দিয়ে) শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সালে ছিল—২,৪৩৯,০০০, ১৯২৭-২৮ সালে ছিল—২,৬৩২,০০০, ১৯২৮-২৯ সালে ছিল—২,৮৫৮,০০০, ১৯২৯-৩০ সালে—৩,০২৯,০০০।

এইভাবে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর একটি ক্রমান্বয়িক সংখ্যাগত বৃদ্ধির একটা চিত্র পাই; এবং যেখানে মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যা তিন বছরে ১৯.৫ শতাংশ বেড়েছে, কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েছে ২০.৭ শতাংশ, সেখানে শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েছে ২৪.২ শতাংশ।

বেকারির প্রশ্নে যাওয়া যাক। এটা অবশ্যই বলতে হবে যে এই ক্ষেত্রে শ্রম-বিষয়ক গণ-কমিশার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদ, উভয় প্রতিষ্ঠানেই একটা তালগোল পাকানো অবস্থা রয়েছে।

একদিকে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাতথ্য অনুসারে বেকার রয়েছে প্রায় দশ লক্ষ; যাদের মধ্যে যে-কোন মাত্রায় দক্ষ শ্রমিকদের অংশ হল ১৪.৩ শতাংশ, সেখানে প্রায় ৭৩ শতাংশ হল তথাকথিত বুদ্ধিগত শ্রমে নিযুক্ত এবং অদক্ষ শ্রমিক; শেষোক্তদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ হল নারী ও যুবকেরা যাদের শিল্পগত উৎপাদনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

অন্যদিকে, একই সংখ্যাতথ্য অনুযায়ী, আমরা দক্ষ শ্রমিকদের ভয়ংকর ঘাটতি থেকে ভুগছি, আমাদের লেবার একচেঞ্জসমূহ আমাদের ফ্যাক্টরিগুলির শ্রমিক-চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ মেটাতে অক্ষম এবং এজন্য আমরা বাধ্য হচ্ছি—আক্ষরিক অর্থে আমরা এমনভাবেই চলেছি—সম্পূর্ণরূপে অদক্ষ শ্রমিকদের দ্রুত ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ শ্রমিক বানিয়ে তুলতে, যাতে আমরা আমাদের ফ্যাক্টরি-গুলির অন্ততঃ সর্বনিম্ন দাবি মেটাতে পারি।

এই তালগোল পাকানো অবস্থা থেকে একটা পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করুন তো। চূড়ান্তভাবে এটা স্পষ্ট যে এই সমস্ত বেকার দিয়ে একটা রিজার্ভ বাহিনী গঠিত হয় না, আরও কম গঠিত হয় আমাদের শিল্পের বেকার-শ্রমিকদের একটা স্থায়ী বাহিনী। আচ্ছা? এমনকি শ্রম-বিষয়ক গণ-কমিশারের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়কালে গত বছরের তুলনায় বেকার সংখ্যা ৭ লক্ষের বেশি কমেছে। এর অর্থ এই যে, এ বছরের ১লা মে নাগাদ বেকারদের সংখ্যা ৪২ শতাংশের বেশি কমে গেছে।

এখানে আপনারা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের অগ্রগতির আর একটা ফল পাচ্ছেন।

(খ) শ্রেণীগুলি অনুসারে যদি জাতীয় আয়ের বণ্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিষয়টিকে পরীক্ষা করি, তাহলে আরও বেশি লক্ষণীয় ফল দেখতে পাব। শ্রেণীগুলি অনুযায়ী জাতীয় আয়ের বণ্টনের প্রশ্ন হল, শ্রমিক ও কৃষক-দের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থাসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে একটা মৌলিক প্রশ্ন। শুধুশুধুই যে জার্মানি, ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌রা এই বিষয়ের উপর তাদের 'পুরোদস্তুর বিষয়গত' পরীক্ষার ফল প্রায়ই প্রকাশ করে বুর্জোয়াদের উপকারের জন্য এই প্রশ্নটিতে তালগোল পাকায়, তা নয়।

জার্মান পরিসংখ্যান্ বোর্ডের সংখ্যাতথ্য অনুসারে, ১৯২৯ সালে জার্মানির জাতীয় আয়ে মজুরির অংশ ছিল ৭০ শতাংশ, বুর্জোয়াদের অংশ ছিল ৩০ শতাংশ। ফেডারেল ট্রেড কমিশন এবং অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় ব্যুরোর সংখ্যাতথ্য অনুযায়ী ১৯২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের অংশ ছিল ৫৪ শতাংশের বেশি এবং পুঁজিপতিদের অংশ ছিল ৪৫ শতাংশের বেশি। সর্বশেষে, অর্থনীতিবিদ্ বাউলি এবং স্ট্যাম্পের সংখ্যাতথ্য অনুযায়ী, ১৯২৪ সালে ব্রিটেনের জাতীয় আয়ে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ ছিল ৫০ শতাংশের কিছুটা কম এবং পুঁজিপতিদের অংশ ছিল ৫০ শতাংশের কিছুটা বেশি।

স্বভাবতঃই, এই সমস্ত পরীক্ষার ফল বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে না। এটা এই জন্য যে বিশুদ্ধভাবে যে অর্থনৈতিক প্রণালীর ভুলগুলির কথা বাদ দিলেও এইসব পরীক্ষায় আর এক রকমের ভুল আছে, যার উদ্দেশ্য হল অংশতঃ পুঁজিপতিদের আয়সমূহ লুকিয়ে রাখা এবং যথাসম্ভব কম করে দেখানো এবং অংশতঃ শ্রমিকশ্রেণীর আয়ের সঙ্গে আমলাদের বিরাট সব বেতন অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিকশ্রেণীর আয়সমূহ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অতিরঞ্জিত করা। এবং এটা এই

সত্য ঘটনা থেকে পৃথক যে এই সমস্ত তদন্ত প্রায় সময়েই জোতদারদের এবং সাধারণভাবে গ্রামীণ পুঁজিপতিদের আয়গুলিকে হিসেবে ধরে না।

কমরেড ভার্গা এই সমস্ত পরিসংখ্যানকে কঠিনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যা ফল পেয়েছিলেন তা নিম্নোক্তরূপ। দেখা যায় যে, শ্রমিকদের এবং সাধারণতঃ শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের, যারা অন্যদের শ্রম শোষণ করে না, তাদের জাতীয় আয়ে জার্মানিতে তাদের অংশ ছিল ৫৫ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে—৫৪ শতাংশ, ব্রিটেনে—৪৫ শতাংশ; সেখানে জার্মানিতে পুঁজিপতিদের অংশ ছিল ৪৫ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে—৪৬ শতাংশ এবং ব্রিটেনে—৫৫ শতাংশ।

বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশগুলির অবস্থা হল এরূপ।

ইউ. এস. এস. আরের অবস্থা কিরূপ?

রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের সংখ্যাতথ্য নীচে দেওয়া হল। এ থেকে দেখা যায়:

(ক) **শ্রমিক ও মেহনতী কৃষক, যারা অন্যদের শ্রম শোষণ করে না,** ১৯২৭-২৮ সালে আমাদের দেশে তাদের অংশ (শহরের ও গ্রামের মজুরি-শ্রমিকদের অংশ—৩৩·৩ শতাংশ সহ) সমগ্র জাতীয় আয়ের ৭৫·২ শতাংশ; ১৯২৮-২৯ সালে তাদের অংশ ছিল ৭৬·৫ শতাংশ (শহরের ও গ্রামের মজুরি-শ্রমিকদের অংশ—৩৩·২ শতাংশ সহ); ১৯২৯-৩০ সালে তা ছিল ৭৭·১ শতাংশ (শহরের ও গ্রামের মজুরি-শ্রমিকদের অংশ—৩৩·৫ শতাংশ সহ)।

(খ) **কুলাক ও শহরের পুঁজিপতিদের** অংশ ১৯২৭-২৮ সালে ছিল ৮·১ শতাংশ; ১৯২৮-২৯ সালে—৬·৫ শতাংশ; ১৯২৯-৩০ সালে—১·৮ শতাংশ।

(গ) **কারিগররা,** যাদের অধিকাংশই হল মেহনতী মানুষ, তাদের অংশ ১৯২৭-২৮ সালে ছিল ৬·৫ শতাংশ, ১৯২৮-২৯ সালে—৫·৪ শতাংশ, ১৯২৯-৩০ সালে—৪·৪ শতাংশ।

(ঘ) **রাষ্ট্রীয় সেক্টর,** যার আয় হল শ্রমিকশ্রেণী এবং সাধারণভাবে মেহনতী জনগণের আয়, তার অংশ ১৯২৭-২৮ সালে ছিল—৮·৪ শতাংশ; ১৯২৮-২৯ সালে—১০ শতাংশ; ১৯২৯-৩০ সালে—১৫·২ শতাংশ।

(ঙ) সর্বশেষে, তথাকথিত **বিবিধ** (অর্থাৎ পেনসন)-এর অংশ ১৯২৭-২৮ সালে ছিল—১·৮ শতাংশ; ১৯২৮-২৯ সালে—১·৬ শতাংশ; ১৯২৯-৩০ সালে—১·৫ শতাংশ।

এইভাবে, এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, যেখানে **শিল্পে অগ্রসর পুঁজি-বাদী দেশগুলিতে জাতীয় আয়ে শোষকশ্রেণীসমূহের অংশ হল** প্রায় ৫০ শতাংশ, এমনকি তারচেয়ে বেশি, সেখানে ইউ. এস. এস. আরে **জাতীয় শোষকশ্রেণীসমূহের অংশ** ২ শতাংশের **বেশি নয়।**

যথাযথভাবে বলতে গেলে এর দ্বারাই লক্ষণীয় ঘটনাটি ব্যাখ্যাত হয় যে ১৯২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে—মার্কিন বুর্জোয়া লেখক **ডেনির** বক্তব্য অনুযায়ী—'স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকদের এক শতাংশ সমগ্র ধনদৌলতের ৫৯ শতাংশের মালিক ছিল' এবং ব্রিটেনে ১৯২১-২২ সালে, সেই একই **ডেনির** বক্তব্য অনুযায়ী, 'দুই শতাংশের কম সংখ্যক মালিকদের দখলে সমগ্র ধন-দৌলতের ৬৪ শতাংশ ছিল'। (**ডেনির** পুস্তক, **আমেরিকা ব্রিটেনকে জয় করছে** দেখুন)।

আমাদের দেশ, সোভিয়েতসমূহের দেশ, ইউ. এস. এস. আরে এরূপ কোন জিনিস কি ঘটতে পারে? সুস্পষ্টভাবে, পারে না। বহুদিন ধরে এই ধরনের কোন 'মালিক' ইউ. এস. এস. আরে নেই, অথবা থাকতেও পারে না।

কিন্তু যদি ১৯২৯-৩০ সালে ইউ এস এস আরে জাতীয় আয়ের প্রায় দুই শতাংশ শোষকশ্রেণীসমূহের ভাগে পড়ে, তাহলে অবশিষ্ট জাতীয় আয়ের বেশির ভাগের বেলায় কি ঘটে?

সুস্পষ্টতঃ, তা থেকে যায় শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের হাতে।

এখানেই রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের বিরাট ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক সাধারণের মধ্যে সোভিয়েত শাসনের শক্তি ও মর্যাদার উৎস।

এখানেই রয়েছে ইউ. এস এস আরের শ্রমিক ও কৃষকদের বস্তুগত কল্যাণে সুসম্বদ্ধ উন্নতির ভিত্তি।

(৮) এই সমস্ত নির্ধারক তথ্যগুলির আলোকে, শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির নিয়মাবদ্ধ বৃদ্ধি, শ্রমিকদের সামাজিক বীমা বাজেটে বৃদ্ধি, গরিব- ও মধ্য-চাষাদের খামারে বর্ধিত সাহায্য, শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থাসমূহের উন্নতিসাধনের জন্য, এবং মায়েদের ও শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য বর্ধিত অর্থের বণ্টন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়, এবং এর ফলেই উপলব্ধি করা যায় ইউ. এস. এস. আরের জনসমষ্টির বৃদ্ধিশীল অগ্রগতি, এবং মৃত্যুর হারে, বিশেষ করে শিশুমৃত্যুর হারে হ্রাসপ্রাপ্তি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটা জানা যে, সামাজিক বীমা এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার

অবস্থাসমূহের উন্নতিসাধনের জন্য তহবিলে লাভ থেকে অর্থবণ্টন সহ শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বেড়ে প্রাক্-যুদ্ধ স্তরের ১৬৭ শতাংশে উঠেছে। গত বছরে একমাত্র সামাজিক বীমা বাজেটই ১৯২৭-২৮ সালের ৯৮০,০০০,০০০ রুবল থেকে বেড়ে ১৯২৯-৩০ সালে ১,৪০০,০০০,০০০ রুবলে উঠেছে। গত তিন বছরে (১৯২৭-২৮—১৯২৯-৩০) মায়েদের ও শিশুদের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে খরচ হয়েছিল ৪৯৪,০০০,০০০ রুবল। একই সময়পর্বে প্রাক-স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে (কিণ্ডার-গার্টেন, খেলার মাঠ ইত্যাদি) খরচ হয়েছিল ২০৪,০০০,০০০ রুবল। শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যাপারে খরচ হয়েছিল ১,৮৮০,০০০, ০০ রুবল।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রকৃত মজুরিতে গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, এবং প্রকৃত মজুরি উচ্চতর স্তরে উঠানো যেত না। এটা যদি করা না হয়ে থাকে, তার কারণ হল সাধারণভাবে আমাদের সরবরাহ-সংগঠনগুলিতে আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব এবং প্রধানতঃ ও বিশেষভাবে ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের সমবায়সমূহে আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব। রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের সংখ্যাতথ্য অনুসারে ১৯২৯-৩০ সালে পাইকারী ব্যবসায়ের ৯৯ শতাংশের বেশি এবং খুচরা ব্যবসায়ের ৮৯ শতাংশের বেশি আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সামাজিকীকৃত সেক্টরের অধীন ছিল। এর অর্থ হল, সমবায়গুলি সুসম্বদ্ধভাবে ব্যক্তিগত সেক্টরকে উচ্ছেদ করছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া হচ্ছে। নিশ্চিতরূপে, তা ভালই। কিন্তু যা খারাপ তা হল, কতকগুলি ক্ষেত্রে এই একচেটিয়া অবস্থান ভোগ্যপণ্য ব্যবহার-কারীদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকরভাবে কাজ করছে। দেখা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের যে একচেটিয়া অবস্থান রয়েছে তা সত্ত্বেও, সমবায়গুলি শ্রমিকদের অধিকতর 'লাভজনক' জিনিসপত্র যেগুলি থেকে উচ্চতর মুনাফা অর্জিত হয় (চুলের ফিতা, কাটা ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস প্রভৃতি), সেগুলি সরবরাহ করতে পছন্দ করে এবং তাদের কম 'লাভজনক' জিনিসপত্র সরবরাহ-করা এড়িয়ে যায়, যদিও সেগুলি শ্রমিকদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় (কৃষিজাত পণ্য)। ফলে, কৃষিজাত পণ্যের জন্য তাদের প্রয়োজনসমূহের প্রায় ২৫ শতাংশ বেসরকারী বাজারে অধিকতর মূল্য দিয়ে শ্রমিকদের চরিতার্থ করতে হয়। এটি এই ঘটনা থেকে পৃথক যে, সমবায় হাতিয়ারটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উদ্বৃত্ত অংশের জন্য উদ্বিগ্ন এবং সেই জন্য পরিচালনকারী কেন্দ্রসমূহের সুনিশ্চিত নির্দেশ সত্ত্বেও খুচরো দর কমাতে অনিচ্ছুক। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত

বেরিয়ে আসে যে, এই ক্ষেত্রে সমবায়গুলি সমাজতান্ত্রিক সেক্টর হিসেবে কাজ করে না, কাজ করে একটা বিশেষ সেক্টর হিসেবে যা একরকমের নেপম্যান মনোভাবে সংক্রামিত। প্রশ্ন হল, এ ধরনের সমবায়ের প্রয়োজন আছে কি এবং তারা যদি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি ঐকান্তিকভাবে বাড়াবার কাজ সম্পাদন না করে, তাহলে শ্রমিকেরা সমবায়গুলির একচেটিয়া অবস্থান থেকে কি উপকার লাভ করে?

এ সত্ত্বেও, যদি আমাদের দেশে প্রকৃত মজুরি বছর থেকে বছরে সুস্থিরভাবে বাড়তে থাকে, তাহলে তার অর্থ হল এই যে, আমাদের সামাজিক প্রথা, জাতীয় আয়ের বণ্টন সম্পর্কে আমাদের প্রথা এবং আমাদের সমগ্র মজুরি নীতি এমন যে তারা সমবায়গুলি থেকে উদ্ভুত সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি প্রতিরোধ এবং তাদের কৃত ক্ষতি পূরণ করতে সক্ষম।

যদি এই ঘটনার সাথে আরও কতকগুলি উপাদান যোগ করা যায়—যেমন, জনসাধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার ভূমিকার সম্প্রসারণ, শ্রমিকদের জন্য নিম্নতর বাড়িভাড়া, শ্রমিকদের ও শ্রমিকদের শিশুদের জন্য প্রভূত সংখ্যক বৃত্তি, সাংস্কৃতিক সেবা ইত্যাদি—সে-ক্ষেত্রে আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে আমাদের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান যা সূচিত করে, শ্রমিকদের মজুরির শতকরা বৃদ্ধি তার তুলনায় অনেক বেশি।

এইগুলি একত্রে ধরে এবং তার সাথে যোগ দিন, ৮৩০,০০০-এর বেশি শিল্প-শ্রমিকদের (৩৩.৫ শতাংশ) জন্য সাত ঘণ্টা কাজের দিনের প্রবর্তন, ১৫ লক্ষের বেশি শিল্প-শ্রমিকদের (৬৩.৪ শতাংশ) জন্য সপ্তাহে পাঁচ দিনের কাজের প্রবর্তন, এবং শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামনিবাস, স্বাস্থ্যনিবাস ও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আবাসসমূহের বিস্তৃত জাল—এগুলিতে গত তিন বছরে ১,৭০০,০০০ জন শ্রমিক গেছেন—এই সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর জন্য কাজ ও জীবনযাত্রা নির্বাহের এমন সব অবস্থা সৃষ্টি করে যা আমাদের সক্ষম করে শ্রমিকদের এক নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে যারা হবে স্বাস্থ্যবান ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন, সোভিয়েত দেশের ক্ষমতা যথাযথ স্তরে উন্নীত করতে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের জীবন দিয়ে সোভিয়েত দেশকে রক্ষা করতে তারা সক্ষম। (**হর্ষধ্বনি।**)

ব্যক্তিগত এবং যৌথ খামার, উভয়ের কৃষকদের সাহায্য দেবার ব্যাপারে এবং গরিব কৃষকদেরও সাহায্য দেবার বিষয়টি মনে রেখে, গত তিন বছরে (১৯২৭-২৮—১৯২৯-৩০) এই সাহায্যদানের পরিমাণ ৪,০০০,০০০,০০০-এর

চেয়ে কম কবল ছিল না ; রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে ঋণ এবং প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবার আকারে এই সাহায্যদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। যেমন জানা আছে, গত তিন বছরে শুধুমাত্র বীজের আকারে কৃষকদের যে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে তার পরিমাণ ১৫৪,০০০,০০০ পুডের কম হবে না।

এটা কিছু বিস্ময়কর নয় যে, আমাদের দেশের শ্রমিকেরা মোটের উপর বেশ ভালভাবেই জীবনযাপন করছেন, বিস্ময়কর নয় যে সাধারণ মৃত্যুর হার ৩৬ শতাংশ এবং শিশুমৃত্যুর হার প্রাক্ যুদ্ধ পর্যায়ের তুলনায় ৪২·৫ শতাংশ কমে গেছে এবং সেই সময়ে আমাদের দেশের লোকসংখ্যার ক্ষেত্রে বাৎসরিক বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ। (**হর্ষধ্বনি।**).

শ্রমিক ও কৃষকদের সাংস্কৃতির অবস্থাসমূহের ব্যাপারেও—এই ক্ষেত্রেও আমরা কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেছি, যদিও তা কোন অবস্থাতেই আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, কেননা সেগুলি এখনো খুবই ক্ষুদ্র। শ্রমিকদের সমস্ত রকমের ক্লাব, গ্রামীণ পাঠগৃহ, লাইব্রেরি এবং নিরক্ষরতা বিলোপ করার ক্লাস-সমূহ, যেগুলিতে এখন ১০,৫০০,০০০ লোক যোগদান করছে, এইসব হিসেবের বাইরে রেখে, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির পরিস্থিতি নিম্নরূপ। এই বছর ১১,৬৩৮,০০০ জন ছাত্র প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পড়াশুনা করছে ; মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে—১,৯৪৫,০০০ জন ছাত্র, শিল্প সংক্রান্ত এবং প্রযুক্তি-বিদ্যা, পরিবহন ও কৃষি সংক্রান্ত স্কুলগুলিতে এবং সাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের ট্রেনিং দেবার জন্য ক্লাসগুলিতে—৩৩৩,০০০ ; মাধ্যমিক প্রযুক্তিবিদ্যা এবং তুল্য বৃত্তির স্কুলগুলিতে—২৩৮,৭০০, সাধারণ ও প্রযুক্তির কলেজগুলিতে —১৯০,৪০০। এই সমস্ত আমাদের সক্ষম করেছে ইউ. এস. এস. আরে জনসমষ্টির ৬২·৫ শতাংশে সাক্ষরতা বাড়িয়ে তুলতে, প্রাক্-যুদ্ধকালে যেখানে সাক্ষরতা ছিল ৩৩ শতাংশ।

এখন মুখ্য জিনিস হল সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আমি 'মুখ্য' জিনিস বলছি এইজন্য যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে এটি হবে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ। এবং এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্পর্কে আর দেরী করা চলে না, কেননা ইউ. এস. এস. আরের সমস্ত অঞ্চলে বাধ্যতামূলক, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যা কিছু প্রয়োজন আমাদের এখন তা সবই আছে।

এ পর্যন্ত 'ভারি শিল্প রক্ষা করা, ও পুনরুজ্জীবিত করার' জন্য আমরা

'সমস্ত বিষয়ে, এমনকি স্কুলগুলিতেও মিতব্যয়িতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি' (লেনিন)। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়পর্বে আমরা ইতিমধ্যেই ভারি শিল্প পুনরুজ্জীবিত করেছি এবং তাকে আরও বিবর্ধিত করছি। সুতরাং সময় এসে গেছে যখন আমাদের অতি অবশ্যই সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পুরোপুরি অর্জন করার কাজ আরম্ভ করতে হবে।

আমি মনে করি কংগ্রেস ঠিক কাজই করবে যদি তা এই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (হর্ষধ্বনি।)

(৭) অগ্রগতির অসুবিধাসমূহ, শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সমস্ত ফ্রন্ট বরাবর সমাজতন্ত্রের আক্রমণ

আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বিকশিত করার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে আমি বলেছি। শিল্পে, কৃষিতে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে আমি আমাদের সাফল্যগুলি সম্পর্কে বলেছি। সর্বশেষে, শ্রমিক ও কৃষকদের বস্তুগত অবস্থাসমূহ উন্নত করার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলির কথাও বলেছি।

কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে আমরা এই সমস্ত অর্জন করেছি 'সহজে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে', বলতে গেলে আপনা থেকেই, কঠোর অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়াই, সংগ্রাম এবং অশান্তি ব্যতিরেকেই। এরকম সাফল্যলাভ আপনা থেকে ঘটে না। বস্তুতঃ, অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম এবং অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা এই সমস্ত সাফল্য অর্জন করেছিলাম।

আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই অসুবিধার কথা বলে, কিন্তু প্রত্যেকেই এই সমস্ত অসুবিধাগুলির চরিত্র উপলব্ধি করে না। এবং তবুও, অসুবিধাগুলির সমস্যা আমাদের কাছে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের অসুবিধাগুলির বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ কি, কি কি শত্রুতাপূর্ণ শক্তিসমূহ তাদের আড়ালে লুক্কায়িত আছে, আর কিভাবেই-বা আমরা সেগুলিকে কাটিয়ে উঠছি?

(ক) আমাদের অসুবিধাগুলির চরিত্র বর্ণনা করার সময় আমাদের অতি অবশ্যই নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি মনে রাখতে হবে।

সর্বপ্রথম, আমাদের অতি অবশ্যই এই ঘটনা বিবেচনার বিষয়ীভূত করতে

হবে যে আমাদের বর্তমান অসুবিধাগুলি হল **পুনর্গঠনের** সময়পর্বের অসুবিধা। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে, আমাদের অর্থনীতির **পুনরুজ্জীবনের** সময়পর্বের অসুবিধাগুলি থেকে তাদের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। যেখানে পুনরুজ্জীবনের সময়পর্বে বিষয়টা ছিল পুরানো ফ্যাক্টরিগুলি চালু রাখার এবং কৃষিকর্মের পুরানো ভিত্তিতে তাকে সাহায্য করার, সেখানে আজ বিষয়টি হল শিল্প ও কৃষিকে মূলগতভাবে গড়ে তোলার, নতুন করে গঠন করার, তাদের প্রযুক্তিগত ভিত্তি বদল করে এবং তাদের আধুনিক প্রযুক্তিগত সাজসজ্জা জোগান দিয়ে। তার অর্থ হল এই যে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র প্রযুক্তিগত ভিত্তি নতুন করে গঠন করার কর্তব্যকাজ আমাদের সামনে সমুপস্থিত। এবং এটা দাবি করে জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন নতুন, আরও মোটা রকমের বিনিয়োগসমূহ, নতুন নতুন এবং অধিকতর অভিজ্ঞ ক্যাডার-বর্গ, যারা নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করতে এবং তাকে আরও বিকশিত করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের অবশ্যই এই ঘটনা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন তার প্রযুক্তিগত ভিত্তিকে গড়ে তোলায় সীমাবদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে, এর সমান্তরালে, তা সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক-সমূহ নতুন করে গঠনের দাবি করে। এখানে আমার মনে রয়েছে, প্রধানতঃ, কৃষিকর্মের কথা। শিল্প ইতিমধ্যেই ঐক্যবদ্ধ এবং সামাজিকীকৃত, তাতে এর মাঝেই, মোটের উপর, প্রযুক্তিগত পুনর্গঠনের একটা তৈরী সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে। এখানে পুনর্গঠনের কর্তব্যকাজ হল, শিল্প থেকে পুঁজিবাদী অংশগুলিকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। কৃষিকার্যে বিষয়টি এত সহজ নয়। অবশ্যই, কৃষির প্রযুক্তিগত ভিত্তির পুনর্গঠন একই লক্ষ্যসমূহ অনুসরণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষির বিশেষভাবে নির্দিষ্ট লক্ষণ হল, ক্ষুদ্র চাষীর চাষাবাদ এখনো তাতে প্রাধান্যপূর্ণ রয়েছে; ক্ষুদ্র চাষাবাদ নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করতে অক্ষম এবং সেজন্য, একই সঙ্গে পুরানো সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রথা নতুন করে গড়ে না তুলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত খামারগুলিকে বৃহৎ যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ না করে, কৃষিতে পুঁজিবাদের শিকড়সমূহ উৎপাটিত না করে কৃষির প্রযুক্তিগত ভিত্তি নতুন করে গড়ে তোলা অসম্ভব।

স্বভাবতঃই, এই সমস্ত আমাদের অসুবিধাসমূহকে জটিল না করে পারে না,

জটিল না করে পারে না এই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে আমাদের কাজকর্মকে।

তৃতীয়তঃ, আমাদের এই ঘটনা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু জাতীয় অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য আমাদের কাজ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ ভেঙে ফেলে এবং পুরানো জগতের সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে, সেহেতু তা এই সমস্ত শক্তির প্রতিরোধকে জাগিয়ে না তুলে পারে না। আপনারা জানেন, ঘটনা এরূপই। আমাদের শিল্পের সমস্ত শাখায় **বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের** শীর্ষ স্তর কর্তৃক বিদেশ প্রণোদিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, গ্রামাঞ্চলে চাষাবাদের যৌথ ধরনসমূহের বিরুদ্ধে **কুলাকদের** বর্বরোচিত সংগ্রাম, রাষ্ট্রযন্ত্রে **আমলাতান্ত্রিক অংশসমূহ,** যারা আমাদের শ্রেণী-শত্রুর দালাল, তাদের দ্বারা সোভিয়েত সরকারের ব্যবস্থাসমূহে অন্তর্ঘাতমূলক কাযকলাপ—এপর্যন্ত, এরূপই হল আমাদের দেশের ধ্বংসোন্মুখ শ্রেণীসমূহের প্রতিরোধের প্রধান রূপ। স্পষ্টতঃ, এই সমস্ত ঘটনা জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনে আমাদের কার্জকর্মকে সহজতর করতে পারে না।

চতুর্থতঃ, আমাদের এই ঘটনা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশে ধ্বংসোন্মুখ শ্রেণীসমূহের প্রতিরোধ বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতায় ঘটছে না, তা সমর্থন পাচ্ছে পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর। পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীকে অতি অবশ্যই শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক ধারণা হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে না। পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর অর্থ হল এই যে, ইউ. এস. এস. আর শত্রুমনোভাবাপন্ন শ্রেণীশক্তিগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা নৈতিকভাবে, বস্তুগতভাবে, আর্থিক অবরোধের দ্বারা এবং, সুযোগ ঘটলে তারা হস্তক্ষেপ দ্বারা ইউ. এস. এস. আরের অভ্যন্তরে আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের সমর্থন করতে প্রস্তুত। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের বিশেষজ্ঞদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, কুলাকদের সোভিয়েত-বিরোধী কার্যাবলী, এবং আমাদের ফ্যাক্টরি ও স্থাপিত সংস্থা এবং বস্তুসমূহে অগ্নিপ্রদান ও বিস্ফোরণ বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুপ্রাণিত। ইউ. এস. এস. আর দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়াক এবং শিল্পে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলুক ও ছাপিয়ে যাক, এতে সাম্রাজ্যবাদী জগৎ আগ্রহী নয়। এর জন্য, তা ইউ. এস. এস. আরের পুরানো জগতের শক্তিসমূহকে সাহায্য দান করে। স্বভাবতঃই, এই ঘটনাও আমাদের পুনর্গঠনের কাজকে সহজতর করার উপযোগী হয় না।

কিন্তু আমরা যদি আর একটা ঘটনা স্মরণে না রাখি, তাহলে আমাদের অসুবিধাগুলির চরিত্র বর্ণনা সম্পূর্ণ হবে না। আমি আমাদের অসুবিধাগুলির বিশেষ চরিত্র উল্লেখ করছি। আমি এই ঘটনার উল্লেখ করছি যে আমাদের অসুবিধাগুলি **অবনতি** অথবা **নিশ্চল অবস্থার** অসুবিধা নয়, সেগুলি হল **জায়মানতা, ঊর্ধ্বমুখিতা ও অগ্রগতির** অসুবিধা। এর অর্থ হল, আমাদের অসুবিধাগুলি পুঁজিবাদী দেশগুলি যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেগুলি থেকে পৃথক। যখন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা অসুবিধার কথা বলে, তখন তাদের মনে থাকে **অবনতিজনিত** অসুবিধাসমূহের কথা, কেননা আমেরিকা এখন একটি সংকট, অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবনতির ভিতর দিয়ে চলেছে। যখন ব্রিটেনের লোকেরা অসুবিধার কথা বলে, তখন তাদের মনে থাকে **নিশ্চল-অবস্থাজনিত** অসুবিধাগুলির কথা, কেননা ব্রিটেন ইতিমধ্যেই কয়েক বছর ধরে নিশ্চল অবস্থা অর্থাৎ অগ্রগতির বিরতি ভোগ করছে। কিন্তু আমরা যখন আমাদের অসুবিধাগুলির কথা বলি, তখন আমাদের মনে অবনতি অথবা বিকাশের ক্ষেত্রে নিশ্চল অবস্থার কথা থাকে না, আমাদের মনে থাকে আমাদের শক্তিসমূহের **জায়মানতা**, তাদের **ঊর্ধ্বমুখিতা**, আমাদের অর্থনীতির **অগ্রগতির** কথা। একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আমরা **আরও** কত পয়েন্ট **অগ্রসর হব**? আরও কত শতাংশ **বেশি** জিনিসপত্র আমরা উৎপাদন করব? আরও কত লক্ষ **বেশি** হেক্টেয়ারে আমরা বীজ বপন করব? আরও কত সংখ্যক মাস **আগে** আমরা একটি ফ্যাক্টরি, একটি মিল বা একটি রেলওয়ে নির্মাণ করব?—যখন আমরা অসুবিধাগুলির কথা বলি তখন এই ধরনের সব প্রশ্নই আমাদের মনে থাকে। সেইহেতু, ধরুন, আমেরিকা বা ব্রিটেন যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়, সেগুলির বৈসাদৃশ্যে আমাদের অসুবিধাগুলি হল **জায়মানতাজনিত** অসুবিধা, **অগ্রগতিজনিত** অসুবিধা।

এটা কি সূচিত করে? এটা এই-ই সূচিত করে যে আমাদের অসুবিধাগুলি হল এরূপ **যাদের নিজেদের মধ্যেই তাদের কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে**। এটা সূচিত করে যে, আমাদের অসুবিধাগুলির বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ হল এই যে, **তারা নিজেরাই তাদের কাটিয়ে উঠবার ভিত্তি আমাদের দেয়।**

এসব থেকে কি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে?

সর্বপ্রথম, এসব থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে আমাদের অসুবিধা-

গুলি গৌণ ও আকস্মিক 'বিশৃংখলাসমূহ'জনিত অসুবিধা নয়, সেগুলি হল শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত অসুবিধা।

দ্বিতীয়তঃ, এসব থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, আমাদের অসুবিধাগুলির পিছনে আমাদের শ্রেণী-শত্রুরা লুক্কায়িত আছে এবং আমাদের দেশের ধ্বংসোন্মুখ শ্রেণীসমূহের বেপরোয়া প্রতিরোধ, এই শ্রেণীগুলি বিদেশ থেকে যে সাহায্য পায়, তা, আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানসমূহে আমলাতান্ত্রিক লোকজনের অস্তিত্ব এবং আমাদের পার্টির কতকগুলি অংশের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব ও রক্ষণশীলতার অস্তিত্ব আমাদের এই সমস্ত অসুবিধাকে জটিলতর করে তোলে।

তৃতীয়তঃ, এসব থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, এই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন পুঁজিবাদী অংশগুলির আক্রমণ প্রতিহত করা, তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা এবং তার দ্বারা দ্রুত অগ্রগতির জন্য পথ পরিষ্কার করা।

সর্বশেষে, এসব থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, আমাদের অসুবিধাগুলি জায়মানতার অসুবিধা হওয়ায় তাদের চরিত্রই আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের চূর্ণ করার জন্য যে সম্ভাবনাগুলি আমাদের প্রয়োজন, সেগুলি সৃষ্টি করে।

কিন্তু এই সমস্ত সম্ভাবনার সুবিধা গ্রহণ করা, সেগুলিকে বাস্তবে পরিণত করা, আমাদের শ্রেণী-শত্রুদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা এবং অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় আছে, এবং তা হল, সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর পুঁজিবাদী অংশসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করা এবং আমাদের নিজেদের কর্মীসারিতে যে সুবিধাবাদী অংশগুলি এই আক্রমণকে বাধা দিচ্ছে, যারা আতংকে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে এবং বিজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে পার্টিতে সন্দেহের বীজ বপন করছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা।

আর কোন উপায় নেই।

কেবলমাত্র যেসব লোকজনের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে তারা বুখারিনের এই ছেলেমানুষী সূত্র যে, পুঁজিবাদী অংশসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবে, তাতে আস্থা স্থাপন করে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে বিকাশ বুখারিনের সূত্র অনুসারে অগ্রসর হয়নি, হচ্ছেও না। বিকাশ অগ্রসর হয়েছে এবং হচ্ছেও লেনিনের এই সূত্র অনুসারে—'কে কাকে হারাবে'। হয় আমরা তাদের—শোষকদের—পরাজিত ও চূর্ণ করব, নয় তারা

আমাদের—ইউ. এস. এস. আরের শ্রমিক ও কৃষকদের—পরাজিত ও চূর্ণ করবে—প্রশ্নটি এইভাবেই দাঁড়াচ্ছে, কমরেডগণ।

সুতরাং, **সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর সমাজতন্ত্রের আক্রমণকে সংগঠিত করা**—এটাই হল কর্তব্যকাজ, যা **সমগ্র** জাতীয় অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলার আমাদের কাজকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে উঠেছিল।

আমাদের দেশে পুঁজিবাদী অংশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করার বিষয়ে ঠিক এইভাবে পার্টি তার নির্দিষ্ট কাজকে ব্যাখ্যা করেছিল।

(খ) কিন্তু **নেপের** অবস্থাসমূহের অধীনে আক্রমণ, সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর আক্রমণ কি অনুমোদনীয়?

কেউ কেউ মনে করে, আক্রমণ **নেপের** সঙ্গে বেমানান, মনে করে **নেপ** মূলতঃ একটি পশ্চাদপসরণ এবং যেহেতু পশ্চাদপসরণের অবসান ঘটেছে, সেহেতু **নেপকে** অতি অবশ্যই বিলোপ করতে হবে। এটা হল বোকামির কথা। এই বোকামি উদ্ভূত হয়, হয় ট্রট্স্কিপন্থীদের কাছ থেকে যারা লেনিনবাদ সম্পর্কে কখনো কিছু বোঝেন এবং যারা মুহূর্তের মধ্যে **নেপকে** 'বিলোপ' করার কথা চিন্তা করে, অথবা উদ্ভূত হয় দক্ষিণপন্থীদের কাছ থেকে, যারাও লেনিনবাদ সম্পর্কে কখনো কিছু বোঝেনি এবং '**নেপকে** বিলোপ করার হুমকি দেওয়া' সম্পর্কে বক্‌বক্ করে আক্রমণ পরিত্যাগ করার অবস্থা অর্জন করার ব্যবস্থা করতে পারে। **নেপ** যদি পশ্চাদপসরণ ছাড়া কিছু না হত, তাহলে আমরা যখন সর্বাধিক দৃঢ়তার সঙ্গে **নেপকে** বাস্তবায়িত করছিলাম, তখন পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লেনিন বলতেন না, 'পশ্চাদপসরণের অবসান ঘটেছে'। যখন লেনিন বললেন যে পশ্চাদপসরণের অবসান ঘটেছে, তখন কি তিনি এটাও বলেননি যে, আমরা **নেপকে** 'আন্তরিকতার সঙ্গে এবং বহুদিন ধরে' সম্পাদন করার কথা ভাবছিলাম? **নেপ** আক্রমণের সাথে বেমানান, এই কথাবার্তার চরম অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করার পক্ষে এই প্রশ্নটি উপস্থাপিত করাই যথেষ্ট। সত্যসত্যই একটি পশ্চাদপসরণ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবনের, পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের অনুমতিদান এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা নিশ্চিত করা (**নেপের** প্রারম্ভিক পর্যায়) **নেপ** শুধু পূর্বাহ্ণেই মেনে নেয় না। **নেপ** পূর্বাহ্ণে এগুলিও মেনে নেয়—বিকাশের কোন এক স্তরে, পুঁজিবাদী অংশগুলির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের **আক্রমণ**, ব্যক্তিগত

ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রের **সংকোচন**, পুঁজিবাদের আপেক্ষিক ও পুরোদস্তুর হ্রাস, অ-সামাজিকীকৃত সেক্টরের উপর সামাজিকীকৃত সেক্টরের ক্রমবর্ধমান প্রভাবাধিক্য, পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের বিজয় (**নেপের** বর্তমান পর্যায়)। পুঁজিবাদী অংশসমূহের উপর সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভকে নিশ্চিত করার জন্য **নেপ** প্রবর্তিত হয়েছিল। সমগ্র ফ্রণ্টে আক্রমণে অতিক্রান্ত হবার সময়, আমরা এখানো **নেপকে** বিলোপ করছি না, কেননা ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পুঁজিবাদী অংশসমূহ এখানো বর্তমান, 'অবাধ' বাণিজ্য এখনো বর্তমান—কিন্তু আমরা **নেপের** প্রারম্ভিক পর্যায় নিশ্চিতরূপে বিলোপ করছি, সঙ্গে সঙ্গে তার পরবর্তী পর্যায়, বর্তমান পর্যায় বিকশিত করছি ; এটি হল **নেপের** শেষতম পর্যায়।

নেপ প্রবর্তনের এক বছর পর লেনিন যা বলেছিলেন তা হল এই :

> 'আমরা এখন পশ্চাদপসরণ করছি, যেন প্রত্যাবর্তন করছি ; কিন্তু আমরা এটা করছি যাতে, প্রথমে পশ্চাদপসরণ করে, পরে দৌড় দিয়ে আগের দিকে আরও জোরদার লাফ দিতে পারি। একমাত্র এই শর্তেই আমাদের নয়া অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা পশ্চাদপসরণ করেছিলাম। আমরা এখনো জানি না, আমাদের পশ্চাদপসরণের পর একটি দৃঢ়তম অগ্রগতি আরম্ভ করার জন্য কোথায় এবং কিভাবে এখন আমাদের শক্তিসমূহকে অতি অবশ্যই আমাদের পুনরায় দলবদ্ধ, সুসজ্জিত এবং সংগঠিত করতে হবে। যথাযথ বিন্যাসে এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য আমাদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবার আগে—যেমন প্রবাদে আছে—আমাদের দশবার নয়, একশত বার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে' (২৭তম খণ্ড)।

মনে হবে, বক্তব্য পরিষ্কার।

কিন্তু প্রশ্ন হল : আক্রমণে অতিক্রান্ত হবার সময় ইতিমধ্যেই এসে গেছে কী ? আক্রমণের মুহূর্ত পরিপক্ব হয়েছে কী ?

সেই একই বছর, ১৯২২ সালে, লেনিন আর একটি অনুচ্ছেদে বলেন যে, প্রয়োজন হল :

> 'কৃষক সাধারণের সঙ্গে, সাধারণ স্তরের মেহনতী কৃষকদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া এবং আগের দিকে চলা শুরু করা, অপরিমেয়ভাবে, অন্তহীন-

তার সঙ্গে, আমরা যা কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে মন্থরগতিতে, কিন্তু এমনভাবে যেন সমগ্র জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের সঙ্গে আগের দিকে চলতে থাকবে'…'আমরা যদি তা করি, তাহলে যথাকালে আমাদের অগ্রগতি এমন ত্বরান্বিত হবে, যা আমরা এখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি না' (২৭তম খণ্ড)।

সুতরাং একই প্রশ্ন ওঠে: প্রগতির এরূপ দ্রুতশীলতার জন্য আমাদের বিকাশের হার ত্বরান্বিত করার জন্য সময় কি ইতিমধ্যেই এসে গেছে? ১৯২৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সমস্ত ফ্রন্ট বরাবর চূড়ান্ত আক্রমণে অতিক্রান্ত হবার সঠিক মুহূর্ত কি আমরা বেছে নিয়েছিলাম?

এই প্রশ্নের একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জবাব পার্টি ইতিমধ্যেই দিয়েছে।

হাঁ, সেই মুহূর্ত ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

হাঁ, সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর আক্রমণে যাবার সঠিক মুহূর্ত পার্টি বেছে নিয়েছিল।

এটা প্রমাণিত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতার দ্বারা, প্রমাণিত হচ্ছে বিরাট ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণের মধ্যে পার্টির মর্যাদার অভূতপূর্ব বৃদ্ধির দ্বারা।

এটা প্রমাণিত হচ্ছে ব্যাপক গরিব ও মাঝারি কৃষক সাধারণের ক্রমবর্ধমান কর্মতৎপরতার দ্বারা, প্রমাণিত হচ্ছে যৌথ খামারের বিকাশের অভিমুখে সম্পূর্ণরূপে মোড় ফেরার দ্বারা।

এটা প্রমাণিত হচ্ছে শিল্প এবং রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার, উভয় ক্ষেত্রে বিকাশে আমাদের সাফল্যের দ্বারা।

এটা এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুলাকদের উৎপাদনের বদলে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের উৎপাদন শুধু প্রতিস্থাপন করা নয়, প্রথমোক্তটিকে কয়েকগুণ ছাপিয়ে যেতেও আমরা সক্ষম।

এটা এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনের কেন্দ্র স্থানান্তরিত করে, শস্য-সমস্যা সমাধান করতে এবং সুনির্দিষ্ট শস্য রিজার্ভ বৃদ্ধি করতে আমরা ইতিমধ্যেই মোটের উপর সফল হয়েছি।

এখানেই প্রমাণ রয়েছে যে, সমগ্র ফ্রন্টে আক্রমণে যাবার এবং শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার শ্লোগান ঘোষণা করার সঠিক মুহূর্তই পার্টি বেছে নিয়েছিল।

কি ঘটত, যদি আমরা বুখারিন গোষ্ঠীর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের কথায় কান দিতাম, যদি আমরা আক্রমণ চালু করা থেকে বিরত হতাম, যদি আমরা শিল্প বিকাশের হার মন্থর করতাম, যদি আমরা যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের বিকাশ বিলম্বিত করতাম এবং যদি আমরা ব্যক্তিগত কৃষক চাষাবাদের উপর আমাদের নির্ভরতা স্থাপন করতাম?

তাহলে, আমরা নিশ্চিতরূপে আমাদের শিল্প ধ্বংস করতাম, ধ্বংস করতাম কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, আমাদের খাদ্য থাকত না এবং কুলাকদের আধিপত্যের পথ পরিষ্কার করে দিতাম। আমরা আগেকার মতো দুরবস্থায় পড়তাম।

কি ঘটত, যদি আমরা ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী-দের কথায় কান দিতাম এবং ১৯২৬ ২৭ সালে, যখন কুলাকদের উৎপাদনের জায়গায় যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের উৎপাদনকে স্থাপন করার আমাদের কোন সম্ভাবনাই ছিল না তখন যদি আক্রমণ চালু করতাম?

এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিতরূপে ব্যর্থতা বরণ করতাম, আমাদের দুর্বলতা প্রকট করতাম, কুলাকদের এবং সাধারণভাবে পুঁজিবাদী অংশসমূহের অবস্থান শক্তিশালী করতাম, মাঝারি কৃষকদের কুলাকদের আলিঙ্গনের মধ্যে ঠেলে দিতাম, আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিকাশে ভাঙন ধরাতাম এবং আমাদের কোন খাদ্য থাকত না। আমরা আগেকার মতোই দুরবস্থায় পড়তাম।

পরিণতিসমূহ হতো একই।

শুধুশুধুই আমাদের শ্রমিকেরা বলে না, '"বাম" দিকে গেলে ডান দিকেই গিয়ে উপস্থিত হতে হয়'। (হর্ষধ্বনি।)

কিছু কিছু কমরেড মনে করেন, সমাজতন্ত্র কর্তৃক আমক্রণের প্রধান বস্তু হল নিপীড়নের ব্যবস্থাসমূহ, মনে করেন যে, নিপীড়নের ব্যবস্থা যদি না বাড়ানো হয় তাহলে কোন আক্রমণ হয় না।

এটা কি সত্য? নিশ্চিতরূপে, এটা সত্য নয়।

সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ক্ষেত্রে নিপীড়নের ব্যবস্থাসমূহ আক্রমণের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান, কিন্তু সেগুলি হল সহায়ক উপাদান, প্রধান উপাদান নয়। আমাদের বর্তমান অবস্থায় সমাজতন্ত্র কর্তৃক আক্রমণের প্রধান বস্তু হল, আমাদের শিল্প-বিকাশের হারকে ত্বরান্বিত করা। রাষ্ট্রীয় খামার এবং যৌথ খামারের বিকাশের হারকে দ্রুততর করা, শহরে ও গ্রামে

পুঁজিবাদী অংশসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করার হারকে ত্বরান্বিত করা, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের চারিপাশে ব্যাপক জনগণকে সমবেত করা এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণকে সমবেত ও সক্রিয় করা। শত সহস্র কুলাককে গ্রেপ্তার করা ও নির্বাসনে পাঠানো চলতে পারে কিন্তু যদি সেই একই সময়ে চাষবাস করার নতুন নতুন ধরনের বিকাশ ত্বরান্বিত করা, চাষাবাদের পুরানো, পুঁজিবাদী ধরনসমূহের বদলে নতুন নতুন ধরন স্থাপন করা গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী অংশসমূহের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব এবং বিকাশের উৎপাদন-উৎসগুলিকে ধ্বংস ও বিলোপ করার ক্ষেত্রে যা কিছু প্রয়োজন তা যদি না করা হয় তাহলে—কুলাকেরা, যাই হোক না কেন, পুনরুজ্জীবিত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে।

অন্যেরা মনে করে, সমাজতন্ত্রের দ্বারা আক্রমণের অর্থ হল, যথোপযুক্ত প্রস্তুত, আক্রমণের গতিপথে শক্তিসমূহকে পুনরায় সাজানো, দখলীকৃত অবস্থানসমূকে সুসংহত করা, সাফল্যসমূহ বিবর্ধিত করতে রিজার্ভসমূহকে কাজে লাগানো ব্যতিরেকেই হঠকারিতার সঙ্গে মাথা বাড়িয়ে অগ্রসর হওয়া, তারা মনে করে, যদি—ধরা যাক—যৌথ খামারগুলি থেকে কৃষকদের দলবদ্ধভাবে চলে যাবার চিহ্ন দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হল এই যে, ইতিমধ্যেই 'বিপ্লবে ভাটা' এসে গেছে, আন্দোলনে অবনতি এবং আক্রমণে বিরতি ঘটেছে।

এটা কি সত্য? নিশ্চিতরূপে, সত্য নয়।

প্রথমতঃ, ফ্রন্টের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশে ভাঙন এবং তাদের উপর আক্রমণ ব্যতিরেকে কোন আক্রমণ, এমনকি সর্বাপেক্ষা সফল আক্রমণও এগুতে পারে না। এই সমস্ত কারণে আক্রমণ থেমে গেছে বা ব্যর্থ হয়েছে এই যুক্তি তোলার অর্থ হল আক্রমণের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না করা।

দ্বিতীয়তঃ, আক্রমণের গতিপথে শক্তিসমূহকে পুনরায় না সাজিয়ে, দখলীকৃত অবস্থানসমূহকে সুসংহত না করে, সাফল্য বিবর্ধিত করতে এবং আক্রমণকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে রিজার্ভসমূহকে কাজে না লাগিয়ে কোন সফল আক্রমণ কখনো হয়নি, হতেও পারে না। যেখানে হঠকারিতার সঙ্গে মাথা বাড়িয়ে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপার ঘটে, অর্থাৎ এই সমস্ত শর্ত পালন না করে, সেখানে আক্রমণ অবশ্যই অপরিহার্যভাবে নিঃশেষিত এবং ব্যর্থ হয়ে যায়। হঠকারিতার সঙ্গে মাথা বাড়িয়ে অগ্রসর হওয়ার অর্থ আক্রমণের পক্ষে

মৃত্যু। এটা প্রমাণিত হয়েছে আমাদের গৃহযুদ্ধের প্রচুর অভিজ্ঞতার দ্বারা।

তৃতীয়তঃ, 'বিপ্লবে ভাটা', যা সচরাচর আন্দোলনে **অবনতির** ভিত্তিতে ঘটে তার সাথে, যৌথ খামারগুলি থেকে কৃষকসমাজের একটি অংশের অপসরণ যা ঘটেছিল আন্দোলনের ও শিল্পগত এবং যৌথ খামার সংক্রান্ত উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিকাশের এবং আমাদের বিপ্লবের অবিচ্ছিন্ন **ঊর্ধ্বমুখিতার** পটভূমিকায়, তার সাথে উপমা কিভাবে টানা যেতে পারে? সম্পূর্ণরূপে পৃথক এই দুটি ব্যাপারের মধ্যে সাধারণ কি থাকতে পারে?

(গ) বলশেভিক আক্রমণের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, সর্বপ্রথমে, নিহিত রয়েছে, আমাদের দেশে পুঁজিবাদী অংশসমূহের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসাধারণের শ্রেণী-সতর্কতা এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা সমবেত করার মধ্যে; রয়েছে, আমাদের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহে আমলাতন্ত্র—যা আমাদের প্রথার গভীরে সুপ্ত বিরাট বিরাট রিজার্ভসমূহকে লুকিয়ে রাখে এবং তাদের ব্যবহারকে বাধা দেয়—তার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসাধারণের সৃজনশীল উদ্যোগ এবং স্বাধীন কর্মতৎপরতা সমবেত করার মধ্যে, রয়েছে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য বিকশিত করার জন্য ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও শ্রম-উদ্দীপনা সংগঠিত করার মধ্যে।

বলশেভিক আক্রমণের সারবস্তু, দ্বিতীয়তঃ, নিহিত রয়েছে পুনর্গঠনের সময়কালের প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে মানানসই করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, সোভিয়েত এবং অন্য সমস্ত গণ সংগঠনের সমগ্র ব্যবহারিক কাজের পুনর্গঠন সংগঠিত করার মধ্যে, রয়েছে, সুবিধাবাদী ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট, আমলাতান্ত্রিক অংশসমূহকে একপাশে ঠেলে ফেলে সংগঠনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় এবং বিপ্লবী কর্মকর্তাদের একটি অন্তঃসার সৃষ্টি করার মধ্যে; রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে অ-মিত্রভাবাপন্ন এবং অধঃপতিত লোকজনদের বহিষ্কার করা এবং সাধারণ স্তরের কর্মীদের ভিতর থেকে নতুন নতুন ক্যাডারসমূহকে উচ্চতর পদে উন্নীত করার মধ্যে।

অধিকন্তু, বলশেভিক আক্রমণের সারবস্তু নিহিত রয়েছে আমাদের শিল্প, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারে অর্থ জোগানের জন্য সর্বাধিক পরিমাণে তহবিল সমবেত ও সহজলভ্য করার মধ্যে, এবং এই সমস্ত কাজ বিকশিত করার জন্য আমাদের পার্টির সর্বোৎকৃষ্ট লোকজনদের নিযুক্ত করার মধ্যে।

সর্বশেষে, বলশেভিক আক্রমণের সারবস্তু নিহিত রয়েছে সমগ্র আক্রমণ

সংগঠিত করার জন্য পার্টিকেই সক্রিয় করার মধ্যে; পার্টি-সংগঠনগুলির মধ্য থেকে আমলাতান্ত্রিক ও অধঃপতিত অংশসমূহ বের করে দিয়ে সেগুলিকে জোরদার ও তীব্রভাবে কর্মতৎপর করার মধ্যে; লেনিনবাদী লাইন থেকে যারা দক্ষিণপন্থী বা 'বামপন্থী' বিচ্যুতি প্রকাশ করে তাদের বিচ্ছিন্ন করা ও পাশে ঠেলে ফেলে দেওয়া এবং খাঁটি ও একনিষ্ঠ লেনিনবাদীদের সম্মুখে আনার মধ্যে।

বর্তমান সময়ে এরূপই হল বলশেভিক আক্রমণের নীতিসমূহ।

পার্টি কিভাবে আক্রমণের এই পরিকল্পনা সম্পাদন করেছে?

আপনারা জানেন, পার্টি সর্বাধিক দৃঢ়তা নিয়ে এই পরিকল্পনা সম্পাদন করেছে।

পার্টি কর্তৃক বিস্তৃত **আত্মসমালোচনা** বিকশিত করার, আমাদের গঠনের কাজে ত্রুটিবিচ্যুতি, আমাদের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ত্রুটিবিচ্যুতির উপর ব্যাপক জনগণের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার মধ্য দিয়ে ঘটনা আরম্ভ হল। আত্মসমালোচনা তীব্রতর করার প্রয়োজন ইতিমধ্যে পঞ্চদশ কংগ্রেসেই ঘোষিত হয়েছিল। শাকতি ঘটনা এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, একদিকে যা কতকগুলি পার্টি-সংগঠনে বৈপ্লবিক সতর্ক প্রহরার অভাব উদ্‌ঘাটিত করল, অন্যদিকে কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আমাদের গ্রামীণ সংগঠনসমূহে উদ্‌ঘাটিত ভুলত্রুটিগুলি উন্মোচিত করল, সেইসব কার্যকলাপ আত্মসমালোচনায় আরও বেশি প্রেরণা জোগাল। কেন্দ্রীয় কমিটি তার ১৯২৮ সালের ২রা জুনের আবেদনে[৪৭] আত্মসমালোচনার জন্য সংগঠিত ও ব্যাপক প্রচারকার্যের চূড়ান্ত রূপ দিল, পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত বাহিনীকে, 'উপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে উপরের দিকে', 'ব্যক্তি নির্বিশেষে,' সমালোচনা বিকশিত করতে আহ্বান জানাল। ব্যারিকেডের অন্য দিক থেকে উদ্ভূত এবং সোভিয়েত সরকারের সুনামহানি ও তাকে দুর্বলতর করার দিকে লক্ষ্যীভূত ট্রট্স্কিবাদী 'সমালোচনা' থেকে পার্টি নিজেকে পৃথক করে নিয়ে আমাদের গঠনকার্য **উন্নত করা** এবং সোভিয়েত সরকারকে **শক্তিশালী করার** জন্য আমাদের কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করাকে পার্টি আত্মসমালোচনার করণীয় কাজ হিসেবে ঘোষণা করল। যেমন বিদিত আছে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের ব্যাপক সাধারণের মধ্যে পার্টির আবেদনে জীবন্ত সাড়া মিলল।

আরও, পার্টি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি বিস্তৃত প্রচার-

আন্দোলন সংগঠিত করল এবং পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় এবং সোভিয়েত সংগঠনগুলিকে অ-মিত্রভাবাপন্ন ও আমলাতান্ত্রিকীকৃত অংশসমূহ থেকে বিমুক্ত করার শ্লোগান দিল। এই ব্যাপক প্রচারকার্যের পরিণতি হল রাষ্ট্রযন্ত্রের পদসমূহে শ্রমিকদের উন্নীত করা এবং সোভিয়েতযন্ত্রের উপর ব্যাপক শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করা (ফ্যাক্টরিগুলির দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা)[৫০] সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সুবিদিত সিদ্ধান্ত। যেমন বিদিত আছে, এই প্রচারকার্য ব্যাপক শ্রমিকদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনা এবং কর্ম-তৎপরতা জাগরিত করল। এই প্রচারকার্যের পরিণতিতে ব্যাপক মেহনতী জনগণের মধ্যে পার্টির মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটেছে, পার্টির উপর শ্রমিকশ্রেণীর আস্থা বেড়ে গেছে, আরও হাজার হাজার শ্রমিক পার্টির ভিতর প্রবেশ করেছে এবং সমগ্র কর্মশালা ও ফ্যাক্টরিতে পার্টিতে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে শ্রমিকেরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সর্বশেষে, এই ব্যাপক প্রচারকার্যের ফল হয়েছে এই যে আমাদের সংগঠনগুলি বহুসংখ্যক রক্ষণশীল ও আমলাতান্ত্রিক অংশ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদ পুরানো, সুবিধাবাদী নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে।

পুনরায়, পার্টি ফ্যাক্টরি ও মিলগুলিতে বিস্তৃত সমাজতান্ত্রিক প্রতি-যোগিতা ও ব্যাপক শ্রম-উদ্দীপনা সংগঠিত করল। প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ষোড়শ পার্টি সম্মেলনের আবেদন প্রতিযোগিতার কাজ শুরু করল। শক-ব্রিগেডসমূহ (দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাহিনী—অনুবাদক) একে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ এবং শ্রমিকশ্রেণীর যুবকেরা, যাদের লীগ পরিচালনা করে, তারা প্রতিযোগিতা ও শক-ব্রিগেডের কাজের ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত সাফল্যসমূহে মণ্ডিত করছে। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমাদের বিপ্লবী যুবকেরা এ ব্যাপারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। এখন কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, বর্তমান সময়ে আমাদের গঠনকার্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ না হলেও অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ফ্যাক্টরি ও মিলসমূহে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতায় ফলাফলের প্রশ্নে হাজার হাজার শ্রমিকদের চ্যালেঞ্জের বিনিময়, এবং শক-ব্রিগেডের কাজের ব্যাপক বিকাশ।

শুধুমাত্র অন্ধেরাই দেখতে ব্যর্থ হয় যে ব্যাপক জনগণের মানসিকতায় ও কাজের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটেছে, এই পরিবর্তন

আমাদের মিল ও ফ্যাক্টরিগুলির চেহারা মূলগতভাবে বদলে দিয়েছে। খুব বেশিদিন আগে নয়, আমাদের মধ্যে বলতে শোনা যেত যে প্রতিযোগিতা ও শক-ব্রিগেডের কাজ হল 'কৃত্রিম আবিষ্কার' এবং 'ত্রুটিপূর্ণ'। এখন এইসব 'মহাজ্ঞানীরা' এমনকি উপহাসও জাগায় না, তাদের শুধুমাত্র 'মহাজ্ঞানী' বলেই গণ্য করা হয়, যারা তাদের কাল চলে যাবার পরেও বেঁচে আছে। প্রতিযোগিতা ও শক ব্রিগেডের কাজের আদর্শ এখন একটি অর্জিত ও সুসংহত আদর্শ। এটা একটা সত্য ঘটনা যে, বিশ লক্ষের বেশি আমাদের শ্রমিক প্রতিযোগিতার কাজে যোগদান করেছে এবং শক-ব্রিগেডগুলির অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দশ লক্ষের কম হবে না।

প্রতিযোগিতার সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল, শ্রম সম্পর্কে জনসাধারণের মতামতে তা মূলগত বিপ্লব ঘটায়, কেননা শ্রমকে যেমন আগে অসম্মান হানিকর ও গুরুতর বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হতো, প্রতিযোগিতা এখন তাকে **সম্মানের** বিষয়, **গৌরবের** বিষয়, **সাহস ও বীরত্বের** বিষয়ে রূপান্তরিত করেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এ ধরনের কিছু নেই, হতেও পারে না। সেখানে, পুঁজিবাদীদের মধ্যে জনসাধারণের অনুমোদনের যোগ্য সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার বস্তু হল শেয়ারহোল্ডার হওয়া, সুদের উপর জীবনধারণ করা, কাজ করতে বাধ্য না হওয়া—সেখানে কাজ করাকে একটি অবজ্ঞেয় বৃত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে, এখানে, ইউ. এস. এস. আরে জনসাধারণের অনুমোদনের যোগ্য সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার বস্তু হল লক্ষ লক্ষ মেহনতী জনগণের মধ্যে শ্রদ্ধার মহিমাচ্ছটায় পরিবেষ্টিত শ্রমবীর, শক-ব্রিগেডের কাজে বীর হবার সম্ভাবনা।

এই ঘটনা প্রতিযোগিতার একটি অপেক্ষাকৃত কম বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ নয় যে, তা এখন গ্রামাঞ্চলেও বিস্তারলাভ করতে আরম্ভ করেছে, আমাদের রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারগুলিতে ইতিমধ্যেই তা বিস্তৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খামারের শ্রমিকদের এবং যৌথ খামারের চাষীদের বিরাট ব্যাপক সাধারণ প্রকৃত শ্রম-উদ্দীপনার যে অসংখ্য ঘটনা প্রদর্শন করছে তা সকলেই অবগত আছেন।

দু'বছর আগে প্রতিযোগিতা ও শক-ব্রিগেডের কাজে এরূপ সব সাফল্যের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত কি?

আরও, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারগুলি বিকশিত করার উদ্দেশ্যে পার্টি দেশের আর্থিক সম্পত্তিসমূহকে সমবেত ও সহজলভ্য করল, রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে

সর্বোৎকৃষ্ট সংগঠক সরবরাহ করল, যৌথ খামারগুলিকে সাহায্য করার জন্য ২৫,০০০ আগুসারির শ্রমিকদের পাঠাল, যৌথ খামারগুলির কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোকদের যৌথ খামারসমূহের প্রধান প্রধান পদে উন্নীত করল এবং যৌথ খামারের চাষীদের জন্য ট্রেনিং ক্লাসসমূহের জাল বিস্তার সংগঠিত করল এবং তার দ্বারা যৌথ খামার আন্দোলনের জন্য একনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের জন্য ভিত্তি স্থাপন করল।

সর্বশেষে, পার্টি তার নিজের সাধারণ স্তরের কর্মীদের যুদ্ধে বিন্যাসের ধারায় পুনর্গঠিত করল, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাসমূহকে পুনঃসজ্জিত করল, দুটি ফ্রন্টে সংগ্রাম সংগঠিত করল, ট্রট্স্কিবাদের অবশেষসমূহকে সম্পূর্ণ পরাজিত করল, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতদের চরমভাবে পরাজিত করল, আপোষকামীদের বিচ্ছিন্ন করল, এবং তার দ্বারা লেনিনবাদী কর্মনীতির ভিত্তিতে তার সাধারণ স্তরের কর্মীদের ঐক্য সুনিশ্চিত করল—আর এই লেনিনবাদী কর্মনীতিই হল সফল আক্রমণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়—এবং যথোপযুক্তভাবে আক্রমণ পরিচালনা করল এবং যৌথ খামার আন্দোলন সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী শিবিরের ধীর অগ্রগমনশীল এবং 'বামপন্থী' বিপথগামী উভয়ের রাশ টেনে ধরে উপযুক্ত জায়গায় তাদের রেখে দিল।

সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর আক্রমণ পরিচালনায় পার্টি যে মুখ্য উপায়গুলি সাধন করল, সেগুলি হল এই।

সবাই জানেন যে আমাদের কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে এই আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

এর জন্যই আমরা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের সময়কালের সমস্ত অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম করতে সাফল্যলাভ করেছি।

এর জন্যই আমাদের বিকাশের প্রধানতম অসুবিধা, কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক সাধারণকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখী করার অসুবিধা অতিক্রম করতে সফল হচ্ছি।

বিদেশীরা মাঝে মাঝে ইউ.এস.এস. আরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি যে ইউ. এস. এস. আরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি হল দৃঢ় ও অটল? পুঁজিবাদী দেশগুলির দিকে, সেই সমস্ত দেশের ক্রমবর্ধমান সংকট ও বেকারির দিকে, ধর্মঘট ও লক-আউটসমূহের দিকে, সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ-শোভাযাত্রাগুলির দিকে তাকান—

ওই সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং ইউ. এস. এস. আরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির মধ্যে কি তুলনা চলতে পারে?

অতি অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে সোভিয়েত সরকার এখন বিশ্বের সমস্ত সরকারগুলির মধ্যে সর্বাধিক সুপ্রতিষ্ঠিত। (**হর্ষধ্বনি।**)

(৮) অর্থনীতির পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক প্রথা

এইভাবে, আমরা ইউ. এস. এস. আরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির একটা চিত্র পাচ্ছি।

আমরা আরও পাচ্ছি প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিরও একটা চিত্র।

অনিচ্ছাকৃতভাবেই প্রশ্ন ওঠে: আমরা যদি দুটি ছবি পাশাপাশি রেখে তুলনা করি, তাহলে ফলটা কি দাঁড়ায়?

এই প্রশ্নটি আরও বেশি কৌতূহলোদ্দীপক এই কারণে যে পুরোদস্তুর পুঁজিবাদী থেকে মেনশেভিক-ট্রট্স্কিবাদী পর্যন্ত সমস্ত দেশের বুর্জোয়া নেতারা এবং সমস্ত মান ও মর্যাদার বুর্জোয়া পত্রপত্রিকা, সকলেই পুঁজিবাদী দেশগুলির 'সমৃদ্ধি', ইউ. এস. এস. আরের 'সর্বনাশা নিয়তি' এবং ইউ. এস. এস. আরের 'আর্থিক ও অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা' ইত্যাদি সম্পর্কে একই সুরে চিৎকার করছে।

এবং তাহলে, আমাদের দেশের, ইউ. এস. এস. আরের ও পুঁজিবাদী দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে ফল কি দাঁড়ায়?

সাধারণভাবে জানা প্রধান প্রধান প্রকৃত ঘটনাগুলির উল্লেখ করা যাক।

ওখানে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে **অর্থনৈতিক সংকট** এবং উৎপাদনে **অবনতি**।

এখানে, ইউ. এস. এস. আরে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে, রয়েছে অর্থনৈতিক **ঊর্ধ্বমুখিতা** এবং **ক্রমবর্ধমান** উৎপাদন।

ওখানে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রয়েছে মেহনতী জনগণের বস্তুগত অবস্থাসমূহে **ক্রমাবনতি**, মজুরির **হ্রাস** এবং **ক্রমবর্ধমান** বেকারি।

এখানে, ইউ. এস. এস. আরে রয়েছে শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত অবস্থাসমূহে **উন্নতি**, **ক্রমবর্ধমান** মজুরি এবং **ক্রমহ্রাসমান** বেকারি।

ওখানে, পুঁজিবাদী দেশসমূহে রয়েছে **ক্রমবর্ধমান** ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-

শোভাযাত্রাসমূহ, যার ফলে লক্ষ লক্ষ কাজের দিনের ক্ষতি হয়।

এখানে, ইউ. এস. এস. আরে কোন ধর্মঘট নেই, আছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ক্রমঊর্ধ্বমুখী শ্রম-উদ্দীপনা যার দ্বারা আমাদের সামাজিক প্রথা লক্ষ লক্ষ কাজের দিন লাভ করে।

ওখানে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রয়েছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান চাপা উত্তেজনা এবং পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের উদ্ভব।

এখানে, ইউ. এস এস. আরে রয়েছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সুদৃঢ়তা এবং বিরাট ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণী সোভিয়েত সরকারের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ।

ওখানে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জাতিগত প্রশ্নের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা এবং ভারতে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উদ্ভব, যা জাতীয় যুদ্ধে বিকশিত হচ্ছে।

এখানে ইউ. এস. এস. আরে জাতিগত সৌহার্দের ভিত্তিসমূহ শক্তিশালী হয়েছে, জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি হয়েছে সুনিশ্চিত এবং ইউ. এস. এস. আরের জাতিসমূহের বিরাট ব্যাপক জনগণ সোভিয়েত শাসনের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ।

ওখানে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রয়েছে বিভ্রান্তি এবং পরিস্থিতির আরও অবনতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

এখানে, ইউ. এস. এস. আরে রয়েছে আমাদের শক্তির উপর আস্থা এবং পরিস্থিতির আরও উন্নতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

ইউ. এস. এস. আরের 'সর্বনাশা নিয়তি' এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির 'সমৃদ্ধি' ইত্যাদি সম্পর্কে তারা বক্‌বক্ করে। যারা এত 'অপ্রত্যাশিতভাবে' অর্থনৈতিক সংকটের ঘূর্ণি জলে নিপতিত এবং যারা আজও পর্যন্ত হতাশার ক্ষত থেকে নিজেদের নিরাময় করতে অসমর্থ, তাদেরই অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশা নিয়তি সম্পর্কে বলা কি অধিকতর সঠিক হবে না?

ওখানে, পুঁজিবাদী দেশসমূহে এরূপ গুরুতরভাবে ধ্বসে পড়া এবং এখানে ইউ. এস. এস. আরে সাফল্যসমূহের কারণগুলি কী কী?

বলা হয়, জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা বহু পরিমাণে পুঁজির প্রাচুর্য অথবা দুষ্প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল। তা, অবশ্য, সত্য। কিন্তু এখানে পুঁজির প্রাচুর্য এবং ওখানে পুঁজির দুষ্প্রাপ্যতা দিয়ে কি পুঁজিবাদী দেশগুলির সংকট

এবং ইউ. এস. এস. আরের উর্ধ্বমুখীনতার ব্যাখ্যা করা যায়? নিশ্চিতরূপে না। সকলেই জানে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে পুঁজি আছে তার তুলনায় ইউ. এস. এস. আরের পুঁজি আপেক্ষিকভাবে বহু পরিমাণে কম। সঞ্চয়সমূহের অবস্থা দিয়ে যদি বিষয়সমূহ বর্তমান ক্ষেত্রে স্থিরীকৃত হতো, তাহলে এখানে সংকট ঘটত এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ঘটত সমৃদ্ধি।

বলা হয়, অর্থনীতির অবস্থা বহু পরিমাণে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ক্যাডারদের প্রযুক্তিগত ও সংগঠিত করার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। তা অবশ্য সত্য। কিন্তু সেখানে প্রযুক্তিবিদ্ ক্যাডারের দুষ্প্রাপ্যতা এবং এখানে তাদের প্রাচুর্যের দ্বারা কি পুঁজিবাদী দেশগুলির সংকট এবং ইউ. এস. এস. আরের উর্ধ্ব-মুখীনতার ব্যাখ্যা করা যায়? সকলই জানে এখানে ইউ. এস. এস. আরের তুলনায় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অনেক বেশি প্রযুক্তিগতভাবে অভিজ্ঞ ক্যাডার রয়েছে। আমরা কখনো গোপন করিনি এবং গোপন করতে ইচ্ছাও করি না যে, প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা জার্মানদের, ব্রিটিশদের, ফরাসীদের, ইতালীদের এবং সর্বপ্রথম ও মুখ্যতঃ, মার্কিনদের ছাত্র। না, প্রযুক্তিগতভাবে ক্যাডারদের প্রাচুর্য বা দুষ্প্রাপ্যতা দিয়ে বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হয় না, যদিও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে ক্যাডারদের সমস্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সম্ভবতঃ এই প্রহেলিকার জবাব হল এই যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় আমাদের সাংস্কৃতিক স্তর উচ্চতর? পুনরায়, না। সকলেই জানে, আমেরিকা, ব্রিটেন অথবা জার্মানির তুলনায় আমাদের দেশের ব্যাপক জনসাধারণের সাংস্কৃতিক স্তর অপেক্ষাকৃত নিচু। না, এটি ব্যাপক জনসাধারণের সাংস্কৃতিক স্তরের বিষয় নয়, যদিও জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পক্ষে সাংস্কৃতিক স্তর প্রভৃত গুরুত্বপূর্ণ।

সম্ভবতঃ কারণ নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী দেশগুলির নেতাদের ব্যক্তিগত গুণ ও যোগ্যতার মধ্যে? পুনরায়, না। পুঁজিবাদী শাসনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সংকটসমূহের উদ্ভব ঘটেছিল। এর আগেই ১০০ বছরের বেশি সময়কাল ধরে পুঁজিবাদের পর্যাবৃত্ত সংকটসমূহ ঘটেছে, প্রতিটি ১২, ১০, ৮ অথবা তার চেয়ে কম বছরে সংকট ঘুরে ঘুরে এসেছে। সমস্ত পুঁজিবাদী পার্টিগুলি, বিশিষ্টতম 'প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ' থেকে সর্বাপেক্ষা সাধারণ লোক পর্যন্ত কম-বেশি বিশিষ্ট পুঁজিবাদী নেতা সংকটসমূহকে 'ব্যাহত' অথবা 'বিলুপ্ত করার' চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু তারা সবাই পরাজয় বরণ করেছে। এটা কি বিস্ময়কর

নয় যে হুভার ও তাঁর গোষ্ঠী পরাজয় বরণ করেছেন? না, এটি পুঁজিবাদী নেতা অথবা পার্টিসমূহের বিষয় নয়, যদিও এ ব্যাপারে পুঁজিবাদী নেতা ও পার্টিসমূহ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাহলে, কারণটা কী?

এই প্রকৃত ঘটনার কারণ কি, যে তার সংস্কৃতিগত পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও, পুঁজির দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রযুক্তিগতভাবে অভিজ্ঞ ক্যাডারের দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও, ইউ. এস. এস. আর হল ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক **উর্ধ্বমুখীনতার** অবস্থাসম্পন্ন এবং অর্থনৈতিক গঠনকার্যের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত **সাফল্যগুলি** অর্জন করেছে, অথচ তার বিপরীতে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলি তাদের পুঁজির প্রাচুর্য, তাদের প্রযুক্তিবিদ্ ক্যাডারের প্রাচুর্য এবং তাদের উচ্চতর সাংস্কৃতিক স্তর সত্ত্বেও, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক **সংকটের** অবস্থায় আপতিত এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে **পরাজয়ের পর পরাজয়** বরণ করছে।

কারণ নিহিত রয়েছে এখানকার ও পুঁজিবাদী দেশসমূহের অর্থনৈতিক **প্রথা** দুইটির **পার্থক্যের** মধ্যে।

কারণ নিহিত রয়েছে অর্থনীতির পুঁজিবাদী প্রথার **দেউলিয়াপনার** মধ্যে।

কারণ নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী প্রথার উপরে অর্থনীতির সোভিয়েত প্রথার **সুবিধাসমূহের** মধ্যে।

অর্থনীতির সোভিয়েত প্রথা কী?

অর্থনীতির সোভিয়েত প্রথার অর্থ হল:

(১) পুঁজিবাদী এবং জমিদারদের শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে এবং তার বদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী কৃষক সমাজের ক্ষমতা;

(২) পুঁজিপতিদের কাছ থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার এবং উপায়-উপকরণসমূহ—জমি, ফ্যাক্টরিগুলি, মিলগুলি ইত্যাদি নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতী কৃষকদের হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে;

(৩) উৎপাদনের বিকাশ প্রতিযোগিতা ও পুঁজিবাদী মুনাফার নিশ্চিত-করণের নীতির অধীন হয়নি, অধীন হয়েছে পরিকল্পিত পরিচালনা এবং

শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক স্তর রীতিবদ্ধভাবে উন্নতকরণের নীতির ;

(৪) জাতীয় আয়ের বণ্টন শোষকশ্রেণীসমূহকে এবং তাদের নাছোড়-বান্দা পরগাছাদের ধনী করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় না, সংঘটিত হয় শ্রমিক ও কৃষকদের বস্তুগত অবস্থার-সুসম্বদ্ধ উন্নতি নিশ্চিত করা এবং শহরে ও গ্রামে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ;

(৫) শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত অবস্থাসমূহের সুসম্বদ্ধ উন্নতি এবং তাদের প্রয়োজনসমূহের নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি (ক্রয়ক্ষমতা), উৎপাদনের সম্প্রসারণের প্রতিনিয়ত বর্ধমান উৎস হওয়ায় তা শ্রমজীবী জনগণকে অত্যুৎপাদনের সংকটসমূহ, বেকারি ও দারিদ্র্যের উদ্ভবের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি প্রদান করে ;

(৬) শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী কৃষকসমাজ হল দেশের মালিক, তারা পুঁজিপতিদের লাভের জন্য কাজ করে না, কাজ করে নিজেদের কল্যাণ ও মেহনতী জনগণের কল্যাণের জন্য।

অর্থনীতির পুঁজিবাদী প্রথার অর্থ কি ?

অর্থনীতির পুঁজিবাদী প্রথার অর্থ হল :

(ক) দেশের ক্ষমতা থাকে পুঁজিপতিদের হাতে ;

(খ) উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণসমূহ শোষকদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে ;

(গ) উৎপাদন ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত অবস্থাসমূহের উন্নতি বিধানের নীতির অধীন নয়, অধীন উঁচু পুঁজিবাদী মুনাফা নিশ্চিতকরণের নীতির ;

(ঘ) জাতীয় আয়ের বণ্টন শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত অবস্থাসমূহের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় না, সংঘটিত হয় শোষকদের সর্বোচ্চ মুনাফা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ;

(ঙ) পুঁজিবাদী র‍্যাশানালাইজেশন এবং উৎপাদনের দ্রুত, যার উদ্দেশ্য হল পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা, তা বিরাট ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য-জর্জরিত অবস্থাসমূহের এবং তাদের বস্তুগত নিরাপত্তার অবনতির আকারে বাধার সম্মুখীন হয়—শ্রমজীবী জনগণ এমনকি চূড়ান্ত সর্বনিম্ন অবস্থার সীমার মধ্যেও তাদের প্রয়োজনসমূহ মেটাতে সব সময়ে সক্ষম

হয় না এবং এই ঘটনা অপরিহার্যভাবে সৃষ্টি করে অত্যুৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী সংকটগুলির ভিত্তি, বেকারি ও ব্যাপক দারিদ্র্যের বৃদ্ধি;

(চ) শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী কৃষকসমাজ শোষিত হয়, তারা নিজেদের কল্যাণের জন্য কাজ করে না, কাজ করে একটি বিরোধী শ্রেণী—শোষক শ্রেণীর লাভের জন্য।

অর্থনীতির **পুঁজিবাদী** প্রথার উপরে অর্থনীতির **সোভিয়েত** প্রথার সুবিধাগুলি হল এরূপই।

অর্থনীতির **পুঁজিবাদী** সংগঠনের উপর অর্থনীতির **সমাজতান্ত্রিক** সংগঠনের সুবিধাগুলি হল এরূপই।

সেইজন্যই এখানে, ইউ. এস. এস. আরে, আমাদের রয়েছে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উর্ধ্বমুখীনতা, তার বিপরীতে সেখানে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ঘটছে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট।

সেইজন্যই এখানে, ইউ. এস. এস. আরে, ব্যাপক ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের বৃদ্ধি (ক্রয়ক্ষমতা) নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যায় এবং উৎপাদনকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, পক্ষান্তরে সেখানে; পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাপক ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের বৃদ্ধি (ক্রয়ক্ষমতা) কখনো উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে না এবং অবিরামভাবে তার পেছনে পড়ে থাকে ও এইভাবে শিল্পকে মাঝে মাঝে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়।

সেইজন্যই, সেখানে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, দরদাম উঁচুতে তোলা এবং উঁচু মুনাফাসমূহ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংকটসমূহের সময়কালে 'বাড়তি' দ্রব্যসামগ্রী ধ্বংস করা এবং 'বাড়তি' কৃষিগত উৎপন্নকে পুড়িয়ে ফেলাকে সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক জিনিস হিসেবে গণ্য করা হয়, তার বিপরীতে, এখানে, ইউ. এস. এস. আরে এইরকম অপরাধে অপরাধী যে-কোন ব্যক্তিকেই পাগলা গারদে পাঠানো হবে। **(হর্ষধ্বনি।)**

সেইজন্যই সেখানে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে, বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা বের করে, বিদ্যমান পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম সংগঠিত করে, তার বিপরীতে এখানে, ইউ. এস. এস. আরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিরাট শ্রম-প্রতিযোগিতার একটি চিত্র আমাদের রয়েছে— এই সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক তাদের জীবন দিয়েও সোভিয়েত সরকারকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

ইউ. এস. এস. আরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার, তথা পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার অভাবের এটাই হল কারণ।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে অর্থনীতির একটা প্রথা যা জানে না তার 'বাড়তি' জিনিসপত্র নিয়ে কি করতে হবে এবং সেগুলি পুড়িয়ে দিতে বাধ্য হয় এমন সময়ে যখন অভাব এবং বেকারি, ক্ষুধা এবং সর্বনাশ ব্যাপক জনগণের মধ্যে বিরাজ করে— অর্থনীতির এরূপ একটি প্রথা তার নিজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলি ব্যবহারিক পরীক্ষার একটা সময়কাল, অর্থনীতির, দুটি বিরোধী প্রথার—সোভিয়েত ও পুঁজিবাদী প্রথার—পরীক্ষার সময়কাল হয়ে এসেছে। এই বছরগুলিতে সোভিয়েত প্রথার 'সর্বনাশা নিয়তির', 'পতনের' ভবিষ্যদ্বাণী অপর্যাপ্তভাবে আমরা শুনে এসেছি। পুঁজিবাদের 'সমৃদ্ধি' সম্পর্কে শুনেছি আরও বেশি কথাবার্তা ও গুঞ্জনধ্বনি। আর ঘটল কি? এই বছরগুলি আর একবার প্রমাণ করেছে যে, অর্থনীতির পুঁজিবাদী প্রথা হল একটি **দেউলিয়া** প্রথা, প্রমাণ করেছে যে অর্থনীতির সোভিয়েত প্রথা এমন সব 'সুবিধার' অধিকারী যা একটিও বুর্জোয়া রাষ্ট্র—এমনকি সর্বাপেক্ষা 'গণতান্ত্রিক', সর্বাপেক্ষা 'জনপ্রিয়' ইত্যাদি রাষ্ট্রও—কল্পনা করতেও সাহস করে না।

১৯২১ সালের মে মাসে আর. সি. পি. (বি)র সম্মেলনে লেনিন তাঁর ভাষণে বলেন:

> 'বর্তমান সময়ে আমাদের অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের উপর আমাদের মুখ্য প্রভাব আমরা প্রয়োগ করছি। ব্যতিক্রম-হীনভাবে এবং অতিরঞ্জন ছাড়াই বিশ্বের সকল দেশের মেহনতী জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণতন্ত্রের উপর। এটা আমরা অর্জন করেছি। পুঁজিপতিরা কিছুই গোপন করতে, লুকিয়ে ফেলতে পারে না, সেইজন্য তারা সর্বাধিক ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক ভুলভ্রান্তিসমূহ এবং আমাদের দুর্বলতাকে আঁকড়ে ধরে। এই ক্ষেত্রেই সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী পরিধিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমরা যদি এই সমস্যার সমাধান করতে পারি, তবে আন্তর্জাতিক পরিধিতে আমরা নিশ্চিতরূপে ও চূড়ান্তভাবে বিজয় অর্জন করব' (২৬তম খণ্ড)।

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের পার্টি লেনিনের নির্ধারিত এই কর্তব্যকাজ সফলভাবে সম্পাদন করছে।

(৯) পরবর্তী কর্তব্যকাজসমূহ

(ক) সাধারণ

(১) সর্বপ্রথমেই রয়েছে **ইউ. এস. এস. আরের সর্বাংশে শিল্পের যথাযথ বণ্টনের সমস্যা।** যত বেশিই আমরা আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বিবর্ধিত করি না কেন, কিভাবে শিল্প যথাযথভাবে বণ্টন করতে হবে আমরা সে প্রশ্ন এড়াতে পারি না—শিল্পই হল জাতীয় অর্থনীতির নেতৃত্বদায়ী শাখা। বর্তমানের পরিস্থিতি হল এই যে, আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির মতো, আমাদের শিল্প, মোটের উপর, ইউক্রেনে কয়লা এবং ধাতুগত ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। স্বভাবতঃই এরূপ একটি ভিত্তি ব্যতিরেকে দেশের শিল্পায়ন অকল্পনীয়। ভাল কথা, ইউক্রেনের জ্বালানি ও ধাতুগত ভিত্তি এই রকম একটা ভিত্তি হিসেবে আমাদের কাজ করছে।

কিন্তু এই একটিমাত্র ভিত্তি কি ভবিষ্যতে ইউ. এস. এস. আরের দক্ষিণ, মধ্য অংশ, উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দূরপ্রাচ্য এবং তুর্কিস্তানের পক্ষে যথেষ্ট হবে? সমস্ত প্রকৃত ঘটনাই দেখায় যে তা সে পারে না। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের নতুন বৈশিষ্ট্য হল, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, এই ভিত্তি ইতিমধ্যেই আমাদের পক্ষে অপর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন বৈশিষ্ট্য হল, এই ভিত্তিটিকে চূড়ান্ত পরিমাণে বিকশিত করে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের অবিলম্বে একটি দ্বিতীয় কয়লা এবং ধাতুগত ভিত্তি সৃষ্টির কাজ অবশ্যই আরম্ভ করতে হবে। এই ভিত্তি অতি অবশ্যই হবে উরাল-কুঝনেৎস্ক কম্বাইন, কুঝনেৎস্ক কোক কয়লার সঙ্গে উরালের আকরিকের সংযোগ। (**হর্ষধ্বনি।**) নিঝনি-নভগোরদে মোটর কারখানার, চেলিয়াবিনস্কে ট্রাক্টর কারখানার, স্বের্দলভস্কে মেশিন তৈরী কারখানার, সারাতোভ এবং নভোসিবির্স্কে হার্ভেষ্টার-কমবাইন, ওয়ার্কসের নির্মাণকার্য; সাইবেরিয়া এবং কাজাখস্তানে জায়মান লৌহেতর ধাতু শিল্প, যা দাবি করে মেরামতি কারখানার একটি জাল-বুনট এবং পূর্বাঞ্চলে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধাতুগত ফ্যাক্টরির সৃষ্টি, তার অস্তিত্ব; এবং সর্বশেষে, নভোসিবির্স্ক এবং তুর্কিস্তানে কতকগুলি বয়নশিল্পের মিল নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত—এই সমস্ত একান্ত প্রয়োজনীয়ভাবে দাবি করে যে, উরালসে একটি

দ্বিতীয় কয়লা ও ধাতুগত ভিত্তি সৃষ্টি করতে আমাদের অবিলম্বে অগ্রসর হতে হবে।

আপনারা জানেন, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উরালস্ মেটাল ট্রাস্টের[৫১] উপর তার প্রস্তাবে ঠিক এই মর্মেই তার বক্তব্য রেখেছিল।

(২) আরও রয়েছে **ইউ. এস. এস. আরের সর্বত্র কৃষির বুনিয়াদী শাখাগুলির যথাযথ বণ্টনের** সমস্যা; রয়েছে **বিশেষ বিশেষ কৃষি শস্য এবং কৃষির শাখাসমূহে স্বতন্ত্র কর্মক্ষমতা অর্জন করায় নিরত আমাদের অঞ্চলগুলির** সমস্যা। স্বভাবতঃই, ক্ষুদ্র-কৃষক-ভিত্তিক চাষবাস নিয়ে প্রকৃত বিশেষায়ন অসম্ভব। এটা অসম্ভব এইজন্য যে, ক্ষুদ্র চাষবাস দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং তার প্রয়োজনীয় রিজার্ভ না থাকায়, প্রতিটি জোত সমস্ত রকমের শস্য ফলনে বাধ্য হয়, একটা ফলন ব্যর্থ হওয়ার ঘটনায়, জোতটি অন্য শস্য ফলনগুলি নিয়ে চালিয়ে যেতে পারে। স্বভাবতঃই, যদি রাষ্ট্রের অধিকারে শস্যের কিছু কিছু রিজার্ভ না থাকে তাহলে বিশেষায়নও অসম্ভব। এখন যখন আমরা বৃহদায়তন চাষবাসে অতিক্রান্ত হয়েছি এবং রাষ্ট্রের শস্যের রিজার্ভের অধিকারী হওয়া সুনিশ্চিত করেছি, তখন শস্য ফলন এবং কৃষির শাখা অনুযায়ী বিশেষায়ন যথাযথভাবে সংগঠিত করার কর্তব্যকাজ আমরা ধার্য করতে পারি এবং তা অতি অবশ্যই করব। এর জন্য সূচনাস্থল হল শস্য সমস্যার পুরোপুরি সমাধান। আমি 'সূচনাস্থল' বলছি এইজন্য যে, শস্য-সমস্যার সমাধান না হলে, পশুসম্পত্তি, তুলো, বীট চিনি, শন এবং তামাকের জেলাগুলিতে শস্যগোলাসমূহের একটি জাল স্থাপিত না হলে, পশুসম্পত্তির চাষবাসে উন্নতি বর্ধন করা অসম্ভব হবে, অসম্ভব হবে শস্য ফলন ও কৃষির শাখা অনুযায়ী আমাদের অঞ্চলগুলির বিশেষায়ন সংগঠিত করা।

করণীয় কাজ হল, যে সমস্ত সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে সেগুলির সুবিধা গ্রহণ করা এবং এই বিষয়টিকে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া।

(৩) তারপরে আসে শিল্প ও কৃষির জন্য **ক্যাডার-সমস্যা।** অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত আমাদের ক্যাডারদের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, আমাদের বিশেষজ্ঞগণ, আমাদের প্রযুক্তিবিদ্, এবং ব্যবসায়ে কার্যনির্বাহীদের অভাবের কথা সকলেই অবগত আছেন। বিষয়টি এই ঘটনার দ্বারা জটিল হয়েছে যে, দেখা গেছে বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ, পূর্বতন মালিকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে এবং বিদেশ থেকে প্রণোদিত হয়ে, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নেতৃত্বে ছিল।

বিষয়টি এই ঘটনার দ্বারা আরও বেশি জটিল হয়েছে যে আমাদের ব্যবসায়ে কার্যনির্বাহী কমিউনিস্টদের একটি সংখ্যা বিপ্লবী সতর্কতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং কেন্দ্রক্ষেত্রে ধ্বংসসাধনকারী লোকজনদের মতাদর্শগত প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল বলে প্রমাণিত হল। তথাপি, আমরা আমাদের পুনর্গঠিত করার বিরাট কর্তব্যকাজের সম্মুখীন হয়েছি, যার জন্য নতুন প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম ক্যাডারদের প্রয়োজন। এইজন্যই ক্যাডার-সমস্যা আমাদের পক্ষে একটি সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে :

(ক) ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম,

(খ) বিরাট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদ্, যারা ধ্বংসকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাদের প্রতি সর্বাধিক যত্ন এবং গুরুত্ব দেওয়া (আমার মনে রয়েছে উস্ত্রিয়ালভ ধরনের বাক্সর্বস্ব এবং ভঙ্গিবাজিতে দক্ষ লোকদের নয়, মনে রয়েছে ঐকান্তিকতাপূর্ণ বিজ্ঞানকর্মীদের কথা, যারা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সৎভাবে কাজ করছে),

(গ) বিদেশ থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্য আনার সংগঠন,

(ঘ) পড়াশুনা করা এবং সাধারণভাবে প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য আমাদের ব্যবসায়ে কার্যনির্বাহীদের বিদেশে পাঠানো,

(ঙ) শ্রমিকশ্রেণীর এবং কৃষক উৎসের লোকজন থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রযুক্তিবিদ্ ও বিশেষজ্ঞ দ্রুত প্রশিক্ষিত করার জন্য টেকনিকাল কলেজগুলিকে নিজ নিজ সংগঠনসমূহে স্থানান্তরণ।

করণীয় কাজ হল, এই সমস্ত উপায় বাস্তবে পরিণত করার জন্য কাজকর্ম বিবর্ধিত করা।

(৪) **আমলাতন্ত্রের সাথে লড়াই করার সমস্যা।** সর্বপ্রথমে, আমলাতন্ত্রের বিপদ নিহিত রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে, আমাদের প্রথার গভীরে যে প্রকাণ্ড সংরক্ষিত শক্তিসমূহ সুপ্ত রয়েছে, আমলাতন্ত্র তাদের লুকিয়ে রাখে, এই ঘটনার মধ্যে যে আমলাতন্ত্র ব্যাপক জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগকে অকার্যকর করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়, তাকে লাল ফিতে দিয়ে হাতে-পায়ে বেঁধে রাখে এবং পার্টি কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি নতুন আরব্ধ কাজকে তুচ্ছ এবং অকেজো মামুলি কাজে পরিণত করে। দ্বিতীয়তঃ, আমলাতন্ত্রের বিপদ এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে তা পরিপূরণ পরীক্ষা করে

দেখা সহ্য করে না এবং নেতৃত্বদায়ী সংগঠনগুলির মৌল নির্দেশগুলিকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কেবলমাত্র কাগজের টুকরোয় পরিণত করতে চেষ্টা করে। কেবলমাত্র আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে সজীহীন অবস্থায় পড়া পুরানো আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিরা নয়—তারা ততটা নয়—যাদের নিয়ে এই বিপদ সংগঠিত; বিশেষ করে নতুন নতুন আমলা, সোভিয়েত আমলাদের দ্বারাও এই বিপদ সংগঠিত, আর 'কমিউনিস্ট' আমলারা তাদের মধ্যে কোন রকমেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যক নয়। আমার মনে আছে সেই সমস্ত 'কমিউনিস্টদের' কথা যারা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের বিরাট ব্যাপক জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগ এবং স্বাধীন কর্মতৎপরতার বদলে আমলাতান্ত্রিক নির্দেশ ও 'অনুশাসনগুলি', যেগুলির শক্তিশালিতায় তারা অচেতন পদার্থে অন্ধ ভক্তির মতো বিশ্বাস স্থাপন করে, সেগুলি প্রতিস্থাপন করতে চেষ্টা করে।

ব্যাপক জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগ এবং স্বাধীন কর্মতৎপরতা বিকশিত করার জন্য করণীয় কাজ হল, আমাদের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের আমলাতন্ত্রকে চূর্ণ করা, আমলাতান্ত্রিক 'অভ্যাস' ও 'রীতিনীতিসমূহ' থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং আমাদের সামাজিক প্রথার সংরক্ষিত শক্তিসমূহকে কাজে লাগানোর জন্য পথ পরিষ্কার করা।

এটা একটা সহজ কাজ নয়। 'ভুড়ি দিয়ে' এ কাজ সম্পাদন করা যায় না। কিন্তু আমরা যদি সত্যসত্যই সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের দেশকে রূপান্তরিত করতে চাই, তবে যে মূল্যই লাগুক না কেন এই কাজ অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে।

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টি চারটি লাইন ধরে কাজ করছে: **আত্মসমালোচনা** বিকশিত করা, **পরিপূরণ পরীক্ষা করে দেখা** সংগঠিত করা, হাতিয়ারকে **বিশোধিত** করা, এবং, সর্বশেষে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত ঐকান্তিকতাপূর্ণ কর্মীদের নীচু থেকে হাতিয়ারের পদসমূহে **উন্নীত** করা— এই চারটি লাইনে।

কর্তব্যকাজ হল, এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সর্বরকমের প্রচেষ্টা চালানো।

(৫) **শ্রমের উৎপাদনশীলতা** বাড়াবার সমস্যা। শিল্প ও কৃষি, উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি যদি সুসম্বদ্ধভাবে না ঘটে, তাহলে আমরা পুনর্গঠনের করণীয় কাজসমূহ সম্পাদন করতে সক্ষম হব না, অগ্রসর

পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলতে এবং ছাপিয়ে যেতে আমরা শুধু ব্যর্থই হব না, এমনকি আমরা আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতেও সক্ষম হব না। এইজন্য, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার সমস্যা আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য পার্টির গৃহীত উপায়সমূহ তিনটি লাইন ধরে: শ্রমজীবী জনগণের **বস্তুগত অবস্থাসমূহ** রীতিবদ্ধভাবে **উন্নত করার** লাইন, শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত কর্মোদ্যোগসমূহে **কমরেডসুলভ শ্রম-শৃংখলা** স্থাপন করার লাইন, এবং, সর্বশেষে **সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা** এবং **শক-ব্রিগেডের কাজ** সংগঠিত করা। এসবের ভিত্তি হল উন্নীত কৃৎকৌশল এবং শ্রমের **র‍্যাশনাল** (বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠিত—অনুবাদক) সংগঠন।

কর্তব্যকাজ হল, এই সমস্ত উপায় কার্যে পরিণত করার জন্য ব্যাপক সংগঠিত প্রচার আন্দোলন আরও বিকশিত করা।

(৬) **সরবরাহের** সমস্যা। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শহরে ও গ্রামে মেহনতী জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপন্নের **পর্যাপ্ত সরবরাহ**, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে **সমবায়যন্ত্রের** সাযুজ্য করার, শ্রমিকদের **প্রকৃত মজুরি** সুসম্বদ্ধভাবে বৃদ্ধি করার, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এবং কৃষিজাত পণ্যের **দরদাম কমানোর** প্রশ্নসমূহ। আমি এর আগেই ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের সমবায়গুলির ত্রুটিবিচ্যুতি-সমূহের কথা বলেছি। এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি অতি অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে এবং আমাদের নজর দিতে হবে যাতে **দরদামসমূহ কমাবার নীতি** কার্যকর হয়। জিনিসপত্রের অপর্যাপ্ত সরবরাহ সম্পর্কে ('জিনিসপত্রের ঘাটতি') হালকা শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালসমূহের ভিত্তি সম্প্রসারিত করতে এবং শহরের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য দ্রব্যসমূহের উৎপাদন বাড়াতে আমরা এখন সক্ষম। রুটি সরবরাহের বিষয়টি ইতিমধ্যেই সুনিশ্চিত হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহের উৎপন্ন এবং সব্জি সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এখন অধিকতর দুরূহ। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অসুবিধা কয়েক মাসের মধ্যে দূর করা যায় না। এটি অতিক্রম করতে অন্ততঃ এক বছর লাগবে। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় এবং যৌথখামারসমূহের সংগঠনের কল্যাণে এক বছরের সময়কালের মধ্যে মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহের উৎপন্ন এবং সব্জির পুরোপুরি

সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমরা সক্ষম হব। আর আমাদের যখন ইতিমধ্যেই শস্যসংরক্ষণ, সুতীবস্ত্র, শ্রমিকদের জন্য বর্ধিত গৃহনির্মাণ এবং শস্তা পৌর সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে, তখন এই সমস্ত উৎপন্নের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ কি? অর্থ হল, সমস্ত প্রধান প্রধান উপাদান যা শ্রমিকের বাজেট এবং তার প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করে সে-সবকে নিয়ন্ত্রিত করা। অর্থ হল, নিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির দ্রুত বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা।

কর্তব্যকাজ হল, এই লক্ষ্য সংক্রান্ত আমাদের সমস্ত সংগঠনগুলির কাজ বিবর্ধিত করা।

(৭) **ঋণ দান ও মুদ্রা** সমস্যা। ঋণদানের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন এবং আমাদের আর্থিক রিজার্ভসমূহের সঠিক ব্যবহারের কৌশল জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যার সমাধানে পার্টির গৃহীত উপায়গুলি হল দুটি লাইনে: স্টেট ব্যাঙ্কে সমস্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণের কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত করার লাইন এবং সমাজীকৃত সেক্টরে নগদ নয় এমন সব হিসেব-পত্রের নিষ্পত্তি সংগঠিত করার লাইন। এটি, প্রথমতঃ, স্টেট ব্যাঙ্ককে একটি দেশব্যাপী যন্ত্রে রূপান্তরিত করে জিনিসপত্রের উৎপাদন ও বণ্টনের হিসেব রাখার জন্য; এবং, দ্বিতীয়তঃ, এটি বৃহৎ পরিমাণ মুদ্রা বাজার থেকে সরিয়ে রাখে। অণুমাত্রও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই সমস্ত ব্যবস্থা সমস্ত ঋণ ব্যবস্থার শৃংখলা প্রবর্তন করবে (ইতিমধ্যে প্রবর্তন করছে) এবং আমাদের চারভোনেৎসমূহকে (রুশ মুদ্রা—অনুবাদক) শক্তিশালী করবে।

(৮) **রিজার্ভের** সমস্যা। ইতিমধ্যেই কয়েকবার বলা হয়েছে আর তা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই যে, সাধারণভাবে কোন রাষ্ট্র, এবং বিশেষভাবে আমাদের রাষ্ট্র, রিজার্ভ ছাড়া চলতে পারে না। আমাদের শস্য, জিনিসপত্র এবং বিদেশী মুদ্রার কিছু কিছু রিজার্ভ আছে। এই সময়কালে আমাদের কমরেডরা এই সমস্ত রিজার্ভের লাভদায়ক ফল অনুভব করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু 'কিছু কিছু' রিজার্ভ যথেষ্ট নয়। প্রতিটি দিকে আমাদের বৃহত্তর রিজার্ভসমূহের দরকার।

এইজন্য, করণীয় কাজ হল রিজার্ভ সঞ্চয় করা।

(খ) শিল্প

(১) মুখ্য সমস্যা হল, **লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের** বিকাশের জন্য সর্বশক্তি

প্রয়োগ করা। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র এই বছরেই, ১৯২৯-৩০ সালে, ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ডের উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা প্রাক্ যুদ্ধ স্তরে পৌঁছেছি এবং তা ছাপিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে এটি একটি গুরুতর আশংকার বিষয়। এই আশংকা দূরীভূত করার জন্য আমাদের অতি অবশ্যই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকশিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে, পাঁচসালা পরিকল্পনায় যে ১০,০০০,০০০ টন উৎপাদন ধার্য হয়েছে শুধু সেই উৎপাদনে পৌঁছালে চলবে না, অতি অবশ্যই পৌঁছাতে হবে ১৫০-১৭০ লক্ষ টন উৎপাদনে। যদি আমরা আমাদের দেশকে সত্যসত্যই শিল্পায়িত করতে চাই, তাহলে যে-কোন মূল্যে আমাদের এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

বলশেভিকদের অতি অবশ্যই দেখাতে হবে যে, তারা এই কর্তব্যকাজের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের হালকা শিল্প বর্জন করতেই হবে। না, এর অর্থ তা নয়। এ পর্যন্ত ভারি শিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা হালকা শিল্প সহ সব ব্যাপারে মিতব্যয়িতার সঙ্গে পরিচালনা করছি। আমরা ইতিমধ্যেই ভারি শিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছি। এখন শুধু এই শিল্পকে আরও বিবর্ধিত করা প্রয়োজন। এখন আমরা হালকা শিল্পের দিকে নজর দিতে পারি এবং ত্বরিতগতিতে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের শিল্প বিকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ভারি শিল্প ও হালকা শিল্প, উভয়কেই ত্বারিতগতিতে বিকশিত করতে আমরা সমর্থ। এ বছর তুলো, শন এবং বীট চিনির ফলনের পরিকল্পনা পূরণের দিক থেকে ছাপিয়ে যাওয়া এবং কেণ্ডির ও কৃত্রিম রেশমের সমস্যার সমাধান—এ সমস্তই প্রমাণ করে যে আমরা প্রকৃতপক্ষে হালকা শিল্পের উৎপাদন এগিয়ে নেবার পক্ষে সমর্থ হয়েছি।

(২) **র‍্যাশানালাইজেশন** (বিজ্ঞানসম্মতভাবে গঠন করা—অনুবাদক), **উৎপাদনের খরচ কমানো** এবং উৎপন্ন দ্রব্যের **মানোন্নয়নের** সমস্যা। র‍্যাশনালাইজেশনের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহ, উৎপাদনের খরচ কমাবার পরিকল্পনা পরিপূরণ করতে না পারা এবং আমাদের কতকগুলি শিল্পোদ্যোগ যে গুণের দিক থেকে সাংঘাতিক রকমের জিনিসপত্র বের করে, আমরা আর সে-সব সহ্য করতে পারি না। এই সমস্ত ফারাক ও ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিকরভাবে ক্ষুন্ন করছে এবং তার আরও

উন্নতিলাভের পথে বাধা জন্মাচ্ছে। সময় এসেছে, আর দেরী করা চলে না, এই লজ্জাকর কলংক দূর করতেই হবে।

বলশেভিকদের অতি অবশ্যই দেখাতে হবে যে, তারা এই কর্তব্যকাজের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

(৩) **এক-ব্যক্তি-ভিত্তিক পরিচালনার সমস্যা।** ফ্যাক্টরিগুলিতে এক-ব্যক্তি-ভিত্তিক পরিচালনা প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে আইনভঙ্গের ব্যাপারগুলিও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বারবার শ্রমিকেরা অভিযোগ করে: 'ফ্যাক্টরিতে নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেয়', 'কাজকর্মে বিশৃংখলা বিরাজ করছে'। উৎপাদনের সংস্থা থেকে ফ্যাক্টরিগুলিকে আমরা আর পার্লামেণ্টে পরিণত হতে দিতে পারি না। আমাদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহকে অবশেষে অতি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, যদি আমরা এক-ব্যক্তি-ভিত্তিক পরিচালনা সুনিশ্চিত না করি এবং কাজকর্ম যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে সেক্ষেত্রে কঠোর দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, তাহলে শিল্পের পুনর্গঠনের কর্তব্যকাজকে আমরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হব না।

(গ) কৃষি

(১) **পশুসম্পত্তির চাষাবাদ** এবং **শিল্পে প্রয়োজনীয় শস্যের সমস্যা।** এখন যখন আমরা মোটের উপর শস্য-সমস্যার সমাধান করেছি, তখন আমরা পশুসম্পত্তি চাষাবাদের সমস্যা, যা বর্তমান সময়ে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শস্যের সমস্যা উভয়েরই যুগপৎ সমাধানে প্রবৃত্ত হতে পারি। এই সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের অতি অবশ্যই এগুতে হবে একই কর্মনীতি ধরে, যে পথে আমরা শস্য-সমস্যার সমাধান করেছিলাম। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় খামার এবং যৌথ খামার সংগঠিত করে —যেগুলি হল আমাদের নীতির জোরদার বিষয়—আমাদের অবশ্যই বর্তমানের ক্ষুদ্র-কৃষক-ভিত্তিক পশুসম্পত্তির চাষাবাদের এবং শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় শস্যের প্রযুক্তিগত অর্থনৈতিক ভিত্তি রূপান্তরিত করতে হবে। পশুসম্পত্তির ট্রাস্ট, ভেড়ার ট্রাস্ট, শূকরের ট্রাস্ট, গব্যশালা ট্রাস্ট এবং এদের সঙ্গে পশু-সম্পত্তির যৌথ খামারসমূহ এবং বিরাজমান রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারসমূহ, যেগুলি শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন করে—আমাদের সম্মুখীন সমস্যাসমূহকে সমাধান করার এরূপই হল আমাদের ভিন্ন-পথে গমনের বিষয়।

(২) **রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলিতে বিকাশের আরও উন্নতি বর্ধনের** সমস্যা। এ বিষয়ে বিশদভাবে বলার বড় একটা প্রয়োজন নেই যে, আমাদের পক্ষে এটা হল গ্রামাঞ্চলে আমাদের সামগ্রিক বিকাশের প্রাথমিক সমস্যা। এখন এমনকি অন্ধ ব্যক্তিরাও দেখতে পারে যে কৃষকেরা পুরানো থেকে নতুনে, কুলাকের দাসত্ব থেকে স্বাধীন যৌথ খামারের জীবনে একটি প্রচণ্ড, মূলগত মোড় ফিরেছে। পুরানো দিনে আর ফিরে-যাওয়া নেই। কুলাকদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং তারা নিশ্চিহ্ন হবে। একমাত্র পথই অবশিষ্ট রয়েছে—যৌথ খামারের পথ। এবং যৌথ খামারের পথ আমাদের পক্ষে আর অজানিত ও অপরীক্ষিত পথ নেই। ব্যাপক কৃষক সাধারণ নিজেরাই এই পথকে সহস্র রকমে আবিষ্কার করেছে, পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করেছে। এই পথ একটি নতুন পথ হিসেবে আবিষ্কৃত ও মূল্যায়িত হয়েছে যা কৃষকদেরকে কুলাকদের দাসত্ব থেকে মুক্তি, অভাব ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তির দিকে পরিচালিত করে। আমাদের সাফল্যসমূহের ভিত্তি হল এটাই।

গ্রামাঞ্চলে এই নতুন আন্দোলন কিভাবে আরও বিকশিত হবে? গ্রামাঞ্চলে পুরানো ধরনের জীবন পুনঃসংগঠিত করার মেরুদণ্ড হিসেবে রাষ্ট্রীয় খামারগুলি পুরোভাগে থাকবে। গ্রামাঞ্চলে নতুন আন্দোলনের জোরদার বিষয় হিসেবে সেগুলির অনুবর্তী হবে অসংখ্য যৌথ খামার। এই দুটি প্রথার যুক্ত কাজ ইউ. এস এস. আরের সমস্ত অঞ্চলসমূহের পুরোপুরি সমবায়ীকরণের পক্ষে অবস্থাসমূহ সৃষ্টি করবে।

যৌথ খামার আন্দোলনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহের অন্যতম হল এই যে, তা **কৃষকদের নিজেদের মধ্য থেকেই** ইতিমধ্যে যৌথ খামারগুলির অনুকূলে হাজার হাজার সংগঠক ও লক্ষ লক্ষ আন্দোলন সৃষ্টিকারীকে পুরোভাগে এনেছে। শুধু আমরা, দক্ষ বলশেভিকরাই নই, যৌথ খামারের কৃষকেরা নিজেরাই, তাদের অনুকূলে যৌথ খামারগুলির হাজার হাজার সংগঠক ও আন্দোলন সৃষ্টিকারীরা এখন সমবায়ীকরণের পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে। আর কৃষক আন্দোলনকারীরা হল যৌথ খামার আন্দোলনের পক্ষে চমৎকার আন্দোলক, কেননা তারা অবশিষ্ট ব্যাপক কৃষক জনগণের পক্ষে যৌথ খামারসমূহের অনুকূলে সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি খুঁজে পাবে, যা আমরা দক্ষ বলশেভিকরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

যত্রতত্র এই মর্মে কণ্ঠস্বর শোনা যায় যে আমাদের অতি অবশ্যই

পুরোদস্তুর সমবায়ীকরণের নীতি বর্জন করতে হবে। আমাদের কাছে সংবাদ আছে যে, এমনকি আমাদের পার্টিতেও এই 'ধারণার' সমর্থকগণ রয়েছে। অবশ্য, এ কথা বলতে পারে একমাত্র তারাই যারা, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সাম্যবাদের শত্রুদের সাথে যোগ দিয়েছে। পুরোদস্তুর সমবায়ীকরণের পদ্ধতি হল একমাত্র সেই অপরিহার্য পদ্ধতি যা ব্যতিরেকে ইউ. এস. এস. আরের সমস্ত অঞ্চলের সমবায়ীকরণের ক্ষেত্রে পাঁচসালা পরিকল্পনা কার্যকর করা অসম্ভব হবে। সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের স্বার্থসমূহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে কিভাবে পুরোদস্তুর সমবায়ীকরণ বর্জন করা যেতে পারে?

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, যৌথ খামার আন্দোলনে আমাদের পক্ষে সব কিছুই 'মসৃণভাবে' ও 'স্বাভাবিকভাবে' চলবে। তখনো যৌথ খামারগুলির ভিতরে দোলায়মানতা থাকবে, তখনো জোয়ার ভাঁটা খেলবে। কিন্তু তা যৌথ খামার আন্দোলন যারা গড়ে তুলছে তাদের নিরুৎসাহ করতে পারে না এবং অতি অবশ্যই করবে না। যৌথ খামার আন্দোলনের জোরদার বিকাশের পক্ষে গুরুতর বাধা হিসেবে তা আরও কম উপযোগী হবে। একটি পাকাপোক্ত আন্দোলন, আমাদের যৌথ খামার আন্দোলন নিঃসন্দেহে যেরকমটি, সবকিছু সত্ত্বেও, ব্যক্তিগত বাধাবিপত্তি ও অসুবিধা সত্ত্বেও তার লক্ষ্য অর্জন করবে।

করণীয় কাজ হল, শক্তিসমূহকে প্রশিক্ষিত করা এবং যৌথ খামার আন্দোলনের অধিকতর বিকাশের ব্যবস্থা করা।

(৩) **জেলা ও গ্রামগুলির যত কাছাকাছি সম্ভব প্রশাসনযন্ত্রকে আনার** সমস্যা। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, যদি আমরা **প্রশাসনিক এলাকাসমূহের সীমা পুনর্নির্দিষ্টকরণ** কার্যকর না করতাম, তাহলে কৃষিকে পুনর্গঠিত করা এবং যৌথ খামার আন্দোলন বিকশিত করার প্রভৃত কর্তব্যকাজ মোকাবিলা করতে আমরা অসমর্থ হতাম। ভোলস্তগুলির সম্প্রসারণ এবং সেগুলিকে জেলায় রূপান্তরণ, গুবের্নিয়াগুলি বিলোপ করে তাদের ক্ষুদ্রতর ইউনিটসমূহে (ওক্রুগ) রূপান্তরিত করা, এবং, সর্বশেষে, কেন্দ্রীয় কমিটির সরাসরি শক্তিশালী বিন্দু হিসেবে অঞ্চলগুলি গঠন—এগুলিই হল সীমা পুনর্নির্দিষ্টকরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ। এর উদ্দেশ্য হল পার্টি ও সোভিয়েত এবং অর্থনৈতিক ও সমবায়যন্ত্রকে জেলা ও গ্রামগুলির আরও কাছাকাছি আনা, যাতে কৃষি, তার উর্ধ্বমুখীনতা ও তার পুনর্গঠনের বিরক্তিকর প্রশ্নগুলি

সময় থাকতে সমাধান করা সম্ভব হয়। আমি পুনরাবৃত্তি করছি যে, প্রশাসনিক এলাকাগুলির সীমা পুনর্নির্দিষ্টকরণ আমাদের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণসাধন করেছে।

কিন্তু প্রশাসনযন্ত্রকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ও কার্যকরভাবে জেলা ও গ্রামসমূহের আরও কাছাকাছি আনার ক্ষেত্রে সব কিছুই কি করা হয়েছে? না, সবকিছু করা হয়নি। যৌথ খামারের বিকাশের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র এখন জেলা সংগঠনগুলির কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। এগুলি হল এমন সব কেন্দ্র যেখানে সমবায় এবং সোভিয়েতসমূহ, ঋণ ও সংগ্রহ সম্পর্কে যৌথ খামারের বিকাশের এবং গ্রামাঞ্চলে অন্য সমস্ত রকমের অর্থনৈতিক কাজের সুতোগুলি এসে মিলিত হয়েছে। জেলা সংগঠনগুলিকে তাদের প্রয়োজনমত এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে যে শ্রমিকদের তাদের অবশ্যই পেতে হবে সেইসব শ্রমিক কি তাদের পর্যাপ্তরূপে সরবরাহ করা হয়েছে? কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে তাদের স্টাফ অপর্যাপ্ত। এ থেকে বের হবার পথ কি? এই ত্রুটি সংশোধন করতে এবং আমাদের কাজকর্মের সমস্ত শাখার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিকদের জেলা সংগঠনগুলিকে সরবরাহ করতে হলে অতি অবশ্যই কি করতে হবে? অন্ততঃ দুটি কাজ অবশ্যই করতে হবে:

(১) ওকরুগগুলি, যেগুলি অঞ্চল (region) ও জেলাগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেগুলি বিলোপ করতে হবে (**হর্ষধ্বনি**) এবং ওকরুগ থেকে মুক্ত কর্মীদের জেলা সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করতে হবে;

(২) জেলা সংগঠনগুলিকে সরাসরি অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। (টেরিটোরিয়াল কমিটি, ন্যাশনাল সেন্ট্রাল কমিটি)।

এতে প্রশাসনিক এলাকাগুলির সীমা পুনর্নির্দিষ্টকরণ সম্পূর্ণ হবে, প্রশাসনযন্ত্রকে জেলা ও গ্রামগুলির আরও কাছাকাছি আনার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

ওকরুগগুলির বিলোপের সম্ভাবনায় এখানে হর্ষধ্বনি উঠেছে। নিশ্চিতরূপে, ওকরুগগুলিকে অতি অবশ্যই লোপ করতে হবে। তৎসত্ত্বেও, এটা মনে করা ভুল হবে যে, এতে আমরা ওকরুগগুলিকে নিন্দার্হ বলে ঘোষণা করার অধিকার পেয়ে যাচ্ছি—যেমন কিছু কিছু কমরেড **প্রাক্তদার** মতে করছেন। অবশ্যই এটা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, ওকরুগগুলি প্রচণ্ড কাজের বোঝা বহন করে

এসেছে এবং তাদের সময়ে এক বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। (হর্ষধ্বনি।)

আমি এটাও মনে করি, ওকৃক্রগুলি লোপ করার ব্যাপারে মাত্রাধিক তাড়াতাড়ি দেখানো ভুল হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি ওকৃক্রগুলি তুলে দেওয়া সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৫২] কিন্তু এটা আদৌ তাদের মত নয় যে এই কাজ অতি অবশ্যই অবিলম্বে করতে হবে। স্পষ্টতঃই, ওকৃক্রগুলি বিলুপ্ত করার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে।

(ঘ) যানবাহন

সর্বশেষে, **যানবাহনের** সমস্যা। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে যানবাহনের প্রভূত গুরুত্বের কথা সুদীর্ঘভাবে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই। এবং শুধু জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে নয়, আপনারা জানেন, দেশের প্রতিরক্ষার জন্যও যানবাহন চরম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যানবাহনের প্রভূত গুরুত্ব সত্বেও যানবাহন ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার পুনর্গঠন এখনো বিকাশের সাধারণ হার থেকে পেছনে পড়ে আছে। এটা প্রমাণ করার কি প্রয়োজন আছে যে এরূপ পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনীতিতে যানবাহন একটা 'বাধা' হয়ে দাঁড়াবার, আমাদের উন্নতি ব্যাহত করার বিপদাশংকার একটা কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে? এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর সময় কি এখনো আসেনি?

নদীপথে যানবাহন সম্পর্কিত ঘটনা বিশেষভাবে খারাপ। এটা প্রকৃত ঘটনা যে, ভল্‌গা স্টীমার সার্ভিস যুদ্ধ পূর্ব স্তরের তুলনায় মাত্র ৬০ শতাংশে এবং নীপার স্টীমার সার্ভিস মাত্র ৪০ শতাংশে পৌছেছে। প্রাক্‌-যুদ্ধ স্তরের ৬০ ও ৪০ শতাংশ—এই হল সব যা নদীপথে যানবাহনের 'সাফল্য অর্জনের' রেকর্ড! নিশ্চিতরূপে এটা একটা বিরাট 'সাফল্য অর্জন'! এই লজ্জাস্কর ঘটনার অবসান ঘটানোর সময় কি আসেনি? (বহু কণ্ঠস্বর: 'সময় এসেছে।')

কর্তব্যকাজ হল, অবশেষে যানবাহন সমস্যার মোকাবিলা করা, এই কাজে অগ্রসর হওয়া।

এগুলিই হল পার্টির পরবর্তী কর্তব্যকাজসমূহ।

এই সমস্ত কাজ সম্পাদনে কি কি প্রয়োজন?

প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ যা প্রয়োজন তা হল, সমস্ত ফ্রন্ট ধরে পুঁজিবাদী অংশগুলির বিরুদ্ধে বহু-বিস্তীর্ণ পরিধিতে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া এবং

তাকে শেষ পর্যন্ত কার্যকর করার চেষ্টায় সফল হওয়া।

বর্তমান সময়ে এটাই আমাদের নীতির কেন্দ্র এবং ভিত্তি। (**হর্ষধ্বনি।**)

৩। পার্টি

আমি এখন পার্টির প্রসঙ্গ আলোচনা করছি।

পুঁজিবাদী পদ্ধতি থেকে সোভিয়েত অর্থনৈতিক পদ্ধতির সুবিধা কি তাও আমি বলেছি। সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের জন্য সংগ্রামে আমাদের সামাজিক পদ্ধতি কি বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে তা আমি বলেছি। আমি এ কথাও বলেছি যে, এইসব সম্ভাবনা ব্যতিরেকে, তাদের কাজে না লাগিয়ে আমরা আমাদের অতীতের সাফল্যে কখনই অগ্রসর হতে পারতাম না।

কিন্তু প্রশ্ন হল: সোভিয়েত পদ্ধতি যে সম্ভাবনাগুলি সৃষ্টি করেছে পার্টি কি তার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে; পার্টি কি এসব সম্ভাবনা গোপন রাখেনি এবং তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী শক্তির পূর্ণ বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি; সমগ্র ফ্রণ্টে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে এইসব সম্ভাবনা থেকে যা কিছু পাওয়া সম্ভব ছিল, তা কি পার্টি নিংড়ে নিতে পেরেছে?

সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয় সোভিয়েত পদ্ধতিকে বিশাল **সম্ভাবনা** যুগিয়েছে। কিন্তু **সম্ভাবনাই বাস্তব সংঘটন** নয়। সম্ভাবনাকে বাস্তব সংঘটনে রূপান্তরিত করতে হলে, কতকগুলি শর্ত পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, তাদের মধ্যে একটি হল পার্টির কর্মপন্থা এবং সে কর্মপন্থার নির্ভুল প্রয়োগের ভূমিকা কোনক্রমেই কম নয়।

কতকগুলি উদাহরণ।

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা বলে, **নেপই** সমাজতন্ত্রের বিজয়কে সুনিশ্চিত করেছে; সুতরাং শিল্পায়নের হার, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারের উন্নয়ন প্রভৃতি সম্পর্কে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, কারণ যাই হোক বিজয়লাভ সুনিশ্চিত, সে বিজয় যেন আপনা থেকেই আসবে। অবশ্য এটা ভুল ও আজগুবি। এমন কথা বলার অর্থ, সমাজতন্ত্র গঠনে পার্টির ভূমিকার, সমাজতন্ত্র গঠনে পার্টির দায়িত্বের অস্বীকৃতি। লেনিন কোনমতেই এ কথা বলেননি যে **নেপ** সমাজতন্ত্রের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে। লেনিন শুধু এই কথাই বলেছেন যে, '**নেপ** অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ স্থাপনের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করছে।'[৫৩] কিন্তু সম্ভাবনা

বাস্তব সংঘটন নয়। সম্ভাবনাকে বাস্তব সংঘটনে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের এই সুবিধাবাদী তত্ত্বটি বর্জন করতে হবে যে, আপনা থেকেই সব কিছু হয়ে যাবে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠন (পুনর্নির্মাণ) করতে হবে এবং শহরে ও গ্রামে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অভিযান চালাতে হবে।

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা আরও বলে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে বিভেদের কোন ক্ষেত্রই আমাদের সমাজ-পদ্ধতিতে নেই—সুতরাং গ্রামাঞ্চলের সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে নির্ভুল নীতি নির্ধারণের জন্য আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, কারণ, বলতে গেলে, কুলাকেরা যে-কোন রকমেই সমাজতন্ত্রের মধ্যে বেড়ে উঠবে, শ্রমিক ও কৃষকের মিলন আপনা থেকেই সুনিশ্চিত হবে। এটাও ভুল ও আজগুবি। এসব কথা কেবল তারাই বলতে পারে যারা বুঝতে পারে না যে, পার্টির নীতিই—আর বিশেষতঃ এমন একটি পার্টি যা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—শ্রমিক ও কৃষকের মিলনের ভাগ্য নির্ধারণে প্রধান উপাদান। লেনিন কখনো এ কথা মনে করেননি যে, শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে বিভেদের প্রশ্নই ওঠে না। লেনিন বলেছেন, 'আমাদের সমাজ-পদ্ধতিতে এই বিভেদের ক্ষেত্র যে **অন্তর্নিহিত তা নয়**', কিন্তু 'এইসব শ্রেণীর মধ্যে **যদি** শ্রেণীগত মতানৈক্য তীব্র হয়ে ওঠে, তাহলে বিভেদ **অবশ্যম্ভাবী হবে**।'

এই কারণে লেনিনের মনে হয়েছে :

> 'যে অবস্থায় বিভেদ ঘটাতে পারে, তার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা এবং **আগে থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করা** হল কেন্দ্রীয় কমিটির, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এবং সমগ্র পার্টির কর্তব্য, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আমাদের কৃষক জনতা একত্রে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই মিলনে অবিচলিত থাকছে, না তারা "নেপজনের" অর্থাৎ নতুন বুর্জোয়াদের তাদের ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গোঁজা প্রবেশ করাতে—শ্রমিকদের থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে দিচ্ছে, সর্বশেষ পদ্ধতিতে তার উপরেই আমাদের সাধারণতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করছে।'[৫৪]

অতএব, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে বিভেদ পূর্বাহ্ণে নির্ধারিত নয়, এবং তা অপরিহার্যও নয়, কারণ আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই বিভেদ রোধ

করার এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মিলন সুদৃঢ় করার সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তব সংঘটনে রূপান্তরিত করার জন্য কি প্রয়োজন? বিভেদ রোধ করার এই সম্ভাবনাকে বাস্তব সংঘটনে রূপান্তরিত করার জন্য আমাদের অতি অবশ্য আপনা থেকেই সব কিছু হয়ে যাবে, এই সুবিধাবাদী তত্ত্ব ত্যাগ করতে হবে, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার গঠন করে পুঁজিবাদের মূল উৎপাটন করতে হবে এবং কুলাকদের শোষণের প্রবণতা সংযত রাখার নীতি থেকে এগিয়ে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদের নীতিতে যেতে হবে।

সুতরাং, দাঁড়াল এই যে, আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি এবং এইসব সম্ভাবনা কাজে লাগানোর অর্থাৎ সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তব সংঘটনে রূপান্তরিত করার মধ্যে কঠোর পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে।

দাঁড়াল এই যে, এমন সব ঘটনার কথা ভাবা যেতে পারে, যখন বিজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু পার্টি তা দেখতে পাচ্ছে না, অথবা তাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না, যার ফলে বিজয়ের পরিবর্তে পরাজয় আসতে পারে।

আবার সেই একই প্রশ্ন ওঠে: সোভিয়েত পদ্ধতি আমাদের যে সব সম্ভাবনা ও সুবিধা জুগিয়েছে, পার্টি কি তার সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে? সম্ভাবনাকে বাস্তব সংঘটনে রূপান্তরিত করার জন্য এবং তার দ্বারা আমাদের গঠনকার্যের সর্বাধিক সাফল্যের নিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্য পার্টি কি সব কিছু করেছে?

অন্য কথায়: পূর্ববর্তীকালে পার্টি এবং তার কেন্দ্রীয় কমিটি কি সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ নির্ভুলভাবে পরিচালনা করেছে?

বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির নির্ভুল নেতৃত্বের জন্য কি প্রয়োজন?

অন্যান্য বিষয় ছাড়াও, পার্টির একটি নির্ভুল কর্মপন্থা প্রয়োজন, জনগণ বুঝবে যে পার্টির কর্মপন্থা নির্ভুল এবং সক্রিয়ভাবে তা সমর্থন করবে, পার্টি কেবল সাধারণ কর্মপন্থা নির্ধারণেই তার কাজ সীমাবদ্ধ রাখবে না—এই কর্মপন্থা বাস্তবে রূপান্তরণের কাজ প্রতিদিন পরিচালনা করবে; সাধারণ কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এবং বিচ্যুতির সঙ্গে আপোষের বিরুদ্ধে পার্টি সুদৃঢ় সংগ্রাম চালাবে, বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পার্টি সাধারণ কর্মীদের মধ্যে একতা এবং লৌহদৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা গড়ে তুলবে।

এইসব শর্ত পালনের জন্য পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কি করেছে?

(১) সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য পরিচালনার প্রশ্ন

(ক) বর্তমান সময়ে পার্টির প্রধান কর্মপন্থা হল—অর্থনৈতিক ফ্রণ্টের **পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে** সমাজতন্ত্রের অভিযান থেকে শিল্প ও কৃষির **সমগ্র ফ্রণ্টে** অভিযানে **উত্তরণ**।

চতুর্দশ কংগ্রেস ছিল প্রধানতঃ **শিল্পায়নের** কংগ্রেস।

পঞ্চদশ কংগ্রেস ছিল প্রধানতঃ **সমবায়ীকরণের** কংগ্রেস।

এটি হল **সর্বব্যাপী** অভিযানের প্রস্তুতি।

ষোড়শ কংগ্রেসের পূর্ববর্তী কালটি পূর্ববর্তী পর্যায়গুলি থেকে পৃথক—এটি হল **সমগ্র ফ্রণ্টে ব্যাপক** অভিযানের কংগ্রেস, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদের এবং পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণ বাস্তবায়িত করার কংগ্রেস।

অল্প কথায় এই হল আমাদের পার্টির সাধারণ কর্মপন্থার সারমর্ম।

এই কর্মপন্থা কি নির্ভুল?

হাঁ, এটি নির্ভুল। আমাদের পার্টির সাধারণ কর্মপন্থা যে একমাত্র সঠিক পন্থা, তার প্রমাণ বাস্তব ঘটনাবলী। (হর্ষধ্বনি।)

সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ফ্রণ্টে আমাদের সাফল্যে ও কৃতিত্বে তা প্রমাণিত হয়েছে। এটা কখনো হতে পারে না এবং হয়ও না যে, ভুল নীতির দ্বারা পূর্ববর্তীকালে শহরে ও গ্রামে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ফ্রণ্টে পার্টির চূড়ান্ত বিজয়লাভ ঘটেছিল। একমাত্র নির্ভুল সাধারণ কর্মপন্থাই আমাদের বিজয়ী করতে পেরেছে।

আমাদের শ্রেণী-শত্রুরা, পুঁজিবাদী ও তাদের সংবাদপত্রগুলি, পোপ এবং সকল ধরনের বিশপ, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এবং আব্রামোভিচ ও দান ধরনের 'রুশ' বলশেভিকরা সম্প্রতি আমাদের পার্টির নীতির বিরুদ্ধে যে উত্তেজনামূলক চিৎকার আরম্ভ করেছে, তা থেকে এটা প্রমাণিত হয়। পুঁজিবাদীরা এবং তাদের তাঁবেদাররা আমাদের পার্টিকে গালি দিচ্ছে—আমাদের পার্টির সাধারণ কর্মপন্থা যে নির্ভুল, এটা তারই প্রমাণ। (হর্ষধ্বনি।)

ট্রট্‌স্কিবাদের ভাগ্যের দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে, যা এখন সকলেই জানে। ট্রট্‌স্কি শিবিরের লোকেরা সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার 'অধঃপতনের' কথা, 'থার্মিডোরের' কথা, ট্রট্‌স্কিবাদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথা প্রভৃতি বলে

বেড়িয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি ঘটল? ট্রট্স্কিবাদের উচ্ছেদ ঘটেছে। সবাই জানে যে, ট্রট্স্কিপন্থীদের একটি অংশ ট্রট্স্কিবাদ থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তাদের প্রতিনিধিদের বহু ঘোষণায় স্বীকৃত হয়েছে যে, পার্টি নির্ভুল ছিল, এবং ট্রট্স্কিবাদের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র তারা স্বীকার করেছে। ট্রট্স্কিবাদের আর একটি অংশ পেটি বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রতিবিপ্লবীতে অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সি. পি. এস. ইউ (বি)র ব্যাপারে পুঁজিবাদী সংবাদপত্রগুলিকে সংবাদ সরবরাহের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার 'অধঃপতিত' হবার কথা (অথবা 'অধঃপতিত হয়ে গেছে'), তা সতেজ হয়ে উঠছে, সমাজতন্ত্র গঠন করছে, আমাদের দেশের পুঁজিবাদী উপাদান ও তাদের পেটি-বুর্জোয়া জো-হুকুমধারীদের মেরুদণ্ড সফলতার সঙ্গে ভেঙে দিচ্ছে।

দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের ভাগ্যের দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়েছে, যা সকলেই অবগত আছেন। তারা এই বলে উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করেছিল যে, পার্টির কর্মপন্থা 'মারাত্মক', সোভিয়েত ইউনিয়নে 'বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা' রয়েছে, পার্টির আর নেতাদের হাত থেকে দেশকে 'বাঁচানো' দরকার ইত্যাদি। কিন্তু কার্যতঃ ঘটল কি? কার্যতঃ যা ঘটেছে তা হল, সমাজতন্ত্র গঠনের সকল ফ্রণ্টে পার্টি বিশাল সাফল্য অর্জন করেছে। পক্ষান্তরে, যে দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীরা দেশকে 'বাঁচাতে' চেয়েছিল এবং পরে তাদের ভুল স্বীকার করেছিল, তাদের মুখে চুনকালি পড়েছে।

তা প্রমাণিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকসমাজের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার দ্বারা, পার্টির নীতির প্রতি বিশাল মেহনতী জনতার সক্রিয় সমর্থনের দ্বারা এবং সর্বশেষে, শ্রমিকদের ও যৌথ খামারের চাষীদের অভূতপূর্ব কর্মোদ্দীপনার দ্বারা—যার বিশালতা দেশের শত্রু ও মিত্র উভয়কে বিস্মিত করেছে। তা ছাড়া, পার্টির প্রতি ক্রমবর্ধমান আস্থার পরিচয় হল এক একটি গোটা কারখানার ও শপের সমস্ত শ্রমিকের পার্টির সদস্যপদের জন্য আবেদন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালে পার্টির সদস্য-সংখ্যা ৬ লক্ষের বেশি বৃদ্ধি, এই বৎসরের মাত্র প্রথম তিন মাসেই পার্টিতে ২ লক্ষ নতুন সদস্যের যোগদান। বিশাল মেহনতী জনতা যে আমাদের পার্টির নীতিকে নির্ভুল বলে মনে করে এবং সে নীতি তারা সমর্থন করতে প্রস্তুত, তা ছাড়া আর কি এতে বোঝা যায়?

স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের পার্টির সাধারণ কর্মপন্থা যদি একমাত্র

নির্ভুল কর্মপন্থা না হতো, তাহলে অবস্থা এমন হতো না।

(খ) তবে, পার্টি কেবল সাধারণ কর্মপন্থা নির্ধারণেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। সাধারণ কর্মপন্থা কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে তার প্রতিও তাকে প্রতিদিন অতি অবশ্য নজর রাখতে হবে। সাধারণ কর্মপন্থার বাস্তব রূপায়ণ তাকে অতি অবশ্য পরিচালনা করতে হবে; অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পরিকল্পনাগুলিকে কাজের মধ্য দিয়ে উন্নত ও ত্রুটিশূন্য করার, ভুল সংশোধনের ও ভুল রোধের কাজ তাকে করতে হবে।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কিভাবে এ কাজ করেছে?

এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ প্রধানতঃ অগ্রসর হয়েছে কাজের গতিবেগ বৃদ্ধি করে এবং সময়সূচী সংক্ষিপ্ত করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সংশোধন করার এবং তাকে যথাযথ রূপদানের পন্থায়, অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালিত হওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখায়।

উন্নয়নের হার দ্রুত করার এবং সময়সূচী কমিয়ে আনার ব্যাপারে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশোধন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত কতকগুলি প্রধান সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করছি।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত হয় যে, পরিকল্পনার শেষ বছরে লৌহপিণ্ডের উৎপাদন ১ কোটি টন তুলতে হবে; কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত—উৎপাদনের এই স্তর যথেষ্ট নয়, কমিটি স্থির করে দেয় যে, পরিকল্পনাকালের শেষ বছরে লৌহপিণ্ডের উৎপাদন হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন।

ট্রাক্টর তৈরীঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত হয়েছিল যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের শেষ বছরে ৫৫ হাজার ট্রাক্টর তৈরী করতে হবে; কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তে এই লক্ষ্যমাত্রা যথেষ্ট মনে করা হয় না—স্থির করে দেওয়া হয় যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ট্রাক্টর অবশ্যই তৈরী করতে হবে।

মোটর গাড়ী তৈরী সম্পর্কে এই কথাই বলতে হবে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পনাকালের শেষ বছরে ১ লক্ষ মোটর গাড়ী (লরী ও যাত্রী গাড়ী) তৈরী করার পরিবর্তে ২ লক্ষ মোটর গাড়ী তৈরী করার সিদ্ধান্ত করা হয়।

লৌহেতর ধাতু শোধন শিল্প সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য, এই

ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসেব শতকরা ১০০ ভাগের বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছিল; **এবং কৃষিযন্ত্র নির্মাণও** পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসেব থেকে শতকরা ১০০ ভাগের বেশি বৃদ্ধি করা হয়।

হার্ভেষ্টার কম্বাইন নির্মাণের ব্যাপারটা আলাদা, এই সম্পর্কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না, এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের শেষ বৎসরে এর উৎপাদন অতি অবশ্যই আনতে হবে ৪০ হাজারে।

রাষ্ট্রীয় খামারের উন্নয়ন: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যবস্থা হয় যে, শস্য এলাকা বাড়িয়ে পরিকল্পনাকালের শেষ বৎসরে ৫০ লক্ষ হেক্টেয়ার করতে হবে, কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, এই স্তর যথেষ্ট নয় এবং স্থির করল যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে রাষ্ট্রীয় খামারের শস্য-এলাকা বাড়িয়ে ১ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টেয়ার করতেই হবে।

যৌথ খামারের উন্নয়ন: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যবস্থা হয়েছিল যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের শেষে শস্য-এলাকার প্রসার ২ কোটি হেক্টেয়ারে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, এই স্তর স্পষ্টতঃই যথেষ্ট নয় (এই বৎসরেই তা অতিক্রান্ত হয়েছে), এবং স্থির করে দেয় যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষভাগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমবায়ীকরণ মোটামুটি শেষ করতে হবে এবং সেই সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষকেরা ব্যক্তিগতভাবে যে জমি চাষ করে তার নয় দশমাংশ যৌথ খামারের শস্য-এলাকায় পরিণত করতে হবে। (**হর্ষধ্বনি।**)

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় কমিটি কিভাবে পার্টির সাধারণ কর্মপন্থার রূপায়ণ—সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পরিকল্পনার রূপায়ণ করছে, এই হল তার মোটামুটি চিত্র।

এ কথা বলা যেতে পারে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসেব এইভাবে আমূল পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় কমিটি পরিকল্পনার মূলনীতি লংঘন করছে এবং পরিকল্পনা সংস্থাগুলিকে হেয় করছে। কিন্তু একমাত্র অকর্মণ্য আমলারাই এমন কথা বলতে পারে। আমাদের বলশেভিকদের পক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটি চিরস্থায়ী নির্দিষ্ট ব্যাপার নয়। আমাদের কাছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হল, অন্যান্য বিষয়ের মতো, কাছাকাছি হিসেব অনুসারে গৃহীত একটা পরিকল্পনা, যাকে স্থানীয় অবস্থার অভিজ্ঞতার সঙ্গে, পরিকল্পনা রূপায়ণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরও সঠিক করতে হবে, পরিবর্তন

করতে হবে এবং ত্রুটিশূন্য করতে হবে। কোনও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পক্ষে আমাদের পদ্ধতির গভীরে লুক্কায়িত সমস্ত সম্ভাবনা বিবেচনা করা সম্ভব নয়; কাজের সময়ে—কল-কারখানায়, যৌথ খামারে ও রাষ্ট্রীয় খামারে, জেলাগুলিতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার সময়েই তা কেবল জানা যায়। একমাত্র আমলাদের দ্বারাই এ কথা বলা সম্ভব যে পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনার কাজ **শেষ হয়ে যায়**। পরিকল্পনার রচনা হল কেবল **পরিকল্পনার শুরু**। পরিকল্পনা রচিত হওয়ার পর, স্থানীয়ভাবে তার পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পর, বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনার প্রকৃত বিকাশ যখন ঘটতে থাকে, তার সংশোধন হয় এবং তা আরও সঠিক হয়, তখনই পরিকল্পনার প্রকৃত পরিচালনা বিকশিত হতে থাকে।

এইজন্যই কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন সাধারণতন্ত্রের পরিকল্পনা সংস্থাগুলির সাথে একত্রে উন্নয়ন হার ত্বরান্বিত করার জন্য এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সময়সূচী সংক্ষিপ্ত করার জন্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সংশোধন করার ও উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন।

সোভিয়েতগুলির অষ্টম কংগ্রেসে 'গোয়েলরো'র (GOELRO)[৫৫] দশ বছরের পরিকল্পনা যখন আলোচিত হচ্ছিল, তখন পরিকল্পনা পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে লেনিন এই কথা বলেন:

> 'আমাদের পার্টির কর্মসূচী কেবলমাত্র কর্মসূচী হয়েই থাকতে পারে না। এটি অতি অবশ্য অর্থনৈতিক গঠনকার্যের কর্মসূচী হবে; তা না হলে পার্টির কর্মসূচী হিসেবেও এর কোন মূল্য নেই। এর অনুপূরক হিসেবে অতি অবশ্য থাকা উচিত একটি দ্বিতীয় কর্মসূচী—আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এবং তাকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার স্তরে উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা।...একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করার অবস্থাতে আমাদের অতি অবশ্যই যেতে হবে; অবশ্যই এই পরিকল্পনা গৃহীত হবে কেবল প্রথমকার কাছাকাছি হিসেব অনুসারে। পার্টির এই কর্মসূচী আমাদের প্রকৃত পার্টি কর্মসূচীর মতো অপরবর্তনীয় হবে না, যা কেবল পার্টি কংগ্রেসের দ্বারাই পরিবর্তিত হতে পারে। না, প্রতিদিন, প্রত্যেক কারখানায়, প্রত্যেক ভোলস্তে এই কর্মসূচীর উন্নতি হবে, তা

বাস্তবে রূপায়িত হবে, ত্রুটিশূন্য হবে এবং পরিবর্তিত হবে।...বিজ্ঞানের ও বাস্তব প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করে স্থানীয় লোকেরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য অতি অবশ্য অবিচলিতভাবে সচেষ্ট হবে, যাতে ব্যাপক জনগণ বুঝতে পারে যে, শিল্পের পরিপূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আমাদের মাঝখানে যে দীর্ঘ সময়, তাকে অভিজ্ঞতার দ্বারা সংক্ষেপ করা যেতে পারে। এটা নির্ভর করে আমাদের উপর। আসুন, আমরা প্রত্যেক কারখানায়, প্রত্যেক রেলওয়ে ডিপোতে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতিকে উন্নত করি এবং তাহলেই আমরা এই সময়কে সংক্ষেপ করব। আমরা ইতিমধ্যে তা সংক্ষেপ করছি' (২৬তম খণ্ড)।

আপনারা দেখছেন, লেনিনের নির্ধারিত পন্থা অনুসরণ করেই কেন্দ্রীয় কমিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিবর্তিত ও উন্নত করছে, সময়সূচী কমিয়ে আনছে এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের সময় উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে ও বাস্তব রূপায়ণের সময়সূচী সংক্ষেপ করতে কেন্দ্রীয় কমিটি কোন্ সম্ভাবনাগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল? আমাদের পদ্ধতির গভীরে লুক্কায়িত সংরক্ষিত শক্তির উপর, যা কেবল কাজের সময়ে প্রকাশ পেয়েছিল, আমাদের পুনর্গঠনের কাজের সময়কালে যে সম্ভাবনাসমূহ সৃষ্ট হয়, তাদের উপর। কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত এই যে, **উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের আওতায়** কৃষি ও শিল্পের প্রয়োগগত ভিত্তির পুনর্গঠনে গতিবেগ বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়, তা পুঁজিবাদী দেশগুলির স্বপ্নেরও অতীত।

কেবল এই সকল পরিস্থিতিতেই এই বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, বিগত তিন বছরের সময়কালে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি হয়েছে এবং ১৯৩০-৩১-এ এই শিল্পের উৎপাদন বর্তমান বৎসর অপেক্ষা ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, আর **শুধু এই বৃদ্ধির** পরিমাণটাই **সমগ্র** প্রাক্-যুদ্ধকালীন বৃহদাকার শিল্পের উৎপাদনের মোট পরিমাণের সমান হবে।

এইসব পরিস্থিতিতেই এই বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় খামার উন্নয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তিন বৎসরে পূর্ণ হয়ে ছাপিয়ে গেছে। আর যৌথ খামার উন্নয়নের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই দুই বৎসরেই পূর্ণ হয়ে বেশি হয়ে গেছে।

একটা তত্ত্ব আছে যে, কেবল পুনঃসংস্থাপনের কালেই উন্নয়নের হার উঁচু থাকা সম্ভব, পুনর্গঠনকালে উত্তরণে উন্নয়নের হার প্রতি বছর তীব্রভাবে কমে আসবেই। এই তত্ত্বকে 'অবরোহণের বাঁক' বলা হয়। এটি হল আমাদের পশ্চাদ্বর্তিতা সমর্থনের তত্ত্ব। এর সাথে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা বুর্জোয়া তত্ত্ব, আমাদের দেশের পশ্চাদ্বর্তিতা চিরস্থায়ী করে রাখাই এর উদ্দেশ্য। আমাদের পার্টির সঙ্গে যে সব লোকের সম্পর্ক ছিল বা আছে, তাদের মধ্যে কেবল ট্রট্স্কিপন্থী ও দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে এবং তা প্রচার করে।

এই ধরনের একটা মত আছে যে ট্রট্স্কিবাদীরা অতি-শিল্পায়নবাদী। কিন্তু এই মত শুধু আংশিক সত্য। পুনঃসংস্থাপনকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত শুধু এটা সত্য, তখন ট্রট্স্কিবাদীরা বাস্তবিকই অতি-শিল্পায়নবাদী উদ্ভট কল্পনা করে। **পুনর্গঠনের কালে কর্মে গতিবেগ সৃষ্টির প্রশ্নে ট্রট্স্কিপন্থীরা চরম যৎসামান্যবাদী এবং জঘন্যতম আত্মসমর্পণকারী। (হাস্য ও হর্ষধ্বনি।)**

ট্রট্স্কিবাদীদের কর্মসূচী ও ঘোষণায় কর্মে বেগ সৃষ্টি সম্পর্কে কোনও সংখ্যা দেওয়া হয় না, তারা শুধু বেগ সৃষ্টি সম্পর্কে সাধারণভাবে বকবক করে। তবে একটা দলিল আছে যাতে ট্রট্স্কিবাদীরা রাষ্ট্রীয় শিল্পের উন্নয়ন-হার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তারা সংখ্যার সাহায্যে চিত্রিত করেছিল। আমি ট্রট্স্কিবাদী নীতির ভিত্তিতে রচিত রাষ্ট্রীয় শিল্পের 'স্থায়ী পুঁজির পুনঃসংস্থাপন সম্পর্কে বিশেষ সম্মেলনের' (OSVOK) স্মারকলিপির কথা উল্লেখ করছি। ১৯২৫-২৬ সালে রচিত এই দলিলের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ আগ্রহোদ্দীপক হবে এই জন্যই যে, এতে অবরোহণ বাঁকের ট্রট্স্কিবাদী পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত।

এই দলিল অনুসারে, রাষ্ট্রীয় শিল্পে ১৯২৬-২৭ সালে ১৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল, ১৯২৭-২৮ সালে ১৪৯ কোটি রুবল, ১৯২৮-২৯ সালে ১৩২ কোটি রুবল, ১৯২৯-৩০ সালে ১০৬ কোটি রুবল (১৯২৬-২৭ সালের মূল্যে) বিনিয়োগের প্রস্তাব হয়।

এই হল ট্রট্স্কিপন্থী অবরোহণ বাঁকের চিত্র।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কত বিনিয়োগ করেছিলাম? আমরা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় শিল্পে বিনিয়োগ করি ১৯২৬-২৭ সালে ১০৬ কোটি ৫০ লক্ষ রুবল; ১৯২৭-২৮ সালে ১৩০ কোটি ৪০ লক্ষ রুবল, ১৯২৮-২৯ সালে ১৮১ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল, ১৯২৯-৩০ সালে ৪১১ কোটি ৫০ লক্ষ রুবল (১৯২৬-২৭-এর মূল্যে)।

এই হল বলশেভিকদের **আরোহণ** বাঁকের চিত্র।

ঐ দলিল অনুসারে রাষ্ট্রীয় শিল্পের **উৎপাদন** ১৯২৬-২৭ সালে ৩১'৬ শতাংশ, বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, ১৯২৭-২৮ সালে ২২'৯ শতাংশ, ১৯২৮-২৯ সালে ১৫'৫ শতাংশ; ১৯২৯-৩০ সালে ১৫ শতাংশ।

এই হল ট্রট্স্কিপন্থী **অবরোহণ** বাঁকের চিত্র।

কিন্তু বাস্তবে কি ঘটেছিল? রাষ্ট্রীয় শিল্পে উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে ১৯২৬-২৭ সালে বৃদ্ধি পায় ১৯'৭ শতাংশ, ১৯২৭-২৮ সালে ২৬'৩ শতাংশ, ১৯২৮-২৯ সালে ২৪'৩ শতাংশ, ১৯২৯-৩০ সালে ৩২ শতাংশ, ১৯৩০-৩১ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ৪৭ শতাংশ।

এই হল বলশেভিকদের **আরোহণ** বাঁকের চিত্র।

আপনারা জানেন, ট্রট্স্কি তাঁর **সমাজতন্ত্র, না পুঁজিবাদের দিকে?** নামক পুস্তিকায় অবরোহণ বাঁকের এই পরাজিতের মনোভাবসম্পন্ন তত্ত্ব বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, যেখানে "যুদ্ধের আগে থেকে প্রধানতঃ নতুন কারখানা নির্মাণেই শিল্পের প্রসার নিবদ্ধ ছিল', সেখানে 'আমাদের সময়ে শিল্পের প্রসার অনেকটা পুরানো কারখানাগুলির ব্যবহারে এবং পুরানো সাজসজ্জা চালু রাখায় সীমাবদ্ধ', সেজন্য 'স্বভাবতঃ এই দাঁড়াই যে, **পুনঃসংস্থাপনের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে** আনুপাতিক বৃদ্ধির হার **অতি অবশ্য অনেকখানি কমে আসবে**', এবং তাই তিনি প্রস্তাব করেন 'আগামী কয়েক বৎসরে শিল্পের আনুপাতিক বৃদ্ধি প্রাক্-যুদ্ধকালীন ৬ শতাংশের কেবল দ্বিগুণই নয়, তিন গুণ এবং তারও বেশি তুলতে হবে।'

অতএব, শিল্পের বাৎসরিক বৃদ্ধি ৬ শতাংশের তিন গুণ। তার পরিমাণ কত? বছরে বৃদ্ধি মাত্র ১৮ শতাংশ। অতএব, ট্রট্স্কির মতে রাষ্ট্রীয় শিল্পে ১৮ শতাংশ বাৎসরিক বৃদ্ধি হল সর্বোচ্চ সীমা, যেখানে **পুনর্গঠনের কালে** উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য পৌছানো সম্ভব, এবং সেই আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ট্রট্স্কিপন্থীদের এই বিচক্ষণতার ধাপ্পাবাজির সঙ্গে গত তিন বছরে প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনা করুন (১৯২৭-২৮-এ ২৬'৩ শতাংশ, ১৯২৮-২৯-এ ২৪'৩ শতাংশ, ১৯২৯-৩০-এ ৩২ শতাংশ); ট্রট্স্কিপন্থীদের এই পরাজিতের মনোভাবসম্পন্ন দর্শনের সঙ্গে ১৯৩০-৩১ সালের জন্য রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধির হিসেবটা তুলনা করুন, যে বৃদ্ধি

পুনঃসংস্থাপন কালে উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোচ্চ পরিকল্পনার হারকে ছাপিয়ে যায়। ট্রট্স্কিপন্থীদের 'অবরোহণ বাঁকের' তত্ত্ব কতদূর প্রতিক্রিয়াশীল, পুনর্গঠনকালের সম্ভাবনার প্রতি ট্রট্স্কিপন্থীদের যে মোটেই আস্থা নেই, তা এই তুলনাতেই বোঝা যায়।

এইজন্যই ট্রট্স্কিপন্থীরা এখন শিল্পের ও যৌথ খামারের উন্নয়নে 'অত্যধিক' বলশেভিক হারের কথা গেয়ে বেড়াচ্ছে।

এইজন্য দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের থেকে ট্রট্স্কিপন্থীদের আর পৃথক করা যায় না।

স্বভাবতঃ, আমরা যদি ট্রট্স্কিপন্থী ও দক্ষিণমার্গী ভ্রষ্টাচারীদের 'অবরোহণ বাঁক' সংক্রান্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন না করতাম, তাহলে কর্মের বেগ বৃদ্ধিতে এবং উন্নয়নের নির্দিষ্ট সময়সূচী কমিয়ে আনতে কখনই সমর্থ হতাম না। পার্টির সাধারণ কর্মপন্থার রূপায়ণ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে নির্ভুল ও উন্নত করার জন্য, কর্মের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য এবং গঠনকার্যের ভুলভ্রান্তি নিবারণের জন্য 'অবরোহণ বাঁক' সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব চূর্ণ করা এবং তাকে দেউলিয়া করা সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক তাই করেছিল, যা আমি আগেই বলেছি।

(২) পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পথনির্দেশের প্রশ্ন

মনে হতে পারে, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য পরিচালনের কাজ, পার্টির সাধারণ কর্মপন্থা অনুসরণের কাজ পার্টিতে শান্তভাবে নির্বিঘ্নে চলেছিল, তারজন্য কোনও সংগ্রাম, ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রয়োগ করতে হয়নি। কমরেডগণ, মোটেই তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, পার্টির আভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলির মধ্যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সাধারণ নীতি ও জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে লেনিনবাদ থেকে সর্বপ্রকার বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাজ অগ্রসর হয়। আমাদের পার্টির অবস্থান ও কাজ শূন্যে নয়—জীবনের মাঝখানে তার অবস্থান ও তৎপরতা, এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের দ্বারা তা প্রভাবিত। আপনারা জানেন, বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে আমাদের পরিবেশ। পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে আমরা ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করেছি, আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে আমরা অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছি, আমরা ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারের উন্নতিসাধন করেছি। এই ধরনের ঘটনায় শোষকশ্রেণী

আক্রান্ত না হয়ে পারে না। এইসব ঘটনার স্বাভাবিক ফল হল মুমূর্ষু শ্রেণী-সমূহের ধ্বংস গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের ধ্বংস, এবং শহরগুলিতে পেটি-বুর্জোয়া স্তরের কর্মক্ষেত্রের সংকোচন। স্বভাবতঃই, এই সবে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র না হয়ে পারে না, সোভিয়েত সরকারের নীতির বিরুদ্ধে মুমূর্ষু শ্রেণীসমূহের প্রতিরোধ না বেড়ে পারে না। এইসব শ্রেণীর প্রতিরোধ যে কোন-না-কোনভাবে আমাদের পার্টির সাধারণ কর্মীদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে না, তা মনে করা হাস্যকর। বস্তুতঃ, পার্টিতে তা প্রতিফলিত হয়। আমাদের পার্টির সাধারণ কর্মীদের মধ্যে লেনিনবাদী কর্মপন্থা থেকে সর্বপ্রকার বিচ্যুতিই হল মুমূর্ষু শ্রেণীসমূহের প্রতিরোধের প্রতিফলন।

শ্রেণী-শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে না লড়লে, বিচ্যুতিকে পরাস্ত না করলে সে-সংগ্রামের সফলতা কি সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়। এর কারণ, আমাদের পশ্চাদ্ভাগে শ্রেণী শত্রুর চরদের রেখে—আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি যাদের আস্থা নেই, যারা সর্বতোভাবে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করতে চায়, তাদের পশ্চাদ্ভাগে রেখে শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রামের বিকাশ অসম্ভব।

এইজন্যই লেনিনবাদী লাইন থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম হল পার্টির আশু কর্তব্যকাজ।

বর্তমানে দক্ষিণ-স্থী বিচ্যুতি পার্টির প্রধান বিপদ কেন? কারণ, এটাতে কুলাক বিপদের প্রতিফলন দেখা দেয়, আর বর্তমানে পুঁজিবাদের মূল উচ্ছেদের জন্য যখন ব্যাপক অভিযান চলছে তখন দেশে কুলাক বিপদই প্রধান।

দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি পরাস্ত করার জন্য, 'বাম স্থী' বিচ্যুতিকে চরম আঘাত হানার জন্য এবং লেনিনবাদী লাইনে পার্টিকে চূড়ান্তভাবে সন্নিবদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে কি করতে হবে?

(ক) সর্বপ্রথম, পার্টিতে ট্রট্স্কিবাদের অবশিষ্টাংশগুলিকে—ট্রট্স্কিবাদী তত্ত্বের উদ্বর্তনকে উচ্ছেদ করতে হবে। আমরা অনেক আগেই বিরোধীপক্ষ হিসেবে ট্রট্স্কিপন্থী গোষ্ঠীকে পরাজিত করেছি এবং তাদের বহিষ্কার করেছি। ট্রট্স্কিপন্থী গোষ্ঠী এখন শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী এবং সোভিয়েত-বিরোধী প্রতি-বিপ্লবী, তারা এখন প্রবল উৎসাহে আমাদের পার্টির ব্যাপার বুর্জোয়াদের জানাচ্ছে। কিন্তু ট্রট্স্কিবাদী তত্ত্বের অবশিষ্টাংশ— ট্রট্স্কিবাদের উদ্বর্তন এখনো

পার্টি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়নি। সুতরাং এই উদ্বর্তনকে ধ্বংস করাই হল প্রথম কাজ।

ট্রট্স্কিবাদের সারমর্ম কি?

প্রথমতঃ, ট্রট্স্কিবাদের সারমর্ম হল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকদের চেষ্টায় সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল, বিজয়ী বিশ্ব-বিপ্লব যদি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে না আসে, তাহলে বুর্জোয়াদের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে—বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জন্য পথ পরিষ্কার করে দিতে হবে। অতএব, এখানেই রয়েছে বিশ্ব বিপ্লবের 'বৈপ্লবিক' বুলির ছদ্মাবরণে আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনার বুর্জোয়া-অস্বীকৃতি।

এই ধরনের অভিমত যারা পোষণ করে, তাদের পক্ষে ব্যাপক দুঃসাহসিক ও দুঃসাধ্য কাজের জন্য, পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল জনতাকে শ্রম-স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করা, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় তাদের উদ্বুদ্ধ করা কি সম্ভব? স্পষ্টতঃই না। এটা মনে করা বোকামি যে, আমাদের যে শ্রমিকশ্রেণী তিনটি বিপ্লব ঘটিয়েছে, তারা পুঁজিবাদের জন্য ক্ষেত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে শ্রম-উদ্দীপনা দেখাবে এবং বৃহদাকার দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতায় প্রবৃত্ত হবে। আমাদের শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের জন্য শ্রম উদ্দীপনা দেখাচ্ছে না, দেখাচ্ছে পুঁজিবাদকে চিরদিনের জন্য কবরস্থ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য। সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনায় তাদের বিশ্বাস যদি চলে যায়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার, শ্রম-উদ্দীপনার দুঃসাহসিক ও দুঃসাধ্য কাজের (shock-brigade work) ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে যাবে।

অতএব সিদ্ধান্ত হল: শ্রম-উদ্দীপনা ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্য এবং ব্যাপক অভিযান সংগঠিত করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠন অসম্ভব—এই ট্রট্স্কিবাদী বুর্জোয়া তত্ত্বের সমাধি রচনা করা।

দ্বিতীয়তঃ, ট্রট্স্কিবাদের সারমর্ম হল, কৃষকসমাজের প্রধান অংশকে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে আকর্ষণ করার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল, কৃষকসমাজকে ব্যক্তিগত মালিকানার

খামার থেকে ছাড়িয়ে এনে যৌথ খামার পদ্ধতিতে তাদের নিয়ে যাওয়ার কাজে নেতৃত্ব দিতে শ্রমিকশ্রেণী অক্ষম, অদূর ভবিষ্যতে বিজয়ী বিশ্ব-বিপ্লব যদি শ্রমিক-শ্রেণীর সহায়তার জন্য এগিয়ে না আসে, তাহলে কৃষককুল পুরানো বুর্জোয়া পদ্ধতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। কাজেই, এখানে আমরা পাচ্ছি বিজয়ী বিশ্ব-বিপ্লব সম্পর্কে 'বিপ্লবী' বুলির ছদ্মাবরণে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে কৃষকসমাজকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা ও সম্ভাবনার অস্বীকৃতি।

এই ধরনের অভিমত পোষণ করে ব্যাপক কৃষকজনতাকে যৌথ খামারের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা, বৃহদাকার যৌথ খামার আন্দোলন সংগঠিত করা, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদ করা কি সম্ভব? স্পষ্টতঃই, সম্ভব নয়।

অতএব, সিদ্ধান্ত হল: বৃহদাকারে কৃষকসমাজের যৌথ খামার আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য এবং কুলাকদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল কৃষকসমাজের মেহনতী জনতাকে সমাজতন্ত্রে আকর্ষণ করা অসম্ভব—এই ট্রট্স্কিবাদী বুর্জোয়া তত্ত্বের সমাধি রচনা।

ট্রট্স্কিবাদের সর্বশেষ সারাংশ হল, পার্টিতে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার, পার্টির মধ্যে উপদল গঠনের স্বাধীনতা স্বীকার, ট্রট্স্কিপন্থী পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার। ট্রট্স্কিবাদ অনুসারে সি. পি. এস. ইউ (বি) একটি ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী পার্টি কিছুতেই হবে না, হবে কতকগুলি গোষ্ঠী ও উপদলের সমষ্টি, প্রত্যেকটির নিজস্ব কেন্দ্র, নিজস্ব নিয়মানুবর্তিতা, নিজস্ব পত্রপত্রিকা ইত্যাদি থাকবে। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল, পার্টিতে রাজনৈতিক উপদলগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা। এর অর্থ হল, পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতার পরে আসবে দেশে রাজনৈতিক দলগুলির স্বাধীনতা, অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র। সুতরাং, এখানে আমরা পাচ্ছি পার্টির অভ্যন্তরে উপদলীয় গোষ্ঠী গঠনের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশে রাজনৈতিক দলগুলির স্বাধীনতা এবং এই সম্পর্কে ছদ্ম বুলি হল, 'পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র', পার্টির অভ্যন্তরে 'শাসনব্যবস্থার উন্নতি'। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলির উপদলীয় কোঁদলের স্বাধীনতা পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নয়—পার্টির পরিচালনায় আত্মসমালোচনার ব্যাপক বিকাশ এবং পার্টি-সদস্যদের বিশাল কর্মতৎপরতাই যে পার্টির অভ্যন্তরে প্রকৃত ও অকৃত্রিম গণতন্ত্র, তা ট্রট্স্কিবাদ বুঝতে পারে না।

পার্টি সম্পর্কে এই ধরনের মনোভাব পোষণ করে পার্টির অভ্যন্তরে লৌহ-দৃঢ় নিয়মানুবর্তিতার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা, শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় লৌহদৃঢ় একতার নিশ্চয়তা আনা কি সম্ভব? নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

সুতরাং, সিদ্ধান্ত হল: পার্টির লৌহদৃঢ় একতা এবং তাতে শ্রমিকশ্রেণীর নিয়মানুবর্তিতার নিশ্চয়তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সংগঠন সম্পর্কে ট্রট্স্কিপন্থী তত্ত্বের সমাধি রচনা করা।

ব্যবহারিক কাজে আত্মসমর্পণ হল **আধেয়**; পরাজিতের মনোভাবসম্পন্ন এই আধেয়কে গোপন রাখার জন্য এবং তার সম্পর্কে প্রচারের জন্য 'বামপন্থী' বুলি এবং 'বৈপ্লবিক' হঠকারী ভঙ্গী হচ্ছে বহিরাবরণ—এই হল ট্রট্স্কিবাদের সার।

ট্রট্স্কিবাদের দ্বৈততায় শহরাঞ্চলের পেটি-বুর্জোয়াদের অবস্থানের দ্বৈততা প্রতিফলিত, পেটি-বুর্জোয়ারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের 'শাসন' তারা সহ্য করতে পারে না, তারা ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার জন্য, হয় 'একেবারে একলাফে' সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে সংগ্রাম করছে (তাই এই নীতিতে **হঠকারীতাবাদ ও হিস্টিরিয়ার লক্ষণ**), অথবা যদি তা অসম্ভব হয়, তাহলে পুঁজিবাদের কাছে সর্বতোভাবে **আত্মসমর্পণ** করতে চায় (এই জন্য নীতিতে **আত্মসমর্পণ**)।

দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে আপাতঃদৃষ্টিতে ট্রট্স্কিবাদের 'ভয়ংকর' আক্রমণের সময় পথভ্রষ্টদের অপ্রচ্ছন্ন আত্মসমর্পণকারী বলা হয় কেন, তার ব্যাখ্যা ট্রট্স্কিবাদের দ্বৈততায় রয়েছে।

আর যৌথ খামার আন্দোলন সম্পর্কে পার্টিতে কি কি 'বামপন্থী' বাড়াবাড়ি রয়েছে? তাতে কতকটা প্রতিফলন রয়েছে, অবশ্য অজ্ঞাতসারেই, আমাদের মধ্যে ট্রট্স্কিবাদের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার—মাঝারি চাষী সম্পর্কে ট্রট্স্কিবাদী মনোভাব আবার জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা। এটা নীতির ক্ষেত্রে ভুলের ফল, যাকে লেনিন বলতেন, 'অতিপ্রশাসন'। এর ফল হল এই যে, আমাদের কোনো কোনো কমরেড যৌথ খামার আন্দোলনের সাফল্যে এতই মোহাচ্ছন্ন হন যে, তাঁরা যৌথ খামার সংক্রান্ত সমস্যার প্রতি গঠনকারীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে প্রধানতঃ শাসকের মনোভাব অবলম্বন করেন, এবং তার ফলে অনেকগুলি সাংঘাতিক ভুল করেন।

আমাদের পার্টিতে এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন যে, বামপন্থী পথভ্রষ্টদের সংযত করার প্রয়োজন ছিল না। তাঁদের ধারণা—আমাদের কর্মচারীদের তিরস্কার করা উচিত হয়নি, তাদের মোহের ফলে ভুলের সৃষ্টি হলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল না। কমরেডগণ এই সব ধারণা অর্থহীন। যাঁরা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর একমাত্র তাঁরাই এমন কথা বলতে পারেন। এইসব লোক হলেন তাঁরাই, যাঁরা এই লেনিনবাদী নীতি উপলব্ধি করতে অক্ষম যে, অবস্থার যখন তাগিদ আসে, তখন স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হয়। পার্টি যে আমাদের কমরেডদের গোটা বাহিনীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল, পার্টি যে তার ভুলগুলিকে সংশোধন করতে এবং সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল তার কারণ হল পার্টি তার সাধারণ কর্মপন্থা অনুসরণের জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এই হল ব্যবহারিক ক্ষেত্রের লেনিনবাদ, নেতৃত্বের ক্ষেত্রের লেনিনবাদ।

এইজন্যই আমি মনে করি, আমরা যদি 'বামপন্থি' বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে না পারতাম, তাহলে যৌথ খামার আন্দোলনে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি, তা অর্জন করা সম্ভব হতো না।

ট্রট্স্কিবাদের উদ্বর্তনের বিরুদ্ধে এবং কার্যক্ষেত্রে তার পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবস্থাটা এখন এইরকম।

বুখারিন, রাইকভ ও তমস্কির নেতৃত্বাধীনে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ সংক্রান্ত অবস্থা কতকটা স্বতন্ত্র।

এ কথা বলা চলে না যে, দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টরা সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্রের গঠন সম্ভব বলে মনে করে। না, তারা তা সম্ভব বলেই মনে করে, এবং এইখানেই ট্রট্স্কিবাদীদের থেকে তাদের পার্থক্য। কিন্তু দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টদের দুর্ভাগ্য এই যে, এক দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনার বাহ্যিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও তারা সংগ্রামের সেইসব উপায় ও পথ মেনে নেয় না, যা না হলে সমাজতন্ত্রের গঠন অসম্ভব। শিল্পের চরম উন্নতিই যে জাতীয় অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে রূপান্তরিত করার চাবিকাঠি, তা তারা স্বীকার করতে চায় না। পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে আপোষহীন শ্রেণী-সংগ্রামের, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক অভিযানের প্রয়োজনীয়তা তারা স্বীকার করে না। তারা এ কথা বোঝে না যে, এইসব উপায় ও ব্যবস্থা

নিয়ে যে ব্যবস্থা প্রণালী, তা ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বজায় রাখা এবং আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। তারা মনে করে যে, শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতিরেকে, পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে অভিযান ব্যতিরেকে, নির্বিবাদে আপনা-আপনি সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে। তাদের ধারণা—পুঁজিবাদী উপাদানগুলি হয় অপ্রত্যক্ষভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অথবা সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। যেহেতু এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা ইতিহাসে ঘটে না, সেজন্য এই দাঁড়ায় যে, **দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টেরা কার্যতঃ আমাদের দেশে পরিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনা অস্বীকার করার মতবাদেই নিমজ্জিত হচ্ছে।**

এ কথাও বলা চলে না যে, দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টেরা গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে কৃষকসমাজের প্রধান অংশকে আকর্ষণের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করে। না, তা সম্ভব বলেই তারা স্বীকার করে, আর এইখানেই ট্রট্স্কিপন্থীদের থেকে তাদের পার্থক্য। কিন্তু মুখে এ কথা স্বীকার করলেও যেসব উপায় ও পন্থা ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে কৃষকসমাজকে আকর্ষণ করা অসম্ভব তা তারা গ্রহণ করে না। তারা এই কথা মানতে চায় না যে, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার হল কৃষকসমাজের প্রধান অংশকে আকর্ষণ করার প্রধান উপায় এবং প্রশস্ত 'রাজপথ'। এ কথা তারা স্বীকার করে না যে, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদের নীতি যদি বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে গ্রামাঞ্চলকে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। তারা মনে করে যে, নির্বিবাদে, আপনা আপনি, বিনা শ্রেণী-সংগ্রামে—কেবলমাত্র সরবরাহ করার ও বাজারজাত করার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যেই গ্রামাঞ্চলকে সমাজতন্ত্রের পথে রূপান্তরিত করা যাবে, কারণ তাদের নিশ্চিত ধারণা কুলাকরা নিজেরাই সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তারা মনে করে উচ্চ হারে শিল্পের উন্নয়ন এবং যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার গঠন এখন প্রধান কাজ নয়, প্রধান কাজ হল—বাজারের মৌলিক শক্তিগুলিকে 'মুক্তি দেওয়া', বাজারকে 'মুক্ত করা' এবং ব্যক্তিগত খামারগুলি থেকে 'শৃংখল অপসারণ', যা গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি পর্যন্ত এবং তাদের নিয়ে প্রসারিত হবে। যেহেতু কুলাকেরা সমাজতান্ত্রিকতায় পরিণত হতে পারে না এবং বাজারকে 'মুক্ত করার' অর্থ হল কুলাকদের অস্ত্রসজ্জিত করা ও শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করা, সেজন্য ব্যাপারটা দাঁড়ায়—**দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টেরা বস্তুতঃ কৃষকসমাজের প্রধান**

অংশকে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে আকর্ষণ করায় সম্ভাব্যতা অস্বীকারের মতবাদেই নিমজ্জিত হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টরা ট্রট্স্কিবাদী-দের সঙ্গে বিতর্কের শেষে এদের নিয়ে জোট গড়ার প্রসঙ্গে গোপনে আলোচনা করে কেন।

দক্ষিণপন্থী পুঁজিবাদীদের সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, তারা শ্রেণী-সংগ্রামের লেনিনবাদী ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়ে পেটি-বুর্জোয়া উদার-নীতিকতায় নিমজ্জিত হয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমাদের দেশে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি বিজয়ী হলে শ্রমিকশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রহীন হতো, গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি অস্ত্রসজ্জিত হতো এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেত।

দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টরা আর একটি পার্টি গঠনের সুযোগ নেয় না এবং এটা হল আর একটা বিষয়, যাতে তারা ট্রট্স্কিবাদীদের থেকে পৃথক। দক্ষিণপন্থী পথভ্রষ্টদের নেতারা তাঁদের ভুল খোলাখুলি স্বীকার করেছেন এবং পার্টির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু এ থেকে এমন কথা মনে করা মূর্খতা হবে যে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ইতিমধ্যে কবরস্থ হয়েছে। এই দিয়ে দক্ষিণপন্থী সুবিধা-বাদের শক্তির পরিমাপ হয় না। পেটি-বুর্জোয়ার চরিত্রগত মৌলিক শক্তিতে, সাধারণভাবে পুঁজিবাদী উপাদানের এবং বিশেষভাবে কুলাকদের দ্বারা সৃষ্ট চাপে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের শক্তি রয়েছে। আর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিতে মুমূর্ষু উপাদানগুলির মুখ্য উপাদানগুলি প্রতিফলিত রয়েছে, ঠিক ঠিক সেইজন্যই বর্তমানে পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি প্রধান বিপদ।

এইজন্যই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ও আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনাকে পার্টি প্রয়োজন বলে মনে করে।

এই বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমরা যদি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম না চালাতাম, তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্ন না করতাম, তাহলে পার্টির এবং শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিগুলিকে আমরা সন্নিবিষ্ট করতে পারতাম না, ব্যাপক ছোট ও মাঝারি-চাষীর শক্তিকে সন্নিবিষ্ট করা অসম্ভব হতো, সমাজতন্ত্রের ব্যাপক অভিযান সম্ভব হতো না, রাষ্ট্রীয় এবং যৌথ খামার-

সমূহের সংগঠনে, ভারি শিল্পের প্রতিষ্ঠায়, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদে আমরা সফল হতাম না।

পার্টিতে 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সংক্রান্ত অবস্থাটা হল এইরকম।

দুই ফ্রন্টে আপোষহীন সংগ্রাম চালানো এখনকার কাজ—**পেটি-বুর্জোয়া চরমপন্থার** প্রতিভূ 'বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে, এবং **পেটি-বুর্জোয়া উদারনীতি-কতার প্রতিভু** দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে।

পার্টিতে যেসব **আপোষকামী ব্যক্তিরা** দুই ফ্রন্টে সুদৃঢ় সংগ্রাম চালানোর ব্যাপারটা বোঝে না অথবা না বোঝার ভান করে, তাদের বিরুদ্ধে **অপোষহীন** সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই হল কর্তব্যকাজ।

(খ) পার্টির মধ্যে **জাতিগত প্রশ্ন** সম্বন্ধে যে বিচ্যুতি রয়েছে, তার উল্লেখ না করলে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিত্রটি পূর্ণাঙ্গ হবে না। আমার মনে হচ্ছে **প্রথমত:** গ্রেট-রাশিয়া সম্পর্কে উৎকট মনোভাবের দিকে বিচ্যুতির কথা, **দ্বিতীয়তঃ,** আঞ্চলিক জাতীয়তার দিকে বিচ্যুতির কথা। এই বিচ্যুতিগুলি 'বামপন্থী' বিচ্যুতি বা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির মতো অত বেশি স্পষ্ট এবং জোরালো নয়। এদের চুপিসারে-এগিয়ে-আসা বিচ্যুতি বলা যেতে পারে। তাই বলে এ কথা বলা চলে না যে এসব নেই। প্রশ্নগুলি রয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, এসব বেড়ে উঠছে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না এই কারণে যে, আরও তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের সাধারণ আবহাওয়ায় বিভিন্ন জাতিতে সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, যার প্রতিফলন ঘটে পার্টিতে। কাজেই এইসব বিচ্যুতির মুখোস সব দিক থেকে খুলে দেওয়া উচিত, উচিত তা দিনের আলোতে টেনে আনা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রেট-রাশিয়া সংক্রান্ত উৎকট মনোভাবের সারকথাটি কি?

গ্রেট-রাশিয়া সংক্রান্ত উৎকট মনোভাবের সারমর্ম রয়েছে ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে জাতিগত পার্থক্য উপেক্ষা করার চেষ্টাতে, জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলি ও জাতীয় অঞ্চলগুলি অবসানের জন্য প্রস্তুতির চেষ্টায়; জাতীয় সমতার মূলনীতি নষ্ট করার প্রয়াসে এবং শাসনযন্ত্র, পত্রপত্রিকা, বিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংগঠন ও সরকারী সংগঠনকে জাতীয়করণ সম্পর্কে কলংকিত করার চেষ্টাতে।

এই ধরনের ভ্রষ্টাচারীদের এই ব্যাপারে মনোভাব হল—যখন সমাজতন্ত্রের

বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতি অবশ্যই মিশে গিয়ে এক জাতিতে পরিণত হচ্ছে এবং তাদের জাতীয় ভাষা একটিমাত্র অভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন সময় এসে গেছে জাতিগত পার্থক্য দূর করার এবং পূর্বেকার নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ উন্নীত করার নীতি পরিত্যাগ করার।

এই সম্পর্কে তারা লেনিনকে উল্লেখ করে থাকে, তাঁর কথার ভুল উদ্ধৃতি দেয়, কখনো কখনো ইচ্ছা করে তাঁর কথা বিকৃত করে এবং তাঁকে হেয় করে।

লেনিন বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতিসত্তাসমূহের সকল স্বার্থ একত্র হয়ে এক স্বার্থে পরিণত হবে—এ থেকে কি বোঝায় না যে, আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও জাতীয় অঞ্চলগুলির অবসান ঘটাবার এটাই হল সময়? ১৯১৩ সালে বুন্দপন্থীদের সঙ্গে বিতর্কের সময় লেনিন বলেছিলেন যে, জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগানটা বুর্জোয়া শ্লোগান—এ থেকে কি বোঝায় না যে, আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের জাতীয় সংস্কৃতিসমূহের অবসান ঘটাবার এটাই হল সময়?

লেনিন বলেছেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় নিপীড়নের ও জাতিতে জাতিতে প্রতিবন্ধকগুলির অবসান ঘটবে—এ থেকে কি বোঝা যায় না যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনার বিষয়ীভূত করার নীতি বন্ধ করার এবং আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে তাদের অঙ্গীভূত করার নীতি গ্রহণের সময় এসে গেছে?

এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে এই বিচ্যুতি আন্তর্জাতিকতার ও লেনিনের নামের ছদ্মাবরণে আবরিত হয়ে চরম সূক্ষ্ম আকার ধারণ করেছে এবং সেইজন্য তা গ্রেট-রাশিয়া সংক্রান্ত জাতীয়তাবাদের চরম বিপজ্জনক লক্ষণ।

প্রথমতঃ, লেনিন কখনো এ কথা বলেননি যে, সমাজতন্ত্রের **বিশ্বব্যাপী বিজয়ের পূর্বে একটি** রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে জাতিগত পার্থক্যগুলি অতি অবশ্য দূরীভূত হবে এবং জাতীয় ভাষাসমূহ অতি অবশ্য একটি অভিন্ন ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। বরং তার বিপরীতে, লেনিন যা বলেছেন, তা এর ঠিক উল্টো, যেমন, '**বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতে** শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার **বহু বহুকাল পর পর্যন্ত** বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে জাতিগত ও

রাষ্ট্রগত **পার্থক্যগুলি** থেকে যাবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (২৫তম খণ্ড)।

লেনিনের নাম উল্লেখ করার পর তাঁর এই মৌলিক বিবৃতি উপেক্ষা করা যায় কেমন করে?

এ কথা সত্য যে, ভূতপূর্ব মার্কসবাদী এবং এখন দলত্যাগী ও সংস্কারবাদী মিঃ কাউট্‌স্কি এমন সব কথা বলে থাকেন, যা লেনিনের শিক্ষার ঠিক বিপরীত। লেনিনের উক্তি সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়রূপে বলেন যে, বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে অস্ট্রো-জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে সর্বহারা বিপ্লবের সাফল্যের ফলে একটি **একক, সাধারণ জার্মান** ভাষা গঠিত হতো এবং চেকরা হয়ে যেত **জার্মানীভূত**, কারণ 'শুধুমাত্র অবাধ মেলামেশার শক্তিতে, শুধুমাত্র আধুনিক সংস্কৃতির (জার্মানরা যার বাহন) শক্তিতে—জার্মানীভূত করার জন্য জোরজবরদস্তি ব্যতিরেকেই **অনুন্নত চেক পেটি-বুর্জোয়ারা, কৃষকরা ও শ্রমিকশ্রেণী—ক্ষয়িষ্ণু জাতীয়তা থেকে যাদের কোন লাভের আশা ছিল না—তারা জার্মানে পরিণত হতো** (**বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব**-এর জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধারণা কাউট্‌স্কির উগ্র সামাজিক-সংকীর্ণতাবাদের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিসম্পন্ন। ১৯২৫ সালে প্রাচ্য জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতায় আমি কাউট্‌স্কির এই মতবাদের সঙ্গেই লড়েছিলাম।[৫৬] আমরা যারা মার্কসবাদী এবং অবিচলিত আন্তর্জাতিকতাবাদী থাকতে চাই, তাদের কাছে একজন উদ্ধত উগ্র জার্মান সামাজিক-সংকীর্ণতাবাদীর এই বক্‌বকানির কি কোনও সঠিক গুরুত্ব থাকতে পারে?

কে নির্ভুল—কাউট্‌স্কি, না লেনিন?

কাউট্‌স্কি যদি নির্ভুল হবেন, তাহলে এর ব্যাখ্যা কি যে বিয়েলোরাশিয়ান ও ইউক্রেনীয়দের মতো অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্বর্তী জাতিসত্তাগুলি—চেকরা জার্মানদের যতখানি নিকট তার চেয়ে যারা গ্রেট-রাশিয়ানদের বেশি নিকট—তারা ইউ. এস. এস. আরে সর্বহারা বিপ্লবের সাফল্যের ফলে রুশীভূত না হয়ে তার পরিবর্তে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে স্বাধীন জাতিসমূহে পরিণত হয়েছে? আমরা এই বিষয়ের কি ব্যাখ্যা করতে পারি যে, তুর্কমেনী, কিরঘিজ, উজবেক ও তাজিকের মতো জাতিগুলি (জর্জীয়, আর্মেনী, আজারবাইজানী এবং অন্যদের কথা না ই বললাম), তাদের পশ্চাদ্বর্তিতা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে

সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে কৃশীভূত হওয়া দূরে থাক, তার পরিবর্তে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং স্বাধীন জাতিসমূহে পরিণত হয়েছে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে, আমাদের সুযোগ্য ভ্রষ্টাচারীরা মেকি আন্তর্জাতিকতাবাদ খুঁজতে গিয়ে কাউট্স্কিপন্থী উগ্র সামাজিক-সংকীর্ণতাবাদের খপ্পরে পড়েছে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে, ইউ. এস. এস. আরের সীমান্তের অভ্যন্তরে, একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে একটি অভিন্ন ভাষাকে সমর্থন করে তারা কার্যতঃ পূর্বেকার প্রাধান্যপূর্ণ ভাষা—গ্রেট-রাশিয়ান ভাষার সুযোগ-সুবিধা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে?

এর সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্পর্ক কী?

দ্বিতীয়তঃ, লেনিন কখনো বলেননি যে, জাতিগত নিপীড়নের বিলুপ্তিসাধন এবং জাতিসত্তাসমূহের স্বার্থরাজি একটি সমগ্রের ভিতর অন্তর্ভুক্তি হল জাতিগত পার্থক্যগুলিকে বিলোপ করার সমান। আমরা জাতিগত নিপীড়ন লোপ করেছি। লোপ করেছি জাতিগত সুযোগ-সুবিধা এবং প্রতিষ্ঠা করেছি জাতিতে জাতিতে অধিকারের সমতা। কথাটির পুরানো অর্থে, আমরা রাষ্ট্রীয় সীমান্তগুলি লোপ করেছি, ইউ. এস. এস. আরের জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে সীমান্তের সৈন্যদের অবস্থানস্থল (পোষ্ট) ও শুল্কের বেড়াগুলি তুলে দিয়েছি। আমরা ইউ. এস. এস. আরের জাতিসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরাজির ঐক্য স্থাপন করেছি। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, তার দ্বারা আমরা জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, জাতীয় ভাষাগুলি, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার ধরন সব লোপ করে দিয়েছি? স্পষ্টতঃ, তার অর্থ এরকম নয়। কিন্তু যদি জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পৃথক পৃথক ভাষাসমূহ, সংস্কৃতি জীবনযাত্রার ধরন থেকে গিয়ে থাকে, তাহলে এটা কি স্পষ্ট নয় যে, বর্তমান ঐতিহাসিক পরিবৃত্তিকালে জাতীয় সাধারণতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলির বিলোপসাধনের জন্য দাবি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে লক্ষ্যীভূত একটি প্রতিক্রিয়াশীল দাবি? আমাদের ভ্রষ্টাচারীরা কি উপলব্ধি করে যে, বর্তমান সময়ে জাতীয় সাধারণতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলি লোপ করার অর্থ হল—ইউ. এস. এস. আরের জাতিগুলির বিশাল ব্যাপক জনতাকে, তাদের নিজ নিজ ভাষাসমূহে শিক্ষালাভ করার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করা, তাদের নিজ নিজ ভাষাসমূহের মাধ্যমে স্কুল, কোর্ট, প্রশাসন, সরকারী এবং অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্ম পরিচালনা থেকে তাদের বঞ্চিত করা, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে নিযুক্ত

হবার সম্ভাবনা থেকে তাদের বঞ্চিত করা? এটা কি স্পষ্ট নয় যে, একটি মেকি আন্তর্জাতিকতাবাদ খুঁজতে গিয়ে আমাদের ভ্রষ্টাচারীরা উৎকট গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের খপ্পরে পড়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শ্লোগান ভুলে গেছে, একেবারেই ভুলে গেছে—যে শ্লোগানটি, গ্রেট-রাশিয়ান এবং অ-গ্রেট-রাশিয়ান, ইউ. এস. এস. আরের সমস্ত জাতির সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য?

তৃতীয়তঃ, লেনিন কখনো বলেননি যে, **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবস্থাসমূহের অধীনে** জাতীয় সংস্কৃতি বিকশিত করার শ্লোগান হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোগান। অন্যপক্ষে, লেনিন ইউ. এস. এস. আরের জাতি-সমূহকে তাদের স্ব স্ব সংস্কৃতি বিকশিত করার কাজে তাদের **সাহায্য দানকে** সর্বদাই সমর্থন করতেন। লেনিনের পরিচালনাতেই পার্টির দশম কংগ্রেসে জাতিগত প্রশ্নের উপর প্রস্তাব রচিত ও গৃহীত হয়। প্রস্তাবটিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে:

> 'পার্টির কর্তব্যভার হল, অ-গ্রেট রাশিয়ান জাতিগুলির ব্যাপক মেহনতী জনতাকে পুরোভাগে আগুয়ান মধ্য রাশিয়াকে ধরে ফেলতে **সাহায্য দান**, তাদের **সাহায্য দান**: (ক) এই সমস্ত জাতিসমূহের জাতীয় অবস্থাসমূহ এবং জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণরূপে তাদের মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয়ত্ব বিকশিত ও শক্তিশালী করার কাজে; (খ) তাদের মধ্যে তাদের স্ব স্ব ভাষায় পরিচালিত কোর্ট, প্রশাসন, অর্থনৈতিক এবং সরকারী সংস্থাসমূহ—যেগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ধরন ও মানসিকতার সাথে পরিচিত স্থানীয় লোকেরা হবে ষ্টাফ—সেগুলিকে বিকশিত ও শক্তিশালী করার কাজে; (গ) তাদের মধ্যে নিজ নিজ ভাষায় পরিচালিত পত্রপত্রিকা, স্কুল, থিয়েটার, ক্লাব এবং সাধারণ-ভাবে সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলার কাজে; (ঘ) স্ব স্ব ভাষায় পরিচালিত সাধারণ শিক্ষাগত বৃত্তি ও প্রযুক্তিগত পাঠক্রম ও স্কুলসমূহের একটি বিস্তৃত জালি-বুনট স্থাপন ও বিকশিত করার কাজে।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, লেনিন **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবস্থা-সমূহের অধীনে**, সম্পূর্ণরূপে এবং সমগ্রভাবে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশকে সমর্থন করেছিলেন?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবস্থাসমূহের অধীনে জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগান অস্বীকার করার অর্থ হল—ইউ. এস. এস. আরের অ-গ্রেট-রাশিয়ান জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক স্তর উন্নত করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, এই সমস্ত জাতির জন্য আবশ্যিক সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীদের নিকট আত্মিক দাসত্বের বন্ধনে তাদের স্থাপন করা?

লেনিন বুর্জোয়াদের শাসনের অধীনে জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগানকে বস্তুতঃই প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোগানের আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কি অন্যকিছু হতে পারত?

জাতীয় বুর্জোয়াদের শাসনের অধীনে জাতীয় সংস্কৃতি কী? এই সংস্কৃতি হল মর্মবস্তুতে বুর্জোয়া, এবং রূপে জাতীয়, এর উদ্দেশ্য হল ব্যাপক জনগণকে জাতীয়তাবাদের বিষে আচ্ছন্ন রাখা এবং বুর্জোয়াদের শাসন শক্তিশালী করা।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে জাতীয় সংস্কৃতি কী? এটা হল সেই সংস্কৃতি যা মর্মবস্তুতে সমাজতান্ত্রিক, আর রূপের দিক থেকে জাতীয়, জনগণকে সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চেতনায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্য যার সামনে রাখে।

মার্কসবাদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিদায় না নিয়ে এরূপ দুটি মূলগতভাবে পৃথক জিনিসকে গুলিয়ে ফেলা কিভাবে সম্ভব?

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থাধীনে জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগানের সঙ্গে লড়াই করায় লেনিন জাতীয় সংস্কৃতির বুর্জোয়া মর্মবস্তুতে আঘাত করেছিলেন, তার জাতীয় রূপে আঘাত করেননি?

এটা মনে করে নেওয়া বোকামি হবে যে লেনিন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে অ-জাতীয় গণ্য করতেন, মনে করতেন যে তার কোন বিশিষ্ট জাতীয় রূপ নেই। বুন্দ্‌পন্থীরা এক সময়ে লেনিনের উপর এই অর্থহীন বক্তব্য বাস্তবিকই আরোপ করেছিল। কিন্তু লেনিনের রচনাবলী থেকে জানা যায় যে এই কুৎসার বিরুদ্ধে লেনিন তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং এই অর্থহীন বক্তব্য থেকে নিজেকে জোরালোভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। আমাদের সুযোগ্য ভ্রষ্টাচারীরা কি সত্যসত্যই বুন্দ্‌পন্থীদের পদাংক অনুসরণ করেছেন?

যা কিছু বলা হল তার পর আমাদের বিপথগামীদের যুক্তিতর্কের আর কি বাকী থাকে?

এটা আর কিছু নয়—এটা হল শুধু আন্তর্জাতিকতাবাদের শ্লোগান নিয়ে ভোজবাজি খেলা, লেনিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা।

যারা উগ্র গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের দিকে পথভ্রষ্ট হচ্ছে তারা এ কথা বিশ্বাস করায় গভীরভাবে ভ্রান্ত যে, ইউ. এস. এস. আরে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পরিবৃত্তিকাল হল জাতীয় সংস্কৃতিসমূহের ধ্বসে-পড়া এবং বিলোপের সময়কাল। কিন্তু ঘটনা ঠিক তার উল্টো। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের এবং ইউ. এস. এস. আরে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সময়পর্ব হল, মর্মবস্তুতে **সমাজতান্ত্রিক** এবং রূপে জাতীয়—এরূপ জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ **সমৃদ্ধিশালী হবার** সময়পর্ব; কেননা সোভিয়েত প্রথার অধীনে জাতিসমূহ নিজেরাই সাধারণ 'আধুনিক' জাতি নয়, তারা হয়ে দাঁড়ায় **সমাজতান্ত্রিক** জাতি, ঠিক যেমন মর্মবস্তুতে তাদের জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ সাধারণ বুর্জোয়া সংস্কৃতি নয়, তারা হয়ে দাঁড়ায় **সমাজতান্ত্রিক** সংস্কৃতি।

স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, তারা এ কথা উপলব্ধি করতে অক্ষম যে, যার যার নিজ ভাষায় আবশ্যিকভাবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ **নতুন শক্তি নিয়ে** বিকশিত হতে বাধ্য। তারা এ কথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, যদি জাতীয় সংস্কৃতি-সমূহ বিকশিত হয়, তাহলেই কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের মধ্যে পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাসমূহকে সত্যসত্যই টেনে আনা সম্ভব হবে।

তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ঠিক এটাই হল ইউ. এস. এস আরে জাতিগুলির জাতীয় সংস্কৃতিসমূহের বিকাশে **সাহায্য দান ও তার উন্নতি-সাধন করার** লেনিনীয় নীতির ভিত্তি।

এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে, আমরা যারা জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ, একটিমাত্র অভিন্ন ভাষা সহ, একটি অভিন্ন সংস্কৃতিতে (রূপ এবং মর্মবস্তু উভয়তঃ) ভবিষ্যতে মিশে যাওয়ার পক্ষে, সেই আমরা আবার একই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালে, বর্তমান মুহূর্তে জাতীয় সংস্কৃতিসমূহের সমৃদ্ধিতে সমর্থন করছি। কিন্তু এতে কিছুই বিস্ময়কর নেই। জাতীয় সংস্কৃতি-সমূহকে অতি অবশ্য বিকশিত ও বিবর্ধিত হতে, তাদের সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনা-সমূহ প্রকাশ করতে দিতে হবে, যাতে এমন সব অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেখানে সারা বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সময়কালে একটি অভিন্ন ভাষা সহ একটি অভিন্ন সংস্কৃতিতে তারা মিশে যাবে। যখন সারা বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী

হবে এবং সমাজতন্ত্র জীবনযাত্রার ধরন হয়ে দাঁড়াবে, তখন, একটি অভিন্ন ভাষা সহ একটি অভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে (রূপ এবং মর্মবস্তু উভয়ত:) সংস্কৃতিসমূহের মিশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে লক্ষ্যীভূত, একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে রূপে জাতীয় এবং মর্মবস্তুতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিসমূহের সমৃদ্ধি—ঠিক ঠিক এটাই হল জাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্নের লেনিনীয় উপস্থাপনার দ্বন্দ্ববাদের উপাদান।

বলা যেতে পারে, প্রশ্নটির এরূপ উপস্থাপনা 'স্ববিরোধী'। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশ্নটি উপস্থাপনায় আমাদের কি একই 'স্ববিরোধিতা' নেই? আমরা রাষ্ট্রের উবে যাওয়াকে সমর্থন করি। আবার একই সময়ে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব—যা হল এতাবৎকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও দৃঢ়তম রাষ্ট্রশক্তি—তাকে শক্তিশালী করাকে সমর্থন করছি। রাষ্ট্রশক্তির উবে যাওয়ার পক্ষে অবস্থাসমূহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ —এরূপই হল মার্কসবাদী সূত্র। এটা কি 'স্ববিরোধী'? হাঁ, এটা 'স্ববিরোধী'। কিন্তু এই স্ববিরোধিতা জীবনের সঙ্গে আবদ্ধ, এবং এটা সম্পূর্ণরূপে মার্কসের দ্বন্দ্ববাদকে প্রতিফলিত করে।

অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেনিনের উপস্থাপিত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার সহ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি। লেনিন কখনো কখনো জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর তত্ত্বকে 'ঐক্যের জন্য অনৈক্য'—এই সহজ সূত্রের ভাষায় বর্ণনা করতেন। চিন্তা করে দেখুন—ঐক্যের জন্য অনৈক্য। আপাতঃদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে এটা কানে বাজে। এবং তথাপি, এই 'স্ববিরোধী' সূত্র প্রতিফলিত করছে মার্কসের দ্বন্দ্ববাদের সেই জীবন্ত সত্য যা জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ অধিকার করতে বলশেভিকদের সক্ষম করে তোলে।

জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সূত্র সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা যেতে পারে: সারা বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সময়কালে জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষাসমূহের উবে যাওয়া এবং একটিমাত্র অভিন্ন সংস্কৃতিতে (এবং একটি অভিন্ন ভাষায়) মিশে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালে জাতীয় সংস্কৃতিসমূহের এবং ভাষাসমূহের সমৃদ্ধিলাভ।

যে কেউ-ই আমাদের উত্তরণকালের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং 'স্ববিরোধিতা' উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, যে কেউ-ই ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া-

সমূহের এইসব দ্বন্দ্ববাদ উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়, তাকে মার্কসবাদ সম্বন্ধে মৃত বলেই ধরতে হবে।

আমাদের ভ্রষ্টাচারীদের দুর্ভাগ্য হল এই যে, তারা মার্কসের দ্বন্দ্ববাদকে বোঝে না, বুঝতে চায়ও না।

উগ্র গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি সম্পর্কে ঘটনাসমূহের অবস্থান এরূপই।

এটা উপলব্ধি করা কিছু শক্ত নয় যে, তাদের হারানো সুযোগ-সুবিধা পুনরুদ্ধার করার জন্য পূর্বেকার প্রাধান্যপূর্ণ গ্রেট-রাশিয়ান জাতির মুমূর্ষু শ্রেণী-সমূহের প্রচেষ্টা এই বিচ্যুতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে।

এইজন্য জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে উগ্র গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের বিপদ হল পার্টিতে মুখ্য বিপদ।

আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির সারকথা কী?

আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির সারকথা হল—নিজের জাতির চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ রাখার চেষ্টা করা, নিজের জাতির মধ্যে শ্রেণী-বিরোধিতাসমূহকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করা, সমাজ-তান্ত্রিক গঠনকার্যের সাধারণ স্রোত থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে উগ্র গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা, ইউ. এস. এস. আরের জাতিসমূহের ব্যাপক মেহনতী মানুষকে কিসে নিকটবর্তী এবং ঐক্যবদ্ধ করে তা না দেখার, পরন্তু কি তাদের পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দেয় কেবলমাত্র তাই দেখার চেষ্টা করা।

আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শাসনের প্রতি পূর্বেকার নিপীড়িত জাতিগুলির মুমূর্ষু শ্রেণীসমূহের অসন্তোষ, প্রতিফলিত হচ্ছে তাদের জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখা এবং সেখানে তাদের শ্রেণীশাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।

এই বিচ্যুতির বিপদ হল এই যে, তা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে অনুশীলন করে, ইউ. এস. এস. আরের বিভিন্ন জাতিসমূহের মেহনতী জনগণের একতা দুর্বল করে এবং হস্তক্ষেপকারীদের মুঠোর মধ্যে খেলা করে।

আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির এরূপই হল সারকথা।

পার্টির কর্তব্যকাজ হল, এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালু

করা এবং ইউ. এস. এস. আরের জাতিগুলির ব্যাপক মেহনতী জনতাকে আন্তর্জাতিকতাবাদের মনোভাবে শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করা।

আমাদের পার্টিতে বিচ্যুতিসমূহ, সাধারণ নীতির ক্ষেত্রে 'বামপন্থী' এবং দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিসমূহ এবং জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিচ্যুতিগুলি সম্পর্কে ঘটনারাজি এরূপই।

এরূপই হল আমাদের অন্তঃপার্টি পরিস্থিতি।

এখন যখন পার্টি সাধারণ কর্মপন্থার জন্য সংগ্রাম থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে, এখন যখন আমাদের পার্টির লেনিনবাদী লাইন সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর বিজয়ী হয়েছে, তখন সমস্ত রকমের ভ্রষ্টাচারীরা আমাদের কাজকর্মে যে-সব অসুবিধা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছিল, তা অনেকেই ভুলে যেতে আগ্রহী। এর চেয়ে আরও কিছু বেশি। এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু অমার্জিত রুচিসম্পন্ন ও একান্ত বিষয়ী কমরেডরা মনে করেন যে, ভ্রষ্টাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতিরেকেই আমরা কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারতাম। বলা বাহুল্য, এইসব কমরেড গভীরভাবে ভ্রান্ত। এই অমার্জিত রুচিসম্পন্ন পার্টি-মনোভাবের চরম শূন্যগর্ভ অবস্থা এবং ব্যর্থতা উপলব্ধি করার পক্ষে পেছনের দিকে তাকিয়ে ট্রট্স্কিপন্থী ও দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের কাজকর্ম স্মরণ করা, গত সময়পর্বে বিচ্যুতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করাই যথেষ্ট। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, আমরা যদি বিচ্যুতিগুলিকে দমন না করতাম এবং প্রকাশ্য সংগ্রামে তাদের ছত্রভঙ্গ না করতাম, তাহলে আমরা সাফল্যগুলি অর্জন করতে পারতাম না, যেগুলি সম্পর্কে আমাদের পার্টি এখন যথার্থভাবেই গর্বিত।

লেনিনবাদী কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি এগিয়ে যায়, শক্তি অর্জন করে। বিচ্যুতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টি তার সাধারণ কর্মীদের মধ্যে **লেনিনবাদী ঐক্য** গড়ে তোলে। এখন কেউই এই তর্কাতীত প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করে না যে, পার্টি এখন যেমনভাবে তার কেন্দ্রীয় কমিটির চারপাশে ঐক্যবদ্ধ, এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ এর আগে আর কখনো হয়নি। প্রত্যেকেই এখন স্বীকার করতে বাধ্য যে, আগেকার যে-কোন সময়ের তুলনায় পার্টি এখন অধিকতর **ঐক্যবদ্ধ** ও **সুসংহত** এবং ষোড়শ কংগ্রেস আমাদের পার্টির খুব অল্প কংগ্রেসগুলির মধ্যে অন্যতম, যেখানে পার্টির সাধারণ কর্মপন্থার বিরুদ্ধে পৃথক কর্মপন্থা পেশ করতে সক্ষম আর কোন নির্দিষ্টরূপে গঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শক্তি নেই।

এই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের জন্য পার্টি কিসের নিকট ঋণী ?

এই সাফল্যের জন্য পার্টি এই ঘটনার নিকট ঋণী যে বিচ্যুতিসমূহের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে পার্টি সর্বদাই **নীতিভিত্তিক** কর্মনীতি অনুসরণ করে এসেছে এবং পার্টি কখনো গোপন ও অসঙ্গত যোগাযোগ ও কূটনৈতিক দরাদরির ইতরামিতে নিমজ্জিত হয়নি।

লেনিন বলেছেন যে, নীতিভিত্তিক কর্মনীতি হল **একমাত্র** সঠিক নীতি। বিচ্যুতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি এইজন্য যে, আমরা সততার সঙ্গে এবং অবিচলিতভাবে লেনিনের নির্দেশ কার্যকর করেছিলাম। (**হর্ষধ্বনি।**)

কমরেডগণ, আমি এখন শেষ করব।

সাধারণ সিদ্ধান্ত তাহলে কী হল ?

গত সময়পর্বে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সমস্ত ফ্রন্টে আমরা কতকগুলি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছি। আমরা এই সমস্ত সাফল্য অর্জন করেছিলাম এইজন্য যে, আমরা লেনিনের মহান পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা যদি বিজয়ী হতে চাই, তাহলে আমাদের অতি অবশ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে লেনিনের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে রাখতে হবে এবং এই পতাকাকে রাখতে হবে শুদ্ধ ও নিষ্কলংক। (**হর্ষধ্বনি।**)

এই-ই হল সাধারণ সিদ্ধান্ত।

লেনিনের পতাকা নিয়ে আমরা অক্টোবর বিপ্লবের জন্য সংগ্রামসমূহে বিজয় অর্জন করেছিলাম।

লেনিনের পতাকা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সাফল্যের জন্য সংগ্রামে চূড়ান্ত সাফল্যসমূহ অর্জন করেছি।

এই পতাকা নিয়ে আমরা সারা বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে বিজয় অর্জন করব।

লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক! (**উচ্চ এবং দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি। সমগ্র কক্ষ থেকে বিজয়োল্লাস।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ১৭৭

২৯শে জুন, ১৯৩০

টীকা

১। সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয় ১৯২৯ সালের ১৬-২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল: (১) পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, (২) ষোড়শ সারা-ইউনিয়ন পার্টি সম্মেলন সংক্রান্ত প্রশ্ন; (৩) পার্টির বিশোধন। ১৯২৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির পালটব্যুরোর ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রেসিডিয়ামের যুক্ত বৈঠকে পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা পূর্ণ অধিবেশনে অনুমোদিত হয়। একটি বিশেষ প্রস্তাবে বুখারিন, রাইকভ ও তমস্কির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী কর্মতৎপরতার নিন্দা করা হয়। জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে, কৃষির উন্নতির উপায়-উপকরণ ও মাঝারি কৃষকদের করভার লাঘব করা সম্বন্ধে এবং আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলাফল ও তৎসংক্রান্ত আশু কর্তব্যভার সম্পর্কে পালটব্যুরো কর্তৃক উপস্থাপিত তত্ত্বগুলি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অনুমোদিত হয় এবং ষোড়শ সারা-ইউনিয়ন পার্টি সম্মেলনে তা পেশ করার সিদ্ধান্ত স্থির হয়। সি. পি. এস. ইউ (বি)র সদস্য ও প্রার্থী সদস্যদের বহিষ্কার সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছিল এবং ঐগুলি ষোড়শ সম্মেলনে পেশ করার সিদ্ধান্ত স্থির হয়। ২২শে এপ্রিল তারিখে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন 'সি. পি. এস. ইউ (বি)তে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবাবলীর জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।)

২। ১৯২৩-২৮ সালে শাখতি এবং অন্যান্য জনবাস এলাকার বুর্জোয়া বিপ্লবীদের প্রতিবিপ্লবী সংস্থা যে তৎপরতা চালায়, তার নাশকতামূলক কার্যাবলীর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। ১৯২৮ সালের ১৭ই জুলাই থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয় এবং কমিনটার্নের নিয়মাবলী

অনুমোদিত হয়—কমিনটার্নের কর্মপরিষদের কার্যকলাপের রিপোর্ট, যুব কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যবস্থা, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যসূচী, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলন, ইউ. এস. এস. আরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র অবস্থা। কংগ্রেসের প্রস্তাবে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অগ্রগতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, এই দ্বন্দ্বের ফলে পুঁজিবাদের সংহতি আরও শিথিল হচ্ছিল এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট আরও তীব্র হয়ে উঠছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন নতুন অবস্থা থেকে উদ্ভূত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্যভার কংগ্রেস বর্ণনা করে এবং প্রধান বিপদ, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এবং তার সঙ্গে আপোষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে প্রবৃত্ত করে। ইউ. এস. এস. আরের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সাফল্য সম্বন্ধে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অবস্থিতি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব সম্পর্কে কংগ্রেস বিবেচনা করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্য সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক জনতাকে আহ্বান জানায়। জে. ভি. স্তালিন কংগ্রেসের কাজে একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডিয়ামে ও কর্মসূচী কমিশনে নির্বাচিত হন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্যকাজসমূহের উপর তত্ত্বসমূহের উপর খসড়া রচনা করার জন্য গঠিত কমিশনেও তিনি নির্বাচিত হন।

৪। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্য ও কেন্দ্রীয় হিসাব পরীক্ষা কমিশনের সদস্যদের নিয়ে, ১৯২৮ সালের ১৬-২৪শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। ক্যাথেডার-সোশ্যালিজম—প্রধানতঃ বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে বুর্জোয়া মতাদর্শের একটি ধারা; উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এর উদ্ভব ঘটে এবং পরে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সে তা প্রসারিত হয়। উদারনৈতিক বুর্জোয়া অধ্যাপকরা এই মতবাদের প্রতিভূ; মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এবং ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক শ্রমিক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বসমূহ উপেক্ষা করে শ্রেণী-সমন্বয় প্রচার করার জন্য এই অধ্যাপকরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারগুলি (ক্যাথেডার মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার)

ব্যবহার করতেন। ক্যাথেডার-সোশ্যালিষ্টরা শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শোষণকারী চরিত্র স্বীকার করতেন না এবং তাঁরা বলতেন যে, এই রাষ্ট্র সামাজিক সংস্কারগুলির সাহায্যে পুঁজিবাদকে ক্রটিমুক্ত করতে সক্ষম। এই ধারার জার্মান প্রতিভূদের সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন, 'আমাদের ক্যাথেডার সোশ্যালিষ্টরা কখনই তত্ত্বগত দিক থেকে কতকটা লোকহিতৈষী অমার্জিত অর্থনীতিবিদের বেশি কিছু হতে পারেননি এবং এখন তো তাঁরা একেবারে বিসমার্কের রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের সমর্থকের স্তরে নেমে গেছেন' (কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলসের **রচনাবলী**, ২৭তম খণ্ড)। রাশিয়ায় বৈধ মার্কসবাদীরা ক্যাথেডার-সোশ্যালিষ্টদের উদারনৈতিক বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভাবধারা প্রচার করে। রাশিয়ার মেনশেভিকরা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী দলগুলি এবং আধুনিক দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্টরাও ক্যাথেডার-সোশ্যালিষ্টদের অবস্থানই গ্রহণ করে; তারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বুর্জোয়াদের স্বার্থানুগ করতে সচেষ্ট হয়, এবং পুঁজিবাদ ক্রমে ক্রমে শান্তিপূর্ণভাবে সোশ্যালিজমে পরিণত হবে বলে প্রচার করে।

৬। ১৯২৮ সালের ৪-১২ই জুলাই অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও সি. পি. এস. ইউ (বি)র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। **ইয়ুথ ইণ্টারন্যাশনাল** (জাগেন্দ ইণ্টারন্যাশনেল)—একটি সাময়িক পত্রিকা; ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব সোশ্যালিষ্ট ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের মুখপত্র; ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত জুরিখ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত পত্রিকাখানি ইয়ং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কর্মপরিষদের মুখপত্র ছিল। (১৯২৫-২৮ পর্যন্ত **কমিউনিস্ট ইয়ুথ ইণ্টারন্যাশনাল** নামে প্রকাশিত হয়।)

৮। **লেনিন মিসেলানি**, ১৪শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৯। ১৯১৬ সালে লেনিনের ব্যক্তিগত পরিচালনায় আর. এস. ডি. এল. পি'র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'স্বরনিক সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাতা' (সিম্পোসিয়াম অব সৎসিয়াল ডিমোক্র্যাৎ) প্রকাশিত হয়। দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—১৯১৬ সালের অক্টোবর এবং ডিসেম্বর মাসে।

১০। ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির সময় (১৯১৮) বুখারিন ও তাঁর নেতৃত্বাধীন 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা ট্রট্স্কির সঙ্গে যোগ দিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে লেনিনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান, যার ফলে

তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আঘাতের সম্মুখীন হতো— যে প্রজাতন্ত্রের তখনো কোন সেনাবাহিনী ছিল না। ১৯৩৮ সালে 'দক্ষিণ ট্রট্স্কিপন্থী ব্লকের' বিচারের সময় প্রমাণিত হয় যে, বুখারিন ও তাঁর নেতৃত্বাধীন 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কি ও বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন; তাঁরা ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি বানচাল করতে চেয়েছিলেন, ভি. আই. লেনিন, জে. ভি. স্তালিন ও ওয়াই. এম. স্বের্দলভকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করে বুখারিনপন্থী, ট্রট্স্কিপন্থী ও বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সরকার প্রতিষ্ঠা করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

১১। আর. এস. এফ. এস. আরের ইকোসো (EKOSO)—আর. এস. এফ. এস. আরের গণ-কমিশার পরিষদের অর্থনৈতিক পরিষদ।

১২। ১৯২৯ সালের ২৩-২৯শে এপ্রিল মস্কোতে সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল—জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, কৃষির উন্নতির পন্থা ও মাঝারি কৃষকদের করভার লাঘব, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলাফল ও সে-সম্পর্কে আশু কর্তব্যকাজ, এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র সদস্য ও প্রার্থী-সদস্যদের বহিষ্কার ও আনুগত্য পরীক্ষা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। দক্ষিণপন্থী আপোষকামীদের সমর্থিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 'ন্যূনতম' রূপ সম্মেলনে অগ্রাহ্য হয়, এবং সর্ব অবস্থায় বাধ্যতামূলক 'সর্বাধিক অনুকূল' রূপ গৃহীত হয়। সম্মেলনে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি নিন্দিত হয়, যে বিচ্যুতিতে পার্টির লেনিনবাদী নীতির সম্পূর্ণ বর্জন এবং সোজাসুজি কুলাকদের অবস্থান গ্রহণ সূচিত হয়েছিল। সে-যুগের প্রধান বিপদ ছিল দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং লেনিনবাদী পন্থা থেকে বিচ্যুতি সম্বন্ধে আপোষকামী মনোভাব। এর প্রতি মর্মান্তিক আঘাত হানতে সম্মেলন পার্টিকে আহ্বান জানায়। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের এপ্রিল মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সম্পর্কে এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টিতে দক্ষিণ বিচ্যুতির ঝোঁক' (এই খণ্ডের ১-১১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সম্পর্কে সেই সভায় জে. ভি. স্তালিনের প্রদত্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে ভি. এম. মলোটভ রিপোর্ট দাখিল করেন। সম্মেলনে 'পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার' সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, এবং পূর্ণমাত্রায়

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বিকাশের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন গৃহীত হয় (ষোড়শ সম্মেলনের প্রস্তাবের জন্য 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ' দ্রষ্টব্য)।

১৩। ভি. আই. লেনিনের 'কিভাবে প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে হয়?' (লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৬তম খণ্ড)।

১৪। চীনের প্রতিবিপ্লবী সেনানীবৃন্দের এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় চাইনিজ-ইষ্টার্ণ রেলের সংঘর্ষের সময় ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে গঠিত বিশেষ দূর প্রাচ্য সৈন্যবাহিনী। বিশেষ দূর প্রাচ্য সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের মুখপত্র **ত্রেভোগা (বিপদ-সংবাদ)** ১৯২৯ সাল থেকে প্রকাশিত হয়।

১৫। **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা** (যুব কমিউনিস্ট লীগ সত্য)—দৈনিক সংবাদপত্র; সারা ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ও মস্কো কমিটির মুখপত্র। ১৯২৫-এর ২৪শে মে থেকে এর প্রকাশ শুরু হয়। 'লেনিনবাদ সম্বন্ধে মুখবন্ধমূলক প্রবন্ধ'টি **কমসোমোলস্কায়া প্রাভদার** ২৮২ নং-এ ১৯২৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৬। ইউ. এস. এস. আরের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের কমিউনিস্ট অ্যাকাদেমি কর্তৃক আহূত কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর মার্কসবাদী ছাত্রদের সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনের অধিবেশন হয় ১৯২৯ সালের ২০-২৭শে ডিসেম্বর। যে ৩০২ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের, কৃষি ও অর্থনৈতিক কলেজগুলির এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাসমূহের প্রতিনিধি। এই সভার পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তি অধিবেশনে ২৭শে ডিসেম্বর জে. ভি. স্তালিন 'ইউ. এস. এস. আরের কৃষি সংক্রান্ত নীতির প্রশ্নগুলি' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন।

১৭। **লেনিন মিসেলানি**, ১১শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৮। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩১তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৯। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩১তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২০। এফ. এঙ্গেলসের 'ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সংক্রান্ত প্রশ্ন', ১৯২২ (তা ছাড়া মার্কস ও এঙ্গেলসের **নির্বাচিত রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, ১৯৫৫ দ্রষ্টব্য)।

২১। জে.ভি স্তালিনের **রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, ১১শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২২। লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৩। **ঝা রুভেঝম্** (বিদেশ)—১৯৩ সালে ম্যাক্সিম গোর্কি এই সাময়িক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সংবাদ-ভিত্তিক সাময়িক পত্রিকারূপে এটি প্রকাশিত হয়।

২৪। **ক্র্যাস্নায়া জ্ভেজ্দা** (লাল তারকা)—১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত সামরিক ও রাজনৈতিক দৈনিক সংবাদপত্র। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে এটি ইউ. এস. এস. আরের সামরিক মন্ত্রিসভার কেন্দ্রীয় মুখপত্র হয়।

২৫। 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ,' ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

২৬। 'কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনে উপায়-উপকরণ এবং মাঝারি কৃষকদের করভার লাঘব' সম্পর্কে ষোড়শ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাবের জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

২৭। 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

২৮। 'পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সংকলনের জন্য নির্দেশসমূহ' সম্পর্কে পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবের জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

২৯। 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

৩০। ওয়াই. এম. স্বের্দলভ কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ।

৩১। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩২। ভি. আই. লেনিনের 'পিতিরিম সরোকিনের মূল্যবান স্বীকারোক্তি-সমূহ' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৮তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৩৩। 'রুবিনবাদ' এবং 'যান্ত্রিকতাবাদ'—রাজনৈতিক অর্থনীতিতে মার্কসবাদ-বিরোধী শোধনবাদী ভাবধারা। রুবিন হলেন মেনশেভিক, ভাববাদী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি মার্কসের শিক্ষাকে সংশোধন করেন, এই শিক্ষার বৈপ্লবিক মর্মবস্তুকে তিনি নির্বীর্য করেন এবং সোভিয়েত অর্থনীতির প্রশ্নসমূহের অনুধাবন থেকে অর্থনীতিবিদ্‌দের অপরাধমূলকভাবে বিভ্রান্ত করেন ও তাদের পণ্ডিতী সূক্ষ্ম বিতর্কের রাজ্যে নিয়ে যান। 'যান্ত্রিকতাবাদ' হীন অধিযন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দর্শন ও অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মার্কসবাদকে বিকৃত করে এবং তা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে অস্বীকার করারই সমান। 'যান্ত্রিকতাবাদ' দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্থানে ভারসাম্যের বুর্জোয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের তাত্ত্বিক বুখারিন যান্ত্রিকতাবাদের প্রধান প্রবক্তা। যন্ত্রবাদীরা রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তার উন্নয়ন-বিধির ঐতিহাসিক স্বল্পস্থায়ী চরিত্র অস্বীকার করে এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদের বিধিসমূহ প্রসারিত করে।

৩৪। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির এই প্রস্তাবটি ৭৩ নং প্রাভদায় ১৯৩০ সালের ১৫ই মার্চ প্রকাশিত হয়েছিল। ('সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত-সমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।)

৩৫। 'সমবায়ীকরণের হার এবং যৌথ খামারের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবলী' সম্পর্কে সি. পি. এস ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির ৫ই জানুয়ারি ১৯৩০-এর প্রস্তাবটি এবং 'সি. পি. এস. ইউ এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

৩৬। ১৯৩০ সালের জুন ২৬ থেকে জুলাই ১৩ পর্যন্ত মস্কোয় সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছিল—পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় হিসাব পরীক্ষা কমিশন ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট, কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিবর্গের রিপোর্ট, শিল্পক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের রিপোর্ট, যৌথ খামার আন্দোলন এবং কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত ও পুনর্গঠনকালে ট্রেড ইউনিয়নের কর্তব্যভার সম্পর্কে রিপোর্ট। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও কর্মতৎপরতা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বলশেভিক হার নিশ্চিত করার জন্য, চার বৎসরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য, সমস্ত ফ্রণ্টে অনমনীয়ভাবে ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক অভিযান চালানোর জন্য, এবং পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণের ভিত্তিতে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদের জন্য কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দেয়। কৃষির উন্নতিতে কঠোর পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় বিরাট গুরুত্ব কংগ্রেস উল্লেখ করে, যার কল্যাণে যৌথ খামারের কৃষককুল সোভিয়েত সরকারের প্রকৃত এবং স্থায়ী সমর্থক হয়। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে সুদৃঢ় শান্তির নীতি অনুসরণ করে যেতে এবং ইউ. এস. এস. আরের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি করতে নির্দেশ দেয়। কংগ্রেস এই নির্দেশসমূহ প্রচার করে: ভারি শিল্পের চরম উন্নতিসাধন করতে হবে এবং দেশের পূর্ব অঞ্চলে কয়লা শিল্পের ও ধাতুশোধন শিল্পের নতুন ও শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলতে হবে; সমস্ত গণ-সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ পুনর্গঠন করতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভূমিকা প্রসারিত করতে হবে; সমস্ত শ্রমিককে ও মেহনতী মানুষকে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের মুখোস সম্পূর্ণরূপে খুলে দিয়ে কংগ্রেস প্রতিপন্ন করে যে, তারা পার্টির মধ্যে কুলাকদের অনুচর এবং ঘোষণা করে যে, দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের মতো সি. পি. এস. ইউ (বি)র সদস্যপদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। পার্টি-সংগঠনগুলিকে কংগ্রেস জাতিগত প্রশ্নে সংগ্রাম তীব্র করতে পরামর্শ দেয়—এ সংগ্রাম কর্তৃত্বকামী উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নয়নের নিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্য, লেনিনবাদী জাতীয় নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যে পরিণত করার নির্দেশ দেওয়া হয়; ইউ. এস. এস. আরের জাতিসমূহের বাইরের রূপ হবে জাতীয়তাবাদী এবং মর্মবস্তু হবে সমাজতান্ত্রিক। ষোড়শ কংগ্রেস পার্টির ইতিহাসে সমগ্র ফ্রণ্টে অদম্য অভিযানের কংগ্রেস, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদের এবং পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণের কংগ্রেস বলে পরিচিত। ২৭শে জুন তারিখে জে. ভি. স্তালিন সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট উপস্থাপিত করেন এবং ২রা জুলাই তারিখে রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার উত্তর দেন। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসের জন্য 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ, মস্কো, ১৯৫৪ দ্রষ্টব্য। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম-

সমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।)

৩৭। ১৯০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল রিজার্ভ প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই প্রথা অনুযায়ী দেশের বৃহৎ কেন্দ্রগুলির ১২টি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমেরিকার সমস্ত ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার সমন্বয়সাধন করে; এই বারটি ব্যাঙ্ক হল একচেটিয়া পুঁজির যন্ত্রবিশেষ। এ প্রথার কর্তা ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড (১৯৩৩ সালে নতুন নামকরণ হয় ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের গভর্ণর বোর্ড); তার সদস্যরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং বোর্ডটি ফিনান্সিয়াল রাঘববোয়ালদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। মার্কিন পুঁজিবাদের সমর্থক-ব্যাখ্যাতা আমেরিকার বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌রা এবং আমেরিকার ফিনান্সিয়াল মহল ও সরকারী মহল মনে করে যে, ফেডারেল রিজার্ভ প্রথা দেশের অর্থনীতিকে সংকট থেকে রক্ষা করবে। ১৯২৯ সালে যে সংকট দেখা দেয়, প্রেসিডেন্ট হুভার ফেডারেল রিজার্ভ প্রথার সাহায্যে তার মোকাবিলা করতে চেষ্টা করে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হন।

৩৮। ইয়ং পরিকল্পনা—মার্কিন ব্যাঙ্কার ইয়ং এই পরিকল্পনার জনক, তাঁর নামানুসারে এই পরিকল্পনার নামানুকরণ। এ হল জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পরিকল্পনা। ফরাসী, ব্রিটিশ, ইতালীয়, জাপানী বেলজিয়ান, আমেরিকান এবং জার্মান বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি কর্তৃক ১৯২৯ সালের ৭ই জুন এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়, এবং ১৯৩০ সালের ২০শে জানুয়ারি হেগ সম্মেলনে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনায় জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ ১১,৩৯০ কোটি মার্ক (বৈদেশিক মুদ্রায়) ধার্য হয়, যা ৫৯ বছরে পরিশোধ করতে হবে। ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সমস্ত দেওয়া-নেওয়ার কাজ চালাবে আন্তর্জাতিক নিষ্পত্তির ব্যাঙ্ক, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকবে। এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হল ইয়ং পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অত্যাবশ্যক অঙ্গ, যার দ্বারা মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি ইউরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্য ও মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই পরিকল্পনায় জার্মান শিল্পকে ক্ষতিপূরণের দায় থেকে রেহাই দেওয়া হয়, যার ফলে ক্ষতিপূরণের সমস্ত ভার মেহনতী জনগণের উপর চাপে। ইয়ং পরিকল্পনা জার্মানির সমরশিল্পের দ্রুত পুনর্গঠন সম্ভব করে; সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাই চেয়েছিল। (বঙ্গানুবাদের মূল অংশে এই পরিকল্পনার নাম ইয়ং পরিকল্পনা পড়তে হবে, তরুণ পরিকল্পনা নয়।)

৩৯। ১৯২৫ সালের ৫ই থেকে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্ণোয় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির চুক্তিসমূহের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ভার্সাই চুক্তির দ্বারা ইউরোপে যে যুদ্ধোত্তরকালীন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাকে শক্তিশালী করাই ছিল লোকার্ণো চুক্তির উদ্দেশ্য, কিন্তু এই চুক্তির ফলে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায় এবং নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি আরও উদ্দীপিত হয়। (লোকার্ণো সম্মেলন সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

৪০। ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড এবং ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য দেশের বহু শহর ও শিল্প কেন্দ্রে যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভ ও ধর্মঘট হয় (প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পঞ্চদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠান) এবং ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ফলে দ্রুত বেকারি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯৩০ সালের ৬ই মার্চ তারিখে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ আন্দোলন চলে।

৪১। 'সর্ব-ইউরোপ'—সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পরিকল্পিত জোট; ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিঁয়া ১৯৩০ সালের মে মাসে এই পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। এই পরিকল্পনায় একটি 'ফেডারেল ইউনিয়নের' মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপকে অভিন্ন সোভিয়েত-বিরোধী ফ্রন্টরূপে গঠনের ব্যবস্থা হয় এবং স্থির হয় যে, ইউ. এস. এস. আরের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য জেনারেল ষ্টাফ হবে 'ফেডারেল ইউনিয়নের' কর্মপরিষদ—'ইউরোপীয় কমিটি'। ইউরোপীয় মহাদেশে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপনও ব্রিঁয়া পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেইজন্য তা ব্রিটেন, ইতালী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাধা পায়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের বিরোধের জন্য 'সব-ইউরোপ' পরিকল্পনায় কোন কাজ হয়নি।

৪২। ১৯২৮ সালের ২৭শে আগস্ট প্যারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, পোল্যাণ্ড, ইতালী, জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম ও ব্রিটিশ ডমিনিয়নগুলি কর্তৃক স্বাক্ষরিত যুদ্ধবর্জন চুক্তির কথা এখানে বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত যুদ্ধবর্জন চুক্তি যে সব দেশে জাতীয় নীতি হিসেবে প্রযুক্ত হবে, তাদের সঙ্গে ইউ. এস. এস. আর যাতে যুক্ত হতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে

কেলগ চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য ইউ. এস. এস. আরকে আমন্ত্রণ করা হয় না। 'বিশ্ব শান্তি' সম্পর্কে গলাবাজির আড়ালে চুক্তির প্রস্তাবকরা (ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন) সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিঃসঙ্গ করার ও তার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এই চুক্তিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ১৯২৮ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে সোভিয়েত সরকারের বিবৃতিতে এই চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল। জনমতের চাপে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার ইউ. এস. এস. আরকে এই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হল। সোভিয়েত সরকার তাই করে এবং সর্বপ্রথম কেলগ চুক্তি অনুমোদন করে, আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে তার ধারাসমূহ অবিলম্বে কার্যে পরিণত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। ১৯২৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, এস্তোনিয়া ও লাত্ভিয়া এই ধরনের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, পরে তুরস্ক ও লিথুয়ানিয়া এই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়।

৪৩। লেনা স্বর্ণখনি—একটি ব্রিটিশ কোম্পানী; ১৯২৫-৩০ সালে সাইবেরিয়ার মজুত সোনা, তামা, লোহা ও অন্যান্য ধাতু উত্তোলনের জন্য এই কোম্পানীটি ইউ. এস. এস. আরে সুযোগ-সুবিধা পায়। সুযোগ-সুবিধার শর্ত অনুসারে লেনা স্বর্ণখনি কোম্পানীটি ধাতু উত্তোলনের নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে এবং ইজারাপ্রাপ্ত খনি ও কারখানাগুলি পুনর্গঠন করতে বাধ্য ছিল। যেহেতু কোম্পানী তার দায়-দায়িত্ব পালন করে না এবং যে-সব কারখানা, খনি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সে পেয়েছিল তা নষ্ট হয়ে যেতে দেয়, সেজন্য সোভিয়েত সরকার সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয় এবং ইউ. এস. এস. আরে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত লেনা স্বর্ণখনির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করে।

৪৪। ১৯২৯ সালের ২০-২৮শে মে পর্যন্ত মস্কোয় ইউ. এস. এস. আরের সোভিয়েতগুলির পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; এই কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছিল: ইউ. এস. এস. আরের সরকারের রিপোর্ট; ইউ. এস. এস. আরের জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা; গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও সমবায় ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রথম স্তালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আলোচনা করা এবং তা গ্রহণ করা ছিল কংগ্রেসের সর্বপ্রধান কাজ। কংগ্রেসে ইউ. এস. এস. আরের সরকারের রিপোর্ট অনুমোদিত হয়, জাতীয়

অর্থনীতি উন্নয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়; কৃষির উন্নয়নের এবং গ্রামাঞ্চলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির উপায় ও পন্থা নির্ধারিত হয় এবং ইউ. এস. এস. আরের একটি নতুন কর্মপরিষদ নির্বাচিত হয়।

৪৫। 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪৬। জে. ভি. স্তালিন, সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেসে পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট (**রচনাবলী**, ১০ম খণ্ড, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৪৭। 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪৮। ১৯২৯ সালের ১০-১৭ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়; সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচিত হয়েছিল: ১৯২৯-৩০ সালে জাতীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের তথ্যরাজি; যৌথ খামার উন্নয়নের ফলাফল এবং আরও কর্তব্যভার; ইউক্রেনের কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের কাজকর্ম; ইউ. এস. এস. আরের কৃষি দপ্তরের ইউনিয়ন গণ-কমিশনার দপ্তর গঠন; কারিগরি কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (১৯২৮) গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী মতবাদের এবং তার সঙ্গে আপোষের কথা প্রচার সি. পি. এস. ইউ (বি)র সদস্যপদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, এবং এই মতবাদের মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে বুখারিনকে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরো থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এটা উল্লেখ করা হয় যে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের এবং বৃহদাকার সমাজতান্ত্রিক কৃষির উন্নয়নের পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবেশ করেছে; যৌথ খামারগুলিকে এবং ব্যাপকভাবে বর্ধনশীল যৌথ খামার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য এই অধিবেশন অনেকগুলি সুস্পষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। (পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহের জন্য 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।)

৪৯। আত্মসমালোচনা বিকশিত করার জন্য 'সমস্ত পার্টি-সদস্য ও সমস্ত শ্রমিকের উদ্দেশ্যে' সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদনের কথা

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৮ সালের ৩রা জুন ১২৮ নং **প্রাভদায়** এই আবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল।

৫০। 'সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রের নিচু থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন পদে উন্নয়ন এবং ব্যাপক শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ (কারখানাগুলি দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতায়)' সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সিদ্ধান্ত ১৯৩০ সালের ১৬ই মার্চ **প্রাভদার** ৭৪ নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৫১। এখানে 'উরালমেটের কাজ' (উরাল অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একটি ট্রাষ্ট) সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩০ সালের ১৮ই মে ১৩৫ নং **প্রাভদায়** এটি প্রকাশিত হয়।

৫২। 'ওকৃরুগের বিলোপ' সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ১৯৩০ সালের ১৬ই জুলাই ১৯৪ নং **প্রাভদায়** প্রকাশিত হয়েছিল।

৫৩। ভি. আই. লেনিন, একাদশ পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভি. এম. মলোটভকে লিখিত চিঠি (লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৫৪। ভি. আই. লেনিন, 'কিভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শনের কাজ পুনর্গঠন করতে হবে' (লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৫৫। ১৯২০ সালের ২২-২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আর. এস. এফ. এস. আর-এর সোভিয়েতগুলির অষ্টম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কংগ্রেসে প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলির অন্যতম ছিল, 'রাশিয়াকে বৈদ্যুতিকীকরণের ষ্টেট কমিশন (গোয়েলরো) কর্তৃক রচিত বৈদ্যুতিকীকরণের পরিকল্পনা। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বৈদ্যুতিকীকরণের পরিকল্পনা 'বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মভার গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ' বলে গণ্য হয়। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে জে. ভি. স্তালিন রাশিয়াকে বিদ্যুতায়ন করার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভি. আই. লেনিনকে লেখেন, 'গত তিন দিন ধরে **রাশিয়ার বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা** সম্পর্কে প্রবন্ধসমূহের সংকলন পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে।...একখানি চমৎকার সুসংকলিত পুস্তক। একটি খাঁটি অনন্য এবং খাঁটি রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ খসড়া, উদ্ধৃতি-কণ্টকিত নয়।' একটি

প্রকৃতপক্ষে বাস্তব প্রযুক্তিগত এবং উৎপাদনের ভিত্তির উপর **অর্থনৈতিকভাবে** পশ্চাদ্‌পদ সোভিয়েত রাশিয়ার সোভিয়েত উপরিকাঠামো স্থাপন করার আমাদের সময়ের একমাত্র মার্কসীয় প্রচেষ্টা, বর্তমান অবস্থায় যা একমাত্র সম্ভবপর' (স্তালিন **রচনাবলী**, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৫৬। ১৯২৫ সালের ১৮ই মে প্রাচ্যের মেহনতী মানুষদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় প্রদত্ত অভিভাষণের কথা এখানে বলা হয়েছে। (জে. ভি. স্তালিনের 'প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ', **রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

৫৭। 'সি. পি. এস. ইউ-এর কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

*